গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গফরগাঁও পৌরসভা

মহাপরিকল্পনাঃ ২০১১-২০৩১

এপ্রিল ঃ ২০১৪

কারিগরী সহায়তায় ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

গফরগাঁও পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন

সূচিপত্র

মুখবন্ধ
নির্বাহী সার সংক্ষেপ
সূচিপত্র
সারণির তালিকা
চিত্রের তালিকা

পর্ব ক: কাঠামো পরিকল্পনা পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১	**মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন**	১
১.১	ভূমিকা	১
১.২	উদ্দেশ্যসমূহ	২
১.৩	কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ	২
১.৪	কাজের পরিধি	৭
১.৫	মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন বিন্যাস	৯
অধ্যায় ২	**ভূমিকা**	**১০**
২.১	পৌরসভার পটভূমি	১০
২.২	মহাপরিকল্পনার দর্শন	১০
২.৩	কাঠামো পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১১
২.৪	কাঠামো পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও ধরণ	১২
অধ্যায় ৩	**পৌরসভার বর্তমান উন্নয়ন ধারা**	**১৩**
৩.১	সামাজিক উন্নয়ন	১৩
৩.২	অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৪
৩.৩	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	১৪
৩.৪	পরিবেশগত উন্নয়ন	১৫
৩.৫	জনসংখ্যা	১৫
৩.৬	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	১৬
৩.৭	নগর বিকাশ এলাকা	১৭
৩.৮	প্রভাব বলয়	১৭
৩.৯	ভূমির ব্যবহার ও নগর সেবা	১৮
৩.১০	জাতীয় ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থায় পৌরসভার সম্পৃক্ততা	১৯
৩.১১	বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ডে সংস্থাসমূহের ভূমিকা	১৯
অধ্যায় ৪	**২০৩১ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রক্ষেপণ**	২১
৪.১	ভূমিকা	২১
৪.২	জনসংখ্যা প্রক্ষেপন	২১
৪.৩	ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ	২২
৪.৪	ভূমি ব্যবহারের প্রক্ষেপণ	২২
অধ্যায় ৫	**পৌরসভার উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা**	**২৫**
৫.১	ভৌত অবকাঠামো	২৫
৫.২.	আর্থ-সামাজিক	২৫
৫.৩	পরিবেশগত	২৫

অধ্যায় ৬	**নীতি, আইন ও প্রবিধানসমূহ পর্যালোচনা**	**২৭**
৬.১	বিভিন্ন নগর নীতিমালা, আইন, প্রবিধান ও সুপারিশমালার আলোকে পৌরসভার জন্য নির্দেশক বিধান/নীতিমালা	২৭
৬.২	সংশ্লিষ্ট আইন, প্রবিধানসমূহ	২৮
	৬.২.১ নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ	২৮
	৬.২.২ পৌরসভা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা	২৮
অধ্যায় ৭	**পরিকল্পনার সঙ্কটপূর্ণ বিষয়াবলী**	**২৯**
৭.১	পরিবহন	২৯
৭.২	পরিবেশ	২৯
৭.৩	ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ	৩০
৭.৪	দূর্যোগ	৩০
৭.৫	আইন ও প্রবিধানসমূহ	৩১
অধ্যায় ৮	**ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল**	**৩২**
৮.১	পরিকল্পনার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি	৩২
৮.২	নগর ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কৌশল	৩২
৮.৩	নতুন এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৩
৮.৪	সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত এলাকাসমূহ	৩৪
অধ্যায় ৯	**পৌরসভার খাতওয়ারী উন্নয়নের নীতি কৌশল**	**৩৬**
৯.১	আর্থ-সামাজিক খাত	৩৬
	৯.১.১ জনসংখ্যা	৩৬
	৯.১.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৩৭
	৯.১.৩ আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন	৩৮
	৯.১.৪ সামাজিক বিনোদনমূলক সেবা এবং কমিউনিটি সুবিধা	৩৮
	৯.১.৫ পর্যটন ও বিনোদন সুবিধা	৩৯
	৯.১.৬ নিরাপত্তা	৪০
৯.২	ভৌত অবকাঠামো খাতসমূহ	৪১
	৯.২.১ পরিবহন	৪১
	৯.২.২ পরিসেবা	৪১
	৯.২.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন	৪২
৯.৩	পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়	৪২
	৯.৩.১ প্রাকৃতিক সম্পদ	৪২
	৯.৩.২ স্যানিটেশন	৪৩
	৯.৩.৩ প্রাকৃতিক দূর্যোগ	৪৩
	৯.৩.৪ পরিবেশগত বিষয় (বায়ু, পানি, মাটি প্রভৃতির মান)	৪৪
অধ্যায় ১০	**বাস্তবায়নের বিষয়াবলী**	**৪৬**
১০.১	পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪৬
১০.২	সম্পদ সমাবেশীকরন	৪৮
১০.৩	সমাপনী মন্তব্য	৪৯

পর্ব খ: নগর এলাকা পরিকল্পনা

অধ্যায় ১১	**ভূমিকা**	**৫০**
১১.১	নগর এলাকা পরিকল্পনার বিষয় ও কাঠামো	৫০
১১.২	নগর এলাকা পরিকল্পনার আয়তন	৫০
১১.৩	নগর এলাকা পরিকল্পনার কার্যক্রম	৫১
১১.৪	নগর এলাকা পরিকল্পনার মেয়াদ ও সংশোধন	৫১
অধ্যায় ১২	**ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা**	**৫২**
১২.১	ভূমিকা	৫২
	১২.১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫২
	১২.১.২ পরিকল্পনার কৌশল ও পদ্ধতি	৫৩
	১২.১.৩ পরিকল্পনা এলাকার সীমানা নির্ধারণ	৫৪
	১২.১.৪ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও ধরণ	৫৪
১২.২	বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার	৫৫
	১২.২.১ ভূমিকা	৫৫
	১২.২.২ বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ ও প্রক্ষেপণ	৬৬
	১২.২.৩ বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের সার সংক্ষেপ	৫৭
	১২.২.৪ ভূমি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণ	৬০
১২.৩	ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনা	৬০
	১২.৩.১ ভূমিকা	৬০
	১২.৩.২ ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাবনা	৬১
	১২.৩.৩ ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ (ল্যান্ড ইউজ জোনিং)	৬৬
১২.৪	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	৬৭
	১২.৪.১ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা	৬৭
	১২.৪.২ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৬৯
অধ্যায় ১৩	**পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা**	**৭১**
১৩.১	ভূমিকা	৭১
	১৩.১.১ ভূমিকা	৭১
	১৩.১.২ কৌশল ও পদ্ধতি	৭১
১৩.২	পরিবহন সুবিধার বর্তমান অবস্থা	৭২
	১৩.২.১ সড়কের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারিক শ্রেণিকরণ	৭২
	১৩.২.২ যাতায়াত মাধ্যম	৭৩
	১৩.২.৩ যান চলাচলের তীব্রতা	৭৩
	১৩.২.৪ সেবার মান: যানজট এবং বিলম্বের মাত্রা	৭৫
	১৩.২.৫ পথচারীদের জন্য সুবিধা	৭৫
	১৩.২.৬ বর্তমান ঘাটতি বিশ্লেষণ	৭৫
	১৩.২.৭ অন্যান্য যাতায়াত মাধ্যমের অবস্থা (রেল/ নৌ/ আকাশ)	৭৬
১৩.৩	ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ	৭৭
	১৩.৩.১ আগামী ১০ বছরের জন্য ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাস	৭৭
	১৩.৩.২ পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা বিবেচনা	৭৮
	১৩.৩.৩ ভবিষ্যৎ যানবাহনের পরিমাণ এবং সেবার মান	৭৮
১৩.৪	পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা	৭৮
	১৩.৪.১ সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা	৭৮
	১৩.৪.২ পরিবহন সুবিধার জন্য পরিকল্পনা	৮২
	১৩.৪.৩ জলপথ উন্নয়ন/মানোন্নয়নের সুযোগ	৮৬

		১৩.৪.৪ রেলপথ উন্নয়নের সুযোগ	৮৬
	১৩.৫	পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনা কৌশল (টিএসএম)	৮৬
		১৩.৫.১ সুবিধা পরিচালনা কৌশল (ফ্যাসিলিটি অপারেশন)	৮৭
		১৩.৫.২ যাতায়াত প্রবাহ (ট্রাফিক ফ্লো) ও নিরাপত্তা কৌশল	৮৭
		১৩.৫.৩ যাতায়াত ব্যবস্থাপনা কৌশল	৮৮
	১৩.৬	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	৮৮
		১৩.৬.১ পরিবহন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান	৮৮
		১৩.৬.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়	৮৮
অধ্যায় ১৪		**নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা**	**৯১**
	১৪.১	ভূমিকা	৯১
		১৪.১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯১
		১৪.১.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি ও কৌশল	৯২
	১৪.২	বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা	৯২
		১৪.২.১ ভূমিকা	৯২
		১৪.২.২ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা	৯২
		১৪.২.৩ ভূমির বন্ধুরতা (টপোগ্রাফি) বিশ্লেষণ	৯৩
		১৪.২.৪ ব্যস্ততম সময়ে (পিক আওয়ার) প্রবাহের হার এবং নির্গমন চিহ্নিতকরণ	৯৪
	১৪.৩	নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা	৯৫
		১৪.৩.১ নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা	৯৫
	১৪.৪	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	৯৭
		১৪.৪.১ নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রবিধান	৯৭
		১৪.৪.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও সমন্বয়	৯৮
	১৪.৫	ভূমিকা	১০০
		১৪.৫.১ লক্ষ ও উদ্দেশ্য	১০০
		১৪.৫.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি ও কৌশল	১০০
	১৪.৬	বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা	১০০
		১৪.৬.১ ভূমিকা	১০০
		১৪.৬.২ ভূ-রূপতত্ত্ব (জিও-মরফোলজি)	১০০
		১৪.৬.৩ বর্জ্য অপসারণ	১০০
		১৪.৬.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	১০১
		১৪.৬.৫ দূষণ	১০১
		১৪.৬.৬ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও স্থানীয় আপদ (হ্যাজার্ড)	১০৩
	১৪.৭	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা	১০৪
		১৪.৭.১ পরিবেশগত বিষয়সমূহের জন্য প্রস্তাবনা	১০৪
		১৪.৭.২ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও আপদ (হ্যাজার্ড) মোকাবেলা প্রস্তাবনা	১০৮
	১৪.৮	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	১০৯
		১৪.৮.১ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান	১০৯
		১৪.৮.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও সমন্বয়	১০৯
অধ্যায় ১৫		**নগর সেবা পরিকল্পনা**	**১১০**
	১৫.১	ভূমিকা	১১০
		১৫.১.১ ভূমিকা	১১০
		১৫.১.২ নগর সেবার বিষয় ও পরিধি	১১০
	১৫.২	বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সেবাসমূহের চাহিদা নিরূপণ	১১০
		১৫.২.১ ভূমিকা	১১০
		১৫.২.২ সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ	১১০
	১৫.৩	নগর সেবা প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন কৌশল	১১৩
		১৫.৩.১ ভূমিকা	১১৩
		১৫.৩.২ নগর সেবা প্রস্তাবনা	১১৩
		১৫.৩.৩ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে প্রবিধান	১১৬

১৫.৩.৪ নগর সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১১৭

পর্ব গ: ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

অধ্যায় ১৬ ভূমিকা ১১৮

১৬.১ প্রেক্ষাপট ১১৮
১৬.২ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও বিন্যাস ১১৮
১৬.৩ কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার সাথে সংযোগ ১১৯
১৬.৪ কৌশল ও পদ্ধতি ১১৯

অধ্যায় ১৭ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার উৎপত্তি ১২০

১৭.১ কাঠামো পরিকল্পনা পুন:পর্যালোচনা ১২০
১৭.২ নগর এলাকা পরিকল্পনা পুন:পর্যালোচনা ১২০
১৭.৩ অগ্রাধিকার ১২১
১৭.৪ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ১২১

অধ্যায় ১৮ ১ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১২৩
অধ্যায় ১৯ ২ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১২৫
অধ্যায় ২০ ৩ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১২৬
অধ্যায় ২১ ৪ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১২৭
অধ্যায় ২২ ৫ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১২৯
অধ্যায় ২৩ ৬ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১৩০
অধ্যায় ২৪ ৭ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১৩১
অধ্যায় ২৫ ৮ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১৩২
অধ্যায় ২৬ ৯ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ১৩৩

অধ্যায় ২৭ বাস্তবায়ন নির্দেশনা ১৩৪

অধ্যায় ২৮ সমাপনি মন্তব্য ১৩৬

সারণির তালিকা

সারণি ৩.১: ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা
সারণি ৩.২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা
সারণি ৩.৩: বর্তমান জনবল তালিকা
সারণি ৩.৪: গফরগাঁও পৌরসভার উপকরণ সহায়তা/সরঞ্জামাদি
সারণি ৩.৫: পৌরসভার শ্রেণীবিন্যাস
সারণি ৩.৬: ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেট
সারণি ৩.৭: গফরগাঁও পৌরসভার উন্নয়নে খাতভিত্তিক সংস্থা
সারণি ৪.১: আঞ্চলিক ও স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
সারণি ৪.২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
সারণি ৪.৩: গফরগাঁও পৌরসভার প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা
সারণি ৪.৪: গফরগাঁও পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা
সারণি ৪.৫: দশ বছর পরপর ২০৩১ সাল পর্যন্ত গফরগাঁও পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার
সারণি ৬.১: নীতিমালা, আইন ও প্রবিধান পর্যালোচনা
সারণি ৮.১: কাঠামো পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার কৌশল অঞ্চল
সারণি ৯.১ প্রক্ষেপিত কর্মক্ষম জনসংখ্যা
সারণি ৯.২: আবাসন চাহিদার প্রক্ষেপণ
সারণি ১০.১: গফরগাঁও পৌরসভার প্রস্তাবিত সরঞ্জামাদি
সারণি ১০.২: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির নমুনা কাঠামো
সারণি ১২.১: গফরগাঁও পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার
সারণি ১২.২: গফরগাঁও পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার
সারণি ১২.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা
সারণি ১২.৪: প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল (ল্যান্ড ইউজ জোন)
সারণি ১২.৫: উন্নয়ন প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যায়
সারণি ১৩.১: বাংলাদেশের সড়ক উচ্চক্রম (রোড হায়ারার্কি)
সারণি ১৩.২: গফরগাঁও পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ
সারণি ১৩.৩: গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে ব্যস্ত ও অব্যস্ত সময়ে যানবাহন চলাচলের পরিমান
সারণি ১৩.৪: গুরুত্বপূর্ণ অপ্রশস্ত সড়কের তালিকা
সারণি ১৩.৫: সুপারিশকৃত সড়ক পরিকল্পনা মান
সারণি ১৩.৬: প্রস্তাবিত প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের তালিকা
সারণি ১৩.৭: সড়ক মানোন্নয়ন প্রস্তাব
সারণি ১৩.৮: নতুন সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ১৩.৯: প্রস্তাবিত পরিবহন সুবিধা
সারণি ১৩.১০: প্রস্তাবিত ফুটপাতের তালিকা
সারণি ১৩.১১: গফরগাঁও পৌরসভায় প্রস্তাবিত গোল চত্বরের তালিকা
সারণি ১৩.১২: সড়ক বিভাজক প্রস্তাবনা
সারণি ১৩.১৩: প্রস্তাবিত সড়কের বাস্তবায়ন পর্যায়
সারণি ১৪.১: মহাপরিকল্পনা এলাকার নদী ও খালের তালিকা
সারণি ১৪.২: গফরগাঁও পৌরসভার বর্তমান নর্দমার তালিকা
সারণি ১৪.৩: ভূতল বিন্দু সংক্রান্ত উপাত্তের সারসংক্ষেপ
সারণি ১৪.৪: ভূতল বিন্দুসমূহের (স্পট) উচ্চতার পার্থক্য, সংখ্যা ও অনুপাত (ইন্টারভাল, ফ্রিকোয়েন্সি ও পার্সেন্টেজ)
সারণি ১৪.৫: ওয়ার্ড ভিত্তিক ভূতল বিন্দুসমূহের (স্পট) উচ্চতার পার্থক্য
সারণি ১৪.৬: নির্গমস্থলসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার নিষ্কাশন অঞ্চল
সারণি ১৪.৭: মানোন্নয়ন প্রস্তাব সম্বলিত নর্দমার তালিকা
সারণি ১৪.৮: নতুন নর্দমার প্রস্তাবনা
সারণি ১৪.৯: প্রস্তাবিত নিষ্কাশন অবকাঠামোর তালিকা
সারণি ১৪.১০: প্রস্তাবিত নর্দমার বাস্তবায়ন পর্যায়
সারণি ১৪.১১: গফরগাঁও পৌরসভায় অবস্থিত শিল্প কারখানার তালিকা
সারণি ১৪.১২: বর্জ্য অপসারণ সুবিধার তালিকা
সারণি ১৫.১: প্রক্ষেপিত নগর সেবা
সারণি ১৫.১: প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ সুবিধার তালিকা
সারণি ১৫.২: প্রস্তাবিত গণশৌচাগারের তালিকা

সারণি ১৮.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ১৮.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ১৮.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ১৮.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ১৯.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ১৯.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ১৯.৩: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ২০.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ২০.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ২০.৩: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ২১.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ২১.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ২১.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ২১.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ২২.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ২২.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ২২.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ২২.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ২৩.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ২৩.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ২৩.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ২৩.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ২৪.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ২৪.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ২৪.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ২৪.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ২৫.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ২৫.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ২৫.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ২৫.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ২৬.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ২৬.২: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ২৬.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ২৬.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১.১ : প্রবাহ রেখাচিত্রে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া
চিত্র ১০.১ : নগর পরিকল্পনা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো
চিত্র ১৩.১ : পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রবাহ রেখাচিত্র
চিত্র ১৩.২ : গফরগাঁও পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের রেখাচিত্র
চিত্র ১৩.৩ : গফরগাঁও পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের চলাচলের পরিমান
চিত্র ১৩.৪ : প্রস্তাবিত ফুটপাথের গতিপথ
চিত্র ১৩.৫ : ময়মনসিংহ সড়ক এবং প্রস্তাবিত সড়ক সংযোগস্থলে প্রস্তাবিত গোলচত্বর
চিত্র ১৩.৬: সিনেমা হল মোড়ে প্রস্তাবিত গোলচত্বর
চিত্র ১৩.৭: ময়মনসিংহ - শ্রীপুর সড়ক সংযোগস্থলে প্রস্তাবিত গোলচত্বর
চিত্র ১৫.১: সেনিটেশন মানোন্নয়ন কৌশল
চিত্র ১৬.১: ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

মুখবন্ধ

বিগত চার দশক ধরে বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়ণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৭০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে নগরায়ণের হার শতকরা ৭.৬ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা প্রায় ২৮.৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। নগরায়নের এই দ্রুত বৃদ্ধিতে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, জনমিতিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত বহুমাত্রিক জটিল বিষয়গুলো সম্পৃক্ত। এই দ্রুত বর্ধনশীল এবং অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ বড় শহরের সাথে সাথে ছোট ছোট শহরের সীমিত ভূ-সম্পদ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, একইসাথে এগুলোর সেবা প্রদানের সক্ষমতাও হ্রাস করছে। অন্যদিকে নগরায়ণ হল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি সম্ভাবনা এবং এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। টেকসই নগর ও গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থাসহ উন্নয়নমূলক নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জনসাধারণের জন্য টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিত করা পৌরসভার একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, গফরগাঁও পৌরসভা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর কারিগরি সহায়তায় পৌরসভার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা (ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর "উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউটিআইডিপি)" নামক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে গফরগাঁও পৌরসভা মহাপরিকল্পনা নামে একটি দীর্ঘমেয়াদী ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে গফরগাঁও পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এলজিইডি এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেটস্ কনসাল্টিং সার্ভিসেস লিমিটেড নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করে এবং প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, স্বতন্ত্র পরামর্শক হিসেবে কয়েকজন অভিজ্ঞ নগর পরিকল্পনাবিদ এবং সহায়ক কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় (পিএমও) স্থাপন করে। পিএমও'র নিয়মিত পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও মতামত এই কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করে এবং এর গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পিএমও, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পৌরসভার সম্মিলিত প্রয়াসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন; মতবিনিময় সভা, গণশুনানী প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের মতামত, পর্যবেক্ষণ ও চাহিদা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের শেষ পর্যায়ে এর অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপধারা অনুসারে পৌরসভা প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পন্ন করেছে। প্রণীত মহাপরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন এবং এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনাটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে উপস্থাপন করেছে।

এই মহাপরিকল্পনা উচ্চক্রমিক স্তরে বিভক্ত তিনটি পরিকল্পনার সমন্বয়, যেগুলো হচ্ছে: ২০ বছর মেয়াদী কাঠামো পরিকল্পনা, ১০ বছর মেয়াদী নগর এলাকা পরিকল্পনা এবং ৫ বছর মেয়াদী ওয়ার্ড কর্ম পরিকল্পনা। নগর এলাকা পরিকল্পনা আবার তিনটি পরিকল্পনার সমন্বয় যথা: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। এই মহাপরিকল্পনা গফরগাঁও পৌরসভার ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত সেবা সুবিধার কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে।

উল্লেখযোগ্য এ কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্নের ক্ষেত্রে পরামর্শক টিম, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় (পিএমও), এলজিইডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনপ্রতিনিধি, অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এবং সুশীল সমাজকে তাদের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এই মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে গফরগাঁও পৌরসভাকে একটি উন্নত ও বাসযোগ্য শহরে পরিণত করতে সকল জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আবশ্যক। আমি

আশা করি যে, এই মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে গফরগাঁও পৌরসভা নিজেকে সবুজ-শ্যামল ও টেকসই শহর হিসেবে বিকশিত করে বাংলাদেশের একটি আদর্শ শহর হিসেবে পরিগণিত হবে।

(অ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ)
মেয়র
গফরগাঁও পৌরসভা

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

গফরগাঁও পৌরসভা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গফরগাঁও উপজেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পৌরসভার উত্তরে সালতিয়া ইউনিয়ন, দক্ষিণে লাঙ্গাইর ইউনিয়ন, পূর্বে পাঁচবাগ ইউনিয়ন এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী ও পশ্চিমে রাওনা ইউনিয়ন। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী গফরগাঁও পৌরসভার উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর পৌরসভার পূর্ব দিকে বয়ে গেছে। পৌরসভার অভ্যন্তরে রেললাইন রয়েছে যা উত্তর দক্ষিণ বরাবর গিয়েছে। গফরগাঁও পৌরসভা ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় ২৪.৪১৬৭ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০.৫৫০০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মাঝে অবস্থিত। বর্তমানে এটি 'ক' শ্রেণির পৌরসভা। পৌরসভা মোট ০৬টি মৌজা নিয়ে গঠিত যথাঃ সালতিয়া, শোলা হাসিয়া, বাঘাইছাতি, শিলাশি, জানমেজয় এবং নগর হোসনাবাদ। গফরগাঁও পৌরসভার আয়তন ৫.৭৫৮ বর্গ কি.মি.।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১ অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৯৩২৫ জন। এর মধ্যে ১৪৬৯১ জন (৫০.১০%) পুরুষ এবং ১৪৬৩৪ জন (৪৯.৯০%) নারী। এলাকায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর লোকজনের বসবাস রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পৌর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ২০০১ সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০৭০ জন এবং ২০১১ সালে ৫০৯৩ জন। মোট পরিবারের সংখ্যা ৬৫১৩ জন।

পৌরসভা মোট ০৬টি মৌজা নিয়ে গঠিত যথাঃ সালতিয়া, শোল হাসিয়া, বাঘাইছাতি, শিলাশি, জানমেজয় এবং নগর হোসনাবাদ। গফরগাঁও পৌরসভার আয়তন ৫.৭৫৮ বর্গ কি.মি.। ১৮৯৭ গফরগাঁও থানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে যা পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। ১৯৯৯ সালের ২০ জুলাই গফরগাঁও পৌরসভা গঠিত হয়। বর্তমানে এটি 'ক' শ্রেণির পৌরসভা।

একটি মহাপরিকল্পনা পৌরসভায় জীবন ও জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে যা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টির হবে। বর্তমানে এখানে খুব বেশী উন্নয়ন কর্মকান্ড সংগঠিত হচ্ছে না এমনকি উন্নয়ন কর্মকান্ডে সুসংগঠিত ব্যবস্থারও অভাব রয়েছে। এখানকার বর্তমান উন্নয়ন কর্মকান্ডে শুধুমাত্র সড়ক ও কাঠামো নির্মাণ বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, অন্যান্য সেবামূলক কাজ তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় এ ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যেখানে পরিসেবা (ইউটিলিটি সার্ভিস) ও নগর সেবার যথাযথ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা থাকবে। এসব উন্নয়নের দ্বারা পৌরসভার সুশাসনও নিশ্চিত করা হবে এবং সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা সম্ভব হবে।

গফরগাঁও পৌরসভার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনাটি তিন স্তর বিশিষ্টঃ প্রথম স্তর হল কাঠামো পরিকল্পনা, দ্বিতীয় স্তর নগর এলাকা পরিকল্পনা এবং ৩য় বা শেষ স্তর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা। কাঠামো পরিকল্পনায় রয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল ও নীতিমালা যা পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকান্ডের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। গফরগাঁও পৌরসভার কাঠামো পরিকল্পনায় ২৭.১৪% ভূমি মূল এলাকা (কোর এরিয়া), ২৪.৬০% প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া), ৭.০৬% নতুন শহর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া), ১২.৬১% প্রধান চলাচল (মেজর সার্কুলেশন), নগরের খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের ভবিষ্যৎ চাহিদাপূরণে সহায়তায় ২১.৬৯% কৃষি (এগ্রিকালচার) এবং ভবিষ্যৎ নিষ্কশন সংযোগ ব্যবস্থার জন্য ৬.৯০% জলাশয় (ওয়াটার বডি) হিসাবে রাখা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনায় পৌরসভার জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) পুনঃগঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং নগর পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে গঠিত নগর পরিকল্পনা বিভাগ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে। এর ফলে পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিত হবে। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় পর পর মূল্যায়ন, পরিকল্পনা হালনাগাদ এবং সম্পদ এর সঠিক ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনা মূলত তিনটি পরিকল্পনার সমন্বয়, যথাঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী মধ্য মেয়াদে পৌরসভার সকল ভূমির ভবিষ্যৎ ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পৌরসভার সম্ভাব্য সকল বসবাসের ভূমি নগর আবাসিক অঞ্চল ও গ্রামীণ বসতি এই শ্রেণির আওতায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই দুই অঞ্চলে পৌরসভার ভবিষ্যৎ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ভূমি ব্যবহারের অন্যান্য ভূমি

অঞ্চলীকরণ বা শ্রেণির মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক অঞ্চল, শিক্ষা ও গবেষণা অঞ্চল, উন্মুক্ত স্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি। জনগণের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের সুবিধার্থে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের প্রস্তাবনাও রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি সাধারণ শিল্পাঞ্চল, একটি ভারী শিল্পাঞ্চল, মহল্লার বাজার, বিপণিবিতান, স্টেডিয়াম, হাসপাতাল, বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র, দরিদ্র মানুষের জন্য ভূমি, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, টেম্পো স্ট্যান্ড, পার্কিং এরিয়া, কেন্দ্রীয় উদ্যান, কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাইমারী স্কুল, মহল্লার উদ্যান, কমিউনিটি সেন্টার ও অন্যান্য সুবিধার প্রস্তাবনা রয়েছে।

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন পরিবহন সুবিধাদির প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পৌরসভার সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ২৪.৯৭ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ২৫.১৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণের প্রস্তাবনা। অত্র পরিকল্পনায় সড়ক উচ্চক্রম (হায়ারার্কি) নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের প্রস্তাবনাও রয়েছে। প্রস্তাবিত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে প্রধান সড়ক (১০০-১৫০ ফুট), মাধ্যমিক সড়ক (৬০-১০০ ফুট) এবং স্থানীয় সড়ক (২০-৪০ ফুট)। প্রস্তাবিত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহন সুবিধাদির নির্মাণ এবং প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন ভবিষ্যৎ যানবাহন ও পরিবহন সমস্যার সমাধানসহ একটি উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন করবে। প্রস্তাবিত পরিবহন সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, বাস স্ট্যান্ড, অটোরিক্সা/টেম্পো/ মাইক্রোবাস স্ট্যান্ড, পার্কিং এলাকা ও অন্যান্য।

নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পৌরসভার নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। পৌরসভা ও তার আশেপাশের এলাকার ভূতাত্ত্বিক অবস্থা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বন্যা ও বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশনের বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ, পরিকল্পনা এলাকার পরিবেশ উপাদান (উদ্যান, উন্মুক্ত স্থান, জলাশয়, পুকুর) রক্ষার্থে সংরক্ষণ; প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপত্য নিদর্শন (যদি থাকে) এবং মৎস্য চাষের প্রাকৃতিক খামারসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভূমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে পৌরসভায় ৩.০৮৫ কিলোমিটার পাকা নর্দমা ও ৪.৯৬ কিলোমিটার নদী ও খাল রয়েছে। এই সংযোগ ব্যবস্থা বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট নয় এবং ভবিষ্যতের জন্যও আশাব্যাঞ্জক নয়। এজন্য পরামর্শকবৃন্দ ব্যাপকভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন যেখানে ৮.৩৮ কিলোমিটার প্রধান নর্দমা, ৬.৬৬ কিলোমিটার মাধ্যমিক নর্দমা এবং ৪.৫০ কিলোমিটার তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মহাপরিকল্পনার তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা, যা মহাপরিকল্পনার মেয়াদ কালের প্রথম পাঁচ বছরে বাস্তবায়িত হবে। এই মহাপরিকল্পনার মেয়াদের অবশিষ্ট পনের বছরের মধ্যে জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য পুনরায় দুই অথবা তার বেশি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রথম ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন সকল চাহিদার মধ্যে পৌরসভার জনগনের অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদাগুলো পূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। পৌরসভার নয়টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী জনগণের সাম্প্রতিক প্রয়োজনের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এমনভাবে সুবিধাদির প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে যেন কোন একটি নির্দিষ্ট ওয়ার্ড বিশ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পায়।

গফরগাঁও পৌরসভার জন্য ইতোপূর্বে কোন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউটিআইডিপি)-এর প্যাকেজ - ২ এর আওতায় প্রণীত মহাপরিকল্পনাটি পৌরসভার জন্য প্রথম মহাপরিকল্পনা। এটি আশা করা যায় যে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারসহ পরিকল্পিত উন্নয়ন, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, ভূসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও নগরবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পর্ব - ক

কাঠামো পরিকল্পনা

অধ্যায় ০১
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশে বর্তমানে নগর উন্নয়নের গড় হার প্রায় ৪.৫ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার মোতাবেক ২০২০ সালের মধ্যে নগর এলাকায় মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৪০ শতাংশ। সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় ৪৫% নগরবাসী সুপেয় পানি এবং সীমিত সংখ্যক অধিবাসী পয়:নিষ্কাশন সুবিধা পায়। এছাড়া ও পরিবহন সমস্যা ও অদক্ষ যাতায়াত ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করছে। এসব বিষয় কেবল আমাদের নাগরিক জীবনেই প্রভাব ফেলছে না, বরং দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও গ্রাস করছে। অন্যদিকে নগর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নগর সেবার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। নগর অর্থনীতির প্রসারের ফলে বাড়ছে জনসংখ্যা এবং পরিকল্পনাবিহীন ও যত্রতত্রভাবে নগর বিকশিত হচ্ছে।

নগরকেন্দ্রগুলো ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। বিশেষত: বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলোতে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আগামী কয়েক দশকে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করবে। বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা ও বসবাসের পরিবেশ সম্বলিত অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের নগরকেন্দ্রগুলো বৃহৎ নগরীর চাপ কমাতে সহায়তা করতে পারে এবং একই সঙ্গে অনুন্নত পশ্চাৎপদ এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্ধিত জনসংখ্যা ও কর্মতৎপরতার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সেবামূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা ছাড়া ক্ষুদ্র নগরকেন্দ্রগুলোর পরিবেশগতভাবে অনুকূল বাসযোগ্য স্থান হিসেবে গড়ে ওঠা কঠিন হবে। এজন্য অবকাঠামো ও সেবাসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক।

পৌরসভাগুলোতে বর্তমানে অবকাঠামোসমুহের অবস্থা ভাল নয়। নর্দমাগুলোর অধিকাংশই বন্ধ হয়ে গেছে যা ভারী বৃষ্টির সময় দ্রুত পানি নিষ্কাশন করতে পারে না, প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা হয় ভরাট হয়ে গেছে নতুবা ভূমি দখলকারীদের দ্বারা দখল হয়ে গেছে, যার ফলে বর্ষার সময় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও চাহিদা বাড়ার কারণে পৌরসভাগুলোয় যানবাহন চলাচল দিন দিন বাড়ছে। তবে অনুন্নত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা যাতায়াতের এই চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, যে কারণে যানজট একটি নৈমিত্তিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগতভাবে সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় যানজটের সম্ভাবনা থেকেই যায়, যা ভ্রমন বিলম্বের কারণে জনগণকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়া পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত যা পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ। পৌরসভায় ইমারত নির্মাণ বিধিও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়না।

এ ধরনের সমস্যা সমাধান করার এখনি মোক্ষম সময়। ভবিষ্যতে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য পৌরসভাগুলোকে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প আগামী ২০ বছরের জন্য ২২৩টি পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি নিয়েছে। এই প্রকল্পে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন এর জন্য পৃথক পরিকল্পনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, ভবিষ্যতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পদ্ধতিগত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাবনা রাখাও এর লক্ষ্য, যাতে এর নিজের প্রয়োজনীয় মূলধনের চাহিদা পূরণে অধিক সামর্থ্য অর্জন করে। গফরগাঁও পৌরসভার মহাপরিকল্পনায় ভবিষ্যতের চাহিদা মোকাবেলায় নতুন সড়ক ও সেতু/কালভার্ট, পয়:নিষ্কাশন সুবিধা, সড়ক বাতি, মার্কেট, বাস স্ট্যান্ড, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ

পৌরসভা মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ:

- পৌরসভার বিভিন্ন খাতওয়ারী উন্নয়ন সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন।

- দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণ করত তাদের জীবন মান উন্নয়ন করা সহ উন্নত পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, সড়ক অবকাঠামো, বাজার, বাস স্টেশন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অবকাশ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে নগরের জনগণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা এবং টেকসই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার জন্য অংশগ্রহণভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন খাতওয়ারী বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান।
- উপজেলা নগরের ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্যে সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনায় রেখে উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান।
- নগরের উন্নয়ন নিশ্চিত ও বিকশিত করার হাতিয়ারস্বরপ ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উক্ত পরিকল্পনায় দিকনির্দেশনা ও নীতিমালার আলোকে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসহ সকল অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।

১.৩ কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ

পরিকল্পনায় অনুসৃত কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা যা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা হয়। এই মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি পর্বে নিম্নে লিখিত পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। গফরগাঁও পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা তথা কাঠামো পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

১ম ধাপ: পৌরসভায় প্রাথমিক পরিদর্শন

সর্বপ্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার আত্ততাধীন এলাকা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভের জন্য পরামর্শকদের একটি দল সংশ্লিষ্ট এলাকা প্রাথমিকভাবে পরিদর্শন করেন। এই পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও পরিচালন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণ লাভ করা।

২য় ধাপ: প্রারম্ভিক সেমিনার আয়োজন

মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণ প্রদানের উদ্দেশে গফরগাঁও পৌরসভায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মহাপরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য সুযোগ-সুবিধা ও শর্তাবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়। এ পর্যায়ের শেষে একটি প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে জমা দেওয়া হয়।

৩য় ধাপ: পরিকল্পনা এলাকার সীমানা নির্ধারণ

এই প্রকল্পের (ইউটিআইডিপি) আওতায়, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে, গফরগাঁও পৌরসভার চাহিদা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত করা হয়। বেঞ্চমার্ক প্রতিষ্ঠা করা, বর্তমান পৌরসভার সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং গফরগাঁও পৌরসভার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা এলাকা নির্ধারন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হল:

(ক) পৌরসভার প্রশাসনিক সীমানা চিহ্নিত করতে পৌরসভা গঠনের গণবিজ্ঞপ্তি (গেজেট) সংগ্রহ

(খ) পৌরসভার উন্নয়ন ধারা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য অনুসন্ধান

(গ) প্রকৌশলগত বিভিন্ন জরিপ সম্পন্ন ও ভবিষ্যতে সূত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য বেঞ্চমার্ক (বি.এম.) স্থাপন

- স্থান নির্ধারণ
- বি. এম. পিলার নির্মাণ ও স্থাপন
- বি. এম. পিলারের স্থানাঙ্ক নির্ণয় (দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ ও সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা)

(ঘ) ভূতল নিয়ন্ত্রণ বিন্দু (গ্রাউন্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট বা জিসিপি) প্রতিষ্ঠা

(ঙ) পৌরসভা ও মহাপরিকল্পনা এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ

- মৌজা মানচিত্র সংগ্রহ, স্ক্যান ও ডিজিটাইজ করা
- ডিজিটাইজকৃত মৌজা ম্যাপের এডিট প্লট চেকিং
- মৌজা ম্যাপের জিওরেফারেন্সিং
- মৌজা মানচিত্রগুলো একত্রীকরণ ও প্রান্ত সমন্বয়করণ (এইজ ম্যাচিং)

(চ) পৌরসভা ও পরিকল্পনা এলাকার সীমানা চিহ্নিত করার কাজে পৌরসভার আংশগ্রহণ।

(ছ) মানচিত্র বিন্যাস (লে-আউট) প্রস্তুতকরণ।

৪র্থ ধাপ: গফরগাঁও পৌরসভার বিস্তারিত জরিপকাজ সম্পাদন

বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারনা লাভ ও তথ্য ব্যবস্থা তৈরীর প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটি জরিপ করা হয়। এসব জরিপে তিনটি ভিন্ন ধরণের আন্তঃসম্পর্কীয় বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলো হলো নগরের ভৌত অবস্থা, জনগণের আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নগরের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের ধারণা।

গফরগাঁও পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক, ভৌত উপাদান, পরিবহন ও যাতায়াত, ভুমি বন্ধুরতা, ভুমি ব্যবহার এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত জরিপ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের মধ্যে রয়েছে জরিপ এলাকার বিস্তারিত বিবরণ, ভুমি বন্ধুরতা, ভৌত উপাদান, ভূমি ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবহন ও যাতায়াত পরিস্থিতি। অনুমোদিত চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে আনুসঙ্গিক অন্যান্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব জরিপ এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষন পৌরসভার ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার সংকুলানের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণে সহায়তা করেছে।

ভুমি বন্ধুরতা, ভৌত উপাদান ও ভূমি ব্যবহার জরিপের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। গফরগাঁও পৌরসভার আওতাধীন সমগ্র এলাকায় ভৌত উপাদান জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপ ও মানচিত্র অঙ্কনের পর্যায়ক্রমিক কাজের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল-

- প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান (রেকনেইসেন্স) জরিপ
- মৌজা মানচিত্রে ভূতল নিয়ন্ত্রণ বিন্দু (গ্রাউন্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট বা জিসিপি) সনাক্তকরণ
- মৌজা মানচিত্রের জিওরেফারেন্সিং
- আর্ক/ইনফো কভারেজ প্রস্তুতি
- মৌজা মানচিত্রে এডিট প্লট চেকিং
- পৌরসভা গঠনের গণবিজ্ঞপ্তি থেকে পরিকল্পনা এলাকা চিহ্নিতকরণ ও পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ
- প্রকল্প এলাকায় রেফারেন্স বেঞ্চমার্ক স্থাপন
- বিস্তারিত ভৌত উপাদান জরিপ (পয়েন্ট, লাইন, সীমানা)
- স্পট লেভেল/ভূমির বন্ধুরতা জরিপ
- বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার, আর্থ সামাজিক, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত, পরিবহন ও যাতায়াত জরিপ সম্পাদন
- জরিপকৃত তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং জিআইএস ভিত্তিক ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ
- জিআইএস ভিত্তিক ভৌত উপাদান জরিপ মানচিত্রের নকশা প্রস্তুতকরণ
- মাঠ পর্যায়ে মানচিত্র যাচাইকরণ
- সকল প্রকার মানচিত্র প্রস্তুতকরণ

অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি (টোটাল স্টেশন, আরটিকে-জিপিএস প্রভৃতি) ব্যবহার করে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুযায়ী ভূমি বন্ধুরতা জরিপে তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক জরিপ প্রযুক্তি হিসেবে টোটাল স্টেশন ও আরটিকে-জিপিএস ব্যবহার করা হয়েছে।

ভূমি বন্ধুরতা জরিপ থেকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সাধারণ ক্ষেত্রে ৫০মিটার ব্যবধানে ভূমি উচ্চতার পরিমাপ, তবে অসমতল এলাকায় এই ব্যবধান প্রয়োজন অনুযায়ী কম হবে। ভূমি বন্ধুরতা জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময় সড়কের রৈখিক বিস্তৃতি ও মধ্যভাগের উচ্চতা (অনধিক ৫০মিটার ব্যবধান), বাঁধ ও নিষ্কাশন বিভাজকের বিষয়ও বিবেচনায় নেওয়া হয়। ০.৩ মিটারের সমুন্নতি ব্যবধান প্রয়োগ করে সমুন্নতি মানচিত্র (কনট্যুর ম্যাপ) প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও নদী, হ্রদ, খাল, নিষ্কাশন নর্দমার রৈখিক বিস্তৃতি এবং বাজার, জলাশয়, বিল প্রভৃতির সীমারেখাও ভৌত উপাদান জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার জরিপে ভূমির নানাধরণের ব্যবহার যেমন কৃষি, আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, কমিউনিটি সার্ভিস, শিক্ষা, পরিবহন ও যাতায়াত, জলাশয়, খোলা জায়গা এবং চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ভূমির বর্তমান ব্যবহার চিহ্নিত করে ভূমি ব্যবহার জরিপ করা হয়েছে। ভৌত উপাদান জরিপের উপাত্ত ও মানচিত্র ভূমি ব্যবহার জরিপের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভূ-সংস্থানিক ও ভৌত উপাদান জরিপ থেকে নিষ্কাশন তথ্যসমূহ প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সহায়ক অতিরিক্ত তথ্য পৌরসভার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অনির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী জরিপ (কি ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ) পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে জনসংখ্যা, পারিবারের আকার, বয়স কাঠামো/নারী-পুরুষ বন্টন, পেশা, পরিবার কাঠমো, বসতবাড়ির মালিকানা, অভিবাসন ধরণ, শিক্ষাগত অবস্থা, আয়-ব্যয়ের সীমা, ভূমির মালিকানা, ভূমির মূল্য, স্বাস্থ্য সুবিধা, বিনোদনমূলক সুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। যানবাহনের পরিমান জরিপ (ট্রাফিক ভলিউম সার্ভে), উৎপত্তি ও গন্তব্য (ও-ডি) জরিপ, গতি ও বিলম্ব জরিপ, যানজটের স্থান, সড়ক ব্যবস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে বিস্তারিত পরিবহন ও যাতায়াত জরিপ পরিচালিত হয়েছে ।

৫ম ধাপ: ভিত্তি মানচিত্র (বেইজ মানচিত্র) ও জরিপ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরন

প্রকল্প এলাকার সব ধরণের জরিপ সম্পাদন এবং জরিপকৃত উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের পর সকল প্রকার প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করে এবং সেই সাথে তাদের অবস্থান, রৈখিক বিস্তৃতি ও গুণগত তথ্য সংযোজন করে পরামর্শকবৃন্দ কর্তৃক ভিত্তি মানচিত্র (বেইজ ম্যাপ) প্রস্তুত করা হয়েছে । এই ধাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ জরিপ প্রতিবেদন তৈরী করা যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রণীত জরিপের ভিত্তিতে বিভিন্ন দিকের বর্ণনা।

৬ষ্ঠ ধাপ: অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন (ইন্টেরিম রিপোর্ট) প্রণয়ন

এটি গফরগাঁও পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের অন্তর্বর্তী পর্ব। এতে রয়েছে জনসংখ্যা ও ভূমি ব্যবহার প্রক্ষেপণ, বিভিন্ন উন্নয়ন খাত সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান নীতিমালার বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিরূপন। পৌর কর্তৃপক্ষের আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার জন্য সাম্প্রতিক বাজেট নিরীক্ষণ এবং পৌরসভার গৃহীত বর্তমান/অতি সাম্প্রতিক অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকাও এই পর্বে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৭ম ধাপ: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার বিশ্লেষন ও প্রক্ষেপণ

এই পর্বে রয়েছে মহাপরিকল্পনা এলাকার সংশ্লিষ্ট মানচিত্র, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদতি বিভিন্ন শুমারীর তথ্য উপাত্ত এবং অন্যান্য প্রাথমকি ও মাধ্যমিক উপাত্তের উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের বর্তমান ধারার বিশ্লেষণ, উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী প্রক্ষেপণ এবং মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রণীত পরিকল্পনা মান এর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ এবং পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ।

৮ম ধাপ: মতবিনিময় সভা

খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির অষ্টম পর্বে মতবিনিময় সভার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বর্তমান সুযোগ সুবিধা ও সেবামূলক কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং প্রস্তাবনাসমূহ মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ ও মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরন করা হয়। সংশ্লিষ্টদের মতামত ও পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত ও নিশ্চিত করার পর প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্ত করা হয়।

৯ম ধাপ: গফরগাঁও পৌরসভার জন্য খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পদ্ধতির নবম পর্ব হচ্ছে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিবেদন। পদ্ধতির এই পর্ব মহাপরিকল্পনার তিনটি ভিন্ন স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এগুলো হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা।

কাঠামো পরিকল্পনায় পৌরসভার উন্নয়নের বর্তমান ধারা এবং উন্নয়ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে; এমনকি ২০৩১ সালের মধ্যে গফরগাঁও পৌরসভার ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার, ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা ও উন্নয়নের বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে, উন্নয়ন নীতি নির্ধারনী অঞ্চলীকরণ মানচিত্র প্রস্তুত করা হয় এবং উন্নত নাগরিক পরিবেশ বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করতে নগর সম্পদ কৌশলের সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনা তিনটি পরিপূরক ও একটি সহযোগী পরিকল্পনার সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর সেবা পরিকল্পনা।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ২০ বছর মেয়াদের জন্য প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা মানের ভিত্তিতে প্রতিটি বৃহৎ ভূমি ব্যবহার শ্রেনির জন্য ভূমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান নির্ধারণে পর ভূমির যথোপযুক্ততার ভিত্তিতে এর বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য ভূমির উপযুক্ততা যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, মতবিনিময় সভা, ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র ও ভৌত উপাদান মানচিত্র বিশ্লেষণ ও মাটির গুণগত অবস্থার বিশ্লেষনের মাধ্যমে গুণগত মানের ভিত্তিতে ভূমির উপযুক্ততা যাচাই করা হয়। ভূমির বরাদ্দ এমন একটি প্রক্রিয়া যা ভূমির চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। ভূমির উপযুক্ততা থেকে সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় এবং ভূমির প্রয়োজনীয়তা থেকে উন্নয়নের জন্য ভূমির চাহিদা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্রে ভূমির চূড়ান্ত বরাদ্দ কিংবা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহারের জন্য ভূমি ব্যবহার সুপারিশ প্রদান করা হয় এবং বিবৃতিমূলক প্রতিবেদনে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়।

পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনার পদ্ধতিগত প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বর্তমান পরিবহন পরিস্থিতি চিহ্নিতকরণ যা যাতায়তের পরিমান জরিপ (ট্রাফিক ভলিউম সার্ভে), উৎপত্তি ও গন্তব্য (ও-ডি) জরিপ, গতি ও বিলম্ব জরিপ, যানজটের স্থান, সড়ক ব্যবস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ প্রভৃতির ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়, জরিপ প্রতিবেদনে ইতোমধ্যেই যার বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপে পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ ও যানবাহনের চাহিদার বিষয় সনাক্ত করা হয় যা অন্তর্বতী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সমীক্ষার তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে নতুন পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, যা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। অত:পর পরিবহন পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা (টিএসএম) সংক্রান্ত কিছু কৌশল হাতে নেয়া হয়। পরিশেষে, পরিবহন পদ্ধতি ব্যবস্থাপনাসহ পরিবহন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করা হয়।

নিষ্কাশন পরিকল্পনার মধ্যে (১) নিষ্কাশন সুবিধা ও বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ (২) প্রধান প্রধান নির্গমনস্থল সনাক্তকরণ এবং নর্দমার নির্গমনস্থলের ভিত্তিতে সমস্ত নিষ্কাশন এলাকাকে কয়েকটি নিষ্কাশন অঞ্চলে ভাগ করা। (৩) নকশার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মানদন্ড বর্ণনা করা এবং (৪) নর্দমার প্রয়োজনীয়তা ও আকার বর্ণনা। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে নগর এলাকায় সৃষ্টি হওয়া অতিরিক্ত জল নির্গমনস্থলে নিষ্কাশনের জন্যই নর্দমাগুলোর নক্সা করা হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমান, বৃষ্টিপাতের হার, স্থায়িত্বকাল এবং একটি এলাকার পানি প্রবাহের পরিমান প্রভৃতি হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে নর্দমার নকশা করা হয়ে থাকে।

পরিবেশগত জরিপ, সমন্বিত প্রতিবেশ জরিপ এবং পানির মান সংক্রান্ত জরিপের ভিত্তিতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সমন্বিত বাসযোগ্য পরিবেশের মধ্যে রয়েছে পানি সরবরাহ, ভূমি দূষণ, নিষ্কাশন ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাল ও প্রাইমারী নর্দমা খননের কারণে জনসংখ্যার পুনর্বাসন প্রভৃতি। সমন্বিত প্রতিবেশগত জরিপের লক্ষ্য হচ্ছে, প্রতিবেশগত উপাদান, যেমন: প্রাণী ও উদ্ভিদ, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ প্রভৃতির কথা বিবেচনায় রেখে নর্দমা বাস্তবায়ন এবং নগরায়নের সাথে সাথে ব্যাপক পরিবেশগত পরিবর্তন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ণ করা। পানির মান সম্পর্কিত জরিপের অর্থ হচ্ছে নদী, প্রাকৃতিক খাল-পুকুর প্রভৃতি এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ। নগর পরিবেশের মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এসকল জরিপ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। নাগরিক সেবার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়। অত:পর ভবিষ্যৎ নাগরিক সেবার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা দেয়া হয়। পরিশেষে প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা পদ্ধতির সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও পটভূমির ধারনালব্ধ করত: কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা সনাক্ত করা। পরবর্তীতে বিস্তারিত ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার আওতায় ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা, অগ্রাধিকারমূলক বিষয় এবং আনুমানিক ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১০ম ধাপ: চূড়ান্ত মতবিনিময় সভা

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের ১০ম ধাপে রয়েছে চূড়ান্ত মতবিনিময় সভা যেখানে পৌরসভা পর্যায়ে স্থানীয় সকর পক্ষের (স্টেকহোল্ডার) উপস্থিতিতে বিশেষত: মেয়র, কাউন্সিলর, গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খসড়া মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বে গৃহীত তাদের অভিমত, সুপারিশ প্রভৃতির প্রতিফলন যাচাই বা নতুন কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

১১তম ধাপ: খসড়া মহাপরিকল্পনার সংশোধন, পরিমার্জন এর মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ

গফরগাঁও পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণযনে এটি সর্বশেষ ধাপ। এই ধাপে পরামর্শকবৃন্দ মতবিনিময় সভা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত মতামত, পরামর্শ প্রভৃতি বিশ্লেষণপূর্বক খসড়া মহাপরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করার মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করেন।

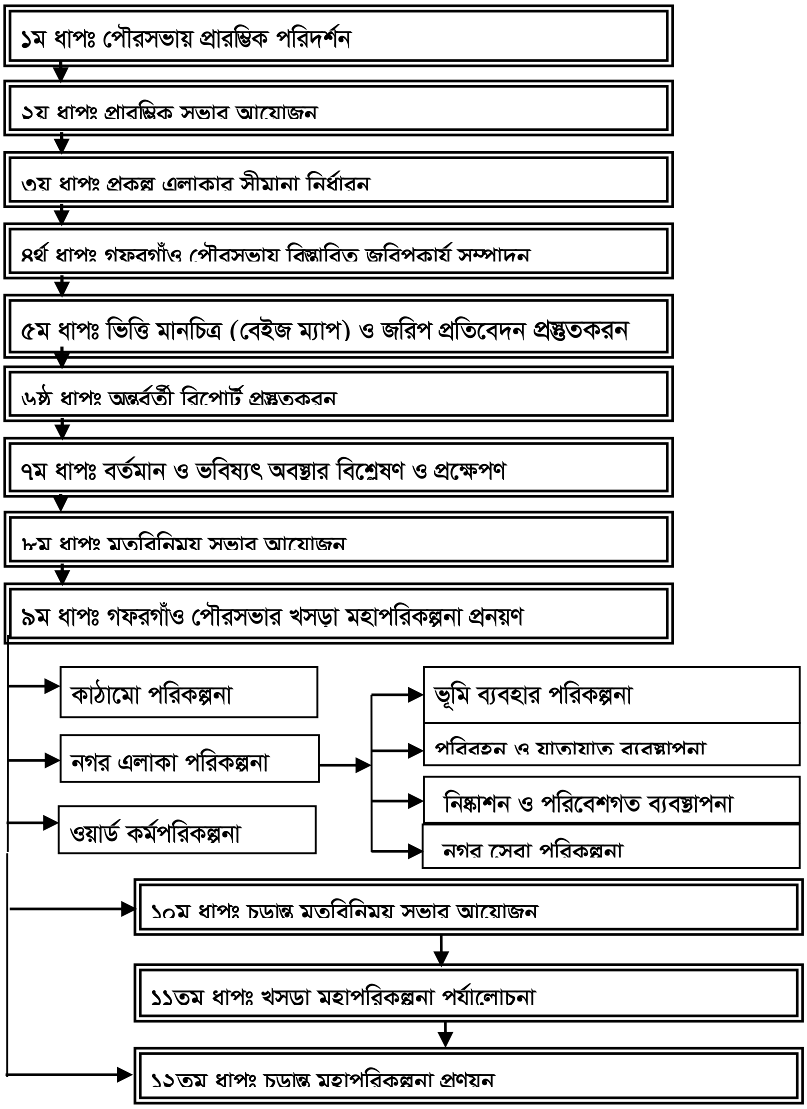

চিত্র ১.১: প্রবাহ রেখাচিত্রে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

১.৪ কাজের পরিধি

এই পরামর্শ সেবার আওতায় কাজের পরিধি মহাপকিল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত সকল বিবেচ্য বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে পৌরসভার জন্য রয়েছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনাগুলো তৈরী করতে গৃহীত কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্যাকেজের আওতাধীন সম্ভাব্য সকল পৌরসভায় পরিদর্শন এবং মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হবে এমন সকল পৌরসভার তালিকা প্রস্তুত করা। ইতোমধ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এমন সকল পৌরসভাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য পৌরসভার লিখিত মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে প্যাকেজের আওতাধীন পৌরসভার নাম ও সংখ্যা চূড়ান্ত করা। গফরগাঁও পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের জন্য পৌরসভায় পরিদর্শন করা। ইউটিআইডিপি এর প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

- মহাপকিল্পনা প্রণয়নের পরিধি ও চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে পৌরসভাকে জানানোর জন্য পৌরসভা পর্যায়ে একটি প্রারম্ভিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার জনগণের ধারণা ও মতামত সহযোগে ২০ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন রূপকল্প দাঁড় করাতে পৌরসভায় প্রাপ্ত সম্ভাব্য পরিসর ও সুযোগের উপর ভিত্তি করে একটি আদ্যপান্ত অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান অবস্থা, পৌরসভার চাহিদা ও সম্ভাব্য সুযোগের উপর ভিত্তি করে কাঠামো পরিকল্পনা এলাকা ও পরিকল্পনা এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ছক অনুযায়ী পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক, জনমিতিক, পরিবহন ও যাতায়াত, ভৌত উপাদান, ভূমি বন্ধুরতা ও ব্যবহার সম্পর্কিত বর্তমান অবস্থার উপর বিস্তারিত জরিপ পরিচালিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। পৌরসভার ভবিষ্যৎ (২০ বছরে) জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ করতে, সেই সাথে তাদের জন্য বিভিন্ন সেবা, যেমন-ভৌত অবকাঠামো সুবিধা, কর্মসংস্থান, আবাসন, বর্তমান ও প্রস্তাবিত সড়ক, নর্দমা, খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র এবং অন্যান্য পরিবেশগত ও সামাজিক অবকাঠামোর জন্য আইনের আওতাভুক্ত ও প্রয়োজনীয় ভূমির চাহিদা নিরূপণে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য এ ধরণের উপাত্ত ও তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- বর্তমান নদী ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নর্দমা, বন্যার মাত্রা ও আধিক্য, পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্র প্রভৃতি চিহ্নিতকরণ ও অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক তৈরী করা সমুন্নতি রেখা (কনট্যুর ম্যাপ) ও ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র অধ্যয়ন এবং পৌরসভার জন্য প্রাপ্ত অতীতে প্রণীত কোন নিষ্কাশন মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।

- ২০ বছরব্যাপী পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনা করত: একটি সমন্বিত নিষ্কাশন (বৃষ্টির পানি) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যার মধ্যে নিষ্কাশনের হিসাব, প্রভাব বলয়, প্রধান ও মাধ্যমিক পর্যায়ের নর্দমার নকশা, ধরণ এবং জলধারণ এলাকাসহ প্রস্তাবিত নর্দমা ব্যবস্থার প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- পৌরসভায় ঝড়-বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে যথাযথ নির্গমন পথ নির্মাণে পর্যাপ্ত ভূমির সংস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কৌশল সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বর্তমান পরিবহন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা, দুর্ঘটনা পরিসংখ্যান এবং পৌরসভায় নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ও ধরণ সংক্রান্ত জরুরী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- জটিল তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান (রেকনেইসেন্স) ও যাতায়াত জরিপের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যার দ্বারা বর্তমান যাতায়াতের পরিমান, ভবিষ্যৎ যাতায়াত বৃদ্ধির পূর্বাভাস, ভ্রমণের ধরণ, যাতায়াতে সঙ্কট সৃষ্টি হয় এমন এলাকা ও তার কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

- যাতায়াত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমাধানের কার্যকারিতার উপর অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং একমুখী চলাচল ব্যবস্থা, বড় যানবাহনের চলাচলে সীমিত প্রবেশাধিকার, উন্নততর সংকেত ব্যবস্থা, যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ দ্বীপ (ট্রাফিক আইল্যান্ড), গোলচত্ত্বর, পথচারী পারাপার, যানবাহনের মোড় ঘোরার জন্য মন্থরগতি লেন, যথোপযুক্ত ঘুর্ণন ব্যাসার্ধ, পার্কিং নীতিমালা এবং পথচারী ও রিকশা চলাচলের সড়ক পৃথকীকরণসহ একটি স্বল্পমেয়াদি যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- পথচারী চলাচল করে না, কিন্তু রিকশা সাইকেলের প্রাধান্য বেশি এমন যাতায়াতের সড়কগুলোর ওপর মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিভাবে অন্যান্য যানবাহন চলাচলে অযথা বিলম্ব না ঘটিয়ে এসব পরিবহনকে সর্বোত্তম কাজে লাগানো যায়, সে ব্যাপারে বিশেষ সুপারিশ প্রস্তাব করা উচিত। প্রস্তাবনাগুলোতে পথচারী পারাপার ও তাদের নিরাপত্তা এবং শিশুদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় রাখা উচিত।

- বর্তমানে সড়ক পরিবহন, বাস ও ট্রাক স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদির জন্য ভূমি ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সব ভূমির সর্বোচ্চ সুষ্ঠু ব্যবহার করার জন্য কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার সুপারিশ করতে হবে।

- এই প্রকল্পের অধীনে প্রস্তুতকৃত ভূমি বন্ধুরতা ও ভিত্তি মানচিত্রের (বেইজ ম্যাপ) উপর নির্ভর করে একটি সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) পরিকল্পনার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা মানসমূহের ওপর সুপারিশ পেশ করা হয়েছে, যা সড়কগুলোর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নে নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

- যাবতীয় উপযুক্ত পদক্ষেপসহ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, যার বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য থাকবে যথাযথ নীতি কৌশল, গঠন কাঠামোর রূপরেখা, প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস এবং পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎস।

- বর্তমান উদ্যোগের আওতায় তিন স্তর বিশিষ্ট (কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- প্রথম পর্যায়ে এই প্যাকেজের আওতায় প্রত্যেক পৌরসভার জন্য একটি কাঠামো পরিকল্পনা প্রনয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা ও কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা যা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সমন্বয় ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সমন্বয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- প্রত্যেক পৌরসভার জন্য পরিকল্পার মেয়াদ অর্থাৎ পরবর্তী ২০ বছর সময়সীমায় প্রধান ও মাধ্যমিক সড়ক, নর্দমা ও অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামোসমূহের একটি সামগ্রিক তালিকা তৈরী করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শ্রেণিবিভাগ করে দীর্ঘ, মাঝারি ও স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং নর্দমা, সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়নে সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।

- প্রথম পাঁচ বছর সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সড়ক, নর্দমা, যাতায়াত ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই মহাপরিকল্পনায় অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে অগ্রাধিকার প্রকল্প তালিকাসহ একটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সহায়তায়, সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে অন্তত ২টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনের উপর এবং অন্যটি প্রস্তাবিত খসড়া মহাপরিকল্পনার ওপর আলোচনার জন্য, যেখানে উপকারভোগীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা ও মহাপরিকল্পনায় সংযোজন করা হয়েছে।

- চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অব রেফারেন্স) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা মান অনুসারে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

১.৫ মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন বিন্যাস

মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন ভূমিকাসহ তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত। গফরগাঁও পৌরসভা মহাপরিকল্পনার ভূমিকাসহ প্রধান তিনটি পর্ব নিম্নরূপ:

ভূমিকা: এখানে প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন অংশের চুক্তির শর্তাবলী, মহাপরিকল্পনার দর্শন ও উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কাজের পরিসর এবং মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদনের বিন্যাস বর্ণনা করা হয়েছে।

পর্ব - ক: কাঠামো পরিকল্পনায় আগামী ২০ বছরের জন্য অর্থাৎ ২০৩১ সাল পর্যন্ত সময়ে পৌরসভার পরিকল্পিত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ধারণাগত কাঠামো এবং নীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে গফরগাঁও পৌরসভার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য জনসংখ্যা, নগরায়ন ও ভূমি ব্যবহারসহ উন্নত নগর পরিবেশ বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করতে বিভিন্ন খাত ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিশেষে একটি ভূমি ব্যবহার বিভাজন মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে।

পর্ব- খ: নগর এলাকা পরিকল্পনায় ১) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা; ২) পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; ৩) নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; এবং ৪) নগর সেবা পরিকল্পনা অন্তর্গত।

(১) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি, বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহারের বিষয় সনাক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভূমির ভবিষ্যৎ ব্যবহারের চাহিদা নির্ধারণ, ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় বর্তমান পরিবহন সুবিধা, যানবাহনের পরিমান, যানজট ও বিলম্বের মাত্রা, বর্তমান ঘাটতি বিশ্লেষণ, আগামী বিশ বছরের জন্য ভ্রমন চাহিদার পূর্বাভাস, ভবিষ্যৎ যানবাহন সংখ্যা, সেবার মান ও পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়ও পরিবহন পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৩) নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দুই অংশকে বিভক্ত: নিষ্কাশন পরিকল্পনা অংশ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অংশ, নিষ্কাশন পরিকল্পনায় বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা, ভূমির বন্ধুরতা এবং ভূ-স্তরের সমুন্নতি রেখার (কনট্যুর লাইন) বিবরণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল নিষ্কাশন পরিকল্পা অংশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা, বর্জ্য অপসারণ, পরিবেশ দূষণ, জলাবদ্ধতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও স্থানীয় আপদ-বিপদ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) নগর সেবা পরিকল্পনায় সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা, বর্তমান ও প্রস্তাবিত নাগরিক সেবা, নাগরিক সেবার প্রস্তাবনাসমূহ, এবং নাগরিক সেবার বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পর্ব- গ: ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় সমগ্র পরিকল্পনা মেয়াদে নির্ধারিত সময়ের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক বিশদ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় ০২
ভূমিকা

২.১ পৌরসভার পটভূমি

গফরগাঁও পৌরসভা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গফরগাঁও উপজেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পৌরসভার উত্তরে সালতিয়া ইউনিয়ন, দক্ষিণে লাঙ্গাইর ইউনিয়ন, পূর্বে পাঁচবাগ ইউনিয়ন এবং পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদী ও পশ্চিমে রাওনা ইউনিয়ন। পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদী গফরগাঁও পৌরসভার উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর পৌরসভার পূর্ব দিকে বয়ে গেছে। পৌরসভার অভ্যন্তরে রেললাইন রয়েছে যা উত্তর দক্ষিণ বরাবর গিয়েছে। গফরগাঁও পৌরসভা ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় ২৪.৪১৬৭ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০.৫৫০০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মাঝে অবস্থিত। বর্তমানে এটি 'ক' শ্রেণির পৌরসভা। পৌরসভা মোট ০৬টি মৌজা নিয়ে গঠিত যথা: সালতিয়া, শোল হাসিয়া, বাঘাইছাতি, শিলাশি, জানমেজয় এবং নগর হোসনাবাদ। গফরগাঁও পৌরসভার আয়তন ৫.৭৫৮ বর্গ কি.মি.। **মানচিত্র ২.১**-এ পৌরসভার অবস্থান দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১ অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৯৩২৫ জন। এর মধ্যে ১৪৬৯১ জন (৫০.১০%) পুরুষ এবং ১৪৬৩৪ জন (৪৯.৯০%) নারী। এলাকায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর লোকজনের বসবাস রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পৌর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ২০০১ সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০৭০ জন এবং ২০১১ সালে ৫০৯৩ জন। মোট পরিবারের সংখ্যা ৬৫১৩ জন।

পৌরসভা মোট ০৬টি মৌজা নিয়ে গঠিত যথা: সালতিয়া, শোল হাসিয়া, বাঘাইছাতি, শিলাশি, জানমেজয় এবং নগর হোসনাবাদ। গফরগাঁও পৌরসভার আয়তন ৫.৭৫৮ বর্গ কি.মি.। ১৮৯৭ গফরগাঁও থানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে যা পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। ১৯৯৯ সালের ২০ জুলাই গফরগাঁও পৌরসভা গঠিত হয়।

বর্তমানে পৌরসভার উন্নয়ন চিত্রে যথেষ্ট খারাপ পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। শহরটি উপজেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। এই শহর গড়ে ওঠার পেছনে অন্য কোন কারণ তেমন দেখা যায় না। উপজেলা সদরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। সড়কসমূহের গতিপথ বরাবর আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে ওঠায় পৌরসভার ভৌত বিকাশ কিছুটা ফিতার আকার (রিবর্ন ডেভেলপমেন্ট) ধারণ করেছে। তবে শহরের অধিকাংশ স্থাপনা, বাড়িঘর পরিকল্পনা মান ও নিয়মনীতি না মেনে যত্রতত্রভাবে গড়ে ওঠছে।

পৌরসভার প্রধান ও মাধ্যমিক নর্দমা এবং প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ সমন্বিত ভাবে নিষ্কাশন ব্যবস্থায় কার্যকর নয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করছে। জলাধারসমূহ দখলের কারণে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় বাড়িঘর ও সড়কসহ পৌরসভার অনেক স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। মূলত শহরের কেন্দ্রস্থলে সড়ক সংলগ্ন কিছু নর্দমা রয়েছে।

গফরগাঁওয় যানজট এবং পরিবহন সমস্যা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। সড়কের ব্যবহার যে হারে বেড়েছে সে তুলনায় সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়নি। যানজট, দূর্ঘটনা, পথচারী ও পার্কিং সমস্যা, বায়ু ও শব্দদূষণ প্রভৃতি এই শহরের বর্তমান প্রধান প্রধান সমস্যা। যথাযথ মহাপরিকল্পনা ছাড়াই অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, সড়ক, নর্দমা, বাজারের মত সকল ধরনের অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে যা পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরী করছে এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

২.২ মহাপরিকল্পনার দর্শন

বর্তমান ও ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য পদ্ধতিগতভাবে স্থানীক বিন্যাস, আর্থ সামাজিক পুনর্গঠন, পরিবেশের মানউন্নয়ন এবং আনন্দময় সামাজিক সেবা সংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের মহাপরিকল্পনার দর্শন নিহীত।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা, বিনোদন, অবকাঠামো ও উপযোগমূলক সুবিধাদির মত সম্ভাব্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিই হবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তি।

অন্য যেকোন নগরের মত গফরগাঁওও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জন করবে এবং এভাবেই জীবনযাত্রার মান অর্জিত হবে। পরিশেষে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়:

- যেকোন উন্নয়ন হতে হবে ছন্দময়, নান্দনিকভাবে মনোমুগ্ধকর এবং একই সাথে শহরের বৈশিষ্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ভূমির আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পভিত্তিক ব্যবহার হতে হবে পরিবেশগতভাবে নিরাপদ এবং বর্তমান কাঠামো, ক্ষেত্র ও ভূপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;
- বায়ু, ভূ-গর্ভস্থ পানি, খাল, বিল ও ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের অন্যান্য পানি বিশুদ্ধ ও নিরাপদ রাখতে হবে।

২.৩ কাঠামো পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য (ভিশন)

কাঠামো পরিকল্পনায় বর্নিত উদ্দেশ্য ও কৌশলের সমন্বয়ের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিত করাই এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। পৌর শহর কিভাবে গড়ে উঠতে পারে সেসম্পর্কিত পরিবর্তন ও পছন্দের রূপরেখা কাঠামো পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে। এছাড়া এই পরিকল্পনায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে নেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্তের প্রতিফলনও রয়েছে:

- অপরিকল্পিত ও যত্রতত্র উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে পৌরসভার উন্নয়ন ও মূল্যবান কৃষি ভূমি রক্ষায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যার উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে হবে এবং সেই সঙ্গে জনগনের রাজধানী অভিমুখী যাত্রা বন্ধ করা।
- পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নানা ধরণের সেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
- পৌরসভার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ এবং সকল শ্রেণীপেশার মানুষের জন্য বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- পৌরসভার অধিক্ষেত্রের মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য উপার্জনমুখী কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
- প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন কাঠামোর দিক নির্দেশনা প্রদান।
- পৌরসভাকে একটি স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্যসমূহ

একটি সেবাদানকারী ও পরিকল্পনাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পৌরসভার প্রেক্ষাপট থেকে উন্নয়নের অগ্রাধিকারমূলক রূপরেখা প্রদান করাই কাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ভবিষ্যতের আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা সঠিক ও যথাযথ স্থানে গড়ে তোলা।
- সঠিক পরিকল্পনা ও যথাযথ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিকাশ অব্যাহত রাখা।
- বহুমূল্যবান আবাদী জমি, প্রাকৃতিক উপাদান ও উন্মুক্ত স্থানসমূহের সংরক্ষণ।
- যথাযথ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে নগর এলাকার ভূ-সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- সন্নিহিত ভূমি ব্যবহারের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।
- অকৃষিজ অর্থনৈতিক কার্যক্রম জোরদার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপায় সন্ধান করা।
- আঞ্চলিক পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি পৌর এলাকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরিবহন যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।
- দূষণ, ঝুঁকি ও দুর্যোগ মুক্ত বসবাস উপযোগী জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- অগ্নি নির্বাপণ ও দূর্ঘটনা থেকে নিরাপদ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

২.৪ কাঠামো পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও ধরণ

কাঠামো পরিকল্পনা মূলত: দীর্ঘ মেয়াদে নগর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতির প্রধান প্রধান কৌশল উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক, ভৌত ও পরিবেশগত বিষয়সমূহের সমন্বয় সাধনের উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একইভাবে কাঠামো পরিকল্পনা গফরগাঁও পৌরসভায় ও এর আশেপাশে দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্নের সার্বিক উন্নয়ন কাঠামো প্রদান করে।

কাঠামো পরিকল্পনার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এলাকা/অঞ্চল ভিত্তিক ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা সংক্রান্ত সমীক্ষা। অত:পর লক্ষ্যিত প্রবৃদ্ধি সংস্থানের জন্য মৌলিক বিকল্প কৌশলসমূহ সনাক্ত করা হয়। মূল্যায়নের পর উপযুক্ত কৌশলগত বিকল্প কৌশল গ্রহণ করা হয়। নির্ধারিত উপযুক্ত কৌশল গফরগাঁও পৌর শহরের সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ ও অন্যান্য কাঠামোগত বিষয়গুলো চিহ্নিত করে। এই পরিকল্পনা বিভিন্ন নগর কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারনের জন্য এলাকাভিত্তিক কৌশল প্রদান করে। এছাড়াও কাঠামো পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদে কাঙ্খিত উপায়ে উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ খাতওয়ারী নীতি কৌশল প্রবর্তন করে।

গফরগাঁও পৌরসভার কাঠামো পরিকল্পনা পৌর শহরের ভৌত কাঠামো ও উন্নয়নের ধরণের উপর প্রধানত গুরুত্ব আরোপ করে যা প্রতিবেদন ও মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে গফরগাঁও পৌরসভা আগামী বিশ বছরে কিভাবে গড়ে উঠবে এবং বিকাশ লাভ করবে তার দিক-নির্দেশনাসহ একটি মৌলিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে।

অধ্যায় ০৩
পৌরসভার বর্তমান উন্নয়ন ধারা

৩.১ সামাজিক উন্নয়ন

গফরগাঁও পৌরসভায় বসবাসকারীদের সকলেই স্থানীয় জনগণ যারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের পৈতৃক ভিটায় বসবাস করছে। গফরগাঁও এ বিভিন্ন ধর্মের ধনী গরীব নির্বিশেষে একত্রে বসবাস করে।

গফরগাঁও পৌরসভা ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধীরে ধীরে গফরগাঁও পৌরসভার সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে শহুরে জীবনযাত্রায় রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সম্পন্ন আদমশুমারী ২০০১ এবং ২০১১ এর ময়মনসিংহ জেলা কমিউনিটি সিরিজ থেকে গফরগাঁও পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উপাত্ত পাওয়া যায়। পৌরসভার কতিপয় সামাজিক উপাত্ত নিম্নে দেওয়া হলো:

জনসংখ্যা

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, গফরগাঁও পৌরসভার সম্প্রসারিত এলাকাসহ মহাপরিকল্পনার আওতাধীন এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৯৩২৫ জন। এর মধ্যে ১৪৬৯১ জন পুরুষ (৫০.১০%) এবং ১৪৬৩৪ জন (৪৯.৯০%) নারী। এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পৌর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ২০০১ সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০৭০ জন এবং ২০১১ সালে ৫০৯৩ জন।

বয়স-লিঙ্গ কাঠামো

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, পৌরসভায় ২২.৮% মানুষ ০-৯ বছর বয়সী। এছাড়া ২৩.২% মানুষ ১০-১৯ বছর, ৪২.১% মানুষ ২০-৪৯ বছর এবং ৮.২% মানুষ ৫০-৬৪ বছর বয়সী। মাত্র ৩.৮ শতাংশ মানুষ পাওয়া যায় যাদের বয়স ৬৫ বছরের বেশি।

পরিবার

আদমশুমারী ২০১১ এর উপাত্ত অনুযায়ী গফরগাঁও পৌরসভার মোট পরিবারের সংখ্যা ৬৫১৩ যা ২০০১ তে ছিল ৪২৩৩। ২০১১ সালে পরিবারসমূহের গড় আকার ছিল যথাক্রমে ৪.৫ জন।

শিক্ষা

আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী গফরগাঁও উপজেলায় গত এক দশকে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ধারা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯১ সালে যেখানে শিক্ষার হার ছিল ৩৭.৯%, ২০০১ এবং ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৭.৭২% এবং ৬৭.৭০%। ১৯৯১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পৌরসভার মানুষের শিক্ষার হারের উর্ধ্বক্রম পরিলক্ষিত হয়। আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী, প্রাথমিক থেকে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা সম্পন্নকারী জনসংখ্যার হার ৫৯.৯০%। জরিপকৃত জনসংখ্যার ৪০.১০% মানুষ কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে ১২.৩%, মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষয় উত্তীর্ণ ১৩.৩%, ৯.৪% মানুষ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, এবং ৭.১০% মানুষ স্নাতক পর্যন্ত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে।

পৌরসভায় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৭টি যার মধ্যে ১১টি বিদ্যালয়, ০৪টি কলেজ, ৮টি মাদ্রাসা ও ০৪টি অন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যালয় (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) প্রায় ৪০.৭৪%, মাদ্রাসা ২৯.৬৩% এবং কলেজ ১৪.৮১%। এ এলাকায় জাতীয় পর্যায়ের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

আয়ের স্তর

জরিপ অনুযায়ী ৫.২% এর বেশি পরিবারের মাসিক আয় ৪০০০ টাকা কিংবা তার চেয়ে কম যাদের দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। ৬৪.২% পরিবারের মাসিক আয় ৪০০১ থেকে ১২০০০ টাকার মধ্যে। উচ্চ আয়ের পরিবার যাদের মাসিক আয় ১২ হাজার টাকার উপরে তাদের হার ৩০.৬%। পৌরবাসির মাসিক গড় আয় ১১৬৫০.৯৪ টাকা।

ধর্ম

আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী পৌরসভার ৯.৮৯% জনগণ মুসলিম। অন্য ধর্মের লোকের সংখ্যা খুবই নগন্য।

পেশা

আদমশুমারী ২০০১ অনুযায়ী, গফরগাঁও পৌরসভায় পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস ব্যবসা, চাকুরী, কৃষি শিল্প, নির্মাণ ইত্যাদি।

ভূমি মালিকানা ও মূল্য

গফরগাঁও পৌরসভার শতভাগ লোক স্থানীয়। তাদের অধিকৃত ভূমি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং ভূমির মালিকানা পরিবর্তন হয় ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে।

আবাসিক ভূমির গড় মূল্য শতাংশ প্রতি ৩৯১৫২.৭৮ থেকে ১০১২৩ টাকা পর্যন্ত। আবাসিক ভূমির গড় মূল্য ২৫৮৫০ প্রতি শতাংশ। প্রতি শতাংশ মাঝারি উচ্চতার ভূমির মূল্য ৯২০০.০ টাকা।

মালিকানার ধরণ

বসতবাড়ীর মালিকানার ধরণ সাধারনত নগরবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরে। জরিপ অনুযায়ী পৌরসভার ৯৯.০৬ ভাগ বাড়ি ব্যক্তি মালিকানাধীন। হয়তো অল্প কিছু মানুষ ভাড়া বাসায় বাস করে যা নমুনা জরিপের মধ্যে পড়েনি। বাড়ির মালিকানার ধরন থেকে অভিবাসনের চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা সম্পর্কেও ধারনা পাওয়া যায় কেননা অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা পাকা বাড়ি নির্মাণ করে।

৩.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিহীত। এর ব্যাপ্তির মধ্যে রয়েছে প্রক্রিয়া ও নীতিমালা, যার দ্বারা একটি জাতি তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধারণত: বিভিন্ন সূচক যেমন প্রবৃদ্ধি, আয়ু এবং দারিদ্র্যের হার বাড়ানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার জনগণের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা অন্যান্য বিষয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এসব বিষয়গুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত যা কখনো কখনো উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সমানভাবে চলে।

গফরগাঁও পৌরসভায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয়েছে বিগত কয়েক দশক থেকে। পৌরসভাটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ধীরে ধীরে পৌরসভার অর্থনৈতিক ভিত্তি গতানুগতিক কৃষি নির্ভর থেকে ব্যবসা বাণিজ্যসহ অন্যান্য অকৃষি নির্ভর হয়েছে। এছাড়া গফরগাঁও পৌরসভা বিভিন্ন প্রকার বীজ, কীটনাশক, রাসায়নিক সারের আঞ্চলিক ব্যবসায়িক কেন্দ্র। ফলে এখানে কৃষির পাশাপাশি ব্যবসায়িক কর্মকান্ড হয়ে থাকে।

পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থান এবং আশেপাশের অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গফরগাঁও পৌরসভার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পৌরসভার অন্যান্য অংশের তুলনায় মধ্য অংশে অধিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উপজেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হওয়ায় সংঘটিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন পৌরসভার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কারণ। উপজেলা প্রতিষ্ঠার পর এই এলাকা সমগ্র উপজেলার ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

৩.৩ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ভবন, সড়ক, সেতু, কালভার্ট, খাল, নর্দমা, বাঁধ, পয়:নিষ্কাশন লাইন, শিল্প কারখানা, অফিস, প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সংরক্ষণাগার/গুদাম প্রভৃতি। জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩টি খাল যথা বাকসাত্রা খাল, কালাঙ্গা খাল, বেলতিয়া সাজ্ঞুইন খাল এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী প্রাকৃতিক জলাশয় হিসেবে পরিচিত। পৌরসভার মধ্যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫.৮৩ কিলোমিটার।

গফরগাঁও পৌরসভায় গত কয়েক দশকে প্রায় ৭৭৪৩টি ভবন নির্মান হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫৬৭টি আবাসিক ভবন, ৮৩৩টি বাণিজ্যিক ভবন, ২৮টি শিল্প ভবন, ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ০১টি স্বাস্থ্যভবন (হাসপাতাল) এবং ৩৩টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এছাড়া

এ পর্যন্ত ১০৫.০৯ কিলোমিটার সড়ক, ৬৫টি সেতু ও কালভার্ট এবং ৮.৬৯ কিলোমিটার পাকা নর্দমা নির্মিত হয়েছে। পৌরসভার ভৌত বিকাশ হয়েছে মূলত সড়ককে কেন্দ্র করে রৈখিকভাবে। মূল বাজার এলাকায় শোলাহাসি মৌজায় কিছু ঘনবিন্যস্ত উন্নয়ন দেখা যায়।

৩.৪ পরিবেশগত উন্নয়ন

পরিবেশগত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বৃষ্টিপাত, ভৌগোলিক অবস্থা, ভূপৃষ্ঠ ও উপরিভাগের পানি দূষণ, জলাধার, খাবার পানির মান, স্যানিটেশন, ভূমি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, বন্যা, জলাবদ্ধতা, পয়:নিষ্কাশন প্রতিবন্ধকতা, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ। পরিবেশগত উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে জ্বালানী ব্যবহার, পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রশমন প্রভৃতির দ্বারা ভূমি, পানি ও বায়ুর মান এবং জীববৈচিত্রের উপর পরিবেশের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা।

গফরগাঁও পৌরসভার নগর পরিবেশের মধ্যে মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক উভয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। মানবসৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে রয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি, বায়ুর মান, জ্বালানীর ব্যবহার, পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রশমন। যেখানে মানবসৃষ্ট পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে তুলে সেখানে নগরায়ন কখনও টেকসই হতে পারে না।

সুতরাং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে এই সকল পরিবেশগত বিষয় মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভূমি, পানি ও বায়ুর গুনগত মান, জীববৈচিত্র্য, পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রশমন প্রভৃতির উপর পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.৫ জনসংখ্যা

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, গফরগাঁও পৌরসভার সম্প্রসারিত এলাকাসহ মহাপরিকল্পনার আওতাধীন এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৯৩২৫ জন। এর মধ্যে ১৪৬৯১ জন পুরুষ (৫০.১০%) এবং ১৪৬৩৪ জন (৪৯.৯০%) নারী। এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পৌর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ২০০১ সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০৭০ জন এবং ২০১১ সালে ৫০৯৩ জন। মোট পরিবারের সংখ্যা ৬৫১৩ এবং লিঙ্গ অনুপাত হল পুরুষ ঃ নারী ১০০ ঃ ৩৯। বার্ষিক জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৭৮%।

সারণি ৩.১: ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা

ওয়ার্ড নং	জনসংখ্যা- ২০০১					
	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ওয়ার্ড নং.০১	৭২২	২.৪৬	৬৬৮	২.২৮	১৩৯০	৪.৭৪
ওয়ার্ড নং.০২	১০৬২	৩.৬২	১০৬২	৩.৬২	২১২৪	৭.২৪
ওয়ার্ড নং.০৩	৮১২	২.৭৭	৮৩৫	২.৮৫	১৬৪৭	৫.৬২
ওয়ার্ড নং.০৪	১৪৮৩	৫.০৬	১৩৩৭	৪.৫৬	২৮২০	৯.৬২
ওয়ার্ড নং.০৫	২৫৬১	৮.৭৩	২৫৮২	৮.৮০	৫১৪৩	১৭.৫৪
ওয়ার্ড নং.০৬	২৫২০	৮.৫৯	২৫৩০	৮.৬৩	৫০৫০	১৭.২২
ওয়ার্ড নং.০৭	৮৭৭	২.৯৯	৯০০	৩.০৭	১৭৭৭	৬.০৬
ওয়ার্ড নং.০৮	২৭২৯	৯.৩১	২৬৮১	৯.১৪	৫৪১০	১৮.৪৫
ওয়ার্ড নং.০৯	১৯২৫	৬.৫৬	২০৩৯	৬.৯৫	৩৯৬৪	১৩.৫২
মোট	**১৪৬৯১**	**৫০.১০**	**১৪৬৩৪**	**৪৯.৯০**	**২৯৩২৫**	**১০০.০০**

উৎস: আদমশুমারী ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণি ৩.২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

লোকগননা বছর	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
জনসংখ্যা	১৫,৭৮৩	১৮,৮০৯	২১,৯৩৭	২৯,৩২৫

উৎস: আদমশুমারী ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৩.৬ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

সাধারণভাবে সক্ষমতা বলতে বোঝায় কাজ করার সামর্থ্য, সমস্যার সমাধান এবং লক্ষ্য অর্জনের সক্ষমতা। সামর্থ্য হচ্ছে কোন একটি ব্যবস্থা বা পদ্ধতি, সুতরাং কোন কোন দৃষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সকল দিকই মনোযোগের দাবীদার। গফরগাঁও পৌরসভা ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। পৌরসভায় একজন নির্বাচিত মেয়র এবং ৯ জন নির্বাচিত কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী আসনে ৩ জন নারী কাউন্সিলর রয়েছেন। পৌরসভায় সর্বমোট ১২ জন কর্মচারী রয়েছে।

সারণি ৩.৩: বর্তমান জনবল তালিকা

পদবী	বিদ্যমান জনবল
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত)	০১ জন
কার্য সহকারী (ওয়ার্ক এসিস্ট্যান্ট)	০১ জন
সচিব (সেক্রেটারি)	০১ জন
হিসাবরক্ষক	০১ জন
কর নির্ধারক	০১ জন
লাইসেন্স পরিদর্শক	০১ জন
টিকাদানকারী	০২ জন
এমএলএসএস	০২ জন
বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি	০১ জন
নৈশ প্রহরী	০১ জন

সূত্র: গফরগাঁও পৌরসভা, ২০১১

গফরগাঁও পৌরসভার বর্তমান উপকরন সহায়তা/সরঞ্জামাদি (লজিস্টিক সাপোর্ট) সন্তোষজনক নয়। বহুমুখী কার্যক্রমসহ পৌরসভার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান সহায়তা/সরঞ্জামাদিও সরবরাহ এমনভাবে বাড়াতে হবে যেন কোন কার্যক্রম ব্যহত না হয়। গফরগাঁও পৌরসভার বর্তমান উপকরন সহায়তা/সরঞ্জামাদি নিম্নের সারণি ৩.৪-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৩.৪: গফরগাঁও পৌরসভার উপকরণ সহায়তা/সরঞ্জামাদি

ক্রমিক নং	সরঞ্জামের ধরণ	সংখ্যা
১.	ট্রাক (ময়লা ফেলা এবং সংগ্রহের জন্য)	০২
২.	রোড রোলার -৩ টন	০১
৩.	ভ্যান	০২
৪.	মোটর সাইকেল	০২
৫.	কম্পিউটার	০৩
৬.	প্রিন্টার	০২

সূত্র: গফরগাঁও পৌরসভা অফিস, ২০১১

গফরগাঁও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বর্তমানে খুবই সীমিত। পৌরসভার কাজের পরিমানের তুলনায় কর্মচারী সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে গফরগাঁও আনুষঙ্গিক সহায়তার দিক থেকে পিছিয়ে আছে। এখানে কম্পিউটার সুবিধা, জিআইএস সফটওয়্যার, স্যাটেলাইট ইমেজ, আধুনিক জরিপ সরঞ্জাম, ইন্টারনেট প্রভৃতির ব্যবহার এখনো সন্তোষজনক নয়। পৌরসভাকে তার নানা ধরনের কার্যক্রমসহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান আনুষাঙ্গিক উপকরন/ সরঞ্জাম এমনভাবে বাড়াতে হবে যেন কোন কার্যক্রম ব্যহত না হয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কর্তৃক মন্ত্রণালয় আর্থিক সঙ্গতি/বার্ষিক রাজস্ব আয় অনুযায়ী পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। সকল পৌরসভার বর্তমান শ্রেণী ও তাদের অবস্থান **সারণি ৩.৫** এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩.৫: পৌরসভার শ্রেণীবিন্যাস

পৌরসভার শ্রেণীবিন্যাস	বার্ষিক রাজস্ব আয়
শ্রেণী-ক	৬০ লাখ+
শ্রেণী-খ	২০ লাখ
শ্রেণী-গ	অনধিক ২০ লাখের

সূত্র: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কান্ট্রি প্রতিবেদন: বাংলাদেশ

মন্ত্রণালয়ের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে গফরগাঁও "খ" শ্রেণীর পৌরসভার আওতায় ছিল যাদের রাজস্ব আয় ২০ লাখ টাকার বেশী। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের পরিমান ছিল ৭,৩৩,৩৭৯ টাকা। পৌরসভার ২০১০-২০১১ অর্থবছরে মোট আয় হয়েছে ৪৪৪০৫৬৬৮ টাকা, এবং ব্যয় হয়েছে ৪,০৫,২০,০০০ টাকা, বিস্তারিত সারণি-৩.৬ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি ৩.৬: ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেট

আয়ের ধরন	মোট বাজেট (টাকা)	ব্যয়ের ধরন	মোট বাজেট (টাকা)
রাজস্ব আয়	৪,১০,৭০,০০০/=	রাজস্ব ব্যয়	৪,৪৪,০৫,৬৬৮/=
উন্নয়ন আয়	৫,০৬,০০,০০০/=	উন্নয়ন ব্যয়	৫,০৬,০০,০০০/=
মোট	**৯,১৬,৭০,০০০/=**	**মোট**	**৯,৫০,০৫,৬৬৮/=**

সূত্র: গফরগাঁও পৌরসভা, ২০১১

গফরগাঁও পৌরসভায় বর্তমানে কোন নগর পরিকল্পনাবিদ নেই। একজন উপ সহকারি প্রকৌশলীর নেতৃত্বে প্রকৌশল বিভাগ নগর পরিকল্পনার সব কাজ করে থাকে। পরিকল্পনার কাজ করার জন্য এবং পরিকল্পিত উপায়ে পৌরসভার ভৌত উন্নয়নে নির্দেশনা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্ততপক্ষে একজন নগর পরিকল্পনাবিদ দরকার। তবে এ জন্য পৌরসভার বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

৩.৭ নগর বিকাশ এলাকা

১৯৮৩ সালে গফরগাঁও থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৯ সালের ২০ জুলাই তারিখে গফরগাঁও উপজেলা সদরকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে এটি "ক" শ্রেণীর পৌরসভা। পৌরসভা ঘোষণার পর নগরায়নের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য আশপাশের উপজেলা থেকে লোকজন গফরগাঁও পৌরসভায় আসতে শুরু করে। সে সময় থেকেই বিভিন্ন সরকারি অফিস প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে।

পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা যুক্ত হওয়ার পর ভৌত বিকাশ শুরু হয়। এ পর্যন্ত এখানে ৭৭৪৩টি নতুন কাঠামো গড়ে উঠেছে। এছাড়াও সড়ক সংযোগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গফরগাঁও পৌর নগরের ভৌত বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গফরগাঁও পৌরসভার দক্ষিণ অংশে মূলত ভৌত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া পৌরসভার সড়ক ব্যবস্থা বরাবর বিকাশ দেখা যায়।

গফরগাঁও এলাকাকে পৌরসভা ঘোষণার সময় গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার এই পৌরসভার পরিধি এবং সীমানা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। ১৯৯৯ সালের ২০শে জুলাই প্রকাশিত এই গণ বিজ্ঞপ্তিতে মৌজা পরিচিতিসহ (পূর্ণাঙ্গ/অংশবিশেষ মৌজার নাম, দাগ নম্বর) ৫.৭৫৮ বর্গকিলোমিটার পরিধির এই পৌরসভা গঠণের ঘোষণা উল্লেখ করা হয়।

৩.৮ প্রভাব বলয়

দুইভাবে পৌরসভা ও পাশ্ববর্তী এলাকা উপকৃত হয়। প্রথমত: সমগ্র উপজেলার জন্য দৈনন্দিন ব্যবসাপাতির জিনিসপত্র কিনতে ব্যবসায়ীগণ শহরে আসে যার ফলে শহরের বাইরে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বা আঞ্চলিক পর্যায়ে পাইকারী ব্যবসায়ে পৌরসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দ্বিতীয়ত, পৌরসভার অভ্যন্তরে অবস্থিত উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি কার্যালয় পৌর নাগরিকসহ উপজেলার সকল অধিবাসীকে সেবা প্রদান করে। গফরগাঁওয় ০৩টি কলেজ ও ০৫টি উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। চারপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়া করে। পৌরসভার আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও শিক্ষণীয় অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য এখানে নিয়ে আসেন। এছাড়াও এই পৌরসভায় রয়েছে বাজার, পোশাক, উপহার, আসবাবপত্র ও ঔষুধের দোকান এবং সাধারণ পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্রসহ বেশকিছু খুচরা দোকান। শহরে বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। এখানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে যেখানে সকল পেশাদারী চিকিৎসা সেবা বর্তমান, ফরে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য গফরগাঁও পৌরসভার চারপাশের লোকজনকে এখানে আসার জন্য আকর্ষক হিসাবে কাজ করে।

গফরগাঁও পৌরসভার এই প্রভাব বলয় এলাকা কয়েকটি সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা যেমন: ময়মনসিংহ সড়ক, মশাখালী সড়ক, ত্রিশাল সড়ক, দেওয়ানগঞ্জ সড়ক, শিলাশি সড়ক সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত। গফরগাঁও পৌরসভা এলাকা এবং গফরগাঁও উপজেলার ০২টি ইউনিয়ন পরিষদ নগরের প্রভাব বলয় এলাকার আওতায় পড়েছে (মানচিত্র-৩.১)।

৩.৯ ভূমি ব্যবহার ও নগর সেবা

গফরগাঁও নগরের কেন্দ্রীয় এলাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী শহরতলী ও প্রান্তিক এলাকা অব্যাহতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যেমন, এই এলাকার ভূমির ব্যবহারের ধরণ নগর প্রকৃতির এবং নগরজীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়।

পরিকল্পনা এলাকার স্থানিক কাঠামো ও ভূমি ব্যবহারের ধরণ মূলত স্বপ্রণোদিতভাবে গড়ে উঠেছে। বিগত দশকে এখানে উন্নয়ন শুরু হলেও পৌরসভার বৈশিষ্ট্য এখনও কৃষি প্রধান রয়ে গেছে। নগরায়নের প্রভাব প্রধানত: চোখে পড়ে গফরগাঁও পৌরসভার মধ্য অংশে এবং রেললাইন এবং ময়মনসিংহ সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে। প্রধান প্রধান সড়কের পাশে এবং প্রান্তিক এলাকায় অনেকটা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ বসতি এলাকা দেখা যায়।

কৃষি ভূমি ব্যবহার

পৌরসভার বেশীরভাগ জমিই কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। কৃষি কাজে ব্যবহারের আওতাধীন মোট ভূমির পরিমান ৫৭৯.৬৯ একর যা মোট ভূমির ৪০.৭৪ শতাংশ। কৃষি কাজে ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষস্থানে রয়েছে ওয়ার্ড ২, ৪ এবং ৭। এসব এলাকার বৈশিষ্ট্য মূলত গ্রামীণ প্রকৃতির।

আবাসিক ভূমি ব্যবহার

বর্তমানে প্রায় ৬১২.৭০ একর ভূমি আবাসিক ব্যবহারের আওতায় রয়েছে। পরিকল্পনা এলাকার অকৃষি ভূমির বেশীরভাগ অংশ (মোট ভূমির ৪৩.০৬ শতাংশ) আবাসিক ভূমি ব্যবহারের অন্তর্গত।

বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার

পৌরসভার ২৪.৫৪ একর ভূমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যা পৌরসভার মোট আয়তনের মাত্র ১.৭২ শতাংশ। এর মধ্যে রয়েছে পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার, কাঁচা বাজার প্রভৃতি।

জলাশয়

তৃতীয় সর্বোচ্চ ভূমি ব্যবহার হচ্ছে জলাশয়। সর্বমোট ১০৮.৭৯ একর (৭.৬৫%) ভূমি জলাশয় হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে, নদী, পুকুর, ডোবা ও খাল-বিল। অত্র এলাকায় জলাশয়ের মধ্যে অধিকংশই পুকুর। এগুলো পৌরসভায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জলাশয়ের দিক থেকে শীর্ষস্থানে রয়েছে ওয়ার্ড ২, ৮ এবং ৯।

চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা

চলাচল সংযোগ ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে মোট ৩.২৪ শতাংশ ভূমি। চলাচল সংযোগ ব্যবস্থার আওতায় ব্যবহৃত মোট ভূমির পরিমান ৪৬.১৩ একর যা গফরগাঁওর মতো শহরের সড়কের চাহিদার তুলনায় খুব কম। এখানকার প্রধান চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সড়ক।

শিক্ষা ও গবেষণায় ভূমি ব্যবহার

মোট ১.০৩ শতাংশ ভূমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যার পরিমান ১৪.৭০ একর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কিন্ডারগার্টেন, সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রসা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কোচিং সেন্টার প্রভৃতি।

শিল্প ব্যবহার

উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভূমির পরিমান প্রায় ২.৫৬ একর যা প্রকল্প এলাকার মোট ভূমির মাত্র ০.১৮ শতাংশ। গফরগাঁও পৌরসভায় প্রধান শিল্প-কারখানার মধ্যে রয়েছে চালকল।

পরিবহন সুবিধা

পরিবহন সুবিধার আওতায় আছে মোট ০.২৪ একর ভূমি।

নগর সবুজ এলাকা

বর্তমানে নগর সবুজ এলাকার আওতায় রয়েছে ৩.৮০ একর ভূমি যা পৌর এলাকার ০.২৭ শতাংশ।

গফরগাঁও পৌরসভা যেসব অপরিহার্য পরিসেবা প্রদান করে থাকে তাকে নগর সেবা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব নগর সেবা হচ্ছে- পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, টেলিযোগাযোগ ও গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি ।

৩.১০ জাতীয় ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থায় পৌরসভার সম্পৃক্ততা

গফরগাঁও পৌরসভা বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব অংশে ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত হলেও কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা সদরের সঙ্গে সড়ক পথে এই উপজেলার ভাল যোগাযোগ রয়েছে। চলাচল সংযোগ ব্যবস্থার এই সুযোগ গফরগাঁওকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির শহর থেকে একটি শিল্প প্রধান নগরে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

রেললাইন ও জেলা সড়কের মাধ্যমে গফরগাঁও পৌরসভা ময়মনসিংহ জেলা সদরের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও গফরগাঁও পৌরসভার সাথে পাকুনদিয়া, কাপাসিয়া, শ্রীপুর, ভালুকা, ত্রিশাল ও নান্দাইল উপজেলার ভাল সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। গফরগাঁও পৌরসভার সাথে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ভালো সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। গফরগাঁও পৌরসভার সাথে আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলের রেল যোগাযোগ রয়েছে যার মাধ্যমে গফরগাঁও পৌরসভা ময়মনসিংহ, জামালপুর, গাজীপুর এবং ঢাকার সাথে ভালভাবে সংযুক্ত।

পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদী এই পৌরসভার উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং পূর্ব দিকে বয়ে গেছে। পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদী একটি শুষ্ক নদী। বর্ষা মৌসুমে এই নদীতে নাব্যতা থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে প্রায় শুকিয়ে যায়। শুষ্ক মৌসুমে নদীটিতে নাব্যতা না থাকলেও বর্ষা মৌসুমে নৌপথে জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থায় পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদী ভূমিকা রাখতে পারে। মানচিত্র ৩.২ এ গফরগাঁও পৌরসভার সঙ্গে জাতীয় ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থায় পৌরসভার সম্পৃক্ততা দেখানো হয়েছে।

৩.১১ বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ডে সংস্থাসমূহের ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) বাংলাদেশে অন্যতম বৃহৎ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে জনগনের অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনায় পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করতে স্থানীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এলজিইডি শ্রম-ভিত্তিক প্রযুক্তি বৃদ্ধি এবং কাঙ্খিত মান রক্ষা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্থানীয় সামগ্রী ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে যেন প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও মার্কেট নির্মাণ থেকে শুরু করে সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ণ ও পরিবেশ উন্নয়নের মত ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচী নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের অধীন সেতু নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। বর্তমানে পৌরসভা এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া জেলা সড়ক নির্মাণের কাজ করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (এফসিডি) কর্মসূচী এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (এফসিডিআই) কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বিডবিণ্ঢউডিবি)। পানি উন্নয়ন বোর্ড পৌরসভা ও আশপাশের এলাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে বাঁধ, সেচ খাল, নিষ্কাশন চ্যানেল, সেতু, স্লুইস গেট, রেগুলেটর ও অন্যান্য পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ সুবিধার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পৌরসভা এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এককভাবে অথবা পৌরসভার সঙ্গে যৌথভাবে নগরবাসীর জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অবকাঠামো উন্নয়ন

ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে পৌরসভাকে সহায়তা করে যাচ্ছে। ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পানি পরীক্ষার সুবিধা জোরদার, পানি সরবরাহের নিরাপদ উৎস সন্ধানে হাইড্রো-জিওলজিকাল ইনভেস্টিগেশনস পরিচালনা এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পরিচ্ছন্নতা চর্চা জোরদারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত একটি সাব-স্টেশন থেকে গফরগাঁওয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। গফরগাঁও উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) উভয়ের। পৌরসভায় যতগুলো বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে তার ৮০ ভাগ দিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাকিটা দিয়েছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে পৌরসভা এলাকাসহ উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে থাকে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। পৌর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে পাইপের সাহায্যে পানি সরবরাহ, হাট/বাজার, কাঁচা বাজার, অডিটরিয়াম ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, সড়ক বাতি ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা। উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যান্য খাতওয়ারি সংস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, মৎস্য বিভাগ ও প্রাণী সম্পদ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, এনজিওসমূহও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও সেবামূলক কাজে নিয়োজিত।

গফরগাঁও পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাত ও উপখাতভিত্তিক সংস্থাসমূহরে তারিকে সারণি ৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩.৭: গফরগাঁও পৌরসভার উন্নয়নে খাতভিত্তিক সংস্থা

সংস্থার নাম	কাজের ধরণ
গফরগাঁও উপজেলা পরিষদ	-পাকা, আধা-পাকা ও কাঁচা সড়ক নির্মাণ -পুকুর খনন -কাঁচা বাঁধ নির্মাণ
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	- জেলা সড়ক নির্মাণ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-স্থানীয় পর্যায়ে সড়ক ও নর্দমা নির্মাণ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)	-কম খরচে ওয়াটার সিল্ড ল্যাট্রিন নির্মাণ -পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ -নলকূপ (তারা পাম্প) সরবরাহ -হস্তচালিত নলকূপ সরবরাহ
জেলা পরিষদ	-শিক্ষা ভবন নির্মাণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-আরসিসি ব্লক দ্বারা বাঁধ নির্মান, সেতু/সাঁকো এবং পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠমো নির্মাণ
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/পল্লী বিদুতায়ন বোর্ড (আরইবি)	-বিদ্যুৎ সরবরাহ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান
গণপূর্ত বিভাগ (পি ডব্লিউ ডি)	- সরকারী স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

অধ্যায় ০৪

২০৩১ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রক্ষেপণ

৪.১ ভূমিকা

গফরগাঁও পৌরসভা মূলত একটি আবাসিক নগর, বিগত দশকে যার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল মাঝারী ধরণের। আশা করা যায় আগামী ২০ বছরে এই হারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে। এই পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে যথযথ নির্দেশনা প্রদানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, সমন্বিত মহাপরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রয়োজন। প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় পৌর এলাকার উন্নত ও অনুন্নত সকল স্থানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ জনসংখ্যা প্রক্ষেপন

কোন কিছুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বধারণা অতীতের গতিধারার উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয় যা মূলত সাম্প্রতিক ধারা অব্যাহত থাকলে কি ঘটতে পারে **প্রক্ষেপন** কেবলমাত্র তার ইঙ্গিত দেয়। অব্যাহত ধারার ওপর ভিত্তি করে অনুমান করাকে যথার্থই বলা যায়। ভিত্তি বছরের উপাত্ত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ধারা থেকে অনুমান করে জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করা একটি সহজবোধ্য বিষয়। অতীতের ধারা থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ে যে কোন নির্ধারিত বছরের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করতে কম্পাউন্ড রেট অফ গ্রোথ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এই পদ্ধতিতে প্রদর্শিত জনসংখ্যা হিসাব করার জন্য নিম্ন লিখিত সূত্র ব্যবহৃত হয়:

$Pn = Po(১+r/১০০)^{n}$, যেখানে

r = বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

Pn = নির্ধারিত বা লক্ষ্য বছরের জনসংখ্যা

Po = ভিত্তি বছরের (২০০১) জনসংখ্যা

n = মধ্যবর্তী বছরের সংখ্যা

২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শহরে ২.৫৫ শতাংশ এবং গ্রাম ও শহর এলাকা নির্বিশেষে সমগ্র জেলায় এই হার ছিল ১.২৮ শতাংশ। গফরগাঁও উপজেলার নগর এলাকায় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৯৪ শতাংশ, একই সময়ে সমগ্র উপজেলায় এই হার ছিল ০.৪০ শতাংশ। আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক হার সারণি ৪.১ এ দেয়া হল।

সারণি ৪.১: আঞ্চলিক ও স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

প্রশাসনিক ইউনিট		জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
ময়মনসিংহ জেলা	সমগ্র জেলা	১.২৮
	শহর এলাকা	২.৫৫
গফরগাঁও উপজেলা	সমগ্র উপজেলা	০.৪০
	শহর এলাকা	২.৯৪

সারণি ৪.২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

আদমশুমারী বছর	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
জনসংখ্যা	১৫৭৮৩	১৮৮০৯	২১৯৩৭	২৯৩২৫

উৎস: বিবিএস ২০০১ ও ২০১১

২০৩১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর অন্তর অন্তর প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা বের করতে উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯৪ শতাংশ ধরে সমগ্র পৌরসভার জনসংখ্যা বের করা হয়। সারণি-৪.৩ এ প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সারণি ৪.৩: গফরগাঁও পৌরসভার প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা

বছর	জনসংখ্যা
২০০১	২১৯৩৭
২০১১	২৯৩২৫
২০১৬	৩৩৯০৫
২০২১	৩৯২০১
২০২৬	৪৫৩২৪
২০৩১	৫২৪০৩

গফরগাঁও পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯৪ ধারণা করা হয়েছে। সারণি-৪.৪ এ প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার বিস্তারিত দেয়া হয়েছে।

সারণি ৪.৪: গফরগাঁও পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা

ওয়ার্ড	জনসংখ্যা					
	২০০১	২০১১	২০১৬	২০২১	২০২৬	২০৩১
ওয়ার্ড নং.০১	৯২৫	১৩৯০	১৬০৭	১৮৫৮	২১৪৮	২৪৮৪
ওয়ার্ড নং.০২	১৪২৬	২১২৪	২৪৫৬	২৮৩৯	৩২৮৩	৩৭৯৬
ওয়ার্ড নং.০৩	১২৫১	১৬৪৭	১৯০৪	২২০২	২৫৪৬	২৯৪৩
ওয়ার্ড নং.০৪	১৭৪০	২৮২০	৩২৬০	৩৭৭০	৪৩৫৯	৫০৩৯
ওয়ার্ড নং.০৫	৬৫৮৬	৫১৪৩	৫৯৪৬	৬৮৭৫	৭৯৪৯	৯১৯০
ওয়ার্ড নং.০৬	৩৭৪০	৫০৫০	৫৮৩৯	৬৭৫১	৭৮০৫	৯০২৪
ওয়ার্ড নং.০৭	৮৩০	১৭৭৭	২০৫৫	২৩৭৫	২৭৪৬	৩১৭৫
ওয়ার্ড নং.০৮	৩৮৯৩	৫৪১০	৬২৫৫	৭২৩২	৮৩৬২	৯৬৬৮
ওয়ার্ড নং.০৯	১৫৪৬	৩৯৬৪	৪৫৮৩	৫২৯৯	৬১২৭	৭০৮৪
মোট	২১৯৩৭	২৯৩২৫	৩৩৯০৫	৩৯২০১	৪৫৩২৪	৫২৪০৩

৪.৩ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত হলো জনবলের পর্যাপ্ততা, শিক্ষার স্তর, আয়ের পরিমান, পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, বিপনন সুবিধা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও এ সংক্রান্ত সরকারী নীতি ।

গফরগাঁওয় পর্যাপ্ত জনবল রয়েছে। পৌরসভার জনসংখ্যার ৫৮.৩৩ শতাংশের বয়স ১৬-৫৭ বছর, ১৭.৪০ শতাংশ জনগন এসএসসি স্তরের উপরে শিক্ষিত এবং ৫৪.২০ শতাংশ লোকের মাসিক আয় ৮,০০০ টাকার উপরে।

গফরগাঁও পৌরসভা বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব অংশে ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত হলেও সড়ক পথে ময়মনসিংহ, জামালপুর, ও ঢাকা জেলা সদরের সঙ্গে এই উপজেলার চমৎকার যোগাযোগ রয়েছে। এই শহর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি শিল্প-প্রধান শহরে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও গফরগাঁও পৌরসভার সাথে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার সংযোগ রয়েছে।

৪.৪ ভূমি ব্যবহারের প্রক্ষেপণ

ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার প্রক্ষেপণের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা মান (এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদিত)। যেহেতু জরিপ সম্পন্ন ও প্রতিবেদন পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার শ্রেণি (১৯ টি শ্রেণি) এবং পরিকল্পনার মান অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার শ্রেণির (১৩ টি ধরণ) ধরণ ও সংখ্যা একরকম নয়, সুতরাং শুধুমাত্র ভূমি ব্যবহার জরিপ উপাত্তের প্রদত্ত ভূমি ব্যবহার শ্রেণি দ্বারা

প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ২০৩১ সালের জন্য প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও প্রদত্ত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে ভূমির চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে (সারণি-৪.৫)।

সারণি ৪.৫: দশ বছর পরপর ২০৩১ সাল পর্যন্ত গফরগাঁও পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপারিশকৃত পরিকল্পনা মান (সংখ্যা/আয়তনের একক)	ভূমি'র বর্তমান পরিমান ২০১১ সাল পর্যন্ত (একর)	২০২১ সাল পর্যন্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০২১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০৩১ সাল পর্যন্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০৩১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ভূমির চাহিদা (একর)
আবাসিক		**৬১২.৭০**	**৩৯২.০১**	**০.০০**	**৫২৪.০৩**	**০.০০**
সাধারন আবাসিক	১.০০ একর/ ১০০ জন	৬১২.৭০	৩৯২.০১	-	৫২৪.০৩	-
প্রশাসনিক		**১০.৮১**	**১৮.০০**	**৭.১৯**	**১৮.০০**	**৭.১৯**
উপজেলা কর্মকেন্দ্র (কমপ্লেক্স)	১৫ একর/ উপজেলা সদর	১০.৫৭	১৫.০০	৪.৪৩	১৫.০০	৪.৪৩
পৌরসভা অফিস	৩ একর/ উপজেলা সদর	০.২৩৭	৩.০০	২.৭৬	৩.০০	২.৭৬
বাণিজ্য		**২৪.৫৪**	**৪৮.৬২**	**২৪.০৯**	**৬৩.১৪**	**৩৮.৬১**
পাইকারি বাজার	১.০০ একর/ ১০০০০ জন	০	৩.৯২	৩.৯২	৫.২৪	৫.২৪
খুচরা বাজার	১.০০ একর/১০০০ জন	২৪.৫৩৬	৩৯.২০	১৪.৬৭	৫২.৪০	২৭.৮৭
মহল্লার বাজার	১.০০ একর/নেইবারহুড মার্কেট	০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০০
বিপনী বিতান/ সুপার মার্কেট	১.৫০ একর/ সুপার মার্কেট	০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০
শিল্প	**১.৫০ একর/ ১০০০ জন**	**২.৫৬৫**	**৫৮.৮০**	**৫৬.২৪**	**৭৮.৬১**	**৭৬.০৪**
শিক্ষা		**১৪.১১**	**৫৯.৮৮**	**৪৫.৭৭**	**৭৮.৩৬**	**৬৪.২৫**
প্রাথমিক বিদ্যালয়/কিন্ডার গার্টেন	২.০০ একর/ ৫০০০ জন	২.০৮৬	১৫.৬৮	১৩.৫৯	২০.৯৬	১৮.৮৮
মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়	৫.০০ একর/ ২০০০০ জন	৫.৪৫৭	৯.৮০	৪.৩৪	১৩.১০	৭.৬৪
কলেজ	১০.০০ একর/ ২০০০০ জন	৫.৪৩৭	১৯.৬০	১৪.১৬	২৬.২০	২০.৭৬
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫.০০ একর/উপজেলা	০.০৬৯	৫.০০	৪.৯৩	৫.০০	৪.৯৩
অন্যান্য (মাদ্রাসা)	৫.০০ একর/ ২০০০০ জন	১.০৬৫	৯.৮০	৮.৭৪	১৩.১০	১২.০৪
স্বাস্থ্য সুবিধা		**২.৫৬**	**১৭.৮৪**	**১৫.২৮**	**২০.৪৮**	**১৭.৯২**
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকেন্দ্র (কমপ্লেক্স) / হাসপাতাল	১০ একর/উপজেলা সদর	২.৫৫৮	১০.০০	৭.৪৪	১০.০০	৭.৪৪
স্বাস্থ্য কেন্দ্র/মাতৃসদন ক্লিনিক	১.০০ একর/ ৫০০০ জন	০	৭.৮৪	৭.৮৪	১০.৪৮	১০.৪৮
উন্মুক্ত স্থান/বিনোদন		**০.৬**	**৯২.৩**	**৯১.৭**	**১২১.০**	**১২০.৪**
খেলার মাঠ	৩.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	৫.৮৮	৫.৮৮	৭.৮৬	৭.৮৬
উদ্যান/উন্মুক্ত স্থান	১.০০ একর/ ১০০০ জন	০	৩৯.২০	৩৯.২০	৫২.৪০	৫২.৪০
মহল্লার উদ্যান	১.০০ একর/ ১০০০ জন	০	৩৯.২০	৩৯.২০	৫২.৪০	৫২.৪০
স্টেডিয়াম	৭ একর/ উপজেলা সদর	০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
সিনেমা/ থিয়েটার	০.৫ একর/ ২০০০০ জন	০.৫৫	০.৯৮	০.৪৩	১.৩১	০.৭৬
কমিউনিটি সুবিধা		**৭.৪০**	**১১.৮২**	**৬.০৮**	**১৪.৭৯**	**৮.৩৩**
মসজিদ/মন্দির/গির্জা	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	২.২৫৭	০.৯৮	-	১.৩১	-
ঈদগাহ্	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	১.১৩০	০.৯৮	-	১.৩১	০.১৮
কবরস্থান	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	২.১৯৬	১.৯৬	-	২.৬২	০.৪২
কমিউনিটি সেন্টার	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১.৯৬	১.৯৬	২.৬২	২.৬২
পুলিশ স্টেশন	৩ একর/উপজেলা সদর	১.০৬৬	৩.০০	১.৯৩	৩.০০	১.৯৩
অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০.৫১৯	১.৯৬	১.৪৪	২.৬২	২.১০
ডাকঘর	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	০.২৩৬	০.৯৮	০.৭৪	১.৩১	১.০৭
পরিসেবা (ইউটিলিটি)		**০**	**১৭.৬১**	**১৭.৬১**	**১৯.৯২**	**১৯.৯২**
টেলিফোন/টেলিগ্রাফ এক্সচেঞ্জ	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৯৮	০.৯৮	১.৩১	১.৩১
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১.৯৬	১.৯৬	২.৬২	২.৬২
জলাশয়	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
গ্যাস	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	৫-১০ একর/ পাশে	০	১.৯৬	১.৯৬	২.৬২	২.৬২
বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	০.২৫ একর/ স্থানান্তরের স্থান	০	১.৯৬	১.৯৬	২.৬২	২.৬২
পরিবহন		**০.৪৮**	**৪.১৮**	**৩.৭০**	**৫.৩৪**	**৪.৮৬**
বাস টার্মিনাল	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০.৪৭৯	১.৯৬	১.৪৮	২.৬২	২.১৪
ট্রাক টার্মিনাল	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৯৮	০.৯৮	১.৩১	১.৩১

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপারিশকৃত পরিকল্পনা মান (সংখ্যা/আয়তনের একক)	ভূমি'র বর্তমান পরিমান ২০১১ সাল পর্যন্ত (একর)	২০২১ সাল পর্যন্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০২১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০৩১ সাল পর্যন্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০৩১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ভূমির চাহিদা (একর)
টেম্পো স্ট্যান্ড	০.২৫ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
রিক্সা স্ট্যান্ড	০.২৫ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৪৯	০.৪৯	০.৬৬	০.৬৬
সড়ক	**নির্মিত ভূমির ১৫%**	**৪৬.১০৮**	**১০৭.৯২**	**৬১.৮১**	**১০৭.৯২**	**৬১.৮১**
আরবান ডেফার্ড	**মোট নির্মিত এলাকার ১০%**	**০**	**৭১.৯৪**	**৭১.৯৪**	**৭১.৯৪**	**৭১.৯৪**

অধ্যায় ০৫
পৌরসভার উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশের শহর ও নগরগুলো যথাযথ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ও মান অনুসরণ না করেই গড়ে উঠেছে। পৌরসভাগুলো (উপজেলার, জেলার) প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে কাজ ভূমিকা পালনের কারণে প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্রে পরিগণিত হয়েছে। গফরগাঁও পৌরসভাও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণে সংশ্লিষ্ট জরিপকাজ ও মাঠ পরিদর্শনের সময় বেশ কিছু উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে।

৫.১ ভৌত অবকাঠামো

গফরগাঁও পৌর শহরের ভবনগুলো নির্মিত হয়েছে কোন পরিকল্পনা মান অনুসরণ ছাড়াই এলোমেলোভাবে যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যেমন সংকীর্ণ/অপ্রশস্ত সড়ক, যেগুলো ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত করার কোন ব্যবস্থা নেই। কিছু সড়ক এত অপ্রশস্ত যে জরুরী প্রয়োজনে যেমন; অগ্নিকান্ড কিংবা মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে অগ্নি নির্বাপণ কাজে ব্যবহৃত গাড়ি/অ্যাম্বুলেন্স সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

পৌর এলাকায় ১৯২টি পুকুর ডোবা রয়েছে যেগুলোর আধিক্যেও কারণে কোন কোন সময় সড়ক, নর্দমা ও পরিসেবার জন্য সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে কিছুটা বাঁধার সৃষ্টি করে।

গফরগাঁও পৌরসভায় সড়কের পাশে নর্দমার পরিমান খুব কম। সড়কের পাশে নর্দমা থাকলেও তা অপ্রতুল এবং এদের অপর্যাপ্ত সক্ষমতা, ক্রটিপূর্ণ ঢাল ও অনুপযুক্ত নির্গমণ স্থলের কারণে অববাহিকা এলাকা থেকে আসা বৃষ্টির পানি নেমে যাওয়ার জন্য এসব নর্দমার ভূমিকা যথোপযুক্ত নয়। নর্দমায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার কারণে অধিকাংশ নর্দমা ভরাট ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

ভৌত উপাদান জরিপ থেকে দেখা যায়, গফরগাঁও পৌরসভায় ভূমির ব্যবহার অপরিকল্পিত, যত্রতত্র ও অনেকক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ যা পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে।

গফরগাঁও পৌরসভার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সড়ক ব্যবহারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় পরিবহন সংক্রান্ত সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । গফরগাঁও পৌরসভার যানবাহন ও পরিবহন সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে যানজট, দুর্ঘটনা, পথচারী ও পার্কিং সমস্যা, বায়ু ও শব্দ দূষণ। অপরিকল্পিত নির্মাণকাজ অব্যাহত থাকলে গফরগাঁও পৌরসভার পরিবেশ অসহনীয় ও বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

৫.২ আর্থ-সামাজিক

গফরগাঁও পৌরসভার উন্নয়ন সমস্যা বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রধানত: শিক্ষার স্তর, অভিবাসন, পেশা/কর্মসংস্থান এবং আয় ও ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল।

আর্থ-সামাজিক জরিপে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার ৪০.১০ শতাংশ একাধিক কারণে কখনই স্কুলে যাননি বা লেখাপড়া করেননি। পেশা/কর্মসংস্থানের বিষয়ে লক্ষ্য করা গেছে কর্মক্ষম যুবকরা স্থানীয় পর্যায়ে চাকরি পাচ্ছে না। নারীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও সন্তোষজনক নয়।

পরিশেষে, গফরগাঁও পৌরসভায় সাধারণ মানুষের আয়ের পরিমান কম কিন্তু ব্যয়ের পরিমান তুলনামূলকভাবে বেশী। ফলে নগরবাসীর পক্ষে সঞ্চয় করা কঠিন।

৫.৩ পরিবেশগত

গফরগাঁও পৌরসভার পরিবেশগত সমস্যাগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিদিন জন প্রতি বর্জ্য উৎপাদনও বাড়ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় তা আশপাশের বাতাস ও পানি দূষিত করছে। গফরগাঁওর ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক বা অন্য কোন দূষণ মুক্ত।

পৌরসভায় কোন আর্সেনিক যুক্ত হস্তচালিত নলকূপ পাওয়া যায়নি। এছাড়া শীতকালেও এসকল নলকূপে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায়। পৌরসভার শতভাগ মানুষ নলকূপের পানি পান করে থাকে।

যথাযথভাবে ময়লা-আবর্জনা ও বর্জ্য না ফেলা, সেনিটেশনের অভাব, অপরিশোধিত নর্দমার ময়লা পানির মিশে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সমানভাবে দূষিত করতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কম থাকাও অনেক সময় পানি দূষণের কারণ হতে পারে।

গফরগাঁও পৌরসভার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বায়ূ দূষণ। যানবাহন, শিল্প-কারখানা, নির্মাণকাজ এবং উন্মুক্ত স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে সেখান থেকে উত্থিত ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ বায়ু দূষণের প্রধান কারণ। গফরগাঁও পৌরসভায় সড়ক ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ভাবে ভূমি ব্যবহারের প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বাড়ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে কৃষি জমি, জলাশয় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।

অধ্যায় ০৬

নীতি, আইন ও প্রবিধানসমূহ পর্যালোচনা

৬.১ বিভিন্ন নগর নীতিমালা, আইন, প্রবিধান ও সুপারিশমালার আলোকে পৌরসভার জন্য নির্দেশক বিধান/নীতিমালা

নগর উন্নয়ন ও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা, আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা পূর্বক এর সংক্ষিপ্তসার নিচের সারণি ৬.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৬.১: নীতিমালা, আইন ও প্রবিধান পর্যালোচনা

ক্রমকি	নীতি/আইন/প্রবিধান	প্রয়োগের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	পৌরসভার বিভিন্ন দায়িত্ব ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে নির্দেশনা প্রদান	পৌর কর্তৃপক্ষ
২.	জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১	ভূমি সম্পদের সমন্বিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	ভূমি মন্ত্রণালয়
৩.	জাতীয় গৃহায়ণ নীতি, ১৯৯৩	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও আবাসন খাত	জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪.	জাতীয় স্থল পরিবহন নীতি, ২০০৪	নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সেবার সংস্থান এবং আইনগত কাঠামো ও বিধি-বিধানের মানোন্নয়ন	বিআরটিএ, বিআরটিসি, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৫.	জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২	সকল খাতে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
৬.	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রয়োগ	পরিবেশ অধিদপ্তর
৭.	দূর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দূর্যোগ মোকাবেলা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৮.	জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০	পর্যটন সম্পদের সুরক্ষা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৯.	জাতীয় কৃষি নীতিমালা, ১৯৯৮	কৃষির উন্নয়ন ও কৃষি ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১০.	জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪	বন সম্পদের (প্রাকৃতিক বন, সুরক্ষিত এলাকা ও সৃজিত বন) সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা	বন অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
১১.	জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪	জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, নগর অভিবাসন এবং পরিকল্পিত নগরায়ন	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১২.	খাল ও নিষ্কাশন আইন, ১৮৭৩	নদী ও মানব সৃষ্ট নর্দমার সংযোগে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার সংরক্ষণ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি
১৩.	মোটর ভেহিকেলস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ বা যান্ত্রিক যানবাহন বিধিমালা, ১৯৮৩	যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ	বিআরটিএ, পৌরসভা
১৪.	যান্ত্রিক যানবাহন বিধিমালা, ১৯৯৭	যান্ত্রিক যানবাহনের দৈর্ঘ্য, উচ্চতা নির্ধারণ ও নকশা এবং ভাঙ্গা যানবাহন মেরামতকরণ	বিআরটিএ, পৌরসভা
১৫.	জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৭	পানি সম্পদের জন্য নীতি দিকনির্দেশনা এবং নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পৌরসভা
১৬.	শিল্প নীতি, ২০০৫	অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পরিকল্পিত শিল্প স্থাপন করা ও অপরিকল্পিত শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিতকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসসিআইসি ও পৌরসভা

৬.২ সংশ্লিষ্ট আইন, প্রবিধানসমূহ

৬.২.১ নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

গফরগাঁও পৌরসভার ভৌত বিকাশ ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রিত হবে মূলতঃ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুযায়ী। বর্তমানে পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট দুর্বল যার ফলে এখানে অপরিকল্পিত ও অকার্যকর ভূমি ব্যবহার ও ভৌত বিকাশ গড়ে উঠছে। পরিকল্পনা বা পরিকল্পিত ও সম্পূর্ণ উন্নয়ন দিক নির্দেশনা ব্যতীত শহর গড়ে উঠার ফলে বিভিন্ন খাতে যেমন, পরিসেবা, আবাসিক, বাণিজ্যিক, নর্দমা, সড়ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সংযো ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে।

৬.২.২ পৌরসভা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানে যাই থাক না কেন, সেসকল নির্দেশনা পৌরসভার পক্ষে সবসময় প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না কারণ দক্ষ ও কারিগরিভাবে যোগ্য জনবলের তীব্র সংকট। সরকার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী গফরগাঁও পৌরসভায় প্রকৌশল বিভাগে ৩২ জন, প্রশাসন বিভাগে ৩৫ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো জনবল কাঠামো অনুযায়ী গফরগাঁও পৌরসভায় প্রকৌশল বিভাগে ০৪ জন, প্রশাসন বিভাগে ০৬ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ০২ জন। উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে জনবল সংকট ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও রয়েছে।

অধ্যায় ০৭
পরিকল্পনার সঙ্কটপূর্ণ বিষয়াবলী

৭.১ পরিবহন

গফরগাঁওয় বর্তমান যানবাহন ও পরিবহন অবকাঠামো প্রধানত বর্তমান সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার (নেটওয়ার্ক) মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সড়ক ব্যতীত অন্য কোন পরিবহন মাধ্যম নেই। মহাপরিকল্পনা এলাকায় ১০৫.০৯ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার (নেটওয়ার্ক) আওতাধীন সর্বমোট এলাকা প্রায় ৭৪.৫১ একর। মোট সড়কের মধ্যে ২১.৫৯ কি.মি. পাকা সড়ক এবং ২৩.৭৮ কি.মি. আধাপাকা ও ৫৯.৭৩ কি.মি. কাঁচা সড়ক রয়েছে।

মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে চিহ্নিত গফরগাঁও পৌরসভার সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ পরিবহন বিষয় হচ্ছে পৌর এলাকাটি মূলত উত্তর দক্ষিণ বরাবর প্রসারিত। পৌরসভার পশ্চিমে রেললাইন রয়েছে যা শহরের পূর্ব পশ্চিম অভুমুখে পরিবহন যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। আন্তঃজেলা পরিবহন শহরের বাইরে দিয়ে চলাচল করানো বর্তমান অবস্থায় খুবই কঠিন। সকল উচ্চগতিসম্পন্ন দূরপাল্লার যানবাহন পৌরসভার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাজার এলাকা দিয়ে চলাচল করতে দেখা যায়।

বাণিজ্যিক উন্নয়ন হয়েছে কেবলমাত্র পৌরসভার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে। ফলে পৌরবাসীকে তাদের দৈনন্দিন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী কেনার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। গফরগাঁও পৌরসভার এই বাজার এলাকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক সংলগ্ন গফরগাঁও বাজারের সমগ্র এলাকায় বিশেষ করে ব্যস্ত ঘন্টায় (পিক আওয়ার) ও হাটের দিনে সবচেয়ে বেশি যানজট থাকে।

এখানে মালামাল ওঠানো-নামানোর সুবিধা ও যাত্রী ছাউনিসহ কোন বাস/ট্রাক/টেম্পো স্ট্যান্ড অথবা টার্মিনাল নেই। সকল বাস সড়কের পাশে থামে যা যাত্রী ও পথচারী উভয়ের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে।

গফরগাঁও পৌরসভায় চলাচল উৎপন্নকারী কেন্দ্র কম। পৌর এলাকার মধ্যে উপজেলা কমপ্লেক্স অন্যতম প্রধান যাতায়াত/চলাচল উৎপন্নকারী কেন্দ্র। এছাড়াও, বাস টার্মিনাল, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, বাজার, সিনেমা হল, বিপনী বিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কাঁচা বাজার, হাসপাতাল প্রভৃতি চলাচল উৎপন্নকারী কেন্দ্র।

শহরের মধ্যে বাজার এলাকা সবথেকে বেশী জনাকীর্ণ ও যানবাহনপূর্ণ এলাকা। ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক, শহীদ নিজাম উদ্দিন সড়ক, বাজার সড়ককেও জনাকীর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা হিসাবে গণ্য করা যায়। পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে অল্প কয়েক ধরণের যানবাহন রয়েছে যার মধ্যে বাস, যান্ত্রিক রিকশা ও ভ্যান, রিকশা, বাই-সাইকেল, ভ্যান, গরুর গাড়ী যাত্রী পরিবহনে এবং ট্রাক, ভ্যান এবং টানা গড়ী পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। গফরগাঁও পৌরসভায় যানবাহন পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত কোন স্থান নেই। এছাড়াও কোন সড়কের পাশে কোন ফুটপাত নেই।

গফরগাঁও পৌরসভায় পরিবহন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অসংঙ্গতিপূর্ণ, গতানুগতিক ও দূর্বল। মহাসড়ক ব্যতীত যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য কোন ট্রাফিক পুলিশ কিংবা স্বয়ংক্রীয় সংকেত পদ্ধতি (কম্পিউটারাউজড সিগনাল সিস্টেম) নেই। সড়কসমূহে যথাযথ লেনমার্ক ও ফুটপাত নেই। যেকোন জরুরী অবস্থায় বা দূর্ঘটনার সময় স্থানীয় থানা উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করে।

৭.২ পরিবেশ

গফরগাঁও পৌরসভার নগর পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এই দুই ধরনের পরিবেশ অন্তর্ভূক্ত। মানব সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে রয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি, বায়ু, জ্বালানী ব্যবহার, পরিবহন ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন ও দুর্যোগ মোকাবেলা। যেখানে মানবসৃষ্ট পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করে সেখানে নগরায়ন টিকে থাকতে পারে না, যদিও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নগরায়ন অপরিহার্য।

গফরগাঁও পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর শীতকালে ৬ ফুট থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত নেমে যায়। পৌরসভায় কোন আর্সেনিক যুক্ত হস্তচালিত নলকূপ পাওয়া যায়নি। এছাড়া শীতকালেও এসকল নলকূপে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায়। পৌরসভার শতভাগ মানুষ নলকূপের পানি পান করে থাকে। পৌরসভার অভ্যন্তরে উত্তর দক্ষিণ অভিমুখে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদী প্রবাহিত হওয়ায় এখানে

ভূগর্ভস্থ পানির কোন সমস্যা নেই। এখনো পর্যন্ত পৌর এলাকার ভিতরে কোন নলকূপে আর্সেনিক দূষণ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে পৌরসভার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা গ্রহণযোগ্য মানের চেয়েও কম রয়েছে (০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার)। এছাড়া কোথাও কোথাও খুব অল্প পরিমানে আয়রন রয়েছে পানিতে।

দীর্ঘ সময় ধরে রাসায়নিক সার ও কৃত্রিম কিটনাশকের ব্যবহারকে গফরগাঁও পৌরসভার পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় আরেকটি মারাত্মক পরিবেশ সংকট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটা ভূমির উর্বরতার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ, যা পরবর্তীতে বৃষ্টিতে ধুয়ে পানির সঙ্গে মিশে পানিকে দূষিত করে। এই রাসায়নিক সার ও কৃত্রিম কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে সমস্ত জীবজন্তুর জীবনের প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হবে, যার ফলশ্রুতিতে এট বাস্তুসংস্থানে ভারসাম্যহীনতা ও জীববৈচিত্র ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

৭.৩ ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

গফরগাঁও পৌরসভার ভৌত বিকাশ ও কাঠামো এবং ভূমি ব্যবহার ধরণ মূলত: গতানুগতিক ধারায় গড়ে উঠেছে। নগরায়ণ কার্যক্রম দেখা যায় প্রধানত: পৌর এলাকার মধ্য অংশে ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও রেললাইনের মধ্যবর্তী অংশে। পৌরসভায় সবচেয়ে বেশি রয়েছে আবাসিক ভূমি (৪৩.০৬%)। এছাড়া সড়কগুলো খুব সরু। অভ্যন্তরীণ সড়কের পাশেই সাধারণত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়।

বিদ্যমান সড়কগুলোর আশেপাশে সারিবদ্ধভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। গফরগাঁও উপজেলা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পৌরসভা এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি গড়ে উঠেতে শুরু করে। ফলে কৃষি জমিতে স্বল্প ঘনত্বের বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে এবং এই প্রবণতা এখনো চলমান। ফলে এখানকার কৃষি জমিতে কোন সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা কঠিন এবং তা করা হলেও একক কৃষি অঞ্চলের তুলনায় সেচ প্রভাব এলাকা কম হবে, ফলে ব্যয় সাশ্রয়ী হবেনা। অপরদিকে অপরিকল্পিত ও বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা বসতিসমূহে বিভিন্ন ধরণের নগর সেবা (ইউটিলিটি সার্ভিস) সরবরাহ করা সাশ্রয়ী হয় না। এই দৃষ্টিকোন থেকে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল বিষয়, সুতরাং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৭.৪ দূর্যোগ

বন্যা ঘূর্নিঝড়, ভূমিকম্প, কালবৈশাখী ঝড় ও টর্নেডো, ভূমিধ্বস, নদী ভাঙ্গন, খরা প্রভৃতি বড় ধরনের দুর্যোগের কবল থেকে মোটামুটি মুক্ত। বন্যা, টর্নেডো, খরার মতো কোন কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রায় প্রতি বছর জান-মাল, সম্পদ, গবাদী পশু ও কৃষি উৎপাদনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং তা মানব জীবনযাত্রার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। গফরগাঁও বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যভাগের প্রায় টর্নেডো মুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত।

খরার কারণে ভূগর্ভস্থ পানি এবং মাটির আর্দ্রতা অত্যধিক কমে যায় ফলে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশে খরার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় উত্তরাঞ্চলে। মূলত: বিভিন্ন বছরে কৃষি খরা হতে দেখা যায় প্রভাবে ফসল উৎপাদনের পরিমান অনেক কম হয় যা খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গফরগাঁও পৌরসভা বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর মধ্যাঞ্চল মিলে গঠিত সর্বোচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। অতীতে এখানে মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা রয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় বিশেষ করে ঘরবাড়ি, ইমারত, অন্যান্য কাঠামো ও অবকাঠামো নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আবশ্যিকভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রাকৃতিক দূর্যোগের মধ্যে সবচেয়ে নিয়মিত বিষয় হচ্ছে বন্যা। গফরগাঁও পৌরসভা প্রতিবছর বন্যায় আক্রান্ত না হলেও এর অধিকাংশ এলাকা ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যার সময় প্লাবিত হয়। এতে জানমাল, সম্পদ, ও ফসলের ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং প্রাকৃতিক খাল-বিল ও কৃষি জমিতে ব্যপক পলিমাটি জমা হয়। পৌরসভার মধ্য দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের দিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীতে পলী জমা হয়ে পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা উপরের অঞ্চল থেকে আশা অতিরিক্তি পানির কারণে আশপাশের এলাকা প্লাবিত হয়।

৭.৫ আইন ও প্রবিধানসমূহ

নগরায়নের জন্য বা বিভিন্ন নাগরিক প্রয়োজনে কী পরিমান ভূমি প্রয়োজন হবে এবং কৃষি ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা না করেই এই অঞ্চলের কৃষিভূমির একটি বড় অংশকে পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে পৌরসভা ঘোষণা করা হয। কৃষি নীতি **১৯৯৯** এ অকৃষি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষি ভূমি অধিগ্রহণ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

গফরগাঁও পৌরসভার জন্য প্রণীত কাঠামো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও প্রবিধানসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা (কর্তৃপক্ষ) কর্তৃক বাস্তবায়িত, প্রয়োগ করতে হবে। আন্তঃসম্পকীয় নীতি, আইন, প্রবিধান বাস্তবায়নে এসকল সরকারি সংস্থা/কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়নে এটি অন্যতম সঙ্কটপূর্ন বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ০৮

ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল

৮.১ পরিকল্পনার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি

গফরগাঁও পৌরসভা প্রধানত: উপজেলার সদর এলাকার বাসিন্দাদের সামাজিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত সহায়ক সেবা কার্যক্রম ও কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র বাণিজ্য কেন্দ্রসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্তে একটি উপজেলা সদর ভিত্তিক শহর। পৌরসভায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত এবং পরিকল্পিত ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধাসহ উন্নয়ন করা উচিৎ।

কাঠামো পরিকল্পনায় নগরের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যা পৌর এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নকে নির্দেশনা প্রদানসহ উৎসাহিত করবে এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করবে। ভূমি ব্যবহার উন্নয়নের কৌশল এমন ভাবে প্রনয়ণ করা হয়েছে, যাতে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, উন্নত যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা এবং বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার সংশ্লিষ্ট প্রবিধান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। পরিকল্পনায় পৌরবাসীদের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সকল অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি নীতিমালার আভাস দেয়া হয়েছে।

৮.২ নগর ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কৌশল

কাঠামো পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে দীর্ঘ সময়ের জন্য নগর ভূ-সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। পৌর এলাকার বাইরে থেকে অভিবাসিত হওয়া ব্যতিরেকে পৌর এলাকাধীন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার আবাসন চাহিদা বিদ্যমান মূল এলাকার (কোর এরিয়া) বর্তমান কম ঘনত্বপূর্ণ আবাসিক ভূমিকে যৌক্তিক পর্যায়ের ঘনবসতিপূর্ণ করা হবে। বাইরে থেকে অভিবাসিত হওয়া জনসংখ্যাকে অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ করে প্রান্তিক এলাকার (পেরিফেরাল এরিয়া) মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। নগর ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কৌশলগুলোকে দুটি বৃহৎ উপ-কৌশলের আওতায় সংক্ষেপ করা যেতে পারে:

ক. জনঘনত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল এলাকার (কোর এরিয়া) পুনর্বিন্যাস

১৯৮৩ সালে উপজেলা সদর ও ১৯৯৯ সালে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর মূল এলাকায় জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম: উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামো, পরিবহন, যোগাযোগ সুবিধা ও পরিসেবার (ইউটিলিটি সার্ভিস) উন্নয়ন। উপজেলা সদরের আশেপাশে নাগরিক সেবার পর্যাপ্ততা ও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ভবন নির্মানযোগ্য জমি প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধার কারণে ১৯৯৯ সালে পৌরসভা ঘোষণার পর উক্ত এলাকায় আরেক দফা দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে।

এই উপ-কৌশলের মাধ্যমে বর্তমান মূল এলাকায় স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদে নগর ভূ-সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আরও সুসংহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, উন্মুক্ত স্থান ও কম ব্যবহৃত ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এই উপ-কৌশল সংক্রান্ত নীতিমালা নগর এলাকা পরিকল্পনায় (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

খ. প্রান্তিক এলাকায় (পেরিফেরাল এরিয়া) উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ

কেন্দ্রীয় এলাকার বাইরে যেখানে নগরায়নের কার্যক্রম ধীর গতিতে এবং অপরিকল্পিতভাবে চলছে, সেই সব এলাকা এই উপ-কৌশলের আওতায় পড়ে। উপজেলা সদর অভিমূখী পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা বরাবর বিকেন্দ্রীকভাবে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে এ ধরনের বসতিকে রৈখিক উন্নয়ন (রিবন ডেভেলপমেন্ট) বলা যেতে পারে।

পরিকল্পিত উপায়ে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা গ্রহণের সঙ্গে এই উপ-কৌশল সম্পর্কিত। এই উপ-কৌশলের আওতাধীন এলাকায় গফরগাঁও উপজেলার গ্রামীণ এলাকা এবং গফরগাঁও পৌরসভার বাইরের অন্যান্য এলাকা থেকে আসা জনসংখ্যার অধিকাংশেরই আবাসন সংস্থান করা হবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর অংশ, ০২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশ, ০৩ ও ০৬ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম অংশ এবং ০৭ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ প্রধান্য পাবে, যেখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনাময়

জায়গা রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা সাশ্রয়ী হবে। এই কৌশলের আওতাধীন এলাকা মানচিত্র ৮-১ (কাঠামো পরিকল্পনা মানচিত্র)-এ দেখানো হয়েছে।

সু-প্রতিষ্ঠিত এলাকার উন্নয়ন সুসংহত করা ও পরিবেশ উন্নয়নে এবং মুল এলাকার (কোর এরিয়া) কর্মস্থল, আবাসিক এলাকা ও ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে এই কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমান উন্নয়নের ধারা এবং নগর ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কৌশলের উপর ভিত্তি করে ভূমি ব্যবহার বিভাজন নীতি (জোনিং পলিসি) এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যা নিচে মানচিত্র-৮.১ ও সারণি ৮.১-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮.১: কাঠামো পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার কৌশল অঞ্চল

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	বিস্তারিত বিবরণ	আয়তন (একর)	শতকরা হার
কৃষি (এগ্রিকালচার)	কৃষিভূমি (কৃষি অঞ্চল ও বলা হয়) বলতে বোঝানো হয় কৃষি উৎপাদনের জন্য শস্য ও প্রাণীসম্পদ উভয়ই, উপযুক্ত ভূমি। এ হচ্ছে কৃষির অন্যতম প্রধান সূত্র। কৃষিভূমিতে খাদ্যশস্য, আলু, শাক-সব্জি, তরমুজ ইত্যাদির বাৎসরিক চাষ হয়। কিছু ভূমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে, কিছু ভূমিতে স্থায়ী আবাদ করা হয় (যেমন ফলের চাষ); এছাড়া, প্রাকৃতিক ঘাস ও গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র হিসেবে কিছু ভূমি থাকে।	৩০৮.৬৩	২১.৬৯
প্রধান চলাচল (মেজর সার্কুলেশন)	প্রধান চলাচলের অন্তর্ভুক্ত মহাপরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়ক, রেলপথসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার প্রধান সংযোগ ব্যবস্থা তথা সকল প্রধান ও মাধ্যমিক সড়ক।	৩৮৬.১১	২৭.১৪
মূল এলাকা (কোর এরিয়া)	মুল এলাকা মুল শহর এলাকা হিসাবেও পরিচিত। এটি এমন এলাকা যেখানে জনসংখ্যা ও সেবার ঘনত্ব ঐ শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মেয়াদকালে (২০১১-২০৩১) জনসংখ্যার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটবে এই এলাকায়।	১৭৯.৩৭	১২.৬১
নতুন শহর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া)	জনসংখ্যার প্রক্ষেপন অনুসারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে যে বর্ধিত এলাকার প্রয়োজন হবে তা পূরণের জন্য নির্ধারিত এলাকা নতুন শহর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নতুন শহর এলাকার পরিকল্পিত বিকাশ তরান্বিত করতে অবকাঠামো ও পরিসেবা যেমন; সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, বর্জ্য অপসারণ, পানি সরবরাহসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান করা হবে।	১০০.৪৪	৭.০৬
প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া)	মুল এলাকা বা তার প্রভাবের বাইরের এলাকাসমূহ বিশেষত যেখানে নগরায়ন বা মানব বসতি স্থাপন গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের এবং ধীর গতিতে চলমান। কাঠামো পরিকল্পনায় এলাকাটিকে মুল এলাকা ও সম্ভাব্য নতুন নগর উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত এলাকার বাইরের এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আদর্শিকভাবে এখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ের যোগাযোগ ও সেবা সুবিধার প্রবর্তন করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।	৩৫০.০৪	২৪.৬০
জলাশয় (ওয়াটারবডি)	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৯৮.১৪	৬.৯০
সর্বমোট		**১৪২২.৭৪**	**১০০.০০**

৮.৩ নতুন এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

দূরবর্তী যেসব এলাকা স্বত:স্ফূর্ত কিংবা পরিকল্পিত উপায়ে নগরায়নের আওতায় আসছে, সেগুলোর বর্তমান উন্নয়ন ঘটছে খুবই ধীরগতিতে। ফলে অবকাঠামো সুবিধা ও সেবা, যেগুলো স্থাপনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, সেসকল অবকাঠামো/সেবা দীর্ঘসময় ধরে স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয় নতুবা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। তদুপরি উন্নয়ন কাজ অনেকটাই বিক্ষিপ্তভাবে হচ্ছে, যার ফলে যথাযথ সেবা প্রদানের বিষয়টি অনেক কঠিন হয়ে পড়ছে।

কৌশল

শহরের বিভিন্ন এলাকার জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন কৌশল হলো এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা, যেন বর্তমান ভৌত উন্নয়নের ধারা অনুসরণ করে সম্ভাবনাময় এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়। এর ফলে মূল এলাকায় জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পাবে, ২০৩১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ-মেয়াদের জন্য বর্ধিত জনসংখ্যার সংস্থান হবে এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এই নীতির লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাপক ও বিক্ষিপ্ত এবং কম ব্যবহৃত ভূমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে পরিকল্পিত নগর বিকাশ ঘটানো। এই কৌশলের আওতাধীন নির্বাচিত এলাকাগুলো হচ্ছে, সালতিয়া, জনমেজয়, শোলহাসিয়া, রাগাইছাতি এবং শিলাস মৌজা। **মানচিত্র-৮.১** এ বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে।

নীতি নএউপ (এনএডি)/০১-নতুন এলাকা উন্নয়ন

নির্বাচিত এলাকার ভূমির বিভাজন এগিয়ে নিতে পরিকল্পিত উপায়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সেবাসমূহ প্রদান।

বাস্তবায়নকারি সংস্থা: গফরগাঁও পৌরসভা, এলজিইডি, পিডিপি, আরইবি, ডিপিএইচই, এনজিওসমূহ।

যৌক্তিকতা

ধীর উন্নয়নের আওতাধীন প্রান্তিক এলাকাগুলোকে ভূমির বিভাজন ও অঞ্চলীকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়নের চমৎকার সুযোগ রয়েছে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ভূমি অধিগ্রহণের কাজ হবে পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং বিধি অনুযায়ী জেলা প্রসাশনের কর্তৃত্বে।। পরবর্তীতে ভূমি প্রস্তুত করা, ভূমির বিভাজন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা ও সেবাসমূহ, যেমন সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, আবর্জনা ও বর্জ্য ফেলার স্থান এবং অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নিয়োজিত ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা। এ সকল খাতে অর্থ যোগান দেয়ার জন্য সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত এবং এনজিওসমূহ কিংবা সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের অন্তর্ভূক্তি একটি নতুন ধারণা হতে পারে।

৮.৪ সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত এলাকাসমূহ

ঐতিহাসিক সংরক্ষণ হচ্ছে এমন একটি উদ্দ্যোগ যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে এমন কোন ভবন, বস্তু, ভূ-দৃশ্য কিংবা শিল্পকর্মকে অবিকল সংরক্ষণ, কিছুটা পরিবর্তন/উন্নয়ন করে সংরক্ষণ এবং সুরক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। গফরগাঁওয় সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করার মত বিষয় যথেষ্ট কম। তবে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেকোন ঐতিহাসিক নিদর্শনকে যথাযথ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় আওতায় সংরক্ষন ও সুরক্ষা করা হবে। নদী খাল, হৃদ, বিশাল জলাভূমিসহ প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যকে অবৈধ দখল, অপব্যবহার কিংবা অন্য যেকোন ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে হবে। উৎপাদনশীল কৃষি ভূমিকে অনুৎপাদনশীল নগর এলাকায় রুপান্তর রোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে এসব ভূমি সুরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

নীতি সসু (সিপি)/০১- অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষন ও সুরক্ষা

যে কোন ধরণের পরিবর্তন ছাড়াই এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবর্ধন এবং পরিবর্তনসহ পৌরসভা এলাকার ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন।

নীতি সসু (সিপি)/০২ প্রাকৃতিক ভূখন্ড সুরক্ষা

০.১৫ একরের বেশি আয়তনের পুকুর, ডোবাসহ সকল ধরণের প্রাকৃতিক জলাধার যেমন নদী, খাল, বিল প্রভৃতিকে জলাভূমি হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং অবৈধ দখল ও অন্যান্য ব্যবহারে রূপান্তর থেকে রক্ষা করতে হবে। বিশেষ কোন পরিস্থিতি

ছাড়া এসব পুকুর ও জলাশয়কে ভরাট করার অনুমতি দেয়া যাবে না। এসব জলাভূমিকে জলাধার পুকুর ও নিষ্কাশন নর্দমা হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারি সংস্থানগুলো: পৌরসভা, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর।

নীতি সসু (সিপি)/০৩: উৎপাদনশীল কৃষি জমি সুরক্ষা

অতি মূল্যবান কৃষি জমিকে অনুৎপাদনশীল নগর ভূমিতে পরিনত করা থেকে রক্ষা করতে হবে। নগরের নিকটবর্তী এলাকায় নগর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং পৌর অর্থনীতির কৃষি খাতের মধ্যে আয়ের পরিমান বাড়ানোর জন্য এই এলাকাকে অধিক খাদ্য উৎপাদনকারী এলাকা হিসেবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারি সংস্থা: পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর।

অধ্যায় ০৯
পৌরসভার খাতওয়ারী উন্নয়নের নীতি কৌশল

৯.১ আর্থ-সামাজিক খাত

৯.১.১ জনসংখ্যা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা অবাধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং সম্পদের উপর চাপ বাড়ছে। এই জনসংখ্যা দারিদ্র বিমোচনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সার্বিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রচারণা জোরদার করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে তৃনমুল পর্যায়ের কর্মীরা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও উন্নত বেতন ভুক্ত তৃনমূল পর্যায়ের কর্মী বাহিনী সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যপকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর পাশাপাশি শিক্ষার প্রসার পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর হতে পারে।

গফরগাঁও পৌরসভার জনসংখ্যা ভিত্তি বছর (২০১১) এবং প্রক্ষেপণ বছরে (২০৩১) যথাক্রমে ২৯৩০৪ এবং ৫২৪০৩ জন। কর্মক্ষম জনবল বিবেচনা করা হয় ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত। বর্তমানে কাজ করতে সক্ষম জনবল সংখ্যা ১৭০৮৪ জন। এই সংখ্যা ২০৩১ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে ২৫০১৯ জনে। বর্তমান কর্মক্ষম জনবলের ১১.৪০% বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে কর্মরত আছে। বর্তমানের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩১ সাল নাগাদ প্রক্ষেপিত সর্বমোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৯২.২১% অর্থাৎ আরো ২৩০৭১ জনকে চাকুরী দিতে পারলে পৌরসভার বেকার সমস্যা সম্পূর্ন দূর হবে। নিম্নের সারণি ৯.১ এ বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

সারণি- ৯.১ প্রক্ষেপিত কর্মক্ষম জনসংখ্যা

তালিকা	ভিত্তি বছর (২০১১)	প্রক্ষেপণ বছর (২০৩১)	কর্মজীবী জনসংখ্যা		বেকার জনসংখ্যা	
			সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
মোট জনসংখ্যা	২৯৩২৫	৫২৪০৩	২২০৬	১৩.৯০	২৬১৪৫	৯২.২২
কর্মক্ষম জনবল (৭+)	১৫৮৬৫	২৮৩৫১				

গফরগাঁও পৌরসভার বর্তমানে জনংখ্যার ঘনত্ব (বিবিএস, ২০১১) একর প্রতি ২১ জন। আশা করা যায় যথাযথভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পের মেয়াদকাল অর্থাৎ ২০৩১ সালের শেষে জনসংখ্যা বেড়ে প্রতি একরে ৩৭ জনে দাঁড়াবে।

কৌশল-১

- সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার স্তর বাড়ানো এবং তৃনমূল পর্যায়ে কার্যকর জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিতরণসহ পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর সেবার উপর আরও গুরুত্ব প্রদান।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-জনসংখ্যা/১:</u> জনসংখ্যাকে জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে ঘোষণা করা।	✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতা: ক্রমাগত বর্ধিত জনসংখ্যা দ্বারা মাথাপিছু জাতীয় প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে লব্ধ জাতীয় সুবিধা কোন কল্যাণকর খাতে বন্টন করা যায়, যেমন: জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।	
<u>নীতি-জনসংখ্যা/২:</u> শিক্ষার স্তর বাড়ানোর জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পদ ব্যয় করা।	✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতা: শিক্ষা ছোট পরিবারের সুফল সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে শুধু সচেতনতাই সৃষ্টি করে না বরং উন্নত কর্ম-সংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করতে সহায়তা করে, যার ফলে দারিদ্র হ্রাস পায়, যা বড় পরিবারের নিত্যসঙ্গী ।	
<u>নীতি-জনসংখ্যা/৩:</u> অনুপ্রেরণাদায়ক কাজের জন্য ভাল পারিশ্রমিকসহ সুপ্রশিক্ষিত মাঠ পর্যায়ের কর্মী তৈরী করা ।	✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
যৌক্তিকতা: মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা উন্নত পদ্ধতিতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনুপ্রেরণামূলক সেবা প্রদান এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ করতে পারে। উন্নত সেবা পেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ভাল পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে এবং কর্মদক্ষ হতে হবে।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

কৌশল-২

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত করতে পরিকল্পনা এলাকার সর্বত্র জনসংখ্যার যৌক্তিক বন্টন নিশ্চিতকরণ।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-জনসংখ্যা/৪:</u> সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী আয়েজনের মাধ্যমে জনগণকে, বিশেষ করে স্থানান্তরিত জনগণকে পার্শ্ববর্তী ও প্রান্তিক এলাকায় বসতি স্থাপন করার জন্য উৎসাহিত করা।	✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
<u>নীতি-জনসংখ্যা/৫:</u> পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন বৃদ্ধি করার জন্য নাগরিক সেবা প্রদান করা।	✓ গফরগাঁও পৌরসভা

৯.১.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

যেকোন স্থানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেখানকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টি নির্ভর করে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পরিমানের উপর। যেকোন নগরের নগর অর্থনীতি শুরু হয় মৌলিক খাতে (বেসিক সেক্টর অর্থাৎ যে খাতের উৎপাদন বা সেবা মূলত বাইরের অঞ্চলের জন্য) বিনিয়োগ গড়ে তোলার মাধ্যমে যা পরবর্তীতে নন-বেসিক খাত বা স্থানীয় খাত গড়ে উঠতে সহায়তা করে। গফরগাঁও একটি ছোট শহর এবং জনসংখ্যা খুবই কম হওয়ায় এখানে মৌলিক খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল নয়। এছাড়া পাশ্ববর্তী শহর পাকুনদিয়া, কাপাসিয়া, শ্রীপুর, ভালুকা, ত্রিশাল, হোসেনপুর এবং বড় শহর যেমন কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহের মতো বৃহত্তম নগরগুলোর সঙ্গে এই শহরকে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এসব নগর কেন্দ্রগুলো বিনিয়োগের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্থান হিসাবে রয়েছে।

কৌশল:

- ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে এখানে মৌলিক খাতে (বেসিক সেক্টর) বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে সামনের দিকে চালিত করা।

নীতি

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-অর্থ/১:</u> ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ (এসএমই) খাতে সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।	✓ শিল্প মন্ত্রণালয় ✓ বানিজ্য মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতা: ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করবে।	
<u>নীতি-অর্থ/২:</u> বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।	✓ শিল্প মন্ত্রণালয় ✓ বানিজ্য মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতা : বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের একটি বৃহৎ অংশ জমি ক্রয়ের খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত। আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এই বিপুল অর্থ উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত করা যেতে পারে।	
<u>নীতি-অর্থ/৩:</u> সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের জন্য উদ্যোক্তা প্রশিক্ষন কর্মসূচীর আয়োজন করা।	✓ শিল্প মন্ত্রণালয় ✓ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতা: অনেক সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারী রয়েছে যারা বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও মাধ্যম এবং একটি শিল্পোদ্যোগ পরিচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। প্রশিক্ষন কর্মসূচী তাদেরকে এ বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে পারে।	

৯.১.৩ আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন

নগরের জনসংখ্যা অনেক কম হওয়ায় এখানে গৃহায়ণের সমস্যা এখনও অতোটা প্রকট নয়। গৃহায়ণ নীতি ও কর্মসূচি এখানে জাতীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে গৃহায়ণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য এখানে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের কোন স্থানীয় অফিস নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভা নির্বাচিত আবাসন এলাকাগুলোতে সড়ক অবকাঠামো, নিষ্কাশন, পানি সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বসবাসের এলাকার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে জনগণ গৃহ নির্মাণে উৎসাহিত হবে। পরামর্শকবৃন্দ বর্তমান জাতীয় গৃহায়ণ নীতি সমর্থন করে সকল পর্যায়ে তা কার্যকর করার পরামর্শ দিয়েছেন। নীচের সারণিতে (**সারণি-৯.২**) আবাসন চাহিদা ও প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৯.২: আবাসন চাহিদার প্রক্ষেপণ

তালিকা	ভিত্তি বছর (২০১১)	প্রক্ষেপণ বছর (২০৩১)
জনসংখ্যা	২১৯৩৭	৫২৪০৩
পরিবারের সংখ্যা	৬৫১৩	১১৬৩৯
আবাসনের চাহিদা	**৫১২৬**	

লক্ষ্য করা যায়, কাঙ্খিত বর্ধিত জনসংখ্যার সংস্থানের জন ৫১২৬ টি একক আবাসন (হাউজিং ইউনিট) প্রয়োজন হবে। এই ছোট শহরে কোন বস্তি পরিলক্ষিত হয়নি, এটা সাধারণতঃ বড় শহরে দেখা যায়। কাজেই শহরে বস্তি ও ঝুপরি সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই।

কৌশল:

- পৌরসভার ভূমিকা সমুন্নত রেখে একজন সহায়তাকারী সংস্থা হিসেবে সর্ব সাধারণের জন্য গৃহায়ণ/আবাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো ও সেবা প্রদান। স্বল্প ব্যয়ের প্রস্তাবনা হিসেবে আবাসিক এলাকার উন্নয়নে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভূমি মালিকদের অন্তর্ভূক্তিকে উৎসাহিত করা হবে।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-গৃহায়ণ/১:</u> বেসরকারী খাতে গৃহায়ণের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান **যৌক্তিকতা:** সরকারী উদ্যোগে গৃহায়ণের সংস্থান করা বেশী দুরূহ, কারণ এর জন্য প্রয়োজন অধিক অর্থায়ন, ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন যা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। অবকাঠামো ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে সাধারন জনগণকে তাদের নিজেদের বাড়ী নির্মানে উৎসাহিত করতে সহায়তা করা যেতে পারে।	✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
<u>নীতি-গৃহায়ণ/২:</u> আবাসিক এলাকার ভূমি মালিকদেরকে অংশগ্রহনমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে যেখানে পৌরসভা অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করবে এবং ভূমি মালিকদের মধ্যে ব্যয় ভাগাভাগি করা হবে।	✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ গফরগাঁও পৌরসভা

৯.১.৪ সামাজিক বিনোদনমূলক সেবা এবং কমিউনিটি সুবিধা

সামাজিক ও সম্প্রদায়গত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধাদি, উন্মুক্তস্থান, বিনোদন সুবিধা, যেমন: উদ্যান, খেলার মাঠ, বিনোদন উদ্যান, কমিউনিটি সেন্টার প্রভৃতি। সুষ্ঠু ও আরামদায়ক নাগরিক জীবনের জন্য এগুলো অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এগুলো সামাজিক সেবা হওয়ায়, সরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ সরকারী সম্পদ হিসেবে এগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের জন্য জাতীয় সরকারের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও তাদের বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয় রয়েছে। উদ্যান, খেলার মাঠ ও কমিউনিটি সেন্টারের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদানের দ্বায়িত্ব হচ্ছে পৌরসভার।

উদ্যান ও খেলার মাঠের জন্য পৌরসভা জেলা প্রশাসনের সহায়তায় স্থানীয় খাস জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। জনসংখ্যা ও ভূমির মূল্য ক্রমশ বাড়তে থাকায় বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত স্থান খুঁজে পাওয়া কঠিন। সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যার চাপ ও আথিক লাভ বিবেচনায় উন্মুক্ত স্থানও শেষ হয়ে যায়। ভূমির মূল্য বাড়তে থাকায় এবং উন্মুক্ত স্থান না থাকায়, উন্মুক্ত স্থান বিনোদনের ব্যবস্থা করা এখন খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। কাজেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া এবং জমি দুস্প্রাপ্য হওয়ার পূর্বে কোন এলাকার উন্মুক্ত স্থান সুনির্ধারিত উন্মুক্ত স্থানের জন্য সংরক্ষিত রাখাই শ্রেয়। কমিউনিটি সেন্টারের জন্য একই পারিমান ভূমির একমাত্রিক ব্যবহারের পরিবর্তে বহুমাত্রিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরুপ বলা যায়, বহুতলাবিশিষ্ট ইমারতে কমিউনিটি সেন্টার, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, ক্লিনিক কিংবা অন্য কোন কাজেও ব্যবহার করা যায়।

কৌশল:

- পৌর এলাকার মধ্যে খাস/সরকারি জমি খুঁজে বের করা এবং অব্যহৃত/উন্মুক্ত স্থানে জনবসতি গড়ে উঠার ও শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সেবামূলক কাজের জন্য বরাদ্দ করা।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি -সামাজিক সুবিধা/১:</u> উদ্যান, খেলার মাঠ ও কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি ও অন্যান্য সরকারী জমি অধিগ্রহণ। যৌক্তিকতা: যেহেতু উপর্যুক্ত সুবিধাদি রাজস্ব আয়মূলক নয়, তাই এগুলো সর্বনিম্ন খরচে অধিগ্রহণ করা উচিৎ।	✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ জেলা প্রশাসন ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
<u>নীতি -সামাজিক সুবিধা/২:</u> উন্মুক্ত স্থানের জন্য যত দ্রুত সম্ভব জমি অধিগ্রহণ করা উচিৎ, কারন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের খরচও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে উন্মুক্ত স্থানও ধীরে ধীরে নি:শেষ হয়ে যাবে, ফলে উপযুক্ত স্থানে উন্মুক্ত জায়গার সুবিধাদি প্রদান করার জন্য কোন জমি পাওয়া যাবে না।	✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ জেলা প্রশাসন ✓ গফরগাঁও পৌরসভা

৯.১.৫ পর্যটন ও বিনোদন সুবিধা

গফরগাঁও পৌরসভার ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধ কিংবা বিনোদনমূলক কোন নিদর্শন নাই যা উপজেলার বিভিন্ন স্থান কিংবা আশপাশের এলাকার পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। তবে ময়মনসিংহ জেলা সদরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় প্রতিবেশি এলাকার পর্যটকদের কাছে এই পৌরসভার কৌশলগত গুরুত্ব বেড়ে গেছে। গফরগাঁও পৌরসভায় পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও বিনোদনমূলক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কৌশল ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা যেতে পারে।

কৌশল:

- হোটেল/মোটেল সুবিধা প্রদান, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধার উন্নয়ন, জননিরাপত্তা নিশ্চতকরণ, প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী দিয়ে পরিচালিত পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, নতুন পর্যটন ও পিকনিক কেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে পর্যটন ও বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি।

নীতি

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-পর্যটন/১:</u> সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আরামদায়ক ও সুবিধাজনক বাস সার্ভিসের চালু করা। যৌক্তিকতা: এর ফলে পর্যটকগণ পৌরসভায় আসতে উৎসাহিত ও আগ্রহী হবে এবং পৌরসভার আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করবে।	✓ সওজ, এলজিইডি, বিআরটিসি ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
<u>নীতি-পর্যটন/২:</u> যথাযথ ভূ-দৃশ্য এবং বিনোদনমূলক সুবিধাদি, অবকাশ কেন্দ্র, হোটেল ও মোটেলসহ পর্যটন রিসোর্ট গড়ে তোলা।	✓ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ✓ গফরগাঁও পৌরসভা

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
যৌক্তিকতা: এর ফলে পর্যটনের প্রতি জনগণের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।	
নীতি-পর্যটন/৩: পর্যটকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	✓ গফরগাঁও থানা ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: পৌর এলাকায় পরিদর্শন করতে আসা পর্যটকদের জীবন ও সম্পদ সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	

৯.১.৬ নিরাপত্তা

নিরাপত্তা হলো সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব। নিজ এলাকার জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রত্যেক পৌরসভার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সংবিধান ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে পৌরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাঠামো পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কৌশল ও নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

কৌশল

- প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্নিকান্ড, দূর্ঘটনা, ছিনতাই ও অন্যান্য হুমকি থেকে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি - সুরক্ষা ও নিরাপত্তা /১: বর্তমান অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ অথবা বর্তমান কেন্দ্রের জায়গায় নতুন ও বৃহৎ আকারের অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। যদি বর্তমান অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করা সম্ভব না হয় তাহলে মূল এলাকায় নতুন অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্রের জন্য জায়গা খুঁজে বের করা যৌক্তিক হবে, যেন কোন দূর্ঘটনা হলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায়।	✓ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ✓ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: পৌর নগরবাসীর জীবন ও সম্পদের ক্ষতির পরিমান হ্রাস পাবে।	
নীতি - সুরক্ষা ও নিরাপত্তা /২: যে কোন সময় অগ্নি নির্বাপণের জন্য সজ্জিত ও প্রস্তুত অধিকতর দক্ষ জনবল ও অগ্নি নির্বাপণের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহনসহ অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	✓ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগ ✓ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: পৌরবাসিদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হ্রাস পাবে।	
নীতি - সুরক্ষা ও নিরাপত্তা /৩: স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল সিস্টেম, যথাযথ ট্রাফিক সংকেত চিহ্ন ও প্রতীক, সড়ক মার্কিং ও অন্যান্য ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমে দুর্ঘটনা ও যানবাহনের সংঘর্ষের ঝুঁকি ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়াও এক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচীর আয়োজন একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।	✓ গফরগাঁও থানা ✓ পুলিশ বিভাগ (ট্রাফিক) ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: দুর্ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা ও জীবননাশের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।	
নীতি - সুরক্ষা ও নিরাপত্তা/৪: কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অপহরন, সন্ত্রাসী আক্রমণ, ছিনতাই প্রভৃতি নির্মূল করতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগ অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে।	✓ গফরগাঁও থানা ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: উন্নত জননিরাপত্তা কোন গোষ্ঠী/এলাকার স্বকীয়তা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।	

৯.২ ভৌত অবকাঠামো খাতসমূহ

৯.২.১ পরিবহন

একটি নগর কেন্দ্রকে পুনরুজ্জীবিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ন উপায় হচ্ছে সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃ পরিবহন সুবিধাদি সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের জন্য সুফল বয়ে আনে এবং নগরবাসির যাতায়াত সহজ ও আরামদায়ক করে। কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের সহজ ও সাশ্রয়ী পরিবহন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে যা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চালিত করে। যার ফলে নগর কেন্দ্রের বিকাশ ঘটে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় (নন-বেসিক) খাত প্রসারিত হয়। পরিবহন সুবিধা সৃষ্টির জন্য মানসম্মত আন্তঃজেলা সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থাকে দ্রুত ও সহজতর করবে। ভবিষ্যতে সড়ক হবে সুষ্ঠু পরিবহন অবকাঠামো সম্পন্ন। এছাড়াও পৌর শহরে বসবাসরত জনগনকে উৎসাহিত করতে স্থানীয় সড়কগুলোর মান উন্নত করা হবে। এক সময় এখানে জনবসতি বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নতুন নতুন বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবে।

কৌশল:

- যাত্রী ও পণ্য সামগ্রীর পরিবহন সহজতর করার জন্য একটি সুদক্ষ আন্তঃনগর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি - পরিবহন /১:</u> মানসম্মত সড়কসহ কার্যকর আন্তঃনগর সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন। যৌক্তিকতা: অধিকতর আন্তঃনগর চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধি পাবে এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	✓ সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ)
<u>নীতি - পরিবহন/২:</u> নগর কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কার্যকর সড়ক পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি করা। যৌক্তিকতা: নগরকেন্দ্রগুলোর মধ্যে শুধু যোগাযোগের প্রয়োজনে নয়, বরং পরিবহন যাতায়াতকে আকৃষ্ট করার জন্য সড়কের গুনগত মানের উপর জোর দেওয়া উচিৎ।	✓ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ✓ জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ
<u>নীতি - পরিবহন /৩:</u> অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন। যৌক্তিকতা: সড়কের উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অংশগ্রহনমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যয় ভাগাভাগি করা যাবে যা সড়ক নির্মাণ ব্যয় কিছুটা হ্রাস করবে।	✓ গফরগাঁও পৌরসভা ✓ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৯.২.২ পরিসেবা

নগর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নগর সেবা। কোন একটি নগর কেন্দ্রকে বাসযোগ্য করার জন্য অবশ্যই অত্যাবশ্যকীয় নগর সেবা যেমন; পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্যানিটেশন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য নগর সেবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া অন্য সকল নগর সেবা প্রদানের দায়িত্ব পৌরসভার।

কৌশল

- জনগনের জন্য উন্নত সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে রাজস্ব আদায়ে স্বনির্ভরতা অর্জন ও অংশগ্রহণমূলক সেবা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

নীতি

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি -পরিসেবা/১:</u> পানির টেকসই সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিকল্প উৎসের অনুসন্ধান করা। যৌক্তিকতা: ক্রমবর্ধমান নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পানির বিকল্প উৎসের সন্ধান করা প্রয়োজন, যেমন বৃষ্টির পানি ধরে রাখা এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার প্রভৃতি।	✓ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ✓ এলজিইডি ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
<u>নীতি -পরিসেবা/২:</u> বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ।	✓ গফরগাঁও পৌরসভা

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
যৌক্তিকতা: বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালন কাজ ফলপ্রসূ হবে এবং পৌরসভার আর্থিক ব্যয় হ্রাস পাবে।	✓ এনজিও এবং সিবিও
নীতি -পরিসেবা/৩: সম্পদ আহরণের জন্য বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার ও প্রক্রিয়াকরনের ব্যবস্থা করা।	✓ গফরগাঁও পৌরসভা ✓ এনজিও এবং সিবিও
যৌক্তিকতা: বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার ও প্রক্রিয়াকরনের ফলে সম্পদের উৎপাদন হবে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খরচ কমে যাবে।	
নীতি -উপযোগ সেবা/৪: স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের সুফল সম্পর্কে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে এবং স্যানিটেশন উপকরণ সহজলভ্য করার জন্য জনগণকে সহায়তা করতে প্রচারাভিযান করা।	✓ এল জি ই ডি ✓ গফরগাঁও পৌরসভা ✓ এন জি ও এবং সি বি ও
যৌক্তিকতা: প্রনোদনার মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবহার ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে উৎসাহিত হবে।	
নীতি -পরিসেবা/৫: প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুরক্ষা ও উচ্চক্রমভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়ন।	✓ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ✓ এল জি ই ডি ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্রমশ: বিনাশ ঘটছে এবং ভরাট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়ছে। সুপরিকল্পিত উচ্চক্রমভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা বৃষ্টির পানির নির্বিঘ্ন নিষ্কাশনে সহায়তা করবে।	

৯.২.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন

গফরগাঁও পৌরসভা জলাবদ্ধতা মুক্ত এলাকা। পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর প্লাবনের কারণে এবং পর্যাপ্ত নিষ্কাশন সুবিধা না থাকার কারনে প্রায়শ: জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।

গফরগাঁও পৌরসভার অধিকাংশ নর্দমাই যাথাযথ নির্গমণস্থল, আকার ও ঢাল বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। নর্দমাগুলো ভাটির দিকে আরো খনন করতে হবে এবং খালগুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যাতে উপর থেকে আসা প্রবাহ অবাধে নেমে যেতে পারে। খালের বিভিন্ন স্থানে খনন ও সংস্কার করতে হবে যাতে সেগুলো পৌরসভার সম্পূর্ন পানির প্রবাহ বহন করার জন্য প্রধান নর্দমা হিসেবে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে। মানবসৃষ্ট প্রধান নর্দমা, মাধ্যমিক নর্দমা এবং তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার জন্য এই খালগুলো হবে নির্গমনস্থল। এছাড়া এখানে বেশ কয়েকটি বিল ও জলাভূমি রয়েছে যেগুলো প্রবল বৃষ্টির সময়ে পানি ধারন করার জন্য জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

কৌশল

- এই শহরকে বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করা।

নীতি

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-বন্যা নিয়ন্ত্রণ/১: প্রয়োজন অনুযায়ী বাঁধ নির্মান।	✓ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: পৌরসভার বাইরে থেকে আসা বন্যার সময় জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করা।	
নীতি-বন্যা নিয়ন্ত্রণ/২: প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুরক্ষা ও উচ্চক্রমভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়ন।	✓ এলজিইডি ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্রমশ: বিনষ্ট হচ্ছে ও ভরাট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়ছে। সুপরিকল্পিত উচ্চক্রমভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা বৃষ্টির পানির নির্বিঘ্ন নিষ্কাশনে সহায়তা করবে।	

৯.৩ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়

৯.৩.১ প্রাকৃতিক সম্পদ

গফরগাঁও পৌরসভা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয় যা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদী, ১৯২টি পুকুর ও ডোবা (৪০.৮৩ একর), ০১টি প্রাকৃতিক খাল। এসব প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে নদী ও খাল সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও জনস্বার্থের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৌরসভার উপর ন্যস্ত করা উচিৎ। এর ফলে নদী এবং প্রাকৃতিক খালের অবৈধ দখল ও ভরাট রোধ করা সহজ হবে।

কৌশল

- এলাকাবাসীর স্বার্থে ব্যবহারের জন্য নদী ও খালের সংশ্লিষ্ট অংশের কর্তৃত্ব পৌরসভার উপর ন্যাস্ত করা।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-প্রাকৃতিক সম্পদ/১: পৌর এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত নদী, খাল ও সকল খাস জমি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এলাকাবাসীর স্বার্থে পৌরসভার নিকট কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে হবে।	✓ ভূমি মন্ত্রণালয় ✓ জেলা প্রশাসন ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: এর ফলে নদীর পাড় ও খাস জমির অপব্যবহার রোধ করা যাবে।	
নীতি-প্রাকৃতিক সম্পদ/২: পৌরসভার অভ্যান্তরীন নদীর পাড় ও সকল খাস জমি পরিচর্যা ও নিষ্কাশন নর্দমা হিসেবে যথাযথ ব্যবহারের জন্য পৌরসভার নিকট অর্পন করতে হবে।	✓ ভূমি মন্ত্রণালয় ✓ জেলা প্রশাসন ✓ এনজিও এবং সিবিও
যৌক্তিকতা: এর ফলে প্রকৃতিক নিষ্কাশন নর্দমাকে অবৈধ দখল ও ভরাট করা থেকে রক্ষা করা যাবে।	

৯.৩.২ স্যানিটেশন

গফরগাঁও পৌরসভায় কোন পয়:নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ শৌচাগার সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটসমৃদ্ধ। এই পৌরসভা তার জনসংখ্যার ১০০% শতাংশকে স্যানিটেশনের আওতায় এনেছে। মোট জনসংখ্যার ৮৮% সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটসমৃদ্ধ শৌচাগার ব্যবহার করে। এই ধরনের শৌচাগার ব্যবহার করে সরকারী-আধা সরকারী কার্যালয়, বিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নত বাসা বাড়ীতে। মোট জনগনের ১৫% সোকপিটসমৃদ্ধ শৌচাগার ব্যবহার করে যা সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষরা ব্যবহার করে। ১২ শতাংশ মানুষ আধা পাকা শৌচাগার ব্যবহার করে।

কৌশল

- গফরগাঁও পৌরসভার সকল বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করতে হবে।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-স্যানিটেশন/১: সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল ও স্বল্প ব্যায়ের স্যানিটেশন প্রদান করতে হবে।	✓ জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: এর ফলে গফরগাঁও পৌরসভায় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত হবে।	
নীতি-স্যানিটেশন/২: সকল পরিবারকে স্যানিটেশন সুবিধা আওতায় আনতে সহায়তা করা হবে।	✓ ডিপিএইচই ✓ এন জিও ও ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ব্যাক, প্রশিকা ইত্যাদি
যৌক্তিকতা: এর ফলে সুবিধাবঞ্চিত পরিবার সহায়তা পাবে।	

৯.৩.৩ প্রাকৃতিক দূর্যোগ

গফরগাঁও পৌরসভায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঝড়, সাইক্লোন, কালবৈশাখী, টর্নেডো, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি। কালবৈশাখীর প্রার্দুভাব সাধারনত: এপ্রিল মাসে বেশি হয়, তবে মার্চ ও মে ম্যাসেও কালবৈশাখীর প্রাদূর্ভাব দেখা যায়। কালবৈশাখী ও টর্নেডোর কারণে গাছপালা, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন উৎপাটন, মানবজীবন ও জীববৈচিত্রের ক্ষতিসাধন, জীবন হানি, সম্পদের ক্ষতি ও বিনাস, অর্থকরি ফসলের ক্ষতি, জীবনযাত্রার বিপর্যয়, অত্যাবশ্যকীয় পরিসেবার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতি হয়।

১৯৮৮ থেকে ২০০৭ সালে গফরগাঁও পৌরসভার বৃষ্টিপাতের উপাত্ত অনুযায়ী, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ২৩০৮ মিলিমিটার। প্রতি বছর গফরগাঁও পৌরসভার কিছু এলাকা এবং কোন কোন বছর সমগ্র এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর

মাধ্যমে উজান থেকে পানি এসে এই বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার পানির সঙ্গে প্রতিবছর বর্ষায় পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদীতে প্রচুর পলিমাটি বয়ে আনে।

কৌশল

- দূর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি ও সর্বধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, দুর্যোগের সময় উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার কাজ এবং দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুর্বাসন কাজের ব্যবস্থা করা।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-দুর্যোগ/১: প্রাকৃতিক খাল-বিল ও নদী-নালাকে পানি নিষ্কাশনের নির্গমন স্থান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মান করতে হবে।	✓ পাউবো, এল জি ই ডি ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: এর ফলে বন্যার পানি হ্রাস পাবে এবং নির্গমন প্রক্রিয়া সহজতর হবে।	
নীতি-দুর্যোগ/২: সকল ইমারত/ ভৌত কাঠামো এমনভাবে নকশা করা উচিৎ যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করতে পারে।	✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: উঁচু প্লিন্থ লেভেল ও ভূমিকম্প রোধক নকশা অনুসারে নির্মিত ইমারত মানুষের জীবননাশ, সম্পদের ক্ষতি ও ধ্বংস হ্রাস করবে।	
নীতি-দুর্যোগ/৩: নতুন নতুন বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভয়াবহ বন্যার সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।	✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ✓ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: এর ফলে বন্যার সময় জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কম হবে।	
নীতি-দুর্যোগ/৪: প্রবল বন্যার সময় উদ্ধার অভিযানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	✓ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ✓ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ✓ পুলিশ বিভাগ ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: এর ফলে বন্যার সময় জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কম হবে।	
নীতি-দুর্যোগ/৫: বন্যা পরবর্তী ত্রাণ ও পূনবার্সন কর্মসূচীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।	✓ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ✓ খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: বন্যাদুর্গত লোকজন স্বল্প সময়ের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবেলা জয় করতে সক্ষম হবে।	

৯.৩.৪ পরিবেশগত বিষয় (বায়ু, পানি, মাটি প্রভৃতির মান)

বাংলাদেশের পরিবেশগত ধারা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বাতাসে অতিক্ষুদ্র দূষণ কণা বাংলাদেশের সকল বড় বড় নগরের পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। এসকল ক্ষুদ্র দূষণ কলার আধিক্যজনিত সমস্যা প্রকট রূপ নিয়েছে জনবহুল এলাকা ও শিল্পাঞ্চলসমূহে। দূষণ কণার প্রধান উৎস হচ্ছে বার বার উত্থিত ধুলাবালি (বেশিরভাগই নির্মাণ কাজের উচ্ছিষ্ট বস্তুকনা), যানবাহনের নি:সৃত বর্জ্য এবং ইটভাটা ও সিমেন্ট কারখানার মতো শিল্প প্রতিষ্ঠান। সৌভাগ্যবসত গফরগাঁও পৌরসভায় এগুলোর উপস্থিতি খুবই নগন্য।

টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রয়োজন। দেশের পরিবেশ বিষয়ক সম্পদের অধিকাংশই পানি সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে দেশের পানি সম্পদের অব্যাহত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য জাতীয় বনাঞ্চল, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি ও পানির মান রক্ষাসহ পরিবেশ ও এর জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, পুন:স্থাপন ও সুরক্ষার বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত থাকতে হবে। অনুরূপভাবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো এড়িয়ে চলা অথবা কমিয়ে আনার বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। এখানকার মাটি গঠনের উপাদানগুলো হচ্ছে সক্রিয় প্লাবনভূমি, বেলে মাটি, পলি যা গঠিত হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে নিম্ন মাঝারি ধরনের বালুময় পলিমাটি, বেলে মাটি, জৈব মাটি ও নরম বেলে মাটি নিয়ে।

কৌশল

- বায়ু, পানি ও মাটি নিয়ে গঠিত পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা হবে ।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-বাতাস/১: টু-স্ট্রোক থ্রি হুইলার নিষিদ্ধ ও শিল্প-কারখানায় উচ্চ চিমনি প্রবর্তনের মাধ্যমে বায়ু দূষণ হ্রাস করেত হবে।	✓ বিআরটিএ, ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: এর ফলে শরীরের জন্য ক্ষতিকর CO, CO_2, SPM, সীসা, অন্যান্য ভারী ধাতু ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের পরিমান হ্রাস পাবে।	
নীতি-পানি/২: পানি সম্পদের সুরক্ষা, সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং দূষণ হ্রাস করতে হবে।	✓ পরিবেশ অধিদপ্তর, ডিপিএইচই, পাউবো ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: এর ফলে পৌরসভার প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বাস্তুসংস্থান, জীব-বৈচিত্র রক্ষা করা সম্ভব হবে এবংপরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত হবে।	
নীতি-মাটি/৩: রাসায়নিক সার ও কৃত্রিম কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে এবং জৈব সারের ব্যবহারসহ পর্যায়ক্রমিক কৃষি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	✓ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ✓ উপজেলা পরিষদ ✓ গফরগাঁও পৌরসভা
যৌক্তিকতা: এর ফলে ভূমির উর্বতা বৃদ্ধি পাবে, ফলন বৃদ্ধি পাবে এবং পানি দূষণ কমে যাবে।	

অধ্যায় ১০
বাস্তবায়নের বিষয়াবলী

১০.১ পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

গফরগাঁও পৌরসভার কাঠামো পরিকল্পনা তথা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌর কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যেন পৌর কর্তৃপক্ষ কাঠামো পরিকল্পনায়ন গ্রন্থিত নীতি কৌশল ও প্রস্তাবনা অনুযায়ী পৌরসভার পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। পৌরসভার বর্তমান সক্ষমতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মতো দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট নয়। আইনগত, আর্থিক, জনবল এবং যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত সক্ষমতা বিষয়ে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো:

আইনগত: পৌর এলাকার ভৌত বিকাশ ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ হল প্রধান আইনগত ভিত্তি। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ গ্রন্থিত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসহ আরও বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতি পৌর কর্তৃপক্ষের প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হবে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২, ২০০৪
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬
- বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ কোড, ১৯৯৩, ২০০৬
- পরিবেশ আইন, ১৯৯৭
- বাংলাদেশ জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা, ১৯৯৩
- জাতীয় সড়ক পরিবহন নীতিমালা, ২০০৪ প্রভৃতি

কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশল ও নির্দেশাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও উদ্দেশ্য প্রয়োগ ও চর্চা করা প্রয়োজন। পৌর কর্তৃপক্ষকে আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একজন নির্বাহী মেজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সদস্য নিয়োগের প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা প্রদান করা দরকার। এই ক্ষমতা পৌর কর্তৃপক্ষের জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রয়োগ সম্ভব করে তুলবে। উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাসহ সকল নগর স্থানীয় সরকারকে তাদের দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করার জন্য আরও বেশি স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা দেয়া উচিত। একই সময়ে, সরকার এবং জনগণের কাছে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য নগর স্থানীয় সরকারসমূহের আইনী কাঠামো পর্যালোচনা ও আধুনিকায়ণ করা দরকার। আইনী কাঠামো সমন্বিত ও সহজ হওয়া দরকার এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত সক্ষম করে প্রণয়ণ করা দরকার। আইনে অবশ্যই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন সেবা প্রদান কার্যক্রম বেসরকারীকরণের সুযোগ থাকে।

আর্থিক: মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন করতে হলে পৌরসভার নিজস্ব একটি শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি থাকতে হবে। নিজস্ব আর্থিক দৈন্যতার মধ্যে থাকলে কোন পৌরসভার পক্ষে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। গফরগাঁও পৌরসভা আর্থিক ভাবে যথেষ্ট সক্ষম নয়। পৌরসভা অন্যান্য উৎস; বিশেষত: কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পৌরসভার নিজস্ব আয় বাড়াতে হবে যেন আর্থিক বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দক্ষভাবে কাজ করতে হলে পৌরসভাকে তার রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হলো:

- পৌরসভার নিজস্ব আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে হোল্ডিং কর আদায় হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এমনভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেন পৌরসভার রাজস্ব শতকরা ১০০ ভাগ আদায় করা সম্ভব হয়।

- কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশল ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রস্তাবনা অনুযায়ী আধুনিক বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে কমিউনিটি সেবা প্রদান যেগুলো পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব আদায়ের উৎস হিসাবে কাজ করবে,
- বর্তমান নিবন্ধন (লাইসেন্স) ফি এর পরিমান যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করা এবং নতুন নতুন নিবন্ধন প্রদান,
- পৌর এলাকায় বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য জরিমান, মাশুল আরোপ ও আদায় করা,
- বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা তৈরী এবং বর্জ্য সংগ্রহের জন্য মাশুল আরোপ ও আদায় করা।

জলবল: গফরগাঁও “ক” শ্রেণির একটি পৌরসভা। ক শ্রেণীর পৌরসভার জন্য জনবল-কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) এবং জনবল সংখ্যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রয়েছে। পৌরসভার বর্তমান জনবল ও অনুমোদিত জনবলের মধ্যে তুলনা করে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায় অর্থাৎ বর্তমান জনবল অনেক কম রয়েছে। পৌরসভা গঠনের শুরু থেকেই বহু পদ খালি রয়েছে। বরাদ্ধকৃত ৮০ টি পদের মধ্যে মাত্র ১২টি পদ পূরণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন, তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য নগর পরিকল্পনা বিভাগ আবশ্যিক পূর্ব শর্ত হলেও বর্তমানে তা অনুপস্থিত। পৌরসভার জনবল কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য নিম্নে নগর পরিকল্পনা বিভাগের জনবল কাঠামোর প্রস্তাব দেয়া হলো:

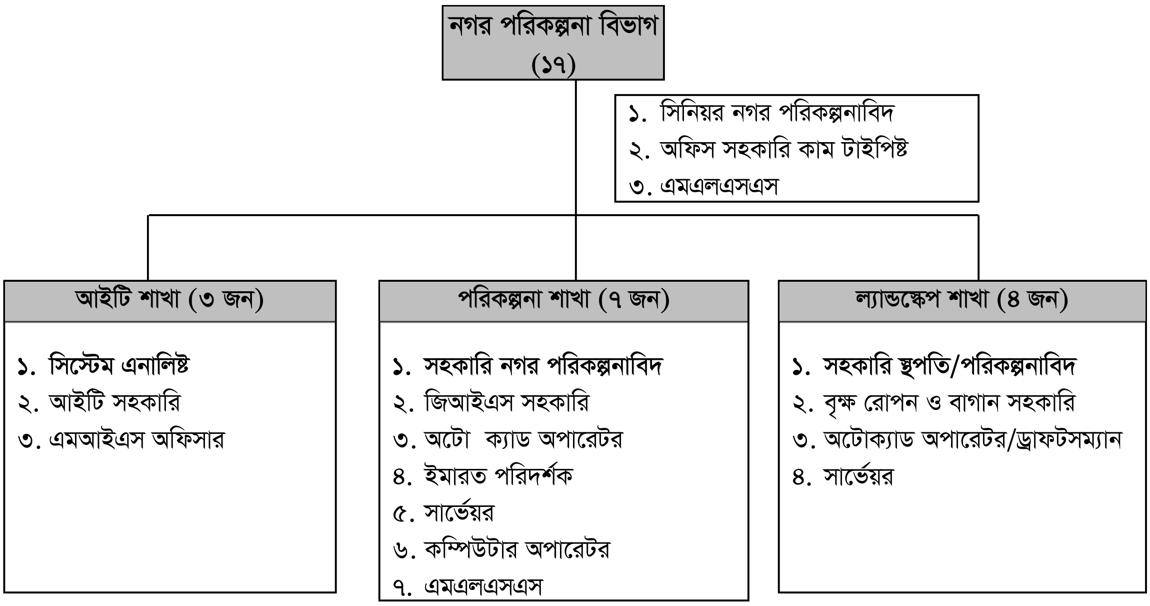

চিত্র ১০.১: নগর পরিকল্পনা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো

সরঞ্জাম সংক্রান্ত সক্ষমতা: গফরগাঁও পৌরসভার যন্ত্রপাতি ও আনুষাঙ্গিক সক্ষমতা অত্যন্ত কম। হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি যন্ত্রপাতি, বাহন রয়েছে। পৌরসভার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা, জনসাধারনকে সেবা প্রদানসহ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রাপাতির সংযোহন প্রয়োজন। নিচের সারণিতে যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা উল্লেখ করা হলো:

সারণি ১০.১: গফরগাঁও পৌরসভার প্রস্তাবিত সরঞ্জামাদি

ক্রমিক	সরঞ্জামাদির ধরণ	বর্তমান পরিমান (নম্বর)	ভবিষ্যিৎ চাহিদা
০১.	জিপ গাড়ী	-	০১
০২.	রোড রোলার (১০ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট)	০১	-
০৩.	ক্রংক্রিট মিক্সার মেশিন	-	০১
০৪.	বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য ট্রাক (৩ টন)	০১	০১
০৫.	লেভেলিং মেশিন	-	০১
০৬.	রিকশা ভ্যান (বর্জ্য সংগ্রহের জন্য)	০১	০৩
০৭.	হ্যান্ড ট্রলি	০১	০২
০৮.	মোটর সাইকেল	০১	০৩

০৯.	বাই সাইকেল	-	০২
১০.	ফটোকপিয়ার	-	০৩
১১.	ফ্যাক্স মেশিন	-	০১
১২.	কম্পিউটার	০১	০৪
১৩.	প্রিন্টার	০১	০১
১৪.	প্লটার	-	০১

পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং হালনাগাদকরণ: কাঠামো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে এর নীতি কৌশল ও পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য এটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা উচিত যে কমিটি স্বল্প মেয়াদী (ওয়ার্ড কর্ম পরিকল্পনা) ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা (নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা) প্রস্তাবনাসমূহরে কাঠামো পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই কাজ করবে এবং পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য বছরে ন্যূনতম দুই বার সভায় মিলিত হবে। কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা পরিকল্পনা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কমিটির সভাপতি বিশেষ সভা আহবান করতে পারেন। পৌরসভার মেয়র পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি হবেন। কমিটির নমুনা কাঠামো নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১০.২: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির নমুনা কাঠামো

ক্রমকি	বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি	পদবী
০১.	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র	সভাপতি
০২.	সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য	নির্বাহী সদস্য
০৩.	সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান	নির্বাহী সদস্য
০৪.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	নির্বাহী সদস্য
০৫.	সহকারী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা	সদস্য
০৬.	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
০৭.	সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা	সদস্য
০৮.	সহকারী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা	সদস্য
০৯.	সকল কাউন্সিলর, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	সদস্য

কাঠামো পরিকল্পনা তথা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব গফরগাঁও পৌরসভার। একারণে প্রস্তাবিত নগর পরিকল্পনা বিভাগ তাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে স্বচ্ছ হবে এবং উক্ত কমিটির নিকট জবাবদিহি করবে।

কাঠামো পরিকল্পনায়ন ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দিক নির্দেশনা ও প্রস্তাবনা থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযুক্ততা বিবেচনায় এটি যথেষ্ট নমনীয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয়ের মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সংযোজনের জন্য প্রতি ০৫ বছর অন্তর কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশল ও দিক নির্দেশনা মূল্যায়ন ও হালনাগাদকরণের সুযোগ রাখা হয়েছে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, ভৌত উন্নয়নের গতি প্রকৃতিসহ বিকাশ প্রভৃতি মূল্যায়ন এবং সরকারি বেসরকারি সকল ভৌত উন্নয়ন এর কাঠামো পরিকল্পনার নির্দেশনার আঙ্গিকে মূল্যায়ন। তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কাঠামো পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন করা উচিত হবে। এছাড়াও, সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে পরিকল্পার কোন নির্দষ্ট অংশ হালনাগাদকরণ বা পরিবর্ধনেরও সুযোগ রাখা হয়েছে।

১০.২ সম্পদ সমাবেশীকরন

বর্তমান মহাপরিকল্পনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে সম্পদ সমাবেশ হচ্ছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। যদিও বলা হয়েছে উন্নয়ন প্রস্তাবগুলো বেশ কিছু উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে, তথাপি এটা সন্দেহাতীত যে, সবথেকে বেশী দায়িত্ব পৌরসভার কাঁধেই বর্তাবে। স্থানীয় সরকার সংস্থা হিসেবে গফরগাঁও পৌরসভা ঘাটতি বাজেট সংকটে ভুগছে। ফলে পৌরসভার প্রয়োজন এর বাৎসরিক ব্যয়ের

থেকে অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করা। অতিরিক্ত রাজস্ব তখন পৌরসভায় দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারী কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

গফরগাঁও পৌরসভার অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য তিনটি উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে পৌরসভা দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন ব্যয় পরিশোধে সক্ষম হবে:

- নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা,
- ব্যয় কমানো
- রাজস্ব আদায়ে নতুন নতুন খাত চিহ্নিত করা

পর্যবেক্ষনে দেখা যায়, প্রথম বিকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এর থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা এবং তৃতীয় বিকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সবথেকে দূরহ।

গফরগাঁও পৌরসভা তাদের আয় সংগ্রহ করে মূলত প্রধান দুটি উৎস থেকে; ক) সরকারি অুনদান এবং খ) স্থানীয় বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব আদায়। সরকারী অনুদানকে ট্রান্সফার পেমেন্ট হিসাবে অভিহিত করা হয়। অনুদানের পরিমান বছর বছর ভিন্ন হতে পারে। সরকারি অনুদান নিজস্ব উৎসের আয় নয় কারণ এর উপর পৌর কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেই।

গফরগাঁও পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের পরিমান যথেষ্ট কম এবং এটি পৌরসভার মোট আয়ের ক্ষুদ্র অংশ। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে যার মধ্যে কর/ফি/টোল প্রভৃতি নির্ধারণ ও আদায়ে সরকার আরোপিত নিয়ম ও বিধি-নিষেধ উল্লেখযোগ্য।

গফরগাঁও পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের উৎস প্রধানত:: তিন প্রকার: ১) কর বা খাজনা, ২) ফি বা মশুল এবং ৩) ব্যবহার মাশুল বা ফি। সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যয় উদ্বৃত্ত তহবিল সৃষ্টির জন্য পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা জোরদার করতে হবে।

১০.৩ সমাপনী মন্তব্য

কাঠামো পরিকল্পনার দর্শন ও উদ্দেশ্যসহ বিস্তারিত পটভূমি তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান উন্নয়ন গতিধারা, সমস্যা, ও পরিকল্পনার সঙ্কটপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। পরিকল্পনার মেয়াদ তথা ২০৩১ সাল পর্যন্ত সময়ের জনসংখ্যার প্রক্ষেপন সম্পন্ন করা হয়েছে। উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, বিধি-বিধান এবং খাত ভিত্তিক নীতি আলোচিত হয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এবং পরবর্তীতে কাঠামো পরিকল্পনয় গৃহীত দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, নীতি কৌশল ও প্রস্তাবনা সকল পক্ষ কর্তৃক অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পর্ব - খ

নগর এলাকা পরিকল্পনা

অধ্যায় ১১
ভূমিকা

উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউটিআইডিপি) এর মহাপরিকল্পনা প্যাকেজের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে নগর এলাকা পরিকল্পনা যা কাঠামো পরিকল্পনার পরবর্তী স্তর। নগর এলাকা পরিকল্পনার (ইউএপি) মধ্যে রয়েছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর পরিসেবা পরিকল্পনা। মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদনের খ পর্বে নগর এলাকা পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভূমিকা বর্ণনা করা হয় এবং কাঠামো পরিকল্পনা পরিকল্পনার মানদন্ডের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশলের আলোকে মধ্য মেয়াদী (২০১১-২০২১) নগর এলাকা পরিকল্পনায় উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও অঞ্চলভিত্তিক ভূমি ব্যবহারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১১.১ নগর এলাকা পরিকল্পনার বিষয় ও কাঠামো

নগর এলাকা পরিকল্পনায় সমগ্র গফরগাঁও পৌরসভা এলাকা অন্তর্ভূক্ত এবং এর মেয়াদকাল ১০ বছর বা ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত। এই পর্বও ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় মানচিত্রের সমন্বয়ে গঠিত। নগর এলাকা পরিকল্পনায় কাঠামো পরিকল্পনার নীতিমালা কিভাবে কাজ করবে এবং এসকল নীতি কৌশলের ভৌত বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনা শহরের ভবিষ্যৎ ভৌত বিকাশ তরান্বিতকরণ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে পৌরসভার ভূমিকা নির্ধারণে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। নগর এলাকা পরিকল্পনা তিনটি পৃথক অথচ পরিপূরক পরিকল্পনা এবং অপর একটি সহযোগী পরিকল্পনার সমন্বয়। চারটি পৃথক অধ্যায়ে চারটি পরিকল্পনা যথা: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নগর সেবা পরিকল্পনা এবং কাঠামো পরিকল্পনার সাথে স্ব স্ব পরিকল্পনার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে মহাপরিকল্পনার দ্বিতীয় বা খ-পর্ব শুরু হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পরিকল্পনার কৌশল, বিদ্যমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার, প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার প্রভৃতি চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে এখানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভূমির প্রয়োজন, ভূমি-ব্যবহার বিভাজন ও অঞ্চলগঠন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্তমান পরিবহন সুবিধাদি, যানবাহনের সংখ্যাধিক্য, যানজট ও বিলম্বের মাত্রা, বর্তমান ঘাটতি বিশ্লেষণ, আগামী ২০ বছরের ভ্রমণ-চাহিদার পূর্বাভাস, যানবাহনের ভবিষ্যৎ পরিমাণ ও সেবার স্তর এবং পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা। এছাড়া পরিবহন পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলও এই পরিকল্পনায় উপস্থাপিত হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনার তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। এই অধ্যায়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা: নিষ্কাশন পরিকল্পনা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা, ভূমির উচ্চতা ও বন্ধুরতা, নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল প্রভৃতি নিষ্কাশন পবিকল্পনার অংশ। অপরদিকে বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা, বর্জ্য ও বর্জ্য অপসারণ স্থান, পরিবেশ দূষণ, জলাবদ্ধতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, স্থানীয় আপদ-বিপদ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল প্রভৃতি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ন বিষয়।

প্রতিবেদনের চতুর্থ অংশ হচ্ছে নগরসেবা পরিকল্পনা। নগর পরিসেবা সমূহের বিদ্যমান অবস্থা ও চাহিদা, প্রস্তাবিত পরিসেবার প্রক্ষেপণ, প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবং নগর পরিসেবা পরিকল্পনা পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন প্রভৃতি এই অংশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১১.২ নগর এলাকা পরিকল্পনার আয়তন

গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গফরগাঁও পৌরসভার প্রশাসনিক এলাকাকে নগর এলাকা পরিকল্পনার জন্য নির্ধারণ করা হয় যা কাঠামো পরিকল্পনা এলাকার অনুরূপ। গফরগাঁও পৌরসভা তথা নগর এলাকা পরিকল্পনার আয়তন ২৩৯৯.২৯ একর বা ৫.৭৫৮ বর্গ

কিলোমিটার। যেহেতু সমগ্র পৌর এলাকায় মৌলিক নগর সেবা প্রদানে পৌর কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার ও দায়িত্ব রয়েছে, সেহেতু সমগ্র এলাকাকেই নগর এলাকা পরিকল্পনা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১১.৩ নগর এলাকা পরিকল্পনার কার্যক্রম

দীর্ঘ-মেয়াদী কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত দিক নির্দেশনা অনুসারে মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা জোরদারের লক্ষ্যে নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মধ্য মেয়াদে বিভিন্ন নগর উপ-কাঠামোর স্থানিক বিন্যাস উপস্থাপন করা হয়েছে এবং খাতভিত্তিক বড় ধরণের বাস্তবায়ন কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন; অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়, আর্থিক কৌশল প্রভৃতি। মধ্য-মেয়াদে উন্নয়ন পরিচালিত করার জন্য এই পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন নীতিমালার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল মধ্য-মেয়াদে যেসব এলাকা উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুসংহতকরণ। নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়নের আরও একটি উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ডকে সহজতর করা। কাঠামো পরিকল্পনার আলোকে প্রণীত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল বিস্তারিতভাবে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে।

১১.৪ নগর এলাকা পরিকল্পনার মেয়াদ ও সংশোধন

গফরগাঁও পৌরসভার নগর এলাকা পরিকল্পনার (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর পরিসেবা পরিকল্পনা) মেয়াদ হবে দশ বছর, যা ২০২১ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ২০২১ সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই পরিকল্পনার স্থলে একটি নতুন নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণীত হবে। পরবর্তী পরিকল্পনা কাঠামো পরিকল্পনার অবশিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পরিকল্পনার মেয়াদ কালের চতুর্থ বছরে (২০১৬) মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা করা হবে। উপরন্তু, জনস্বার্থে যে কোন সময় পরিকল্পনায় যে কোন যৌক্তিক ও সংগতিপূর্ণ সংশোধনী আনা যেতে পারে।

অধ্যায় ১২
ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

১২.১ ভূমিকা

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা দ্বিতীয় পর্ব বা খ পর্বের প্রথম অধ্যায়। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে পৌর এলাকার বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার এলাকা, ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, দিকনির্দেশনা এবং ভূমি ব্যবহার অঞ্চল পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রস্তাবনাসমূহ। শহর পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলও এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা যা প্রতিবেদন ও মানচিত্রের সমন্বয়ে গঠিত। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা শহরের ভৌত বিকাশ ও উন্নয়নে নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ নীতি কৌশল প্রণয়ন করে। নগর এলাকা পরিকল্পনা দেশে অনুসরিত প্রথাগত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির অনুরূপ, যা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাবনাসহ পরিকল্পনা এলাকার সকল দাগের ভূমি ব্যবহার নির্ধারণ করে দেয়। ফলে এই পরিকল্পনা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করবে। নগর এলাকা পরিকল্পনায় মৌজ মানচিত্রের উপর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এই বিবেচনায় যেন সকল প্রস্তাবনার ভূমি নির্ধারণ যথযথভাবে হয়। যখন পরিকল্পনাটি মৌজা মানচিত্রের উপর প্রণীত হয় এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হয়, তখন এটা আনুষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করে; এবং সকলের জন্য অনুসরণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। বর্তমান ভূমি ব্যবহার এবং ভূমির ভবিষ্যৎ চাহিদা ও জনসংখ্যার বিষয় বিবেচনা করে পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নকে সামনে রেখে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরামর্শবৃন্দ কর্তৃক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার অঞ্চল ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য জনগণের জন্য ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি কৌশল ও বিধি নির্ধারণ করা হয়েছে।

১২.১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সুদূর প্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে বসবাসের জন্য একটি নগর এলাকা এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক সহাবস্থানের জন্য একটি বাসযোগ্য নগর পরিবেশ গড়ে তোলা, ঘনবসতি এলাকা এবং চারপাশে উন্নয়নের সম্ভাবনাময় এলাকার জন্য সর্বোচ্চ ও সঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা। নগর এলাকা পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনার দীর্ঘ-মেয়াদী নীতিমালা ও দিক নির্দেশনাকে মধ্য-মেয়াদে (১০ বছর) পরিকল্পনায় রূপদান করা, যা পরিপূরক খাতওয়ারী পরিকল্পনার সমন্বয়ে গঠিত: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর পরিসেবা পরিকল্পনা। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হচ্ছে নগর এলাকা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা গফরগাঁও পৌরসভার ভৌত বিকাশের জন্য ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, কৌশল ও প্রস্তাবনার সমন্বয়। গফরগাঁও পৌরসভার জন্য প্রণীত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহক নিম্নরূপ:

- আগামী দশ বছরের (২০১১-২০২১) মধ্যে নগর বিকাশের অধিকাংশ চাপ মোকাবেলার জন্য মূল এলাকাকে সুসংহত করা।
- ঘনবসতি এলাকায় সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে মিশ্র ব্যবহার উন্নয়নকে (প্রধানত: আবাসিক/বানিজ্যিক) উৎসাহিত করা।
- মূল এলাকাকে উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।
- কেবল স্থানীয় চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য বেশকিছু অনুবিকাশ কেন্দ্র (গ্রোথ-সেন্টার) গড়ে তোলা।
- উন্নত জীবন যাপনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থাসহ আবাসিক এলাকা থেকে দূরে শিল্প এলাকা স্থাপন করা।
- প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে রক্ষার জন্য নতুন ও উদ্ভাবনী উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
- যেখানে সম্ভব সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূমি রক্ষার প্রয়াস উৎসাহিত করা ।
- কৃষি কাজের জন্য সর্বোত্তম ভূমিকে কৃষিজমি হিসেবে সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করা।
- বিদ্যমান বসতি এলাকায় ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

১২.১.২ পরিকল্পনার কৌশল ও পদ্ধতি

ভূমি ব্যবহার পরিল্পনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে প্রতিটি ভূমিখন্ডের (প্লটের), যেমন: আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতির বর্তমান ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিচালিত ভূমি ব্যবহার জরিপের মাধ্যমে। ভূমি ব্যবহার জরিপের জন্য টোটাল স্টেশন ও ডিজিপিএস প্রযুক্তি ও জরিপ কৌশল ব্যবহার করা হয়।

ভূমি ব্যবহার জরিপ থেকে প্রাপ্ত বর্তমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সকল স্থানিক তথ্য উপাত্ত একটি সমন্বিত জিআইএস ডেটাবেইজর আওতায় প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত প্রক্রিয়া ও বিশ্লেষণে জিআইএস প্রযুক্তি পিসি আর্কভিউ ও পিসি আর্ক-ইন্‌ফো ব্যবহার করা হয়েছে। উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ করা হয়েছে ডব্লিইজিএস-১৯৮৪ ফরম্যাটে (মিটারে অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও উপবৃত্তাকার উচ্চতা দেখিয়ে) এবং পরবর্তীতে সেগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে ল্যাম্বার্ট কনফরম্যাল কোনিক (এলসিসি) পদ্ধতিতে।

জরিপ দল ভৌত উপাদান জরিপ এবং ভুমির বন্ধুরতা জরিপের সাথে ভূমি ব্যবহার জরিপ সম্পন্ন করেছে। ভূমি ব্যবহারের অধিকাংশ তথ্য ভৌত উপাদান জরিপের সময় ইমারত/উন্মুক্ত স্থান ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী, যেমন: আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রভৃতি ব্যাবহারের উপর সম্পাদিত জরিপ থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের যৌথ বিবেচনায় ভূমির বিভিন্ন ব্যবহার শ্রেণি এবং তা প্রকাশের প্রতীক নির্ধারণ করা হয়। প্রতীকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় ইতোমধ্যে চিহ্নিত প্রতিটি উপাদানের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে ভূমির প্রতিটি ব্যবহারের পৃথক স্তর তৈরী ও পরবর্তীতে শ্রেণিভিত্তিক ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। টোটাল স্টেশন (টিএস) ও ডিফারেন্সিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস) উভয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। আর.এস. মৌজা মানচিত্রের উপর ১˝=১৬৫ স্কেল ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে (আরএফ ১:১৯৮০)।

বর্তমান ভূমি ব্যবহার মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর গুণগত মানসম্পন্ন বিষয়াদি (যেমন; বিভিন্ন ব্যবহারের/কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণে আর্দশ মান নির্ধারণ, স্থান নির্ধারণ, চাহিদা সঙ্কুলান, বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক, নান্দনিক মান প্রভৃতি)। বর্তমান নগর এলাকা ও নতুন নগর এলাকা উভয়কে বিবেচনা করে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রণীত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নিম্নের পদ্ধতিগত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে:

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে পূর্ববর্তী পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা এবং গফরগাঁও পৌর এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। তবে পৌরসভার জন্য ইতোপূর্বে প্রণীত কোন পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি।

প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যাবহার, অবকাঠামো ও নগর সেবার বিষয়ে পরিকল্পনার মূলনীতি ও পরিকল্পনা মান প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনার প্রায়োগিক মান, এর কার্যকারিতা এবং সাশ্রয়ের জন্য পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। পরিকল্পনার নীতি কৌশল ও মান পরিকল্পনা এলাকার দুটি পার্থক্যপূর্ণ অবস্থাকে বিবেচনা করেছে, এগুলো হচ্ছে: বর্তমান নগর এলাকা ও নতুন নগর এলাকা।

পূর্ববর্তী আদমশুমারী (১৯৮১-২০০১) অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে মোট জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করতে পূর্ববর্তী আদমশুমারী থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পাওয়ার জন্য 'কম্পাউন্ড রেট অব গ্রোথ' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে, ২০৩১ সাল পর্যন্ত দশবছর মেয়াদী ধাপের জন্য প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং এলজিইডি'র প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা মানের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি সুনির্দ্দিষ্ট কার্যক্রমে ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির চাহিদা নির্ধারণ করা হয়। ভূমির চাহিদা নিরূপণের পর ভূমির উপযুক্ততা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সুনির্দ্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনার খসড়া প্রণয়ন ও ভিত্তি মানচিত্রে (বেইজম্যাপ) প্রদর্শন করা হয়।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার পঞ্চম পর্যায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের (স্টেকহোল্ডার) সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রস্তাবনা নির্ধারণ করা হয়। ১৫-১১-২০১২ ইং তারিখে পৌরবাসী/স্থানীয় বাসিন্দা, অন্যান্য সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত মতামত ও পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনামূলক প্রতিবেদন হিসেবে এবং সেই সাথে ভিত্তি মানচিত্রে (বেইজ ম্যাপ) চতুর্থ স্তরের সংযোজন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পরবর্তী এই পর্যায়ে, কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য ভূমির উপযুক্ততা নিরূপণ করতে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, পরামর্শ সভা, ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র, ভূমি উপাদান জরিপের মানচিত্র ও মাটির অবস্থার বিশ্লেষনের মাধ্যমে গুনগত মানের ভিত্তিতে ভূমির যথার্থতা বিশ্লেষন করা হয়েছে। ভূমি বরাদ্দের বিষয়টি এমন একটি প্রক্রিয়া যা ভূমির চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। একদিকে ভূমির পর্যাপ্ততা থেকে সরবরাহের তথ্য পাওয়া যায়, আবার ভূমির প্রয়োজনীয়তা থেকে উন্নয়নের জন্য প্রাপ্য ভূমির চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। চূড়ান্ত ভূমি বরাদ্দ অথবা ব্যবহারের জন্য ভূমি নির্ধারণের সুপারিশ প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্রে দেখানো হয়েছে এবং ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

ষষ্ঠ পর্যায়ে পরামর্শকবৃন্দ সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। নগরবাসী ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ/আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ), স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মতামত সুসংহত করে সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই সমন্বিত পরিকল্পনা এবং আর্থিক সক্ষমতার উপর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব কি হতে পারে তাও নিরূপন করা হয়েছে।

পরিশেষে, পরিকল্পনার উন্নয়ন প্রস্তাবনাগুলোকে অগ্রাধিকার ও বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে।

১২.১.৩ পরিকল্পনা এলাকার সীমানা নির্ধারণ

চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুযায়ী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে জরিপকাজ চলাকালে পরিকল্পনা এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২০শে জুলাই গফরগাঁও পৌরসভার গঠন সম্পর্কিত গণবিজ্ঞপ্তি (গেজেট) অনুযায়ী পৌরসভা এলাকাকে পরিকল্পনা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৯টি সম্পূর্ণ ও একটি আংশিক মৌজা নিয়ে গঠিত গফরগাঁও পৌরসভার আয়তন ৫.৭৫৮ বর্গ কি.মি. এবং এই এলাকাকে পরিকল্পনা এলাকা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সর্বশেষ ৩০ বছরে পৌরসভা এলাকার উন্নয়নের ধারা এবং সেইসাথে পার্শ্ববর্তী এলাকার সম্ভাবনা নিরূপণ করা হয়েছে। বর্তমান পৌর এলাকায় ব্যাপক জরিপ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পৌরসভার বর্তমান আয়তনের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হয়। পৌরসভার মাসিক সভায় (২১-০৫-২০১২) সম্ভাব্য পরিকল্পনা এলাকা সম্পর্কে অলোচনা করা হয়। ৫.৭৫৮ বর্গ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট গফরগাঁও পৌরসভা এখনো কৃষি ভিত্তিক এবং গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বহু এলাকা রয়েছে যা ভবিষ্যৎ নগরায়নের জন্য পর্যাপ্ত। ফলে মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে উক্ত আলোচনা সভায় মহাপরিকল্পনার সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী ২০ বছরে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তাদের নগরায়ন সংকুলানের জন্য এই এলাকা যথেষ্ট ফলে বিবেচিত হয় এবং বর্তমান পরিকল্পনায় এই এলাকা বর্ধিত করার কোন প্রয়োজন নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

একইভাবে কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ৫.৭৫৮ বর্গ কি.মি. এলাকাকে পরিকল্পনা এলাকা হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়েছে। পৌরসভার মাসিক সভার কার্যবিবরনীতে পরিকল্পনা এলাকার অনুমোদন রয়েছে এবং মানচিত্র ১.১-এ পরিকল্পনা এলাকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২.১.৪ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও ধরণ

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় গফরগাঁও পৌরসভা এলাকা রয়েছে যার মেয়াদকাল হবে দশ বছর (২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত)। পরিকল্পনা মানচিত্রে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার, ভূমি অঞ্চলীকরণ (জোনিং), অবকাঠামো উন্নয়ন, অন্যান্য উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নের নীতি কৌশল রয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিধিবিধান ও সুপারিশমালাসহ পরিকল্পনায় যে সকল প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্ব বা পর্ব-খ শুরু হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি, বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমির ব্যবহার এবং প্রস্তাবিত ভূমির ব্যবহার চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ভূমির চাহিদা, ভূমি ব্যবহার অঞ্চল এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১২.২ বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার

১২.২.১ ভূমিকা

পরিকল্পনা এলাকার ভৌত কাঠামো ও ভূমি ব্যবহারের ধরণ থেকে এর স্বপ্রণোদিত ভৌত বিকাশের ধারণা পাওয়া যায়। বিগত দশকে উন্নয়ন কার্যক্রম চালু হলেও পরিকল্পনা এলাকায় এখনও কৃষির প্রাধান্য রয়ে গেছে। নগর বিকাশ মূলত: পৌর এলাকার মধ্য অংশে ময়মনসিংহ সড়ক এবং রেললাইনের মধ্যবর্তী অংশে পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ সড়ক বরাবর এবং চারপাশের এলাকায় অনেকটা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছে। পৌর এলাকার অধিকাংশ ভূমি (৪৩.০৭ শতাংশ) বসবাসের কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে, এছাড়াও ৪০.৭৪ শতাংশ ভূমি কৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার ভেতরের সড়কগুলো অনেকটাই সংকীর্ণ। অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোর উভয় পাশ বরাবর বিভিন্ন দোকানপাট ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে উঠেছে। মহাপরিকল্পনা এলাকার সাধারণ ভূমি ব্যবহার শ্রেণী সারণি-১২.১ এবং মানচিত্র-১২.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১২.১: গফরগাঁও পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

ক্রমিক নং.	ভূমির ব্যবহার শ্রেণি	আয়তন (একর)	শতকরা হার
১	কৃষি	৫৭৯.৬৮৭	৪০.৭৪
২	চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা	৪৬.১০৮	৩.২৪
৩	বাণিজ্যিক	২৪.৫৩৬	১.৭২
৪	কমিউনিটি সুবিধা	২.২৫৭	০.১৬
৫	শিক্ষা ও গবেষণা	১৪.৭০০	১.০৩
৬	বন এলাকা	০	০.০০
৭	সরকারি সেবা	১০.৫৬৯	০.৭৪
৮	শিল্প/উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ	২.৫৬৫	০.১৮
৯	বিবিধ/অন্যান্য	০	০.০০
১০	মিশ্র ব্যবহার	১.৭২৭	০.১২
১১	বেসরকারি সেবা	০.৫০৫	০.০৪
১২	বিনোদন সুবিধা	০.৬৭২	০.০৫
১৩	আবাসিক	৬১২.৭০৪	৪৩.০৬
১৪	সংরক্ষিত এলাকা	০	০.০০
১৫	সেবা কার্যক্রম	২.৮৫৪	০.২০
১৬	পরিবহন ও যাতায়াত	০.২৪১	০.০২
১৭	নগর সবুজ এলাকা	৩.৮০৫	০.২৭
১৮	উন্মুক্ত স্থান	১১.০৮৯	০.৭৮
১৯	জলাশয়	১০৮.৭২৯	৭.৬৫
মোট		১৪২২.৭৪	১০০.০০

সূত্র: বেটস কর্তৃক ভূমি ব্যবহার জরিপ ২০০৮-২০০৯

ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনার প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে জনসাধারনের আয় বৃদ্ধি, সরকারের নীতি, শিল্প-কারখানা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত নতুন স্থাপনা, সড়ক ও বাঁধ নির্মাণ এবং সেবামূলক কাজের পর্যাপ্ততা। গফরগাঁও পৌরসভা প্রাথমিক পর্যায়ে একটি অনুবিকাশ কেন্দ্র (গ্রোথ সেন্টার) যা পরবর্তীতে পুলিশ ষ্টেশন এবং ১৯৯৯ সালে গণবিজ্ঞপ্তির প্রকাশের মাধ্যমে পৌরসভা হিসেবে গঠিত হয়। বিগত দশকে পৌরসভার ভূমি ব্যবহারে তেমন আমুল পরিবর্তন দেখা যায় না। পৌরসভা হিসেবে পরিচিতির পূর্বে কৃষি প্রধান ভূমি ব্যবহার ছিল। গত দশ বছরে ভূমির ব্যবহার প্রায় একই রকম রয়েছে।

১২.২.২ বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ ও প্রক্ষেপণ

গফরগাঁও পৌরসভা একটি আদর্শ শহর হিসেবে গড়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র উপজেলার সদর এলাকা কেন্দ্র করে চারপাশের বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকা নিয়ে পৌরসভা ঘোষণা করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের একটি স্বপ্রণোদিত ধারা, একই সঙ্গে কৃষি জমিতে অকৃষি ভূমি ব্যবহারের প্রসারও মানুষের স্বপ্রণোদিত প্রবণতা। ঘনবসতিপূর্ণ শহর গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং যথাযথ পরিকল্পনা প্রস্তাবনা প্রণয়নের মাধ্যমে এই অপরিকল্পিত, বিচ্ছিন্ন ও আনুভূমিক উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কৃষি ভূমির অপব্যবহার হ্রাস ও নগর ভূ-সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের লক্ষ্যে উল্লম্ব উন্নয়ন প্রবর্তন ও উৎসাহিত করা যেতে পারে।

গফরগাঁও পৌরসভায় গ্রামীণ ও নগর এই দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। অপরদিকে নগর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও সেবামূলক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। এছাড়াও বৈচিত্র বৃদ্ধির প্রতিফলন হিসেবে ঘনবসতি ও পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থা নির্ভর জীবনযাত্রাকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বর্তমান কৃষি ভূমির একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষি কাজে সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। পৌরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে পৌরসভার অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে অকৃষিজ কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অকৃষিজ কর্মকান্ডকে জোরদারের লক্ষ্যে সাধারণ শিল্প অঞ্চল, ভারি শিল্প অঞ্চল ও বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য পরিমান ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা এবং পরামর্শকবৃন্দের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠকের মাধ্যমে ইউটিআইডিপি প্রকল্প থেকে পরিকল্পনা মান চূড়ান্ত করার পর উক্ত মান অনুযায়ী গফরগাঁও পৌরসভার ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহারের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০৩১ বছর পর্যন্ত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। যেহেতু নগর এলাকা পরিকল্পনার সময়সীমা দশ বছর, সুতরাং ২০২১ সালকে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্য বছর ধরা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে নির্ধারিত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী গফরগাঁও পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার প্রস্তুত করা হয়েছে যা সারণি-১২.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১২.২: গফরগাঁও পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপরিশকৃত পরিকল্পনা মান (উপযুক্ত একক)	ভূমির বর্তমান পরিমান (একর) ২০১১	২০২১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০২১ সাল পর্যন্ত)	২০৩১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০৩১ সাল পর্যন্ত)
আবাসিক		**৬১২.৭০**	**৩৯২.০১**	**০.০০**	**৫২৪.০৩**	**০.০০**
সাধারণ আবাসিক	১.০০ একর/ ১০০ জনসংখ্যা	৬১২.৭০	৩৯২.০১	-	৫২৪.০৩	-
প্রশাসনিক		**১০.৮১**	**১৮.০০**	**৭.১৯**	**১৮.০০**	**৭.১৯**
উপজেলা কমপ্লেক্স	১৫ একর/ উপজেলা সদর	১০.৫৭	১৫.০০	৪.৪৩	১৫.০০	৪.৪৩
পৌরসভা কার্যালয়	৩ একর/ উপজেলা সদর	০.২৩৭	৩.০০	২.৭৬	৩.০০	২.৭৬
বাণিজ্য ও কেনাকাটা		**২৪.৫৪**	**৪৮.৬২**	**২৪.০৯**	**৬৩.১৪**	**৩৮.৬১**
পাইকারী বাজার	১.০০ একর/ ১০০০০ জনসংখ্যা	০	৩.৯২	৩.৯২	৫.২৪	৫.২৪
খুচরা বিক্রয় বাজার	১.০০ একর/১০০০ জনসংখ্যা	২৪.৫৩৬	৩৯.২০	১৪.৬৭	৫২.৪০	২৭.৮৭
মহল্লার বাজার	১.০০ একর/ নেইবারহুড মার্কেট	০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০০
সুপার মার্কেট/ বিপনী বিতান	১.৫০ একর/ সুপার মার্কেট	০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০
শিল্প	১.৫০ একর/ ১০০০ জনসংখ্যা	**২.৫৬৫**	**৫৮.৮০**	**৫৬.২৪**	**৭৮.৬১**	**৭৬.০৪**
শিক্ষা		**১৪.১১**	**৫৯.৮৮**	**৪৫.৭৭**	**৭৮.৩৬**	**৬৪.২৫**
প্রাথমিক বিদ্যালয়/ কিন্ডার গার্টেন	২.০০ একর/ ৫০০০ জনসংখ্যা	২.০৮৬	১৫.৬৮	১৩.৫৯	২০.৯৬	১৮.৮৮
মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়	৫.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	৫.৪৫৭	৯.৮০	৪.৩৪	১৩.১০	৭.৬৪
মহাবিদ্যালয়/ কলেজ	১০.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	৫.৪৩৭	১৯.৬০	১৪.১৬	২৬.২০	২০.৭৬
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫.০০ একর/উপজেলা	০.০৬৯	৫.০০	৪.৯৩	৫.০০	৪.৯৩

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপরিশকৃত পরিকল্পনা মান (উপযুক্ত একক)	ভূমির বর্তমান পরিমান (একর) ২০১১	২০২১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০২১ সাল পর্যন্ত)	২০৩১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০৩১ সাল পর্যন্ত)
অন্যান্য (মাদ্রাসা)	৫.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	১.০৬৫	৯.৮০	৮.৭৪	১৩.১০	১২.০৪
স্বাস্থ্য		**২.৫৬**	**১৭.৮৪**	**১৫.২৮**	**২০.৪৮**	**১৭.৯২**
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকেন্দ্র (কমপ্লেক্স)/হাসপাতাল	১০ একর/উপজেলা সদর	২.৫৫৮	১০.০০	৭.৪৪	১০.০০	৭.৪৪
স্বাস্থ্য কেন্দ্র/মাতৃসদন	১.০০ একর/ ৫০০০ জনসংখ্যা	০	৭.৮৪	৭.৮৪	১০.৪৮	১০.৪৮
উন্মুক্ত স্থান		**০.৬**	**৯২.৩**	**৯১.৭**	**১২১.০**	**১২০.৪**
খেলার মাঠ	৩.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০	৫.৮৮	৫.৮৮	৭.৮৬	৭.৮৬
উদ্যান	১.০০ একর/ ১০০০ জনসংখ্যা	০	৩৯.২০	৩৯.২০	৫২.৪০	৫২.৪০
মহল্লার উদ্যান	১.০০ একর/ ১০০০ জনসংখ্যা	০	৩৯.২০	৩৯.২০	৫২.৪০	৫২.৪০
স্টেডিয়াম/স্পোর্টস কমপ্লেক্স	৭ একরং/ উপজেলা সদর	০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
সিনেমা/ থিয়েটার	০.৫ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০.৫৫	০.৯৮	০.৪৩	১.৩১	০.৭৬
কমিউনিটি সুবিধা		**৭.৪০**	**১১.৮২**	**৬.০৮**	**১৪.৭৯**	**৮.৩৩**
মসজিদ/গীর্জা/ মন্দির	০.৫০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	২.২৫৭	০.৯৮	-	১.৩১	-
ঈদগাহ	০.৫০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	১.১৩০	০.৯৮	-	১.৩১	০.১৮
গোরস্থান/কবরস্থান	১.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	২.১৯৬	১.৯৬	-	২.৬২	০.৪২
কমিউনিটি সেন্টার	১.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০	১.৯৬	১.৯৬	২.৬২	২.৬২
পুলিশ স্টেশন	৩ একর/ উপজেলা সদর	১.০৬৬	৩.০০	১.৯৩	৩.০০	১.৯৩
অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র	১.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০.৫১৯	১.৯৬	১.৪৪	২.৬২	২.১০
ডাকঘর	০.৫০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০.২৩৬	০.৯৮	০.৭৪	১.৩১	১.০৭
অন্যান্য সেবা		**০**	**১৭.৬১**	**১৭.৬১**	**১৯.৯২**	**১৯.৯২**
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০.৫০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৯৮	০.৯৮	১.৩১	১.৩১
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র	১.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	১.৯৬	১.৯৬	২.৬২	২.৬২
জলাশয়	১.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
গ্যাস	১.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	৫-১০ একর/পৌরসভা	০	১.৯৬	১.৯৬	২.৬২	২.৬২
বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	০.২৫ একর/ স্থানান্তরের স্থান	০	১.৯৬	১.৯৬	২.৬২	২.৬২
পরিবহন		**০.৪৮**	**৪.১৮**	**৩.৭০**	**৫.৩৪**	**৪.৮৬**
বাস টার্মিনাল	১.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০.৪৭৯	১.৯৬	১.৪৮	২.৬২	২.১৪
ট্রাক টার্মিনাল	০.৫০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৯৮	০.৯৮	১.৩১	১.৩১
বেবি টাক্সি/টেম্পু স্ট্যান্ড	০.২৫ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
রিক্সা/ভ্যান স্ট্যান্ড	০.২৫ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৪৯	০.৪৯	০.৬৬	০.৬৬
সড়ক	মোট বসতিপূর্ণ ভূমির ১৫%	**৪৬.১০৮**	**১০৭.৯২**	**৬১.৮১**	**১০৭.৯২**	**৬১.৮১**
আরবান ডেফার্ড	মোট বসতিপূর্ণ ভূমির ১০%	০	**৭১.৯৪**	**৭১.৯৪**	**৭১.৯৪**	**৭১.৯৪**

১২.২.৩ বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের সার সংক্ষেপ

আবাসিক ভূমি ব্যবহার

বর্তমানে আবাসনের কাজে ব্যবহৃত ভূমির মোট পরিমান ৬১২.৭০ একর। পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকা বা মূল শহর এলাকার অধিকাংশই আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে । ২০২১ সালে পৌরসভার প্রাক্কলিত জনসংখ্যা হবে ৩৯২০১ জন এবং ২০৩১ সালে হবে ৫২৪০৩ জন। বর্তমানে (২০১১) জনসংখ্যর ঘনত্ব প্রতি একরে ৪৮ জন। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী যা যথেষ্ট কম। জনসংখ্যার বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালে তা প্রতি একরে হবে ৬৪ জন এবং ২০৩১ সালে ৮৬ জন। পরিকল্পনার মান অনুযায়ী যা ভবিষ্যৎ আবাসন চাহিদা পুরনের জন্য যথেষ্ট। ফলে ভবিষ্যৎ আবাসিক উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত

ভূমির প্রয়োজন হবে না। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে উল্লম্ব উন্নয়ন ও ঘনবসতিপূর্ণ নগরের (কম্প্যাক্ট টাউনশীপ) ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান এলাকার ঘনত্ব বৃদ্ধি করে আবাসিক ভূমির বাড়তি চাহিদা পূরণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সমন্বিতভাবে প্রণীত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী জনসংখ্যার প্রকৃত ঘনত্ব (নেট ডেনসিটি) সাধারন আবাসিক অঞ্চলের জন্য প্রতি একরে ৫০-১০০ জন সুপারিশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সালের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার জন্য আবাসন চাহিদা পূরণে ভূমির প্রয়োজন হবে ৩৯২.০১ একর এবং ২০৩১ সালের জন্য হবে ৫২৪.০৩ একর যা বর্তমান আবাসিক ভূমির চেয়ে কম ।

ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার চাহিদা নিরূপন করতে বর্তমানে ব্যবহৃত আবাসিক ভূমিকে নগর আবাসিক অঞ্চল (৩১৪.৬৯ একর) এবং গ্রামীণ বসতি (২০১.৩০ একর) এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার

মহাপরিকল্পনা এলাকায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য ২৪.৫৩৬ একর ভূমি রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং যা মোট ভূমির মাত্র ১.৭২ শতাংশ। পরিকল্পনা মান ও ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বিবেচনায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পন্নে প্রয়োজন হবে ৪৮.৬২ একর ভূমি। বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পাইকারী বাজার, খুচরা বাজার, মোড়ের দোকান এবং মহল্লার বাজার, ইত্যাদি।

মূল শহর এলাকায় ভূমির সংকটের কারণে পরিকল্পনা মান যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়নি। বর্তমান বাণিজ্যিক এলাকার সাথে অতিরিক্ত ৩৯.৫১ একর ভূমি নতুন করে প্রস্তাব করা হয়েছে। ০৩টি মহল্লার বাজারের জন্য ৩.৯২ একর, ১টি পাইকারী বাজার স্থাপনের জন্য ৩.৮২ একর, ১টি সুপার মার্কেট/বিপনী বিতানের জন্য ০.৬১ একর এবং ১টি কসাই খানা স্থাপনের জন্য ০.২২ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে।

জলাশয়

গফরগাঁও পৌরসভায় মোট জলাশয়ের পরিমান ১০৮.৭৯৯ একর যা পরিকল্পনা এলাকার প্রায় ৭.৬৫ শতাংশ ভূমি দখল করে আছে। জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে নদী, পুকুর, ডোবা, খাল, বিল প্রভৃতি। পৌর এলাকায় বিক্ষিপ্ততভাবে পুকুর ও বিল ছড়িয়ে আছে। মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ অনুযায়ী বর্তমান জলাশয়ের (বিল, পুকুর, ডোবা) মধ্যে সকল প্রাকৃতিক প্রবাহ (নদী, খাল প্রভৃতি) এবং মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত সকল পুকুর, বিল প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য বিধান রয়েছে। মহাপরিকল্পনায় সকল প্রাকৃতিক প্রবাহসহ পৌর এলাকায় ০.১৫ একর আয়তনের চেয়ে বড় সকল জলাশয় সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি ও বন্যার পানির ধারক এবং একই সাথে বৃষ্টিজনিত বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে জলাশয়ের কার্যকারিতা বহাল রাখার জন্য এসকল জলাশয় সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছে। পুকুর/ডোবা হিসেবে পরিচিত ০.১৫ একরের কম আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়কে সন্নিহিত ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় মোট ৯৮.১৪ একর জলাশয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষি

মহাপরিকল্পনা এলাকার বেশীর ভাগ অংশ কৃষি ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি কাজে ব্যবহৃত ভূমির পরিমান ৫৭৯.৬৮৭ একর যা মোট ভূমির ৪০.৭৪ শতাংশ। কৃষি ভূমি ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে ২ নং ওয়ার্ড, ৪নং ওয়ার্ড ও ৭ নং ওয়ার্ড। এসব এলাকা মূলত: পল্লী/গ্রামীণ এলাকা হিসেবে পরিগনিত। বর্তমানে ৩০৬.৬২ একর (২১.৫৫%) কৃষির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কৃষি ভূমি শিল্প, উৎপাদনশীল, বাণিজ্যিক, সেবা (সার্ভিস) কিংবা অকৃষি বিভিন্ন নাগরিক কাজে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আরবান ডেফার্ড

ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নাগরিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু পরিমান ভূমি আপাতত উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে আরবান ডেফার্ড বলা হয়। পৌরসভায় এমন কোন ভূমি নেই যা আরবান ডেফার্ড হিসেবে সংজ্ঞায়িত

করা যায়। কৃষি ভূমিতে উন্নয়নের সম্ভাবনা বিদ্যমান। পরিকল্পনার মান অনুযায়ী ৭২.৭১ একর ভূমিকে আরবান ডেফার্ড হিসেবে সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বসতিপূর্ণ ভূমির ৫.১১%।

চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা

পৌর এলাকার ৩.২৪ শতাংশ যাতায়াত ব্যবস্থার আওতাধীন রয়েছে যার পরিমান ৪৬.১০৮ একর। এখানকার প্রধান যাতায়াত ব্যবস্থা হলো সড়ক যোগাযোগ ও রেল। মোট বসতিপূর্ণ ভূমির ১৫% হিসাবে যাতায়াত ব্যবস্থায় ১০৭.৯২ একর ভূমির চাহিদা রয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনা এলাকায় যথাযথ সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা (রোড নেটওয়ার্ক) স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থানীয়/প্রবেশ সড়কের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্তির কারণে মান অনুযায়ী চাহিদা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। যাতায়াত সংযোগ ব্যবস্থার জন্য মোট ১৭৯.৩৭ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষা ও গবেষণা

মহাপরিকল্পনা এলাকার ১.০৩% ভূমি শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যার পরিমান ১৪.৭০ একর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়/ কিন্ডার গার্টেন, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়/কলেজ, মাদ্রাসা, কম্পিউটার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, টিউটোরিয়াল কোচিং সেন্টার প্রভৃতি। বর্তমান ভূমিসহ শিক্ষা কার্যক্রমে মোট ২২.২১ একর (১.৫৬%) ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিল্প এলাকা

শিল্প ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডে বর্তমানে ব্যবহৃত ভূমির পরিমান ২.৫৬৫ একর যা পৌর এলাকার মোট ভূমির ০.১৮ শতাংশ। পৌরসভায় মূলত চালকল হল প্রধান শিল্প।

পরিকল্পনা মান অনুযাায়ী (১.৫০ একর/১০০০ জনসংখ্যা) শিল্প স্থাপনের জন্য ৫৮.৮০ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। প্রাথমিক অবস্থায় শিল্প কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিতে এবং পৌরসভাবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সাধারন শিল্প এবং ভারী শিল্পের জন্য অতিরিক্ত ৪৯.৯৯ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবহন সুবিধা

পরিবহন সুবিধায় ব্যবহৃত হচ্ছে মোট ০.২৪১ একর ভূমি। পরিবহন সুবিধার মধ্যে রয়েছে বাস টার্মিনাল, বাস স্ট্যান্ড, রিকশা/ভ্যান/টেম্পো স্ট্যান্ড/যাত্রী ছাউনি, ঘাট, ফিলিং স্টেশন, সিএনজি স্টেশন, মোবাইল টাওয়ার ও ট্রান্সমিশন সেন্টার। মহাপরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে এধরনের স্থাপনার জন্য ৩.৬৮ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে।

উন্মুক্ত স্থান (উন্মুক্ত বিনোদন)

নগর সবুজ এলাকা নামে পরিচিত বর্তমানে উন্মুক্ত স্থান হিসেবে ব্যবহৃত ভূমির পরিমান ৩.৮০৫ একর যা মোট ভূমির ০.২৭ শতাংশ। ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনা করে বর্তমানে ব্যবহৃত ভূমিসহ মোট ৩০.২৫ একর উন্মুক্ত স্থান রাখা হয়ছে যা পরিকল্পনা দলের বিবেচনায় যথাযথ। এর মধ্যে রয়েছে স্টেডিয়াম, কেন্দ্রীয় উদ্যান, মহল্লার উদ্যান ও অন্যান্য উন্মুক্ত বিনোদন সুবিধা।

বিনোদন সুবিধা (ভবনস্থ বিনোদন)

পৌরসভা এলাকায় বর্তমানে ০৩টি সিনেমা হল রয়েছে (০.৬৭২ একর) যা ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত বলে ধরে নেওয়া যায়। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী গফরগাঁওয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ০.৯৮ একর ভূমি প্রয়োজন। তবে ভবনস্থ বিনোদনের জন্য পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ভূমি রাখা হয়নি।

স্বাস্থ্য সুবিধা

পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত পৌরসভায় স্বাস্থ্য সেবায় বর্তমান ভূমিসহ মোট ২.৫৫৮ একর ভূমি নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী গফরগাঁওয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৭.৮৪ একর ভূমি প্রয়োজন। এর মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর অন্তর্গত আবাসিক এলাকা গণনা করা হয়নি। ফলে ভবিষ্যতে বর্ধিত করা জন্য উপজেলা স্থাস্থ্য কমপ্লেক্স এ পর্যাপ্ত ভূমি রয়েছে। এছাড়াও পৌরসভায় ০১টি কমিউনিটি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য মোট ০.৫৬৩ একর ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিসেবা (ইউটিলিটি)

বর্তমানে পরিসেবার (ইউটিলিটি) আওতায় কোন ভূমি নেই যা প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট নয়। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত ৭.৬১ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় মোট ১৭ একর ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গণশৌচাগার, বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র ও বর্জ্য স্থানান্তর স্থান ।

কমিউনিটি সুবিধা

কমিউনিটি সুবিধা প্রদানের জন্য পরিকল্পনায় মোট ২.২৫৭ একর ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত ১১.৮২ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি সেন্টার, ঈদগাহ মাঠ ও কবর স্থান।

মিশ্র ব্যবহার

প্রস্তাবিত গণপরিসর (পাবলিক প্লেস) যেমনঃ স্টেডিয়াম, কেন্দ্রীয় উদ্যান, মহলার উদ্যান ও অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ এলাকার আশপাশে একাধিক সঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহারের সহাবস্থান হতে পারে বলে পরিকল্পনাকারী দল কর্তৃক বিবেচনা করা হয়েছে সেসব এলাকায় কিছু মিশ্র ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহারের এই সহাবস্থান একটি প্রাণবন্ত নগর পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে পৌরবাসীর জন্য উপার্জনমূখী কার্যক্রমের উপায় নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। পরিকল্পনা এলাকার বিভিন্ন স্থানে মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল হিসেবে মোট ৫৪.৫৭ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে। মিশ্র ব্যবহার এলাকায় মূলত: আবাসিক ব্যবহারের সঙ্গে বাণিজ্যিক কিংবা এলাকার বসবাসের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য যেকোন কার্যক্রমের সংস্থান করা যেতে পারে।

উপরোক্ত মিশ্র ব্যবহারের পাশাপাশি মিশ্র ভূমি ব্যবহারের আওতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ড সেন্টারে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়সহ একাধিক সেবা যেমন; কমিউনিটি সেন্টার, মাতৃ-সদন ক্লিনিক, ডাকঘর, ক্ষুদ্র বাজার, উদ্যান বা উন্মুক্ত স্থান এবং ক্ষেত্র বিশেষে খেলার মাঠসহ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি থাকবে যার মাধ্যমে ওয়ার্ড সেন্টারকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে স্ব স্ব ওয়ার্ডের উন্নয়ন তরান্বিত হতে পারে। উপযুক্ত বিবেচনায় ওয়ার্ড সেন্টারে আরও সেবা কার্যক্রমের সংস্থান করা যেতে পারে।

সরকারি কার্যালয়

গফরগাঁও পৌরসভায় উপজেলা সদরের অবস্থান হওয়ায় একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে উপজেলা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র উপজেলার বাসিন্দাদের জন্য সরকারি সেবা ও সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমস্ত সরকারি কার্যালয়ের অবস্থান পৌর এলাকায় অবস্থিত। ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনায় সরকারি কার্যালয়ের জন্য ৮ একর ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিবিধ

বর্তমান ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় ২৩ ধরণের ভূমি অঞ্চলীকরণ (ল্যান্ড ইউজ জোনিং) নির্ধারণ করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহারের উক্ত ২৩টি অঞ্চলীকরণ/শ্রেনির আওতার বাইরে অন্যান্য ধরনের ভূমি ব্যবহার বিবিধ ব্যবহারের আওতায় পড়ে। এ ধরনের ব্যবহারের জন্য ৯.২০ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট ভূমির ০.৬৫%।

১২.২.৪ ভূমি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণ

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পরিকল্পনা মান ও ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ভূমি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণে প্রয়োজনীয় ভূমির চাহিদা নিরুপন করা হয়েছে। স্প্রেডশীট অ্যানালাইসিস (মাইক্রোসফট এক্সেল ২০০৭) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রতিটি ভূমি ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়েছে। ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ২০২১ ও ২০৩১ সালের বিভিন্ন শ্রেণি অনুযায়ী সারণি ১২.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২.৩ ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনা

১২.৩.১ ভূমিকা

ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবসমূহ হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনার আলোকে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ, ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ ও নীতিমালার ফলাফলস্বরূপ। কোন এলাকা কি ধরনের উন্নয়নের জন্য অধিকতর উপযুক্ত তা ভূমির উপযুক্ততা বিশ্লেষণের মাধ্যমে

নির্ধারণ করা হয়েছে। নগর বিকাশ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত এলাকাসমূহকেই ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সুপারিশ সাধারনতঃ নগর বিকাশ এলাকার মধ্যেই করা হয়ে থাকে। অন্যান্য সম্ভাবনাময় আবাসিক, বাণিজ্যিক কিংবা শিল্প উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোকে নির্ধারণ করা হয়।

মিশ্র ব্যবহার যেমন, বাণিজ্যিক ও আবাসিক উভয়ই একই ভবনে অথবা নিকটবর্তী এলাকায় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। উন্নয়ন বিন্যাসের বেশীরভাগই নির্ধারিত হয় বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে। পৌরসভায় বহু খালি ও অনুন্নত জমি রয়েছে এবং উন্নয়নযোগ্য এসব ভূমির সরবরাহের উপর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভর করবে। ভূমি সরবরাহ অনেকটাই নির্ধারিত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিসেবা প্রদানের সামর্থ্যের ভিত্তিতে।

১২.৩.২ ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাবনা

ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার নগর এলাকা পরিকল্পনার মেয়াদকাল বা আগামী **১০** বছরের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। গফরগাঁও পৌর শহরের ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার অন্তত্পক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে ৩৭ ধরণের হবে যা **সারণি-১২.৩** এ দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও ভূমির উপযুক্ততা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহারের বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে যা **সারণি-১২.৩** (উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা) এ দেখানো হয়েছে। এরপর প্রস্তাবিত সাধারণ ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রস্তুত করা হয় যা নীচে **সারণি-১২.৪** (প্রস্তাবিত সাধারণ ভূমি ব্যবহার) ও **মানচিত্র-১২.৩** (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্র) এ দেখানো হয়েছে। বিস্তারিত মৌজা তফসিলসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা পরিশিষ্ট গ (দাগ নম্বরসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনা) এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
BT	বাস টার্মিনাল (বর্তমান)	ভালুকা সড়কের পাশে বর্তমান বাস টার্মিনালের সম্প্রসারন	০.৬১	০৬	শোলা হাসিয়া	৮৭৪, ১০৬২
CP	কেন্দ্রীয় উদ্যান	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	১০.২১	০৪	বাঘাইছাতি	২০০৩-২০০৭, ২০২৩
			১০.২১	০৪	শিলাশি	২৩০১
			১০.২১	০৪	শোলা হাসিয়া	৪২৭৭-৪২৯৬,৫০৪৯-৫০৫৭,৫১১৩-৫১২৪
ED	ঈদগাহ	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৭৮	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৮৭,৫০৮৯,৫১১২,৫১১৩
GIZ	সাধারন শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর পাশে	২৯.৬২	০৪	জানমেজয়	২৫৮৮- ২৫৯১, ২৫৯৩-২৬১৫, ২৬১৭, ২৬১৮, ২৬২০, ২৬২১, ২৬৩১, ২৬৩৩- ২৬৪১,২৬৪৬-২৬৫০, ২৬৫৩, ২৬৯৭-২৭২০, ২৭২৩-২৭৩৪, ২৭৩৯, ২৭৬১
GY	কবরস্থান	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৭৭	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৮৭,৫০৮৮,৫০৮৯,৫১১২
HIZ	ভারী শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর পাশে	১৮.৬১	০৪	জানমেজয়	২৫৪৮-২৫৫১, ২৫৫৫-২৫৭০, ২৫৭৪-২৫৭৬, ২৫৭৮-২৫৯১,২৬০৫,২৬১৫,২৬১৬,২৬১৭,২৬২১-২৬৩১
HoS-01	হাসপাতাল	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	৩.০৭	০৬	বাঘাইছাতি শোলা হাসিয়া	৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৯৪১, ৯৪৫-৯৬২, ৯৬৪, ১০৪০, ১০৪১
HoS-02	হাসপাতাল	ওয়ার্ড ০৯ এবং গফরগাঁও মহিলা ডিগ্রী কলেজের পশ্চিম পাশে	২.১২	০৯	শিলাশি	৩৩২১,৩৩২২,৩৩২৩,৩৩২৪,৩৩৩০,৩৩৩১,৩৩৩৩,৩৩৪১,৩৪৯৩
HS-01	উচ্চ বিদ্যালয়	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	১.৭০	০২	সালতিয়া	৮৭৭-৮৮৮, ৯৭৭-৯৭৯,৯৮২-৯৮৫,৯৯৯৯৯

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
HS-02	উচ্চ বিদ্যালয়	মুখী সড়কের নিকটে	৪.৫৫	০৬	বাঘাইছাতি	৬৭৮,৬৮২-৬৮৬,৬৯৪,৭১৫-৭১৮,৭২২-৭৩৩
LPP	গ্রামীণ বসতি	দেওয়ানগঞ্জ সড়কের নিকটে	১১.২১	০৪	জানমেজয়	২৩১৪-২৩১৭, ২৩২১-২৩৩৫, ২৩৪৭,২৩৫০-২৩৫৪, ২৩৮১-২৪১৮, ২৪২৬, ২৪২৭, ২৪২৯,২৪৩০, ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৮
NM-01	মহল্লার বাজার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	১.০৪	০১	জানমেজয়	৭৪৬,৭৪৭,৭৪৮,৭৪৯,৭৫০,৭৫১,৭৫২
NM-02	মহল্লার বাজার	মশাখালি সড়কের নিকটে	১.০২	০৯	শিলাশি	৩৪৪১,৩৪৪২,৩৪৪৩,৩৪৪৪
NM-03	মহল্লার বাজার	৫ নং ওয়ার্ডে বাতেনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে	১.৮৭	০৬	শোলা হাসিয়া	৩০০১,৩০৪৭-৩০৮২
NP-01	মহল্লার উদ্যান	সালতিয়া সড়কের পাশে	৩.৪০	০২	সালতিয়া	৯০১-৯০৭, ৯১৩,৯১৪,৯২০,৯৫০,৯৫১,৯৫৩-৯৫৭,৯৬০
NP-02	মহল্লার উদ্যান	মহিলা কলেজ সড়কের নিকটে	১.২৪	০৯	শিলাশি	২৮৪৩-২৮৫০,২৮৫২,২৮৬৭,২৮৬৮,২৮৬৯
OH	বৃদ্ধাশ্রম	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.৫৮	০৮	শিলাশি	২১২৫,২৫০৩,২৫০৪,২৫০৫,২৫০৬
OT-01	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে	০.২২	০৫	জানমেজয়	৮১২,৮৬২,৮৭৩,৮৭৪,৮৭৫,৯৯৯৯৯
OT-02	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে	০.২০	০৮	শিলাশি	২১৬২,২১৬৩,২১৬৪,২১৬৭,২১৬৮
PA-01	পার্কিং এলাকা	বাজার এলাকার নিকটে	০.৪৩	০৪	জানমেজয়	২৪৬৭, ২৪৬৮
PA-02	পার্কিং এলাকা	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৩৫	০৪	শোলা হাসিয়া	৫১০২,৫১১৩,৫১১৬,৫১১৭,৫১২৪,৫১২৫,৫১২৬
PG-01	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০১	০.৭২	০১	জানমেজয়	৭৭০,৭৭১,৭৭২,৭৭৩,৭৭৬,৭৭৭,৭৭৮,৭৮২
PG-02	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০২	০.৮২	০২	সালতিয়া	৯৪০,৯৪৭,৯৪৮,৯৪৯,৯৫০
PG-03	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৩	০.৯৫	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৩,৩৫৪,৩৫৫,৩৫৬,৩৭৮,৩৮২,৩৮৩
PG-04	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৯	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৫৮,৫০৫৯,৫০৬০,৫০৬২,৫০৬৩
PG-05	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৫	০.৮১	০৫	শোলা হাসিয়া	২০৩৩,২০৭৬,২০৯০,২০৯১,২০৯২,২০৯৩,২০৯৪
PG-06	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৬	০.৯৯	০৬	বাঘাইছাতি শোলা হাসিয়া	৬২৯,৬৩৯,৬৩৮,৬৩০, ৬৩১,৬৩২,৬৩৭,৬৩৩,৬৩৪,৬৩৫, ৫৫০, ৯৫৮
PG-07	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৭	১.৩৫	০৭	শিলাশি	১২১৪,১২১৫,১২৩৭,১২৩৮,১২৪৭-১২৫৩
PG-08	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৮	০.৬২	০৮	শিলাশি	২১২৭,২১২৮,২১২৯,২১৬৬,২১৬৭,২১৬৮
PG-09	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৯	০.৭৩	০৯	শিলাশি	৩৩৭৭,৩৩৭৮,৩৩৭৬,৩৩৭৫
PH-01	খেলার মাঠ	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে	০.২৫	০২	জানমেজয়	৮৭৪, ৮৭৫

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
PH-02	খেলার মাঠ	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে	০.১৯	০৮	শিলাশি	২১৬৭, ২১৬৮
PS	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মশাখালি সড়কের নিকটে	০.৮১	০৯	শিলাশি	৩৪৮৩,৩৪৮৪,৩৪৯১,৩৬৯৭-৩৭০২
PT-01	গণ শৌচাগার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	০.০৭	০২	সালতিয়া	৮৯৮, ৮৯৯
PT-02	গণ শৌচাগার	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.১০	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৮৮,৩৯১,৩৯২,৩৯৪
PT-03	গণ শৌচাগার	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	০.১৮	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৫৭, ৫০৫৮, ৫০৫৯
PT-04	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১২	০৪	জানমেজয়	২৪৬৭
PT-05	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১০	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২২২
PT-06	গণ শৌচাগার	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.১০	০৯	শিলাশি	৩৩২৯, ৩৩৩০
RZ	পুনর্বাসন এলাকা	উপজেলা কমপ্লেক্সের পাশে	৬.১৫	০৯	শিলাশি	২৮৪১-২৮৪৪, ২৮৫০, ২৮৫১, ২৮৫৯-২৮৮২, ২৮৮৭, ২৮৮৮, ২৮৮৯, ২৮৯১, ২৮৯২, ২৯৫৩, ২৯৬০
SC	সুইপার কলোনি	দেওয়ানগঞ্জ সড়কের উত্তর পাশে	৫.১০	০২	জানমেজয়	২১৭৫,২১৮২,২১৮৩,২১৮৬-২১৮৮,২২৪৭-২২৫০, ২২৫৬,২২৫৭,২২৭৯,২২৮০,২২৯০-২৩০২,২৩০৪
SH	কসাইখানা	টেকনিক্যাল বিএম কলেজের পশ্চিম পাশে	০.২২	০৫	শোলা হাসিয়া বাঘাইছাতি	৪২৩০, ৪২৩১ ১০০৯
SM	বিপণিবিতান	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.৬১	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০২৬-৫০৩৬
ST	স্টেডিয়াম	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	৭.৫৮	০৪	জানমেজয়	২৬৭৭,২৬৭৮,২৬৭৯,২৬৮০,২৬৮১,২৬৮২,২৬৮৩,২৬৮৪
					শোলা হাসিয়া	৫০১৮,৫০৬৪-৫০৭৩, ৫০৭৭,৫০৭৯,৫০৮০-৫০৮৫,৫০৮৭,৫০৮৮
TS-01	টেম্পো স্ট্যান্ড	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	০.৩৪	০২	সালতিয়া	৮৯৩,৮৯৪,৮৯২,৮৯১
TS-02	টেম্পো স্ট্যান্ড	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.৪৩	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৩,৩৮২,৩৮৩,৩৮৪,৩৮৫,৩৮৭
TS-03	টেম্পো স্ট্যান্ড	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.২৬	০৯	শিলাশি	৩২৬৩,৩৩২৮,৩৩২৯,৩৩২৭
TT	ট্রাক টার্মিনাল	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.৬৯	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৮৮,৩৯২,৩৯৩,৩৯৪,৪০০,৪০১
WC-01	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০১	০.৯৮	০১	জানমেজয়	৭৭২-৭৭৬,৭৮২-৭৮৭
WC-02	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০২	০.৯২	০২	সালতিয়া	৯৪১,৯৪৫,৯৪০,৯৪৮,৯৪৭
WC-03	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৩	১.৩২	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৬,৩৫৩,৩৫৪,৩৫০,৩৪৯,৩৪৮
WC-04	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৪	১.০৪	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৪৫,৫০৪২,৫০৬১,৫০৩৬,৫০৫৭,৫০৬০,৫০৬২,৫০৬৩,৫০২১,৫০৫৮,৫০৫৯
WC-05	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৫	১.১৬	০৫	শোলা হাসিয়া	২০৩২,২০৩৩,২০৭৬,২০৮৫-২০৯০
WC-06	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৬	১.১১	০৬	বাঘাইছাতি	৬৩৫,৬৩৬,৬৩৭,৬৩৮, ৬৩৯,৬৪২,৬৪৩,৬৪৪,৬৪৫,৬৪৬,৬৫৩,৬৫৪
WC-07	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৭	১.২৪	০৭	শিলাশি	১১৯৬,১১৯৭,১১৯৮,১১৯৯,১২১৩,১২১৪,১২৪৯,১২৫০

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
WC-08	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৮	০.৯৩	০৮	শিলাশি	২১২৫-২১২৭, ২১৬৯-২১৭১,২৫০১-২৫০৩,২৫০৫,২৫০৮,২৫০৯
WC-09	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৯	১.০৫	০৯	শিলাশি	৩৩৭০,৩৩৭১,৩৩৭২,৩৩৭৩,৩৩৭৪,৩৩৭৫,৩৩৭৬
WDG	বর্জ্য অপসারন কেন্দ্র	পৌরসভার উত্তর পাশে	১০.৪৮	০৪	জানমেজয়	২৭২০,২৭২১,২৭২২,২৭২৩,২৭২৪,২৭৬১
WM	পাইকারি বাজার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	৩.৮২	০৪	জানমেজয় শোলা হাসিয়া	২৪৮৩,২৪৮৪,২৪৯০,২৪৮৯,২৪৮২,২৪৮৮,২৪৮৬,২৪৮৫,২৪৯৪,২৪৮৭,২৪৭৫,২৪৮১,২৪৭৬,২৪৭৪,২৫২৪,২৪৭৮,২৪৭৭,২৪৮০,২৪৬৭,২৪৬৮, ৩৩৯০, ৩৩৯৫
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	পৌরসভার মধ্য অংশ	০.১৩	০৪	জানমেজয়	২৩৮৫,২৩৮৬,২৩৮৩,২৩৯০
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	স্টেশন সড়কের নিকটে	০.২৬	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২৩০, ৪২৩১, ৪২২২
					বাঘাইছাতি	১০০৯, ৯৯৯৯৯
YDC	যুব উন্নয়ন কেন্দ	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	১.৮০	০৪	শোলা হাসিয়া	৫১০২,৫১০৭-৫১১৩,৫১১৬,৫১২৫

সারণি ১২.৪: প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল (ল্যান্ড ইউজ জোন)

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
১	কৃষি অঞ্চল	কৃষি জমি বলতে শস্য, প্রাণী সম্পদ ও মৎস সম্পদ উৎপাদনের উপযোগী ভূমিকে। এটা কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ। এর মধ্যে পড়ে উৎপাদনশীল জমি (একফসলী, দোফসলী ও তিন ফসলী), বীজতলা, মৎস্য, গবাদি খামার, দুগ্ধ খামার, নার্সারি, উদ্যান ইত্যাদি।	৩০৬.৬২	২১.৫৫
২	চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা	সকল ধরণের সড়ক ও রেল পথ।	১৭৯.৩৭	১২.৬১
৩	বাণিজ্যিক অঞ্চল	বাণিজ্যিক কাজের জন্য ব্যবহৃত জমি বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর মধ্যে পড়ে পণ্য ও সেবার খুচরা মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়, পাইকারি ক্রয়-বিক্রয়, আর্থিক স্থাপনা এবং অনেক সংখ্যক সেবা যাকে মোটা দাগে 'ব্যবসা' হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়ে থাকে। যদিও এসকল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সামান্য পরিমান ভূমি ব্যবহার করে, তথাপি এগুলো লোকালয়ের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরত্বত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক জমির মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠিত বাজার ও বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থান।	৩৯.৫১	২.৭৮
৪	কমিউনিটি সুবিধা	সকল ধরণের ধর্মীয়, সামাজিক বিশেষত: মহল্লাভিত্তিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন; মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কবরস্থান, শ্মশান, ক্লাব প্রভৃতি।	৬.৫৯	০.৪৬
৫	শিক্ষা এবং গবেষণা অঞ্চল	শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণীর ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; প্রাথমিক/মাধ্যমিক/অন্যান্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি।	২২.২১	১.৫৬
৬	সাধারন শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসারে সবুজ এবং কমলা-ক শ্রেণীতে বর্ণিত সকল শিল্প এই শ্রেণীর ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৩১.৩৮	২.২১
৭	সরকারি কার্যালয়	সরকারি বিশেষ সেবাসমূহ যা অন্য কোন বিশেষ ভূমি ব্যবহার শ্রেণীর অন্তর্গত যেমন, হাসপাতাল, অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র প্রভৃতি; এধরণের সেবা ব্যতীত সকল সরকারি সেবা বিশেষত: যাদের কার্যালয় স্থাপনে নিজস্ব ভূমি রয়েছে এরকম সকল সরকারি	৮.০০০	০.৫৬

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
		প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণীর ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন: সিভিল সার্জনের দপ্তর, জেলা প্রশাসকের দপ্তর, পুলিশ ফাঁড়ি, পুলিশ স্টেশন, এলজিইডি দপ্তর, পৌরসভা কার্যালয়, পূর্ত দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়, বিএডিসি কার্যালয়, মৎস্য দপ্তর, আনসার/ ভিডিপি দপ্তর, কৃষি দপ্তর, জেলা পরিষদ কার্যালয়, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কার্যালয় প্রভৃতি।		
৮	স্বাস্থ্য সুবিধা	স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত ভূমি যেমন; হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন প্রভৃতি এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।	৮.১৭	০.৫৭
৯	ভারি শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসারে কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীতে বর্ণিত সকল শিল্প (বিষাক্ত ও দূষণকারী শিল্পসহ) এই শ্রেণীর ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	১৮.৬১	১.৩১
১০	বিবিধ	অন্য যে কোন ভূমি ব্যবহার শ্রেণি যা উপরোক্ত ২৩টি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	৯.২০	০.৬৫
১১	মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল	মিশ্র ভূমিব্যবহার বলতে বোঝায় সেই স্থানকে যেখানে ভূমির কোন বিশেষ ব্যবহার (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ইত্যাদি) প্রাধান্য পায় না, একাধিক ভূমি ব্যবহার যুগপৎভাবে অবস্থান করে।	৫৪.৫৭	৩.৮৪
১২	উন্মুক্ত স্থান	মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিনোদনমূলক সুবিধা প্রদান এবং একইসাথে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভূমির বিভিন্ন ধরণের উন্মুক্ত ব্যবহারকে উন্মুক্ত স্থান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শেষব্যবহার করবে। খেলার মাঠ, পুস্পোদ্যান, স্টেডিয়াম, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি (ন্যূনতম স্থাপনা সুবিধা সহকারে বা ব্যতিরেকে)।	৩০.২৫	২.১৩
১৩	বিনোদন সুবিধা	উন্মুক্ত স্থান শ্রেণীতে উল্লেখ করা হয়নি এমন সুবিধা এবং নির্ধারিত ভবন কাঠামো সহকারে ভবনস্থিত সুবিধা যেমন- সিনেমা হল, থিয়েটার হল ইত্যাদি।	০.৬৫	০.০৫
১৪	সংরক্ষিত অঞ্চল	সংরক্ষিত অঞ্চল হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কারোর প্রবেশাধিকার নেই। নিরাপত্তা ও বিশেষ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে এমন স্থান বা এলাকা এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন; সেনানীবাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র, পুলিশ লাইন প্রভৃতি।	০.১০	০.০১
১৫	গ্রামীণ বসতি	গ্রামীণ বসতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের ছড়ানো-ছিটানো ও কম ঘনত্বের বাড়ীঘর। এখানে স্বল্প ঘনত্বের ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এমন এলাকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে স্বল্প পরিমান সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করা হবে।	২০১.৩০	১৪.১৫
১৬	পরিবহণ সুবিধা	পরিবহণ সেবায় চলাচলের পথ ব্যতীত এ সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্গত হবে। যেমন; বিমান বন্দর, বাস টার্মিনাল/ স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, ফেরি ঘাট, ফিলিং স্টেশন, গ্যারেজ, লঞ্চ টার্মিনাল, পোস্ট অফিস, যাত্রী ছাউনী, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টিকেট কাউন্টার, পরিবহণ অফিস ইত্যাদি।	৩.৬৮	০.২৬
১৭	আরবান ডেফার্ড	ভবিষ্যৎ নাগরিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে নির্ধারিত এলাকা যেখানে বর্তমানে বিশদ উন্নয়ন করা হবে না। এ ধরণের এলাকা নির্ধারণ আবশ্যিক নয়, এটা পৌরসভা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পরামর্শকদলে বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।	৭১.৭১	৫.১১
১৮	নগর আবাসিক অঞ্চল	নগর আবাসিক অঞ্চল হ'ল এমন ভূমি ব্যবহার এলাকা যেখানে বসবাসের তথা আবাসিক স্থাপনা প্রাধান্য পায়। এর মধ্যে রয়েছে একক পরিবারের বাসগৃহ, বহুপরিবারের বাসগৃহ, মেস প্রভৃতি। আবাসিক ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে প্রয়োজনার্থে কিছু সেবা বা কর্মসংস্থান এর অনুমোদন দেয়া যেতে পারে অথবা বাণিজ্য ও শিল্পকে পুরোপুরি বাদ দেয়া যেতে পারে। এখানে উচ্চ ঘনত্বের ভূমি ব্যবহার অনুমোদন করা যেতে পারে।	৩১৪.৬৯	২২.১২
১৯	পরিষেবা (ইউটিলিটি)	পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এর অন্তর্গত। যেমন; ওভারহেড ট্যাংক, বিদ্যুৎ অফিস/নিয়ন্ত্রণ কক্ষ,	১৭.০০	১.২০

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
		গণশৌচাগার, পয়:নিষ্কাষণ কার্যালয়, বর্জ্য অপসারণ, অগ্নি নির্বাপন, ওয়াটার পাম্প হাউস, জল সংরক্ষণাধার, জল শোধনাগার ইত্যাদি।		
২০	সৈকত	সমুদ্র সৈকত	০	০.০০
২১	বন	নির্দিষ্ট বনাঞ্চল	০	০.০০
২২	ওভারলে জোন	ওভারলে অঞ্চল এমন ভূমি ব্যবহার নির্দেশ করে যে সকল তার আশেপাশের ভূমি ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং অনেকাংশে সাংঘষিক, তথাপি সেসকল ভূমি ব্যবহার বা স্থাপনাসকল স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় গুরুত্বের কারণে নিকট ভবিষ্যতে অপসারিত করা সম্ভব নয়।	০	০.০০
২৩	ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান	উল্লেখযোগ্য ও নির্ধারিত সকল ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থান।	০	০.০০
২৪	জলাশয়	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৯৮.১৪	৬.৯০
মোট			১৪২২.৭৪	১০০.০০

১২.৩.৩ ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ (ল্যান্ড ইউজ জোনিং)

অঞ্চলীকরণ বা বিভাজন হলো ভূমি ব্যবহারের এক বিশেষ ধরণের শ্রেণিকরণ, যা প্রয়োগের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ভূমিতে বা এলাকায় কী ধরণের কার্যক্রম/ব্যবহার গ্রহণ করা যাবে বা করা যাবে না তা নির্ধারণ করে দেয়। ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ পদ্ধতি অধিকাংশ উন্নত দেশের স্থানীয় সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। মানচিত্রে প্রদর্শিত অঞ্চলের ভিত্তিতে অনুমতি সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহারের চর্চা থেকে এই অঞ্চলীকরণ বা জোনিং শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে যেখানে মানচিত্রে প্রতি ধরণের ভূমি ব্যবহার আলাদা করে দেখানো হয়। ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ (জোনিং) হতে পারে ব্যবহারভিত্তিক (কোন জমি কোন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে তার নিয়ন্ত্রণ) অথবা এটা ভবনের উচ্চতা, বিস্তৃতি এবং সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ কিংবা অনেক ক্ষেত্রে এসবের সমন্বয় হতে পারে। একই এলাকার ক্ষেত্রে একাধিক অঞ্চলীকরণ পদ্ধতিও প্রযোজ্য হতে পারে।

অঞ্চলীকরণ এমন একটি আইনানুগ কার্যক্রম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা কোন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/পৌরসভা কর্তৃক ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয় প্রধানত: তিন ভাবে ক) ইমারতের উচ্চতা, যে পর্যন্ত ইমারত উঁচু করা যাবে; খ) ঘনত্ব (নির্দিষ্ট এলাকায় ইমারতের সর্বোচ্চ সংখ্যা) এবং গ) ভূমি ব্যবহার: ভূমির প্রতিটি খন্ডের ব্যবহার নির্ধারণ। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত তিন ধরনের অঞ্চলীকরণ (জোনিং) পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ক) উচ্চতাভিত্তিক অঞ্চলীকরণ (হাইট জোনিং)

এই অঞ্চলীকরণ ইমারত/কাঠামোর উচ্চতার সীমা নির্ধারণ করে এবং কোন এলাকার গতানুগতিক বিকাশ, ব্যবহার ও মান নিয়ন্ত্রণ করে যেন ঐ এলাকায় পরিকল্পিত ও মানসম্মত উন্নয়ন উৎসাহিত করা যায়। এটি বিমানবন্দরের চারদিকে উড্ডয়ন নিরাপত্তার জন্য উচ্চতার বিধিনিষেধ বা অনুরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যের বেলায় প্রয়োজ্য। ভূমি খন্ডের (প্লট) পরিসর ও ইমারত অধিকৃত স্থানের মধ্যে সম্পর্ক, ভূমি খন্ডের সীমানা থেকে ইমারতের ন্যূনতম দূরত্ব, মেঝের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল (ফ্লোর এরিয়া) যা ভূমি খন্ডের আয়তন ও সন্নিহিত সড়কের প্রশস্ততার অনুপাতে নির্মিত হবে প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে ভবনসমূহের সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ধারিত হয়।

পৌরসভার আশেপাশে কোন বিমানবন্দর/হেলিপ্যাড নেই এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহর ও নগরীর তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম বিধায় গফরগাঁও পৌরসভায় ভবন নির্মানের ক্ষেত্রে উচ্চতার উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিৎ নয়। তবে বসবাসযোগ্য নাগরিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিকটবর্তী সড়ক ও প্লট থেকে ভবনের দূরত্ব (সেটব্যাক), ভবনের পরিধি (বিল্ডিং বাল্ক), ভূমিখন্ড ও ইমারতের সকল মেঝের আয়তনের অনুপাত (ফ্লোর এরিয়া রেসিও) এবং সংলগ্ন সড়কের প্রস্থের উপর ভিত্তি করে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ধারণ করতে হবে।

খ) ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণ (ডেনসিটি জোনিং)

ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণের লক্ষ্য হলো বিশেষত: আবাসিক এলাকায় একটি গ্রহণযোগ্য জনঘনত্ব প্রদান করা যেন তা ঐ এলাকার জন্য নির্ধারিত পরিসেবা ও অন্যান্য সেবার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এই কৌশল কোন এলাকার বসবাস সুষ্ঠ্য ও মানসম্মত করাসহ ঐ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন উপভোগ্য করে তুলবে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কত সংখ্যক ভবনের অনুমতি দেওয়া ও নির্মাণ করা হবে, সে সিদ্ধান্ত ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণের আওতায় গৃহীত হয়। নিকটবর্তী সড়ক ও ভূমিখন্ড (প্লট) থেকে ভবনের দূরত্ব বা ইমারতের সীমানা পরিসর বিধি (সেটব্যাক রুল) এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের শতকরা হার নির্ধারণ হলো ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ভূমি ব্যবহার সারণিতে উল্লেখিত প্রস্তাবিত শতকরা হারই হচ্ছে পৌরসভায় ইমারতের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের একমাত্র হাতিয়ার।

ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণ বিধি ইমারত নির্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন; ভূমিখন্ড ও ইমারতের সকল মেঝের আয়তনের অনুপাত (ফ্লোর এরিয়া রেসিও), নিকটবর্তী সড়ক ও প্লট থেকে ভবনের দূরত্ব বা ইমারতের উন্মুক্ত সীমানা বিধান (সেটব্যাক রুল) প্রভৃতি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি এলাকার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যবস্থা ব্যবহার ভিত্তিক অঞ্চলীকরণ (জোনিং) বিধান থেকে আলাদা, যেখানে কোন নির্দিষ্ট এলাকার আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক প্রভৃতি অনুমোদিত ব্যবহারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। গফরগাঁও পৌরসভা একটি উপজেলা পর্যায়ের কৃষি-ভিত্তিক শহর যেখানে সচরাচর সর্বত্র গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের বাড়ীঘর দেখা যায় এবং অধিকাংশই কাঁচা ও আধা-পাকা। ঘনত্ব জোনিং/বাল্ক জোনিং বিধান এই ধরনের নিম্ন জনবসতিপূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন উন্নয়নের নগরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

গ) ব্যবহারভিত্তিক অঞ্চলীকরণ (ইউজ জোনিং)

ব্যবহারভিত্তিক অঞ্চলীকরণের উদ্দেশ্য হলো, বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলের জন্য কোন ধরণের ভূমি ব্যবহার উপযুক্ত হবে, তা নির্দিষ্ট করা। এটি কোন কর্তৃপক্ষ বা পৌরসভার প্রশাসনিক এলাকার জন্য পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে। পরিকল্পনা আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো প্রশাসনিক এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় অঞ্চল ভেদে কোন একক ব্যবহার বা প্রধান ব্যবহার নির্ধারণ করে দেয়া। প্রতিটি ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে অনুমোদিত ও শর্ত-সাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহারের তালিকা পরিশিষ্ট ঘ (অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার) এ দেওয়া হয়েছে।

১২.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

১২.৪.১ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা

পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সবথেকে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করার জন্য এই অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত কৌশলসমূহের সফল অনুসরণের উপর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নীর্ভরশীল। কাঠামো পরিকল্পনার ঐসকল নীতিকৌশল এটাই নির্দেশ করে যে, পৌর এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। বর্তমানে পৌরসভায় ভৌত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ নেই এবং ভৌত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ ব্যতীত কোন বিধি নেই। এটি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং প্রকৃত পক্ষে অন্য যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মারাত্মক বাঁধার সৃষ্টি করছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের পরিচিতি প্রদানের পূর্বে এখানে আইনী সংশ্লিষ্টতার সুপারিশ করা হয়েছে।

১. ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ (প্রজ্ঞাপন নং এসআরও নং ১১২-আইন/৯৬) এর সীমানা পরিসর বিধি (সেটব্যাক রুল) অনুযায়ী পৌরসভার সকল ধরণের ইমারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। পরিকল্পনায় প্রণীত ভূমি ব্যবহার কৌশল অনুযায়ী সম্প্রসারিত এলাকার সকল ইমারতের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইমারত নির্মাণের যে কোনো অনুমোদনের ক্ষেত্রে সম্মুখ সড়কের প্রস্থ ১৬ ফুটের কম হতে পারবে না এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ অনুসারে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২. বায়ু,পানি, মাটি ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশে সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (আইন নং-১, ১৯৯৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনে বর্ণিত বিভিন্ন বিধিবিধান প্রয়োগ করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভায় কোন কর্তৃপক্ষ নেই। এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার উপাদান বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৩. বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠা পৌরসভার জন্য একটা সাধারণ ঘটনা। দোকান ও স্থাপনা আইন ১৯৬৫ (আইন নং-৭, ১৯৬৫) অনুসারে বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৪. মানব সৃষ্ট খালের জন্য খাল ও নিষ্কাশন আইন, ১৮৭৩ (আইন নং- ৭, ১৮৭৩) হলো সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিবেচনায় খালগুলিকে অন্যান্য খাল ও নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৫. প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিস্তম্ভ, স্থাপনা অথবা ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ আইন ১৯০৪ (আইন নম্বর-৭, ১৯০৪) বলবৎ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং পৌর কর্তৃপক্ষের যৌথ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে এই ধরনের বিষয় সংরক্ষণ করতে পারে।

৬. ইটের ভাটার বিভিন্ন স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে ইট-পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন (আইন নং-১৭, ২০০১) হচ্ছে যথাযথ আইন। সরকারের দেয়া ক্ষমতাবলে পৌরা কর্তৃপক্ষ এই আইন প্রয়োগ করতে পারে।

৭. চিকিৎসক, বেসরকারী ক্লিনিক ও প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপন ও সেবা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত আইন 'মেডিক্যাল প্রাকটিস, প্রাইভেট ক্লিনিকস এবং ল্যাবরেটরিজ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৭, ১৯৮২) জারি করা হয়েছিল। এই অধ্যাদেশের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের অনুমোদন নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশ প্রয়োগ করতে পারে।

৮. পৌর এলাকার বেশ কিছু উন্মুক্ত ও পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল স্থান যেমন; নদী তীরবর্তী এলাকা, জলাশয়, নিষ্কাশন প্রবাহ, নিচু এলাকা, নির্ধারিত উন্মুক্ত স্থান ও খেলার মাঠ প্রভৃতি সংরক্ষণে পৌরসভা কর্তৃক 'মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (আইন নং-৩৬, ২০০০) কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। সংরক্ষিত স্থাপনা তথা নিরাপত্তামূলক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের (কী পয়েন্ট ইনস্টলেশন) চতুর্দিকের ভৌত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিকল্পনার ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে যা এর ভূমি ব্যবহার কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহকে অধিক সুরক্ষা দেবে।

৯. হাট ও বাজার স্থাপনা ও অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (নং-১৯,১৯৫৯) অনুযায়ী সরকার এই ধরনের স্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বেসরকারি হাট ও বাজার নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ ১৯৭৩ (পিও ৭৩/৭২) অনুযায়ী কোন একটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুসারে পৌর এলাকার মধ্যে হাট ও বাজার স্থাপনের কর্তৃত্ব পৌরসভার। পৌর এলাকার মধ্যে হাট বাজার স্থাপন, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ব্যক্তি মালিকদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

১০. বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কারখানা পরিদর্শক যথাক্রমে বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন ১৯৭৩ (আইন নং-২৭,১৯৭৩), পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বিধিমালা ১৯৯৫ (নং ইপি আইডিসি/২ এ-২/৬৩/৩৫ এ) এবং কারখানা আইন ১৯৬৫ (আইন নং-৪, ১৯৬৫) এর মাধ্যমে পৌর এলাকার মধ্যে শিল্প উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করেন। পৌর কর্তৃপক্ষ স্থাপনার অবস্থানগত বিষয় ও ব্যবসার অনুমতিপত্র (ট্রেড লাইসেন্স) নিয়ন্ত্রন করে থাকে। উল্লেখিত চারটি কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে গঠিত শাখার মাধ্যমে পৌরসভায় শিল্প কারখানার স্থাপনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

১১. পৌরসভায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের জন্য কয়েকটি বিশেষ পুকুর/ ডোবা সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। ডোবা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মজা ডোবার উন্নয়ন করা যেতে পারে এবং তা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে পুকুর উন্নয়ন আইন ১৯৩৯ (আইন নং-১৫ , ১৯৩৯) এর সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২. খাস জমি ছাড়াও পৌরসভায় উল্লেখযোগ্য পরিমান ভূমি জলাভূমি অথবা পতিত জমি হিসেবে পাওয়া যেতে পারে। আইনের ভাষায় এসকল ভূমিকে চাষযোগ্য পতিত জমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব পতিত ভূমি 'চাষযোগ্য পতিত ভূমি (ব্যবহার) অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (অধ্যাদেশ নং ই.পি১৩, ১৯৫৯) এর নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহৃত হতে পারে।

১২.৪.২ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

কাঠামো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্ব-ক এর অধ্যায়-৯ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাও একই কৌশলে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে এবং একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (এমইসি) গঠন করা হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা দশবছর মেয়াদী (২০১১-২০২১) একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হওয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট খুব সীমিত হওয়ায় জনগনের অতি জরুরী প্রয়োজনের বিষয়কে প্রস্তাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ নিজে এই বিশাল ব্যয়ের অর্থ সংকুলান করতে সক্ষম নয়।

ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবে অগ্রাধিকার দেয়া বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। শহর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়-১ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে একীভূত করা হবে যা মহাপরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে (২০১১-২০১৬) বাস্তবায়িত হবে। পরামর্শকবৃন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনার ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হবে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে, পূর্ববর্তী ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদের পর। পর্যায়ক্রমিক কাজের বিস্তারিত বিবরণ সারণি ১২.৫ -এ দেখানো হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হবে। হালনাগাদ ও নতুন ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রনয়ন করা হবে।

সারণি ১২.৫: উন্নয়ন প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যায়

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	ওয়ার্ড নম্বর
BT	বাস টার্মিনাল (বর্তমান)	ভালুকা সড়কের পাশে বর্তমান বাস টার্মিনালের সম্প্রসারন
ED	ঈদগাহ	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে
HoS-01	কমিউনিটি হাসপাতাল	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে
NM-01	মহল্লার বাজার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে
NP-2	মহল্লার উদ্যান	মহিলা কলেজ সড়কের নিকটে
PA-1	পার্কিং এলাকা	বাজার এলাকার নিকটে
PS	প্রাথমিক বিদ্যলিয়	মশাখালি সড়কের নিকটে
PT-01	গণ শৌচাগার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে
PT-02	গণ শৌচাগার	ভালুকা সড়কের নিকটে
PT-04	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন
PT-05	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন
PT-06	গণ শৌচাগার	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে
SM	বিপণিবিতান	বাজার এলাকা সংলগ্ন

বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	ওয়ার্ড নম্বর
CP	কেন্দ্রীয় উদ্যান	নদীর ঘাট সড়কের পাশে
GY	কবরস্থান	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে
HS-1	উচ্চ বিদ্যালয়	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে
HS-2	উচ্চ বিদ্যালয়	মুখী সড়কের নিকটে
GIZ	শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে
LPP	গ্রামীণ বসতি	দেওয়ানগঞ্জ সড়কের নিকটে
NM-02	মহল্লার বাজার	মশাখালি সড়কের নিকটে
NP-1	মহল্লার উদ্যান	সালতিয়া সড়কের পাশে
OH	বৃদ্ধাশ্রম	মহিলা কলেজ সড়কের
PA-2	পার্কিং এলাকা	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে
PT-03	গণ শৌচাগার	নদীর ঘাট সড়কের পাশে
RZ	পুনর্বাসন এলাকা	উপজেলা কমপ্লেক্সের পাশে
ST	স্টেডিয়াম	নদীর ঘাট সড়কের পাশে

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	ওয়ার্ড নম্বর
TS-01	টেম্পো স্ট্যান্ড	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে
TS-02	টেম্পো স্ট্যান্ড	ভালুকা সড়কের নিকটে
TS-03	টেম্পো স্ট্যান্ড	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে
WTS-01	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	পৌরসভার মধ্য অংশ
WTS-02	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	স্টেশন সড়কের নিকটে
HIZ	শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে
WC-01	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০১
WC-02	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০২
WC-03	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৩
WC-04	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৪
WC-05	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৫
WC-06	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৬
WC-07	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৭
WC-08	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৮
WC-09	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৯
SC	সুইপার কলোনি	০২ নম্বর ওয়ার্ড এবং ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর পূর্ব পাশে
SH	কসাইখানা	টেকনিক্যাল বিএম কলেজের পশ্চিম পাশে
HoS-02	হাসপাতাল	ওয়ার্ড ০৯ এবং গফরগাঁও মহিলা ডিগ্রী কলেজের পশ্চিম পাশেব

বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	ওয়ার্ড নম্বর
TT	ট্রাক টার্মিনাল	ভালুকা সড়কের নিকটে
WDG	বর্জ্য অপসারন কেন্দ্র	পৌরসভার উত্তর অংশ
WM	পাইকারি বাজার	বাজার এলাকা সংলগ্ন
YDC	যুব উন্নয়ন কেন্দ্র	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে
PG-01	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০১
PG-02	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০২
PG-03	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৩
PG-04	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৪
PG-05	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৫
PG-06	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৬
PG-07	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৭
PG-08	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৮
PG-09	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৯
PH-01	খেলার মাঠ	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে
PH-02	খেলার মাঠ	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে
OT-01	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে
OT-02	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে

পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (এমইসি) এর মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করতে হবে। এমইসি বছরে অন্তত দুবার নিয়মিতভাবে সভা আহবান করতে পারে। এছাড়াও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে যেকোন পরিস্থিতিতে সভা আহবান যেতে পারে। যেকোন পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, ভুল-ভ্রান্তি প্রভৃতি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এ ধরনের মূল্যায়ন পরবর্তী পরিকল্পনায় সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হবে।

অধ্যায় ১৩
পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

১৩.১ ভূমিকা

১৩.১.১ ভূমিকা

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি অগ্রসর দলিল যা নির্দিষ্ট কোন এলাকার যাতায়াতের দীর্ঘমেয়াদী গতিপথ ও আকার নির্ধারণ করে দেয়। এই পরিকল্পনা শহরের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকে নির্দেশনা প্রদান করে। এটি পর্যাপ্ততা ও প্রয়োজন অনুসারে চলাচলের বিভিন্ন মাধ্যম অন্তর্ভূক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ এলাকার উন্নয়নে সড়ক, রেলপথ, বিমান পথ ও জলপথ এর মাধ্যমে গণপরিবহন, মোটরগাড়ী, সাইকেল, রেলগাড়ী, বিমান, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহনের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করা।

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি বিশেষ এলাকার যানবাহন সংক্রান্ত বিষয়ে দিক নির্দেশনা নির্ণয়ে সহায়ক। এটি শহরের আকার, ভূমি ব্যবহার ও চলাচলের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক শনাক্ত করে এবং এসকল সম্পর্ক অনুযায়ী লক্ষ্য ও নীতি কৌশল নির্ধারণ করে।

গফরগাঁও পৌরসভা কিশোরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ জেলা সদরকে সংযুক্ত করেছে। প্রায় সবগুলো সরকারি কার্যালয় পৌরসভার মধ্য অংশে অবস্থিত। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। বাজার ও বিপনী কেন্দ্রগুলো পৌরসভার বিভিন্ন সড়কের পাশে বিশেষ করে ময়মনসিংহ সড়ক ও রেললাইন এর মধ্যবর্তী অংশ জুড়ে অবস্থিত।

পৌরসভায় ১০৫.০৯ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে যার আয়তন প্রায় ৪৬.১০ একর। মোট সড়কের ২১.৫৯ কিলোমিটার পাকা, ২৩.৭৮ কিলোমিটার আধাপাকা এবং ৫৯.৭৩ কিলোমিটার কাঁচা।

পৌরসভায় ০২টি গুরুত্বপূর্ণ মোড় রয়েছে। পৌরসভার প্রধান সড়ক সংযোগস্থল হচ্ছে সিনেমা হল মোড় ও বাজার মোড়। পৌরসভার অভ্যন্তরের ০৮টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এই দুই মোড়ের সাথে সংযুক্ত। গফরগাঁও পৌরসভা জাতীয় রেল সংযোগ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত। পৌরসভা থেকে ঢাকায় নিয়মিত ধানের মতো খাদ্য শস্য পরিবহন করা হয়।

পৌর এলাকার প্রধান যাতায়াত বাহন হচ্ছে রিক্সা ও ভ্যান। স্থানীয়ভাবে তৈরী যান্ত্রিক যান ভটভটি (ভ্যান) হচ্ছে আরেকটি প্রধান পরিবহন মাধ্যম। এসকল যানবাহন সাধারণত দূরের যাত্রীদের পৌরসভায় আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়।

১৩.১.২ কৌশল ও পদ্ধতি

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা সম্পন্নে গৃহীত কৌশল ও পদ্ধতিকে পাঁচ ধাপে বর্ণনা করা যায় যা প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

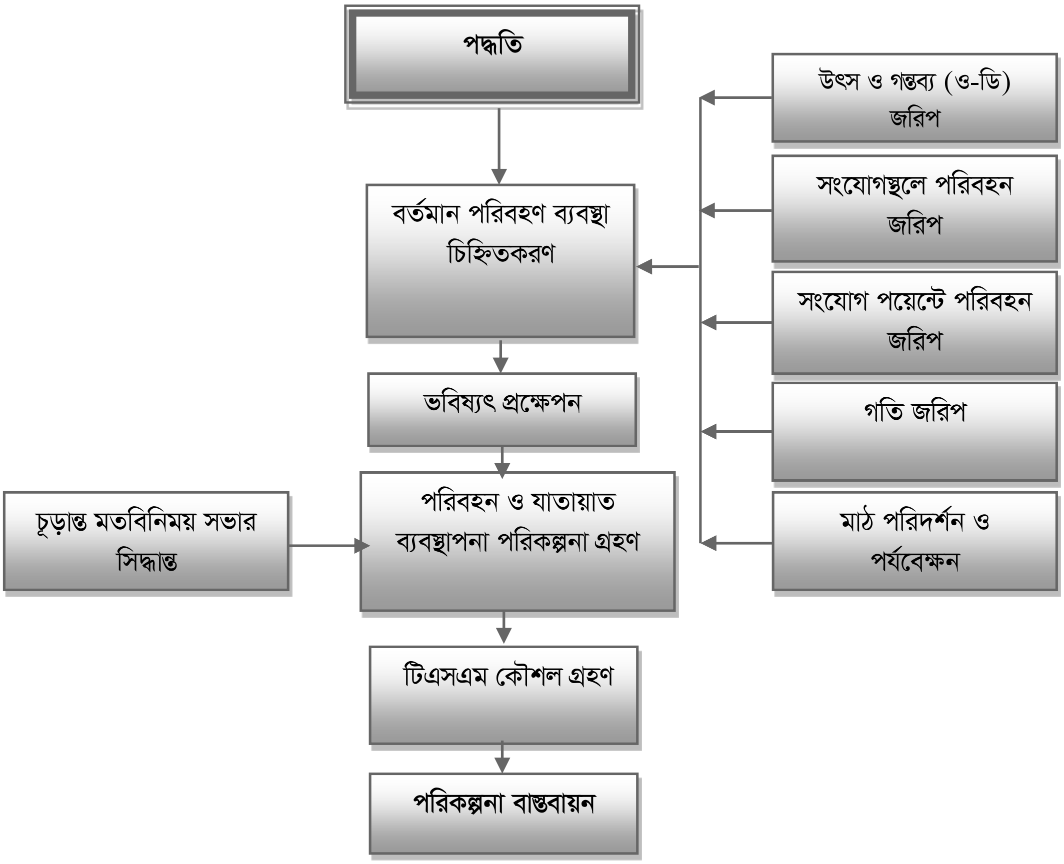

চিত্র ১৩.১: পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রবাহ রেখাচিত্র

পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনার পদ্ধতিগত প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বর্তমান পরিবহন পরিস্থিতি চিহ্নিতকরণ যা যাতায়াতের পরিমান জরিপ (ট্রাফিক ভলিউম সার্ভে), উৎপত্তি ও গন্তব্য (ও-ডি) জরিপ, গতি ও বিলম্ব জরিপ, যানজটের স্থান, সড়ক ব্যবস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ প্রভৃতির ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়, জরিপ প্রতিবেদনে ইতোমধ্যেই যার বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপে পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ ও যানবাহনের চাহিদার বিষয় সনাক্ত করা হয় যা অন্তর্বতী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সমীক্ষার তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে নতুন পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, যা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। অত:পর পরিবহন পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা (টিএসএম) সংক্রান্ত কিছু কৌশল হাতে নেয়া হয়। পরিশেষে, পরিবহন পদ্ধতি ব্যবস্থাপনাসহ পরিবহন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করা হয়।

১৩.২ পরিবহন সুবিধার বর্তমান অবস্থা

১৩.২.১ সড়কের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারিক শ্রেণিকরণ

গফরগাঁও পৌরসভার সড়ক উচ্চক্রম (হায়ারার্কি) এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ক, খ শ্রেণীর ফিডার সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক (আর-১, আর-২ ও আর-৩ ধরনের)। পৌরসভার অভ্যন্তরে কোন জাতীয় মহাসড়ক নেই। বাংলদেশ পরিকল্পনা কমিশন ও বিশ্বব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন গ্রামীণ অবকাঠামো কৌশল সমীক্ষা' ৯৬ এ বাংলাদেশের সড়ক উচ্চক্রম নির্ধারণ কর হয়েছিল যা সারণি ১৩.১ এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১৩.১: বাংলাদেশের সড়ক উচ্চক্রম (রোড হায়ারার্কি)

ক্রমিক	সড়ক শ্রেণি/ধরণ	সংজ্ঞা
০১.	জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ)	রাজধানী শহরের সাথে বিভাগীয় শহর, পুরাতন জেলা শহর, বন্দর শহর এবং আন্তর্জাতিক মহাসড়কে সংযুক্তকারী সড়ক
০২.	আঞ্চলিক মহাসড়ক (আরএইচ)	জাতীয় মহাসড়ক সংযুক্ত করেনি এমন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আন্ত: সংযোগ সড়ক
০৩.	ক শ্রেণির ফিডার সড়ক (এফআরএ)	মুখ্য সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার সাথে উপজেলা সদরের সংযোগকারী সড়ক

০৪.	খ শ্রেণির ফিডার সড়ক (এফআরবি)	সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার (মুখ্য অথবা এফআরএ) সাথে অনুবিকাশ কেন্দ্রসমূহের সংযোগকারী সড়ক
০৫.	১ম শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক (আর-১)	উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়ন ও স্থানীয় হাট/বাজারের সংযোগকারী সড়ক
০৬.	২য় শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক (আর-২)	ইউনিয়ন ও স্থানীয় হাট/বাজারের সাথে গ্রাম ও খামারের সংযোগকারী সড়ক
০৭.	৩য় শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক (আর-৩)	গ্রামের ভিতরের সংযোগকারী সড়ক

গফরগাঁও পৌরসভায় তিন ধরণের সড়ক রয়েছে, এগুলো হচ্ছে, পাকা, আধাপাকা ও কাঁচা। পাকা সড়কগুলো সাধারণত বিটুমিন ব্যবহার করে নির্মিত। আধাপাকা সড়কগুলো অধিকাংশই এইচবিবি ধরনের এবং কাঁচা সড়কগুলো সাধারণত মাটির সড়ক। গফরগাঁও পৌরসভায় আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ন কয়েকটি সড়কের বিবরণ সারণি ১৩.২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১৩.২: গফরগাঁও পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ

ক্রমিক	সড়কের নাম	সড়ক উচ্চক্রম	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিমি)	সড়কের ধরন		
					পাকা	আধা পাকা	কাঁচা
০১.	ভালুকা সড়ক	ক শ্রেণির ফিডার সড়ক	১১.৩০	৬.৩৬	√		
০২.	ময়মনসিংহ সড়ক	ক শ্রেণির ফিডার সড়ক	৫.১৩	১.৭৪	√		
০৩.	দেওয়ানগঞ্জ সড়ক	ক শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	৪.০	১.৯৮৪	√		

১৩.২.২ যাতায়াত মাধ্যম

বাংলাদেশের অনেক শহরের মতো গফরগাঁও পৌরসভায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম সড়ক ব্যবস্থা। শহরের সর্বত্রই যানবাহন ও পথচারী চলাচল পরিলক্ষিত হয়। গফরগাঁও পৌরসভায় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক উভয় ধরণের বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। যান্ত্রিক যানবাহনের মধ্যে রয়েছে কার/জীপ, মাইক্রোবাস, বাস, মিনি বাস, ট্রাক, ইঞ্জিনচালিত ভ্যান (ভডভডি), অটোরিকশা, মোটর সাইকেল প্রভৃতি। অযান্ত্রিক যানবাহনের মধ্যে রয়েছে রিকশা, ভ্যান, গরুরগাড়ী, বাই-সাইকেল প্রভৃতি।

যাতায়াতের পরিমান জরিপ থেকে দেখা যায় এখানে মোট যাতায়াতের মধ্যে ১৮.৭৭% যান্ত্রিক যানবাহন এবং ৮১.২৩% অযান্ত্রিক যানবাহন কর্তৃক যাতায়াত সম্পন্ন হয়। ফলে দেখা যায়, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অযান্ত্রিক যানবাহনের যাতায়াতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

১৩.২.৩ যান চলাচলের তীব্রতা

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে যাতায়াত সংক্রান্ত জরিপ করা হয়। সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ পর্যন্ত অফিস সময় বিবেচনায়, এসকল সংযোগস্থলের যাতায়াত প্রবাহ নির্ণয় করা হয় যার মধ্যে দেখা যায় সকালের ব্যস্তঘন্টা (পিক আওয়ার) সকাল ৯:০০ টা থেকে ১০:০০ টা পর্যন্ত এবং বিকালের ব্যস্ত ঘন্টা (পিক আওয়ার) বিকাল ৪:০০ টা থেকে ৫:০০ পর্যন্ত। এছাড়াও যাতায়াতের স্বল্প পরিমান থেকে অব্যস্ত সময় বিবেচনা করা হয়েছে সকালে ৬:০০ থেকে ৭:০০ টা এবং রাত ১১:০০ টা থেকে ১২:০০ টা পর্যন্ত। গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলদুটি হ'ল সিনেমা হল মোড় এবং বাজার মোড়। এই সংযোগ স্থলদুটি পৌরসভার চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দ্বারা সংযুক্ত।

সিনেমা হল মোড় ও বাজার মোড় গফরগাঁও পৌরসভার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত সংযোগস্থল। এখনে সব ধরণের যানবাহন চলাচল করে। এই দুই মোড়ে গড়ে দৈনিক যানবাহন সংখ্যা ৫৫২৯। এই দুই সংযোগস্থলের রেখাচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

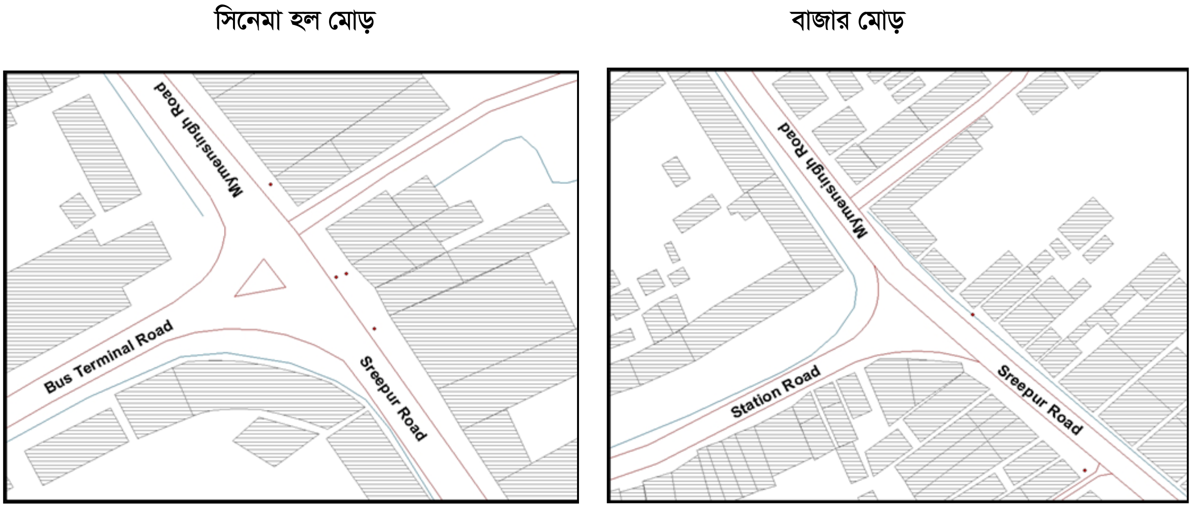

চিত্র ১৩.২: গফরগাঁও পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের রেখাচিত্র

ব্যস্ত ঘন্টা ও অব্যস্ত ঘন্টায় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচলের পরিমান নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হ'ল।

সারণি ১৩.৩: গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে ব্যস্ত ও অব্যস্ত সময়ে যানবাহন চলাচলের পরিমান

ব্যস্ত / অব্যস্ত সময়	জরিপের সময়	সময়কাল	যানবাহন সংখ্যা			
			সিনেমা হল মোড় সংযোগস্থল		বাজার মোড় সংযোগস্থল	
			যান্ত্রিক যান	অযান্ত্রিক যান	যান্ত্রিক যান	অযান্ত্রিক যান
ব্যস্ততম সময়	সকাল	৯:০০ -১০:০০	৬০৪	১০৮৬	৪৩৭	৮৮৮
	বিকাল	৩:০০ -৫:০০	৬০৫	৯১৮	৫১৮	৬৯১
অব্যস্ত সময়	সকাল	৬:০০ -৮:০০	১৮১	৩৩৮	১৮১	২৬১
	বিকাল	৬:০০ -৮:০০	৩৪০	৪৭৩	২৯৮	৩১০

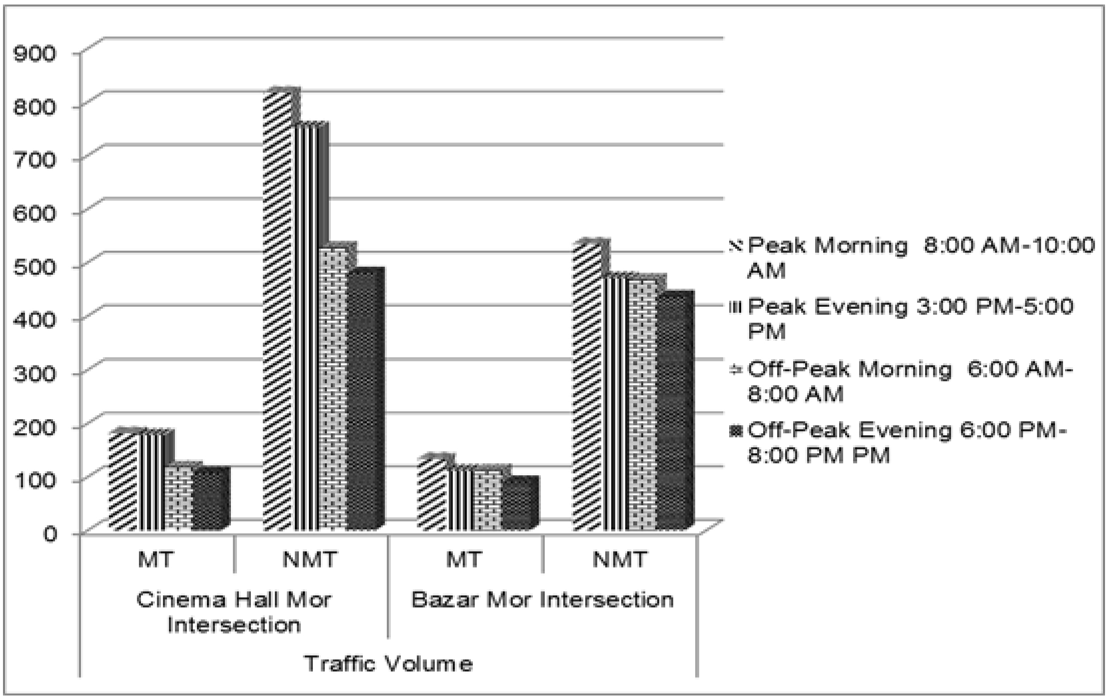

চিত্র ১৩.৩: গফরগাঁও পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের চলাচলের পরিমান

১৩.২.৪ সেবার মান: যানজট এবং বিলম্বের মাত্রা

সেবার পর্যায় (যেটাকে সেবার মানও বলা হয়) বলতে বুঝায় যানবাহনের গতি, সুবিধা, আরাম, পরিবহন সুযোগ-সুবিধা ও সেবার নিরাপত্তা যা ব্যবহারকারীরা ব্যবহার ও উপলব্ধি করেন। সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণে পরিবহন পরিকল্পনায় সেবার পর্যায়ের (এলওএস) হার নির্ধারণ পদ্ধতি ('এ' অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভালো থেকে ক্রমান্বয়ে 'এফ' অর্থাৎ খুবই খারাপ পর্যন্ত নির্ধারিত) ব্যবহার করা হয়। এটা বুঝার জন্য সহজ। সেবার পর্যায়ের হার নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রায়শ:ই তা পরিবহন পরিকল্পনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এই হার নির্ণয়ের পদ্ধতি যাতায়াত সংক্রান্ত সমস্যা, সম্ভাব্য সমাধানের উপায়, অবস্থানের তুলনা এবং চলাচলের ধরণ সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেবার পর্যায় এক ধরণের পরিমাপ যা পরিবহন অবকাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতা নির্ণয়ের জন্য পরিবহন প্রকৌশলীগণ ব্যবহার করে থাকেন। সেবার পর্যায় সবথেকে বেশী ব্যবহৃত হয় মহাসড়কে নিরাপদ চলাচলের উদ্দেশ্যে যাতায়াত প্রবাহের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের জন্য।

পৌরসভার প্রধান সড়কগুলো হচ্ছে ময়মনসিংহ সড়ক, ভালুকা সড়ক, শ্রীপুর সড়ক এবং দেওয়ানগঞ্জ সড়ক। গফরগাঁও পৌরসভায় চলাচল সৃষ্টিকারী স্থানগুলো হলো বাস স্ট্যান্ড, উপজেলা কর্মকেন্দ্র (কমপ্লেক্স), থানা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বাজার. কাঁচা বাজার, হাসপাতাল, ভূমি অফিস এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়। বাজার এলাকা ও সিনেমা হল এলাকা পৌরসভার সবচেয়ে জনবহুল এলাকা।

বিভিন্ন সড়ক ও সড়ক সংযোগস্থলে সেবার পর্যায় নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (সংযোগ স্থলের জন্য), গতি নির্ভর পদ্ধতি, যানবাহনের সক্ষমতার অনুপাত পদ্ধতি প্রভৃতি। সড়কের সেবার পর্যায় নির্ধারণ সাধারণত উন্নত বিশ্বের সড়কের জন্য প্রযোজ্য, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে তা খুব একটা কার্যকরী নয়। উপরন্ত, এর জন্য গতি, বিলম্ব, যানবাহনের পরিমান, সড়কের সক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর নির্ভুল উপাত্ত দরকার হয়। গফরগাঁওর মতো ছোট একটি শহর যেখানে প্রায় অর্ধেক যাতায়াত অযান্ত্রিক যানবাহনে সম্পন্ন হয়, সেখানে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য সেবার পর্যায় নির্ধারণ অপরিহার্য নয়।

১৩.২.৫ পথচারীদের জন্য সুবিধা

ফুটপাথ ছাড়াও পথচারিদের জন্য আরও অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিন্তু সুবিধাগুলি সম্পর্কে সাধারন জনগণ ওয়াকিবহাল নয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ জনগন পথচারী সুবিধা হিসেবে শুধুমাত্র ফুটপাথকেই বিবেচনা করে। অথচ তারা আরও অনেক ধরনের সুবিধা পেতে পারে। পথচারীদের সুবিধার মধ্যে রয়েছে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাংশ (ডিভাইস), যানবাহনের গতি মন্থর করার ব্যবস্থা যা কেবল পথচারীদের ভ্রমণে উৎসাহিত করতে যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রবিশেষ, সড়কের পাশের ঢালু জায়গা, সড়কের ঢালপথ আলাদাকরণ (ওভারপাস এবং আন্ডারপাস), পথচারী পারাপার (সড়কের মাঝখানে স্ফীত করে গতি নিয়ন্ত্রণ, পথচারীদের জন্য সড়কদ্বীপসহ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাবলীও এর মধ্যে রয়েছে)। সাধারণত, এই সুযোগ-সুবিধা মূল সড়ক ব্যবস্থার সমান্তরালে সড়ক সীমানা (রাইট অব ওয়ে) মধ্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সড়ক সীমানার মধ্যে প্রবর্তিত 'হাটাপথ' বা "পথচারী রাস্তা" জনগণকে সড়কে যানবাহন থেকে নিরাপদে চলাচল করার সুবিধা প্রদান করে। এটা পথচারীদের চলাচলে গতিশীলতা প্রদান করে এবং বাড়ি, কাজ, উদ্যান, বিদ্যালয়, কেনাকাটা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতে সহজ ও বিকল্প মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটা শিশুদের হাটা, দৌড়ানো, স্কেট, বাইক চালানো, এবং খেলাধুলার স্থান হিসেবেও কাজে লাগানো যায় এমনকি যেখানে কোন হাঁটার সড়ক থাকে না অথবা হাটাচলার সড়ক খুবই দুর্বলভাবে মেরামত করা হয়েছে অথবা হাঁটার জন্য কোন অংশ রাখা হয়নি। গফরগাঁও পৌরসভায় এ ধরণের কোন পথচারী সুবিধা নেই।

১৩.২.৬ বর্তমান ঘাটতি বিশ্লেষণ

অন্যান্য শহরের মতো গফরগাঁওতে পরিবহন সংক্রান্ত ঘাটতি রয়েছে যা দুটি উৎস থেকে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, শহরের উপর প্রাথমিক জরিপ ও পর্যবেক্ষণ, যাত্রী ও চালকদের সাক্ষাৎকার এবং দ্বিতীয়ত: পরিবার জরিপের মাধ্যমে।

১৩.২.৬.১ সড়ক সক্ষমতার ঘাটতি

অপ্রশস্ত সড়ক

অধিকাংশ উত্তরদাতা শহরের প্রধান সমস্যা হিসেবে সড়কের অপ্রশস্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন। জরিপ অনুযায়ী শহরের অধিকাংশ সড়ক অপ্রশস্ত (সরু) এবং বর্ষাকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন এর ফলে পৌরসভায় ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষের পক্ষে উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সড়কের প্রস্থ বাড়ানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হবে, বিশেষত মূল বাজার এলাকার সংযোগ স্থলে, কেননা এজন্য অত্যধিক ব্যয় হবে এবং স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলার যে কোন উদ্যোগের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিরোধ ও চাপ বেশী থাকবে।

সড়কসমূহের অপ্রশস্ততার কারণে সৃষ্ট যানজটকে পরিবহন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সড়কের প্রস্থ সংক্রান্ত ন্যূনতম মান অনুসরণ না করেই এখানকার অধিকাংশ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অপ্রশস্ত সড়কের তালিকা দেয়া হলো।

সারণি ১৩.৪: গুরুত্বপূর্ণ অপ্রশস্ত সড়কের তালিকা

ক্রমিক নং	সড়কের নাম	সড়কের উচ্চক্রম	গড় প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	ধরন
১	মশাখালি সড়ক	খ শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক	২.০০	৯৩২.১২	পাকা
২	শিলাশি সড়ক	খ শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক	২.২৭	১০১৩.২৬	আধা পাকা
৩	পশু হাসপাতাল সড়ক	খ শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক	২.০০	৪৮৪.৪৮	পাকা
৪	সালতিয়া সড়ক	গ শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক	২.৩৬	৮২০.৪০	আধা পাকা
	মুখী সড়ক	খ শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক	৩.৬৬	৯২৫.৮৭	পাকা
	নদীর ঘাট সড়ক	গ শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক	৩.১৪	৮৪৯.৪০	কাঁচা

সূত্র: ভৌত উপাদান জরিপ, ২০০৯

চলাচল দ্বন্দ্ব (ট্রাফিক কনফ্লিক্ট)

সড়কে ধীর ও দ্রুত গতির যানবাহন একসাথে চলাচল করায় শহরে প্রায়শ: চলাচল দ্বন্দ্ব হয় যা এখন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যেখানে যান চলাচলের ঘনত্ব অনেক বেশি মূলত সেখানেই চলাচল দ্বন্দ্ব ঘটে থাকে। পরামর্শক দল শহরের সমগ্র এলাকায় যান চলাচলের ওপর জরিপ চালিয়ে ০২টি জায়গায় সবচেয়ে বেশি চলাচল দ্বন্দ্ব হয় বলে সনাক্ত করেছেন তা হল বাজার মোড় ও সিনেমা হল মোড় এলাকা। এই এলাকায় ধীর গতির অযান্ত্রিক যানবাহন যেমন; রিক্সা এবং ভ্যানের সাথে যান্ত্রিক মোটরযানের গতির পার্থক্য ও চলাচলের বিশৃঙ্খল বৈশিষ্ট্যের কারণে দ্বন্দ্ব ঘটে এবং এর ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। যেহেতু ধীর গতির যানবাহনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ফলে প্রায় দ্বন্দ্ব ঘটছে।
চলাচল দ্বন্দ্বের প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে, সড়ক সংযোগস্থল বা মোড়ের অনুপযুক্ত নকশা, সড়কের চলাচল অংশের উপর গাড়ি পার্কিং, সম্ভাব্য যাত্রীর খোঁজে সড়কে অপেক্ষা করা, ট্রাফিক সিগনাল না থাকা এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করা।

১৩.২.৬.২ প্রায়োগিক, নিরাপত্তা, সংকেত ও অন্যান্য ঘাটতি

অন্যান্য উপজেলা শহর যেখানে সরাসরি আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়কে যাতায়াত নেই এধরনের শহরের মত গফরগাঁও পৌরসভা এলাকায় কোন যানবাহন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নেই। সড়ক বিভাজন, সংকেত (সিগন্যাল) ব্যবস্থাসহ কোন ট্রাফিক পয়েন্ট বা ট্রাফিক দ্বীপও নেই, সেকারণে সড়কে যাতায়াত কার্যকারিতা এবং সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত।

১৩.২.৭ অন্যান্য যাতায়াত মাধ্যমের অবস্থা (রেল/ নৌ/ আকাশ)

গফরগাঁও পৌরসভা সাথে রেলপথে ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলার যোগাযোগ রয়েছে।

পৌরসভার পাশে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী রয়েছে। অনেক মানুষ হোসেনপুর ও নান্দাইলে যাওয়ার জন্য নৌকায় করে এই নদী পাড় হয়।

পৌরসভায় আকাশপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই ফলে নগরবাসী বিমানে ভ্রমনের জন্য ঢাকার উপর নির্ভরশীল।

১৩.৩ ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ

১৩.৩.১ আগামী ১০ বছরের জন্য ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাস

ভ্রমণ চাহিদার ফলাফল হল বিভিন্ন শ্রেণির ভ্রমণকারীর বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত তারা, কিভাবে, কোথায় ও কখন ভ্রমণ করবে। এই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় অনেকগুলো বিষয় দ্বারা যেমন- পারিবারিক অবস্থা, ভ্রমণকারীর বৈশিষ্ট্য এবং ভ্রমণের জন্য পছন্দের গন্তব্য, পথ এবং যানবাহনের সহজপ্রাপ্যতা।

ভ্রমণ চাহিদা সম্পর্কিত পূর্বাভাস প্রণয়নের আগে, এটা স্থির করা জরুরী যে বর্তমান সমাজ ভবিষ্যতকে কিভাবে দেখতে চায়। পরিবহন ব্যবস্থা সরাসরি ভূমি ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত। ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার ধরণ অনুসরণ ক'রেই ভ্রমণ পূর্বাভাস প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত হ'লে ভ্রমণে চাহিদায়ও পরিবর্তন আসবে। ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাস নির্ধারণ প্রক্রিয়া নগর পরিবহন পরিকল্পনার মুল বিষয়। এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় ভবিষ্যৎ ভ্রমণ সংখ্যা নিরূপনের জন্য যা ভবিষ্যতে বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থার সংস্থান করবে। অনেক পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে মানুষ কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের বিবেচ্য বিষয় এবং কিভাবে তারা বিকল্প পরিবহণের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা অনুমান করা প্রয়োজন।

নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রী বা যানবাহন সংখ্যা হিসেবে ভ্রমণ চাহিদা নিরূপন করা যায় যা প্রদত্ত ভূমি ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থার অধীনে ভ্রমণ সংঘটনের আশা করা যেতে পারে।
নগর ভ্রমণে যে তিনটি বিষয় প্রভাব ফেলে-

- ভূমি ব্যবহারের স্থান ও ঘনত্ব
- এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং
- প্রাপ্ত পরিবহন সেবার ধরণ, ব্যয় ও মান

ভূমি ব্যবহার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভ্রমণ চাহিদার প্রধান নির্ধারক। কোন এলাকায় যাতায়াত সংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করে কিভাবে উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর যেমন; বিপণী বিতান, আবাসিক কমপ্লেক্স এবং অফিস ভবন ভিন্ন ভিন্ন ধরণের যাতায়াত সংখ্যা সৃষ্টি করে। মানুষের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যও পরিবহন চাহিদায় প্রভাব ফেলে। জীবনব্যবস্থা ও মূল্যবোধ প্রভাব ফেলে মানুষ তাদের সম্পদ কিভাবে পরিবহন খাতে ব্যয় করবে। যেমন-সাধারণত স্বল্প আয়ের আবাসিক এলাকার প্রতি ব্যক্তির যান্ত্রিক বাহন ব্যবহারের তুলনায় উচ্চ আয়ের আবাসিক এলাকায় ব্যক্তি প্রতি যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহারের সংখ্যা বেশী হয়।

পরিবহন সুযোগ সুবিধার সহজলভ্যতা ভ্রমণ চাহিদায় প্রভাব বিস্তার করে। ভ্রমণকারীরা বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থার দেওয়া সেবার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। যখন তারা ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ভ্রমণকালীন ব্যয়, সুবিধা, আরাম এবং নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে। পরিবহন চাহিদা নিরূপনের জন্য কর্মসংস্থান, গাড়ির মালিকানা, ভ্রমণ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা জরুরী। আর্থ-সামাজিক জরিপ কর্তৃক সংগৃহীত কিছু তথ্য উপরে উল্লেখ করা হলেও ভবিষ্যৎ ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাসে এসব তথ্য যাচাই করতে হবে।

তাছাড়া পরিকল্পনা এলাকার যাতায়াত ধরণের সার্বিক চিত্র পেতে যাতায়াত জরিপ করা হয়েছে এবং এই জরিপ যাতায়াত পূর্বাভাসের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য ভবিষ্যৎ যাতায়াত চাহিদা পূর্বাভাসে কোন মডেল আত্মীকরণে পরামর্শকদের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাধারণ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দেখা যায় পরিকল্পনা এলাকায় চলাচল জটিলতা এখনো সঙ্কটপূর্ণ নয়। অবশ্য যথাযথ পরিকল্পনা মান বজায় রাখার সময় পৌরসভাকে যাতায়াত ব্যবস্থা পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে। এজন্য সড়কের সুপারিশকৃত পরিকল্পনা মান নিম্নে দেওয়া হল:

সারণি ১৩.৫: সুপারিশকৃত সড়ক পরিকল্পনা মান

সড়ক শ্রেণি	সুপারিশকৃত প্রস্থ
প্রধান সড়ক	৩০.৪৮ - ৪৫.৭৩ মিটার (১০০-১৫০ ফুট)
মাধ্যমিক সড়ক	১৮.২৯ - ৩০.৪৮ মিটার (৬০-১০০ ফুট)
স্থানীয় সড়ক	৬.১০ - ১২.২০ মিটার (২০-৪০ ফুট)

সূত্র: ইউটিআইডিপি, এলজিইডি, ২০১০

পৌরসভার কয়েকটি প্রধান সড়কে ছোট খাট যানজট লক্ষ্য করা গেছে। সাধারনত ব্যস্ত সময়ে ৯টা থেকে ১০.০০ টা এবং ৪.০০ থেকে ৫.০০টা পর্যন্ত যানবাহনের চাপ বেশি থাকে। এছাড়া দেখা যায়, গফরগাঁওয় বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ৬.১০ মিটারের কম প্রশস্ত, যা ধারণা করা হয় ভবিষ্যতের চলাচলের জন্য একটি হুমকির কারণ হবে। ফলে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এলজিইডি'র ইউটিআইডিপি প্রকল্প থেকে পরামর্শকসহ সম্মিলিতিভাবে নির্ধারিত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী সড়কের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

১৩.৩.২ পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা বিবেচনা

পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমাগত বৃদ্ধি আবশ্যিক ভাবেই একটি অঞ্চল সহায়তা দিতে পারে এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে। পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন একচেটিয়াভাবে কর্তৃপক্ষ প্রবর্তিত পদ্ধতিতে করা হয়। বাজার পরিস্থিতি এবং নীতিগত উদ্যোগ এর উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির মালিক, প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, শহর, নগর প্রভৃতি অনবরত ছোট ছোট সিদ্ধান্ত (কিছু বড় সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত) গ্রহণ করে যার ফলে পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বাজার এবং নীতি কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কিভাবে সুবিধায় পরিবর্তিত হয় তা বোঝা জরুরী যার মাধ্যমে পূর্বাভাস, পরিকল্পনা, নীতিনির্ধারণ এবং মূল্যায়নের উন্নয়ন করা সম্ভব।

১৩.৩.৩ ভবিষ্যৎ যানবাহনের পরিমাণ এবং সেবার মান

সড়ক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্থানের যান চলাচলের গণনা বলে দেয় সেখানে যান চলাচলের পরিমাণ কত এবং যা বর্তমান চলাচলের ধরণ ও চাহিদার কতটুকু পুরণ হচ্ছে তার ওপরও প্রভাব ফেলে ।

পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে যখন পরিকল্পনা এগিয়ে যায়, তখন পরিকল্পনার মেয়াদ ও তারও পরবর্তী সময়ের জন্য যান চলাচলের পর্যায় নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন নির্ধারণে জনসংখ্যার বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে পরিবহন সুবিধার ব্যবহার বৃদ্ধি ঘটে, যার অর্থ সড়ক পথে আরও বেশি সংখ্যক যানবাহন চলাচল করবে।

পৌরসভায় বাজার মোড় ও সিনেমা হল মোড় এলাকা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগস্থল। এই ০২টি মোড়ে যানবাহনের তীব্রতা অনেক বেশি থাকে এবং এইসব স্থানে চলাচল দ্বন্দ্বও পরিলক্ষিত হয়।

সেবার পর্যায় কোন একটি নির্দিষ্ট সড়কের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য কর্মক্ষমতার মান প্রদর্শন করে। পৌরসভার উচিত এর সড়ক ব্যবস্থায় সেবা পর্যায় সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা। সেবার পর্যায় (এলওএস) সংক্রান্ত নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিচে দেয়া হল:

- কোন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং চাহিদা।
- সুযোগ-সুবিধা সরবরাহের সক্ষমতা, যা বর্তমান ও ভবিষ্যত যান চলাচলের পরিমানের জন্য সেবার পর্যায় (এলওএস) নীতি সুরক্ষার প্রয়োজন নির্ধারণ করে।
- সুযোগ সুবিধার তহবিলের সক্ষমতা, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যান চলাচলের পরিমানের জন্য সেবার পর্যায় (এলওএস) নীতি সুরক্ষার প্রয়োজন নির্ধারণ করে।

১৩.৪ পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা

১৩.৪.১ সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই শহরের সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পৌরসভার আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সংযোগ বিবেচনা করে গড়ে ওঠেনি। ফলে একটি সমন্বিত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু সড়ক পরিবহন পৌরসভার একমাত্র যাতায়াত মাধ্যম ফলে পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। নতুন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং বর্তমান সড়কের মানোন্নয়নের সুযোগ রেখে সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

১৩.৪.১.১ সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা

পরিবহন পরিকল্পনাসহ যে কোন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিকল্পা মান (প্ল্যানিং স্ট্যান্ডার্ড) হল একটি মৌলিক উপকরণ। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সড়কের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনা মান সারণি ১৩.৫ এ তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিকল্পনা মান পৌরসভাসহ অন্যান্য পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন সংস্থা ব্যবহার করবে এটিই প্রত্যাশিত।

গফরগাঁও পৌরসভার বর্তমান মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে পরামর্শক দল উক্ত মান অনুসরণ করেছেন। যানবাহন ও পথচারীদের সুবিধাজনক চলাচলের জন্য পরিকল্পনা মান অনুসরণে সমন্বিত সড়ক সংযোগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তিন ধরণের সড়ক, যেমন; পৌরসভার প্রধান সড়ক, মাধ্যমিক সড়ক এবং স্থানীয় সড়ক প্রস্তাব করা হয়েছে। মানচিত্রে সহজে খুঁজে পাওয়া ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সকল সড়কের জন্য পৃথক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি নম্বর) প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। পৌরসভার অভ্যন্তরে উন্নত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ সড়ক সংযোগ পরিকল্পনা মানচিত্র ১৩.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের তালিকা সারণি ১৩.৬ দেয়া হয়েছে।

PR-01

ওয়ার্ড নম্বর ০২ এ বর্তমান ময়মনসিংহ থেকে ০৮ নম্বর ওয়ার্ডে শ্রীপুর পর্যন্ত সড়ককে (PR-01) প্রধান সড়ক হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। সড়কটি মূলত স্থানীয় যানবাহনকে বাজার এলাকা থেকে বাইপাস করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সড়কটি পৌরসভার উত্তর অংশের সাথে দক্ষিণ অংশের সংযোগ স্থাপন করবে। সড়কের সীমানা প্রস্থ প্রস্তাব করা হয়েছে ১০০ ফুট।

PR-02

ওয়ার্ড নম্বর ০১ এ বর্তমান ময়মনসিংহ থেকে ০৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভালুকা পর্যন্ত সড়ককে (PR-০2) প্রধান সড়ক হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। সড়কটি মূলত স্থানীয় যানবাহনকে বাজার এলাকা থেকে বাইপাস করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সড়কের সীমানা প্রস্থ প্রস্তাব করা হয়েছে ১০০ ফুট।

SR-01

০১ ও ০২ নম্বর ওয়ার্ডের ময়মনসিংহ সড়ক থেকে মাধ্যমিক সড়ক SR-01 প্রস্তাব করা হয়েছে যার সীমানা প্রস্থ ৬০ ফুট।

SR-02

মাধ্যমিক সড়ক SR-02 প্রস্তাব করা হয়েছে প্রস্তাবিত ০২টি প্রধান সড়ককে যুক্ত করার জন্য যার সীমানা প্রস্থ ৬০ ফুট।

SR-03

মাধ্যমিক সড়ক SR-03 প্রস্তাব করা হয়েছে ৩য় বিকল্প সড়ক (বাইপাস রোড) হিসেবে যা ০৯ নম্বর ওয়ার্ডে শ্রীপুর সড়ক (চজ-০১) এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভালুকা সড়ককে যুক্ত করার জন্য। সড়কের সীমানা প্রস্থ ৮০ ফুট।

সারণি ১৩.৬: প্রস্তাবিত প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের তালিকা

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	সড়ক শ্রেণী	অবস্থান	সীমানা প্রস্থ (ফুট)	দৈর্ঘ্য (কিমি)
PR-01	প্রধান সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক ও শ্রীপুর সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	১০০	৪.০৬২
PR-02	প্রধান সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক ও ভালুকা সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	১০০	১.৭৯৫
SR-01	মাধ্যমিক সড়ক	ময়মনসিংহ সড়কের প্রশস্তকরন	৬০	০.৬০৯
SR-02	মাধ্যমিক সড়ক	দুইটি প্রস্তাবিত প্রধান সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	৬০	০.৭৩৭
SR-03	মাধ্যমিক সড়ক	ভালুকা সড়ক ও শ্রীপুর সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	৮০	২.৩২৮
SR-04	মাধ্যমিক সড়ক	দুইটি প্রধান সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	৬০	৩.০৯৩
মোট				১২.৬২৫

১৩.৪.১.২ বর্তমান সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রস্তাবনা

চলাচল সক্ষমতা ও নিরাপত্তা বাড়াতে যাতায়াত ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে যেসকল প্রধান সড়ক সংযোগ আছে তাদের বর্তমান ঘাটতি দূর করার মাধ্যমে সড়কের উন্নয়ন করা যেতে পারে। এজন্য সড়ক প্রশস্ত করা এবং/অথবা নির্বাচিত বাঁক, মোড় প্রভৃতি স্থানে জ্যামিতিক নকশা পুনর্গঠনের মাধ্যমে সড়কের চলাচল ও নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমান বিভিন্ন সড়কের মানোন্নয়ন প্রস্তাব সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১৩.৭: সড়ক মানোন্নয়ন প্রস্তাব

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	মানোন্নয়নের ধরন	অবস্থান	সীমানা প্রস্থ (ফুট)	দৈর্ঘ্য (কিমি)
LR-03	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০১	৩০	০.৬৭০
LR-04	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০১	২০	০.৩৬৩
LR-07	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০২	৩০	০.১৯৫
LR-08	প্রশস্তকরন	সালতিয়া সড়ক	২০	০.২৮৮
LR-09	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০২	৩০	০.২৭৪
LR-11	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৩	২০	০.৭৯৫
LR-12	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৩	২০	০.১০৭
LR-13	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৩	৪০	১.৩৯৫
LR-14	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৩	২০	০.২৪৭
LR-15	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৩	৪০	০.৮০৫
LR-16	প্রশস্তকরন	ময়মনসিংহ সড়ক	৪০	০.৫৭২
LR-20	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৪	৪০	০.৮৭৩
LR-22	প্রশস্তকরন	দেওয়ানগঞ্জ সড়ক	৪০	০.৪০৯
LR-23	প্রশস্তকরন	নদীর ঘাট সড়ক	৪০	০.২৮২
LR-24	প্রশস্তকরন	নদীর ঘাট সড়ক	৩০	০.৬৯৮
LR-25	প্রশস্তকরন	নদীর ঘাট সড়ক	৩০	০.৪৪৬
LR-26	প্রশস্তকরন	ময়মনসিংহ সড়ক	৪০	১.৯৯৫
LR-28	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৫	২০	০.২৮৪
LR-29	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৫	৪০	০.৫৭২
LR-31	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৫	৪০	১.৮০২
LR-33	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৫	২০	০.২৬৮
LR-34	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৫	২০	০.২৯৫
LR-35	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৬	৩০	০.৭৮৯
LR-36	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৬	২০	০.২৬৪
LR-38	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৬	২০	০.০৭২
LR-39	প্রশস্তকরন	বাস স্ট্যান্ড সড়ক	৩০	০.৪৮২
LR-41	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৬	৩০	০.৩৩০
LR-42	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৬	২০	০.১১৪
LR-43	প্রশস্তকরন	শিলাশি সড়ক	৩০	১.০৩৩
LR-45	প্রশস্তকরন	বাঘাইছাতি সড়ক	৩০	০.৯০৬
LR-47	প্রশস্তকরন	মুখী সড়ক	৪০	০.৯২৪
LR-49	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৭	৩০	০.৬২০
LR-50	প্রশস্তকরন	ধামাইল সড়ক	৪০	১.৪৫১
LR-51	প্রশস্তকরন	পশু হাসপাতাল সড়ক	৪০	০.৪৬৩
LR-54	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৮	২০	০.৩৮০
LR-55	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৮	২০	০.২৬৯
LR-58	প্রশস্তকরন	মহিলা কলেজ সড়ক	৩০	০.২৮০
LR-61	প্রশস্তকরন	মশাখালি সড়ক	৪০	০.৯১১
LR-62	প্রশস্তকরন	শিলাশি পশ্চিমপাড়া সড়ক	২০	০.২৭৩
LR-63	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৯	২০	০.১৬১
LR-65	প্রশস্তকরন	ধামাইল সড়ক	৩০	০.৪৯৬
LR-66	প্রশস্তকরন	ওয়ার্ড নং ০৯	২০	০.৪৩০
মোট				২৪.২৮২

১৩.৪.১.৩ প্রস্তাবিত নতুন সড়কের তালিকা

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যে কোন পরিবহন উন্নয়ন প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে। কাঠামো পরিকল্পনায় নির্দেশিত গঠন অনুযায়ী পরিবহন পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। জনগণের বিবেচনার জন্য পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট পরিবহন প্রস্তাব যেমন নতুন সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন, চলাচল ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ, গণপরিবহন সেবার সমন্বয়, যানবাহন পার্কিং নিয়ন্ত্রণ এবং সাইকেল ও পথচারী নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পৌরসভার জনসাধারণের আলোচনার জন্য এসকল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় সড়ক যেগুলো কৌশলগতভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গতিপথ নির্ধারণ স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভরশীল, সেধরণের সড়ক এই স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বর্তমান সড়ক, ভ্রমণ চাহিদার ধরণ, ভবিষ্যত নগর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এবং পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করার পর নতুন সড়কের তালিকা প্রণয়ন করা করা হয়েছে। সারণি ১৩.৮ এ বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১৩.৮: নতুন সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	সড়ক শ্রেণী	অবস্থান	সীমানা প্রস্থ (ফুট)	দৈর্ঘ্য (কিমি)
PR-01	প্রধান সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক ও শ্রীপুর সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	১০০	৪.০৬২
PR-02	প্রধান সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক ও ভালুকা সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	১০০	১.৭৯৫
SR-02	মাধ্যমিক সড়ক	দুইটি প্রস্তাবিত প্রধান সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	৬০	০.৭৩৭
SR-03	মাধ্যমিক সড়ক	ভালুকা সড়ক ও শ্রীপুর সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন	৮০	২.৩২৮
SR-04	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড নং ০২	৬০	৩.০৯৫
LR-01	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০১	৩০	০.৮৯২
LR-02	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০১	৩০	০.৬৯
LR-05	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০১	৪০	০.৬৮৬
LR-06	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০২	৩০	১.৫১৪
LR-10	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৩	২০	০.১৬৪
LR-17	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৪	৪০	০.৬২২
LR-18	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৪	২০	০.৩৭৬
LR-19	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৪	২০	০.৩২৩
LR-21	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৪	৩০	০.২১৯
LR-27	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৪	৪০	০.৩০২
LR-30	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৫	২০	০.১৮৮
LR-32	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৫	২০	০.২৪৭
LR-37	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৬	৩০	০.৫০২
LR-40	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৬	৩০	০.২৯১
LR-44	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৬	২০	০.৮১৪
LR-46	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৬	৩০	০.৪৭২
LR-48	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৭	৪০	২.৩৪৪
LR-52	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৮	২০	০.৩
LR-53	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৮	৩০	০.৫৭২
LR-56	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৮	২০	০.১১৫
LR-57	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৮	৩০	০.৩৬৯
LR-59	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৯	২০	০.৬৭৫
LR-60	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৯	৩০	০.৫১৬
LR-64	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড নং ০৯	৩০	০.১৬৬
মোট				২৫.৩৭৭

১৩.৪.২ পরিবহন সুবিধার জন্য পরিকল্পনা

১৩.৪.২.১ পরিবহন সুবিধা পরিকল্পনা

বাস টার্মিনাল

পৌরসভার পশ্চিমে ভালুকা সড়কের পাশে একটি বাস টার্মিনাল রয়েছে। বাস টার্মিনালটির সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী পৌরসভায় মোট জনগনের (৩৯২০১) বাস টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান ১.৯৬ একর। তবে গফরগাঁও এর মতো ছোট পৌরসভার ক্ষেত্রে পরামর্শকদল ১.৯৬ একরের পরিবর্তে ০.৬০৫ একর ভূমি প্রস্তাব করেছেন বাস টার্মিনালের জন্য যা শোলাহাসিয়া মৌজার ৮৭৪, ১০৬২ নম্বর প্লটে নির্মিত হবে। মানচিত্র ১৩.১ এ প্রস্তাবিত বাস টার্মিনালের অবস্থান দেখানো হয়েছে এবং বিস্তারিত তথ্য সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ট্রাক টার্মিনাল

পৌরসভায় সুনির্দিষ্ট কোন ট্রাক টার্মিনাল নেই। মালামাল পরিবহনের গুরুত্ব বিবেচনায় ভালুকা সড়কের পশ্চিম পাশে একটি ট্রাক টার্মিনালের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী পৌরসভায় মোট জনগনের (৩৯২০১) ট্রাক টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান ০.৯৮ একর। ট্রাক টার্মিনালের জন্য ০.৬৮৯ একর ভূমি বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা শোলাহাসিয়া মৌজার ৩৮৮, ৩৯২-৩৯৪, ৪০০ ও ৪০১ নম্বর দাগ নম্বরে অবস্থিত। মানচিত্র ১৩.১ এ প্রস্তাবিত ট্রাক টার্মিনালের অবস্থান দেখানো হয়েছে এবং বিস্তারিত তথ্য সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেম্পো স্ট্যান্ড

ছোট শহরে দৈনন্দিন চলাচলের জন্য রিকশা এবং টেম্পো বর্তমানে প্রধান ও সাশ্রয়ী পরিবহন। যাত্রী পরিবহনের এই দুটি যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই পৌরসভায় কোন আনুষ্ঠানিক টেম্পো বা রিকশা স্ট্যান্ড নেই। পৌরসভায় ০২ নম্বর ওয়ার্ডে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে, ০৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভালুকা সড়কের পাশে এবং ০২ নম্বর ওয়ার্ডে মহিলা কলেজ সড়কের পাশে ০৩টি টেম্পো স্ট্যান্ড স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। মানচিত্র ১৩.১ এ প্রস্তাবিত টেম্পো স্ট্যান্ডের অবস্থান দেখানো হয়েছে। টেম্পো স্ট্যান্ডের জন্য পরিকল্পনা মান হল প্রতি টেম্পো স্ট্যান্ড এর জন্য ০.২৫ একর ভূমি। বিস্তারিত সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাস থামার স্থান (বাস স্টপ)

বাস থামার স্থান একটি নির্ধারিত স্থান যেখানে যাত্রী ওঠানামার জন্য বাস থামে। এগুলোর অবস্থান সাধারণত: মহাসড়কের পাশে থাকে। বাস থামার স্থান নির্মাণ ব্যবহারের মাত্রা নির্দেশ করে। গফরগাঁও পৌরসভায় দুটি বাস থামার স্থান বা বাস স্টপ রয়েছে, একটি বর্তমান বাস টার্মিনালে এবং অপরটি মাজার মোড়ে। এই শহরে শুধুমাত্র আন্ত:উপজেলা চলাচলকারী বাস দেখা যায়, কোন নগর বাস সার্ভিস এই পৌরসভায় নেই। পৌরসভার মূল বা কেন্দ্রীয় এলাকার ভিতর দিয়ে আন্ত:উপজেলা চলাচল নিরুৎসাহিত করা দরকার। আন্ত:উপজেলা চলাচলকারী যানবাহনসমূহের জন্য একটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, যেখানে দুটি প্রধান সড়ক ও তিনটি মাধ্যমিক সড়ক মিলে বিকল্প সড়কের ভূমিকা পালন করবে এবং এর মাধ্যমে এসকল যানবাহন বাজার এলাকা এড়িয়ে যাতায়াত করতে সক্ষম হবে। সকল বাস প্রস্তাবিত বাস থামার স্থানে যাত্রী ওঠানামার জন্য থামবে।

সারণি ১৩.৯: প্রস্তাবিত পরিবহন সুবিধা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা
BT	বাস টার্মিনাল	বর্তমান বাস টার্মিনালের সম্প্রসারন	ওয়ার্ড ০৬	০.৬০৫	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৮৭৪, ১০৬২
PA-01	পার্কিং এলাকা	বাজার এলাকার নিকটে	ওয়ার্ড ০৪	০.৪২৬	মৌজা- জানমেজয় প্লট ২৪৬৭, ২৪৬৮
PA-02	পার্কিং এলাকা	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	ওয়ার্ড ০৪	০.৩৪৮	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৫১০২, ৫১১৩, ৫১১৬, ৫১১৭, ৫১২৪-৫১২৬

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা
TS-1	টেম্পো স্ট্যান্ড	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.৩৪০	মৌজা- সালতিয়া প্লট ৮৯১-৮৯৪
TS-2	টেম্পো স্ট্যান্ড	ভালুকা সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৩	০.৪২৯	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৩৫১-৩৫৩, ৩৮২-৩৮৫, ৩৮৭
TS-3	টেম্পো স্ট্যান্ড	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৯	০.২৬৪	মৌজা- শিলাশি প্লট ৩২৬৩, ৩৩২৭-৩৩২৯
TT	ট্রাক টার্মিনাল	ভালুকা সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৩	০.৬৮৯	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৩৮৮, ৩৯২-৩৯৪, ৪০০, ৪০১

১৩.৪.২.২ পার্কিং ও টার্মিনাল সুবিধা

গফরগাঁও পৌরসভায় কোন পার্কিং সুবিধা নেই। জনসাধারণ সড়কের পাশে যানবাহন পার্কিং করায় অভ্যস্ত। সড়কের উপর এ ধরণের পার্কিং এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জায়গা দখল হয়ে যায় এবং সড়কের প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়। বিশেষ ক'রে বাজার এলাকায়, যেখানে বেশ কয়েকটি বিপনী বিতান/দোকান রয়েছে সেখানে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সাপ্তাহিক হাটের দিন পার্কিং সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। টেম্পো, রিকশা ও ভ্যানের জন্য বাজারের কাছে সমন্বিত পার্কিং এলাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে যানজট সমস্যার বহুলাংশে সমাধান সম্ভব হবে।

বাজার এলাকায় যানজট কমাতে ০২টি পার্কিং এলাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। জানমেজয় মৌজার ২৪৬৭, ২৪৬৮ নম্বর প্লটে ০.৪২৬ একর এবং শোলাহাসিয়া মৌজার ৫১০২, ৫১১৩, ৫১১৬, ৫১১৭, ৫১২৪-৫১২৬ প্লটে ০.৩৪৮ একর ভূমি নিয়ে গফরগাঁও বাজারের কাসে ০২টি পার্কিং এলাকা প্রস্তাবিত হয়েছে।

বাজার এলাকায় যানজট এবং চলাচল দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনতে গফরগাঁও পৌরসভাস্থ বাজার এলাকায় সুনির্দিষ্ট পার্কিং এলাকা বাদে সকল সড়কের উপর পার্কিং নিষিদ্ধ করা উচিত।

যাত্রীদের সহজ ও আরামদায়ক যাত্রার জন্য পর্যাপ্ত টার্মিনাল সুবিধাসহ বাস ও ট্রাক টার্মিনালের ব্যবস্থা করা হবে। বাস টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় নিম্নলিখিত সেবাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

- টিকেট কাউন্টার
- যাত্রী ছাউনি
- ধোয়ামোছা ও পরিচ্ছন্নতার সুবিধা
- পণ্য বোঝাই ও নামানোর সুবিধা
- বাস পার্কিংয়ের স্থান
- শৌচাগার সুবিধা
- বিশ্রামাগার

ট্রাক টার্মিনালে যেসব সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে:

- মেরামত কেন্দ্র (ওয়ার্কশপ)
- ধোয়ামোছা ও পরিচ্ছন্নতার সুবিধা
- পণ্য বোঝাই ও নামানোর জায়গা
- ট্রাক পার্কিংয়ের স্থান
- শৌচাগার সুবিধা

১৩.৪.২.৩ বাইসাইকেল, রিক্সা ও পথচারীদের জন্যে সুবিধার উন্নয়ন

ফুটপাথ বলতে সাধারণত সড়কের চলাচল অংশের পাশে পৃথক হাটার পথ বোঝায় যা সড়কের চলাচল গতিপথ বরাবর নির্মিত। পথচারীদের চলাচলের উদ্দেশ্যে পৃথক লেন হিসেবে ফুটপাথের নকশ প্রণয়ন করা হয়। ফুটপাথ নিরাপদ এবং কোন দুর্ঘটনা থেকে পথচারীকে রক্ষা করে। গফরগাঁও পৌরসভার কোনো সড়কেই কোন ফুটপাথ সুবিধা নেই।

আবাসিক এলাকার পরিবহন ব্যবস্থা পথচারী চলাচলের অনূকূলে থাকা উচিৎ এবং বর্তমান ও নতুন উভয় আবাসিক এলাকা/পাড়া/মহল্লার ভিতর দিয়ে দ্রুত গতির ও অন্য গন্তব্যের যান চলাচল নিরুৎসাহিত করা উচিৎ। আবাসিক এলাকার সড়ক পথ ব্যবহার করে বাণিজ্যিক এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আবাসিক এলাকার সংযোগ সৃষ্টিকারী পথচারী চলাচল ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন যা পায়ে চলাচল উৎসাহিত করবে। পথচারীদের নিরাপদে চলাচলের স্বার্থে মোট ১১.৭৩২ কিমি ফুটপাথের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত সারণি ১৩.১০ এ দেয়া হয়েছে।

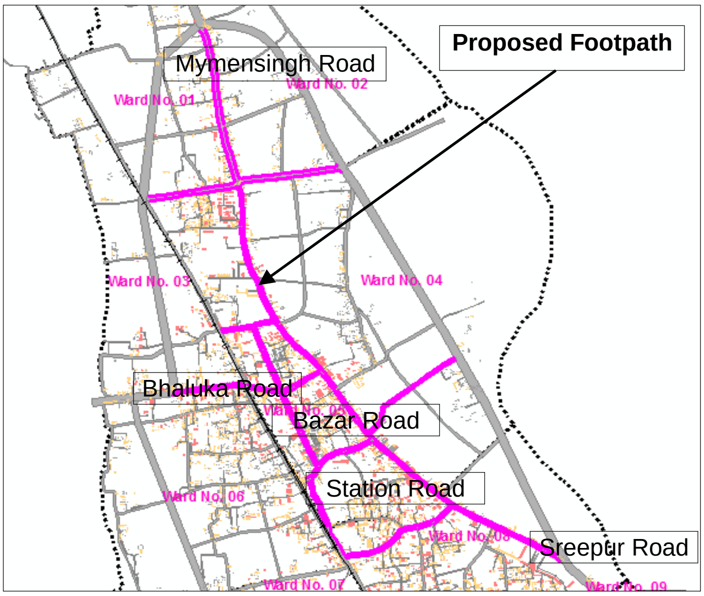

চিত্র ১৩.৪: প্রস্তাবিত ফুটপাথের গতিপথ

কম পরিমান যান চলাচল ব্যবস্থায় বিশেষত যান্ত্রিক যানবাহনের আধিক্য কম থাকায় বাংলাদেশের অধিকাংশ উপজেলা পর্যায়ের পৌর শহরের মতো গফরগাঁওয় পৃথক বাইসাইকেল/রিকশা তথা অযান্ত্রিক যানচলাচল লেন নির্মাণ আবশ্যকীয় নয়।

সারণি ১৩.১০: প্রস্তাবিত ফুটপাতের তালিকা

ক্রমিক নং	অবস্থান	দৈর্ঘ্য (কিমি)
১	ময়মনসিংহ সড়ক	৪৯৪০.২০৮
২	ভালুকা সড়ক	১১৩৭.০৫৮
৩	বাজার সড়ক	১০৪৬.৫৮১
৪	স্টেশন সড়ক	৩৫৪৯.১৩০
৫	অন্যান্য সড়ক	৪৯৪০.২০৮
মোট		১১৭৩২.৫৪২

১৩.৪.২.৪ অন্যান্য পরিবহন সুবিধা

গোল চত্বর (রাউন্ড এবাউট)

গোল চত্বর বা রাউন্ড এবাউট হচ্ছে কোন সড়কের গোলাকার সংযোগস্থল বা মোড় সাধারণত: যার কেন্দ্রে সড়ক দ্বীপ থাকে। এটি কোন মোড়ে অধিক পরিমান ঘূর্ণায়মান/চলন্ত যানবাহনকে পরিচালনা করতে পারে। গোল চত্বর বা রাউন্ডএবাউটের নিরাপত্তা সুবিধা বিশেষত: গতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার কারণে বিভিন্ন সড়ক সংযোগ স্থল বা শহর-গ্রাম প্রবেশস্থলের জন্য এটা আদর্শ। দ্বিমুখী ও একমুখী চলাচলের মধ্যে বিভাজক হিসাবে সবথেকে নিরাপদ ব্যবস্থা হিসাবে এর ব্যবহার সমাদৃত।

অযান্ত্রিক যানবাহন ও পথচারীসহ মিশ্র যাতায়াত ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিকভাবে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই গোল চত্বরের প্রবর্তন করা উচিত। বিস্তারিত তথ্য নিচের সারণি ১৩.১১ এবং অবস্থান চিত্র ১৩.৫ , ১৩.৬ ও ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১৩.১১: গফরগাঁও পৌরসভায় প্রস্তাবিত গোল চত্বরের তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর	ওয়ার্ড নং	অবস্থান
১	৪	ময়মনসিংহ সড়ক এবং প্রস্তাবিত সড়ক সংযোগস্থল
২	৫	সিনেমা হল মোড়
৩	৯	ময়মনসিংহ সড়ক, শ্রীপুর সড়ক এবং প্রস্তাবিত সড়ক সংযোগস্থল

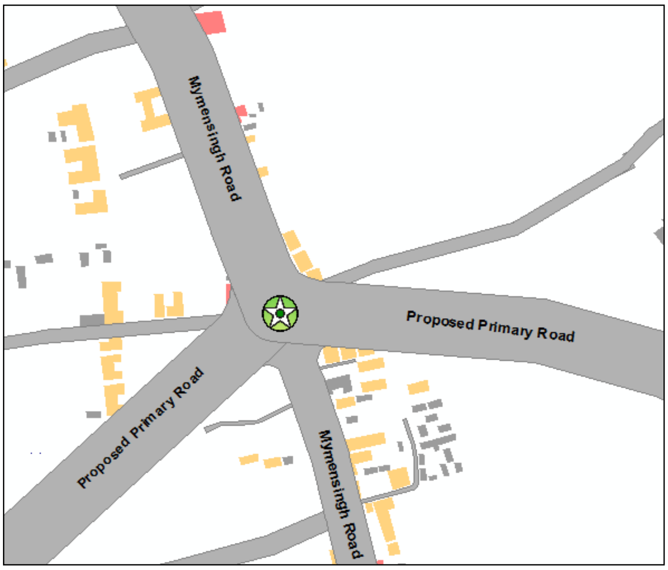

চিত্র ১৩.৫ ময়মনসিংহ সড়ক এবং প্রস্তাবিত সড়ক সংযোগস্থলে প্রস্তাবিত গোলচত্বর

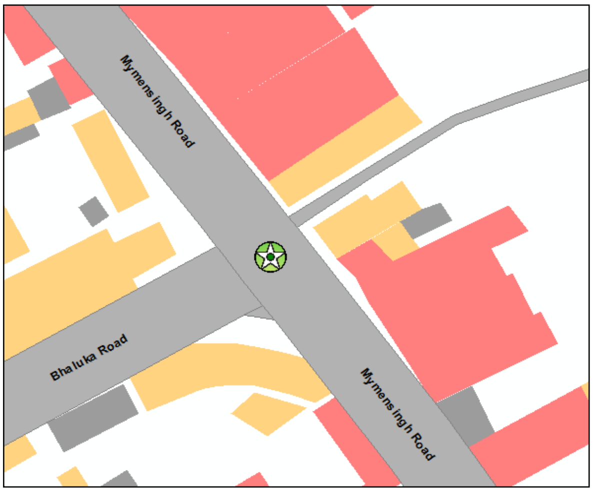

চিত্র ১৩.৬ সিনেমা হল মোড়ে প্রস্তাবিত গোলচত্বর

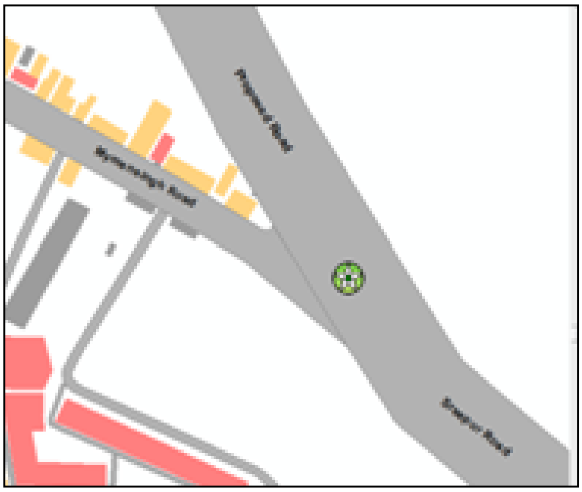

চিত্র ১৩.৭ ময়মনসিংহ - শ্রীপুর সড়ক সংযোগস্থলে প্রস্তাবিত গোলচত্বর

সড়ক বিভাজক (সেন্ট্রাল ডিভাইডার)

সড়কে উভমুখী যানবাহনের সংঘাত এড়ানোর জন্য গফরগাঁও পৌরসভার সবথেকে ব্যস্ত ০৫টি সড়কে সড়ক বিভাজক নির্মাণের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত সারণি ১৩.১২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১৩.১২: সড়ক বিভাজক প্রস্তাবনা

ক্রমিক নং	অবস্থান	দৈর্ঘ্য (কিমি)
১.	প্রস্তাবিত প্রধান সড়ক, PR-01	৩৮৬৯.৫৫৯
২.	ময়মনসিংহ সড়ক	২৪২৫.৪৩২
৩.	প্রস্তাবিত প্রধান সড়ক, PR-02	১৩৩২.২৯০
৪.	ভালুকা সড়ক	৭৫৫.৭৫৮
	প্রস্তাবিত মাধ্যমিক সড়ক SR-02	২২৩৪.৬৩৩
	মোট	১০৬১৭.৬৭২

চলাচল নির্দেশক ও সংকেত (ট্রাফিক সাইন এন্ড সিগনাল)

পথচারী এবং যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল ও নিরাপত্তার জন্য চলাচল নির্দেশক ও সংকেত প্রয়োজন হয়। এগুলো গতিপথ, গন্তব্য ও আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এছাড়া নির্দেশক ও সংকেত বিভিন্ন নিয়মাবলী, প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট স্থান ও সময় এবং দৃশ্যমান নয় এমন ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। যখন একটি চলাচল নির্দেশক সঠিকভাবে ব্যবহার করা হবে, তখন অধিকাংশ যান্ত্রিক যানবাহন বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত নিয়মাবলী ও ঝুঁকি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। চলাচল দ্বন্দ্ব ও দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনতে নিম্নলিখিত চলাচল নির্দেশক ও সংকেত বর্তমান যানবাহন চলাচলের পরিস্থিতি এবং যানবাহন ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রদর্শিত থাকবে।

- সতকর্তামূলক নির্দেশক
- নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশক
- গতি নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশক
- বাস ও সাইকেল চলাচলের নির্দেশক ও সড়ক চিহ্ন
- সড়কের উপর পার্কিং নিয়ন্ত্রণ নির্দেশক
- সড়ক চিহ্ন
- যানবাহন চলাচল পথ নির্দেশক ও সংকেত
- সকলের জন্য উন্মুক্ত সড়কের নির্দেশনামূলক সংকেত
- তথ্য সংকেত
- চলাচল সংকেত
- পথচারি পারাপার নির্দেশনা
- সড়ক মেরামত ও সাময়িক পরিস্থিতির জন্য সংকেত

১৩.৪.৩ জলপথ উন্নয়ন/মানোন্নয়নের সুযোগ

পৌরসভার পাশে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী স্থানীয় ভাবে যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়। তবে পৌরসভায় কোন নৌপথ উন্নয়ন প্রস্তাবনা নেই।

১৩.৪.৪ রেলপথ উন্নয়নের সুযোগ

গফরগাঁও পৌরসভা সাথে রেলপথে ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলার যোগাযোগ রয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত কোন উন্নয়ন প্রস্তাবনা মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১৩.৫ পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনা কৌশল (টিএসএম)

সড়কের গতিপথ নকশা প্রণয়নে কৌশল আরম্ভ হবে যানবাহন চলাচলের পূর্বে পথচারী চলাচলকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে। এই পদক্ষেপ পথচারী, সাইকেল আরোহীসহ পণপরিবহনে চলাচলকারী সমাজের বৃহত্তর অংশের বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা

নিশ্চিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই কৌশলের কারণে সকল ব্যবহারকারী স্বাচ্ছন্দের সাথে একই সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে।

১৩.৫.১ সুবিধা পরিচালনা কৌশল (ফ্যাসিলিটি অপারেশন)

- স্থানীয় সেবা কেন্দ্রসমূহে যেমন: বিপনীবিতান, স্কুল, গণপরিবহন স্থান, উন্মুক্ত স্থান প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতে সড়ক ও ভূদৃশ্যাবলীসৃজনসহ সরাসরি ফুটপাথ ও সাইকেল চলার পথের সংস্থান করা।
- সড়কে উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- পরিবেশ সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ন্যুনমত মাত্রায় কার্বণ নি:সরণ করবে এবং কম সম্পদ ও শক্তি ব্যবহার করবে এধরণের কার্যকর ও টেকসই বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থাসহ গণপরিবহন এর সংস্থান ও এখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
- সড়ক ও বাঁধ রক্ষার্থে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেন কেই বাঁধ বা সড়ক থেকে মাটি কেটে নিয়ে যেতে বা অন্য কোনভাবে ক্ষতি করতে না পারে।
- জনগণকে তাদের ট্রাক্টর ও প্রাণিবাহী গাড়ীতে যথাক্রমে লোহার রিম ও কাঠের কাঠামো ব্যবহারের পরিবর্তে রাবারের যন্ত্রাংশ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা,
- জণগনকে বাসে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন ও ট্রাকে অতিরিক্ত পণ্য পরিবহনের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং এগুলি থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করা,
- সড়কের বর্ধিত অংশ শোলডার) বা ঢালে সেচ খাল খনন করা থেকে জনগণকে বিরত রাখার বিষয়ে আরও মনোযোগী হতে হবে।

১৩.৫.২ যাতায়াত প্রবাহ (ট্রাফিক ফ্লো) ও নিরাপত্তা কৌশল

- সড়ক সংযোগের চাহিদা বিশ্লেষন পূর্বক চাহিদা অনুযায়ী শহরের সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সার্বিকভাবে সংযোগ স্থাপন করা।
- পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের সর্বাধিক প্রবেশাধিকারে প্রধান্য দেয়া
- শহরের মধ্যে পণপরিবহনের জন্য চক্রাকার গতিপথ স্থাপন (সার্কুলার রুট)
- সড়ক ব্যবস্থাপনায় সীমিত গতিতে চলাচলের সংস্থান বিবেচনা এবং পথচারি ও সাইকেল আরোহীদের সুবিধা প্রদান,
- সড়ক নিরাপত্তা ও যাতায়াত প্রবাহের গতি বাড়াতে স্বয়ংক্রিং সংকেত ব্যবস্থা গ্রহণ
- নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারীদেরকে অস্থায়ী সংকেত ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান,
- আবাসিক এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারী যানবাহন চলাচল সংরক্ষিত করা,
- সড়কের দুপাশে সুপারিশকৃত সড়ক বর্ধিতাংশ শোল্ডার) নির্মাণ,
- সকল ধরণের অনোনুমোদিত বাঁধা থেকে সড়ককে মুক্ত রাখা। এবিষয়ে সকল বাজার, দোকান, বিজ্ঞাপন বোর্ড, পরিবেসা লাইন যেমন; টেলিফোন, সড়ক বাতি, বৈদ্যুতিক খুঁটি, গাস সংযোগ লাইন প্রভৃতি স্থান্তান্তর করতে হবে।
- সড়কের উপর যদি কোন অনাকাঙ্খিত গতিরোধক থাকে তবে তা সরিয়ে ফেলা। গতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হলে ছোট ও নিচু একসারি গতিরোধক স্থাপন করা যেতে পারে।
- সড়কের উপরিভাগে যেন কখনো পানি জমে থাকতে না পাওে, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ,
- অনুমোদিত নকশা, তথ্য ও অঙ্কণ অনুযায়ী সকল সড়কে দূরত্ব নির্ধারক সংকেত (কিলোমিটার পোষ্ট) স্থাপন করা।

১৩.৫.৩ যাতায়াত ব্যবস্থাপনা কৌশল

- বিদ্যমান সকল ভৌত অবকাঠামোর কার্যকরী ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বাড়ানো। সক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ভালো সড়ক চিহ্ন, সংকেত, যাতায়াত সংকেত, সংযোগস্থলসমূহে লেন পৃথককরণ, উল্টো ঘোরা ও পৃথককরণ বাঁধা নিয়ন্ত্রণ, বাস দাঁড়াবার স্থান, পার্কিং এবং গণপরিবহণের জন্য অপেক্ষার স্থান।
- সড়ক ব্যবহারকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ যার মাধ্যমে তাদের আচরণের ধরণ অধিক কার্যকরী ও নিরাপদ পরিবহন সেবা প্রদানে সহায়ক হিসাবে পরিবতর্তিত হবে। সাধারণত এর মধ্যে এমন সব কর্মসূচি থাকবে যার মাধ্যমে সমাজের বর্তমান আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসবে, শৃঙ্খলা ও নিয়ম নীতি মেনে চলার বিষয়ে সকল ব্যবহারকারীর আগ্রহ সৃষ্টি ও আচরণ পরিবর্তন যার মাধ্যমে উন্নত পরিবহন সেবা নিশ্চিত করা যাবে।
- সকল চালকের গাড়ী চালনা সংক্রান্ত পরীক্ষা ও নিবন্ধন প্রধান পদ্ধতির মনোন্নয়ন এবং নিয়মভঙ্গকারী চালকদের জন্য পুন:প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সড়ক ব্যবহারকারীদের প্রতি সামাজিকভাবে যে আচরণ প্রত্যাশিত তা নিশ্চিতকল্পে ট্রাফিক আইন প্রয়োগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করা। প্রয়োগ কার্যক্রমর মধ্যে প্রথাগত পুলিশি কর্মকান্ড থাকলেও সাথে সাথে অনানুষ্ঠানিক ভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে যাতায়াতের বিধি-বিধান, মান আচরণ প্রভৃতি পালনে চাপ প্রয়োগ করা যেতে পাওে এবং একাজে সামাজিক/স্থানীয় নেতা বা সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

১৩.৬ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

১৩.৬.১ পরিবহন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান

গফরগাঁও পৌরসভার জন্য প্রণীত পরিবহন পরিকল্পনা পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তবায়িত হবে যেখানে সহযোগী হিসাবে সাথে থাকবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনপথ অধিদপ্তর। পরিবহন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এসকল কর্তৃপক্ষের নিম্নলিখিত নীতি, আইন ও প্রবিধান চর্চা/ব্যবহার করতে হবে।

গফরগাঁও পৌরসভায় মোটর যান চলাচলের ধরণ পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মোটর যান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ব্যবহার/প্রয়োগ করতে পারে। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মোটরগাড়ী, যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত যানবাহন প্রভৃতির নিবন্ধন, যানবাহন চলাচলের নিয়ন্ত্রণ, মোটরগাড়ী নির্মাণ, মেরামত, যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ, যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি মোকবাবেলায় মোটরযানের বীমা, বিধি লঙ্ঘন ও শাস্তির বিধান প্রভৃতি। মোটর যান বিধি, ১৯৯৭ করা হয়েছে সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত হতে পারে। এই আইনে মোটর যানের উচ্চতা, দৈঘ্য প্রভৃতি বিষয়ে নকশার মান ও পরিমাপ সম্পর্কে বিধান রয়েছে।

পরিবহন সম্পর্কিত বাংলাদেশ সরকারের আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ দলিল হল জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিমালা যা ২০০৪ সালে অনুমোদিত হয়। নীতিমালার লক্ষ্য সমূহরে মধ্যে রয়েছে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সেবার সংস্থান এবং এই সম্পর্কিত আইনী কাঠামোর মানোন্নয়ন। নীতিমালা এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যেন এটি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পণ্য বাইরে রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় হ্রাস ও বৈশ্বিক বাজারে পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয় সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নীতিমালা সড়ক, রেল ও নৌ পরিবহন সহযোগে বহুমাত্রিক মাধ্যম সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার (মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম) সূচনা করছে।

অন্যদিকে নগরবাসীর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সেবা নিশ্চিতে পৌর কর্তৃপক্ষের 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। গফরগাঁও পৌরসভার জন্য টেকসই পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে উল্লিখিত নীতি, আইন, প্রবিধান প্রয়োগ ও চর্চা করতে হবে।

১৩.৬.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়

কাঠামো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্ব-ক এর অধ্যায় ৯ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও একই কৌশলে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে এবং একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (এমইসি) গঠন করা হবে। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দশবছর

মেয়াদী (২০১১-২০২১) একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হওয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট খুব সীমিত হওয়ায় জনগনের অতি জরুরী প্রয়োজনের বিষয়কে প্রস্তাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ নিজে এই বিশাল ব্যয়ের অর্থ সংকুলান করতে সক্ষম নয়।

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রস্তাবনাসমূহ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সড়ক, সড়ক বিভাজক, গোল চত্বর প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। শহর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়-১ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে একীভূত করা হবে যা মহাপরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে (২০১১-২০১৬) বাস্তবায়িত হবে। পরামর্শকবৃন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনার ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হবে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে, পূর্ববর্তী ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদের পর। পর্যায়ক্রমিক কাজের বিস্তারিত বিবরণ সারণি ১৩.১৩ -এ দেখানো হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পর পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হবে। হালনাগাদ ও নতুন ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রনয়ন করা হবে।

সারণি ১৩.১৩: প্রস্তাবিত সড়কের বাস্তবায়ন পর্যায়

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	সড়ক শ্রেণি	অবস্থান
LR-02	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০১
LR-03	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০১
LR-04	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০১
LR-05	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০১
LR-06	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০২
LR-11	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৩
LR-13	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৩
LR-15	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৩
LR-16	স্থানীয় সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক
LR-17	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৪
LR-20	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৪
LR-21	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৪
LR-22	স্থানীয় সড়ক	দেওয়ানগঞ্জ সড়ক
LR-23	স্থানীয় সড়ক	নদীর ঘাট সড়ক
LR-24	স্থানীয় সড়ক	নদীর ঘাট সড়ক
LR-26	স্থানীয় সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক
LR-27	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৪
LR-28	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৫
LR-29	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৫
LR-31	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৫
LR-32	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৫
LR-33	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৫
LR-34	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৫
LR-35	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬
LR-36	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬
LR-39	স্থানীয় সড়ক	বাস স্ট্যান্ড সড়ক
LR-40	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬
LR-41	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬
LR-43	স্থানীয় সড়ক	শিলাশি সড়ক
LR-44	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬
LR-45	স্থানীয় সড়ক	বাঘাইছাতি সড়ক
LR-46	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬

বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	সড়ক শ্রেণি	অবস্থান
LR-51	স্থানীয় সড়ক	পশু হাসপাতাল সড়ক
LR-52	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৭
LR-53	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৭
LR-57	স্থানীয় সড়ক	মহিলা কলেজ সড়ক
LR-59	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৯
LR-61	স্থানীয় সড়ক	মশাখালি সড়ক
LR-64	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৯
LR-65	স্থানীয় সড়ক	ধামাইল সড়ক
PR-01	প্রধান সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক ও শ্রীপুর সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন
PR-02	প্রধান সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক ও ভালুকা সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন
SR-01	মাধ্যমিক সড়ক	ময়মনসিংহ সড়ক প্রশস্তকরন
SR-02	মাধ্যমিক সড়ক	প্রস্তাবিত প্রধান সড়ক এর মাঝে সংযোগ স্থাপন
SR-03	মাধ্যমিক সড়ক	ভালুকা সড়ক ও শ্রীপুর সড়কের মাঝে সংযোগ স্থাপন
SR-04	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড ০২
LR-01	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০১
LR-07	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০২
LR-08	স্থানীয় সড়ক	সালতিয়া সড়ক
LR-09	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০২
LR-10	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৩
LR-12	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৩
LR-14	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৩
LR-18	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৪
LR-19	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৪
LR-25	স্থানীয় সড়ক	নদীর ঘাট সড়ক
LR-30	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৫
LR-37	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬
LR-38	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬
LR-42	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৬
LR-54	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৭
LR-55	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৭
LR-56	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৭
LR-58	স্থানীয় সড়ক	মহিলা কলেজ সড়ক

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	সড়ক শ্রেণি	অবস্থান
LR-47	স্থানীয় সড়ক	মুখী সড়ক
LR-48	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৭
LR-49	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৭
LR-50	স্থানীয় সড়ক	ধামাইল সড়ক

বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	সড়ক শ্রেণি	অবস্থান
LR-60	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৯
LR-62	স্থানীয় সড়ক	শিলাশি পশ্চিমপাড়া সড়ক
LR-63	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৯
LR-66	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড ০৯

কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশল এর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেয়াদ সম্পন্নের পর এর সফলতা, ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মূল্যায়ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। এধরনের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পৌরসভা কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানে ভালুকো পৌরসভা এধরনের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার মতো দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ নয়। একটি পরিকল্পনার তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িত্ব মূলত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদগণের। গফরগাঁও পৌরসভায় যদি কোন পরিকল্পনাবিদ না থাকে তবে পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় করা মারাত্বকভাবে ব্যহত হবে। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে পৌরসভার নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যায় ১৪
নিষ্কাশন এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মহাপরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্ব বা খ পর্বের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায় দুটি অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশের শিরোণাম অংশ-ক: নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং অংশ-খ: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।

প্রথম অংশ তথা নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম লক্ষ্য নিষ্কাশন জলাবদ্ধতা, জলাবদ্ধতা এবং নগর বন্যা নিরসণ। এই অংশে প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ চিহ্নিত, মানোন্নয়ন ও নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য জলাধারের সাথে সম্মিলিতভাবে নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প উপায় ও সম্ভাবনাসমূহ সন্ধান করেছে। একটি সমন্বিত নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা প্রণয়ন করাই এই অংশের সার্বিক লক্ষ্য। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যা নগরবাসীর জন্য টেকসই বাসযোগ্য ও কর্মক্ষম পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে।

অংশ: ক

নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

১৪.১ ভূমিকা

এই নিষ্কাশন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো বর্তমান নিষ্কাশন সুবিধা এবং পৌর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থায় (৫.৭৫৮ বর্গ কিমি) ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা। নিষ্কাশন সংক্রান্ত জরিপের উদ্দেশ্য হল প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা ব্যবহার করা যা ভবিষ্যতে পরিকল্পনা অনুযায়ী নর্দমার নকশা তৈরিতে নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। নিষ্কাশন পরিকল্পনা গফরগাঁও পৌরসভার একটি উন্নয়ন হাতিয়ার এবং ভবিষ্যতে নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে এবং নর্দমা উন্নয়ন অনুমোদনের জন্য ব্যবহৃত হবে। অতীতে, নিষ্কাশন শব্দটি ঝড়-বৃষ্টির পানি নি:সরণে জলবিদ্যা ও জলশক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হলো জল সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সমন্বয় যার মধ্যে রয়েছে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা, বন্যা ঝুঁকি, কৃষি, শিল্প, পরিবহন, বিনোদন, আবাসনে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা, দূষণ প্রশমন প্রভৃতি। নিষ্কাশন পরিকল্পনা বৃষ্টিপাত ও বন্যার পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে। এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়া বৃষ্টিপাতের পানির প্রভাব হ্রাস করার জন্য কাঠামোগত এবং কাঠামোবহির্ভূত উভয় কৌশল বিবেচনা করবে, নিম্নে তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল-

- প্রধান নিষ্কাশন নির্গমস্থলের উন্নয়ন
- নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা
- বর্তমান প্রাকৃতিক প্রবাহসমূহের সংরক্ষণ

১৪.১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গফরগাঁও পৌরসভার নিষ্কাশন পরিকল্পনার সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হল:-

- বৃষ্টিপাত ও শহরের বর্জ্য পানি স্বচ্ছন্দে নিষ্কাষণের ব্যবস্থাকরণ
- সমগ্র এলাকা বিস্তৃত ও সক্ষম একটি সমন্বিত নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- প্রাকৃতিক প্রবাহপথের অবৈধ দখল প্রতিরোধ
- নর্দমাসমূহে বর্জ্য না ফেলার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা

১৪.১.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি ও কৌশল

নিষ্কাশন পরিকল্পনায় যুক্ত (১) নিষ্কাশন সুবিধা এবং বন্যা ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ (২) নিষ্কাশনের প্রধান প্রধান নির্গম স্থল সনাক্তকরণ এবং নির্গম স্থলের ওপর ভিত্তি করে পুরো নিষ্কাশন এলাকা কয়েকটি নিষ্কাশন অঞ্চলে বিভক্ত করা এবং (৩) সকল প্রাসঙ্গিক নকশা মান নিধারণ করা এবং (৪) নিষ্কাশন সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও আকার নিরূপন করা।

নর্দমার নকশা করা হয় অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য যা উপরে অবস্থিত অঞ্চল থেকে ভূ-পৃষ্টের প্রবাহের মাধ্যমে আসে, একই সাথে শহরের বিভিন্ন কার্যক্রমে উৎপন্ন ব্যবহৃত পানি চূড়ান্তভাবে নির্গম স্থলে নিষ্কাশিত হয়। নর্দমার নকশা প্রস্তুতের জন্য যেসকল বিষয় গণনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন তার মধ্যে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, বৃষ্টিপাত হওয়ার হার, স্থায়িত্ব প্রভৃতি এবং একটি নির্দিষ্ট বৃষ্টিপাত অঞ্চলে (প্রভাব বলয়ের) বৃষ্টিপাতের মোট প্রবাহ পথ অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ প্রভাব বলয়ের জন্য সংশোধিত যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতির (মোডিফায়েড র‌্যাশনাল মেথোড) বিকল্প হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বিত মাটি সংরক্ষণ সেবা (এসসিএস) পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

সংশোধিত যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে সমগ্র জলধারণ এলাকাকে এমনভাবে কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় যার প্রতিটি অঞ্চল পৃথকভাবে নিজ এলাকার জলসঞ্চালনে সক্ষম বা প্রতিটি এক একটি ক্ষুদ্র জল সঞ্চালন প্রভাব বলয়। এ জাতীয় অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা হয় উপযুক্ত প্রকৌশল অনুশীলন সাপেক্ষে স্থানীয় বন্ধুরতাভিত্তিক সীমানা রেখা অনুযায়ী, যেমন: সড়ক, বর্তমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি।

১৪.২ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা

১৪.২.১ ভূমিকা

নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে জরিপ শুরু এবং মহাপরিকল্পনা এলাকার উপর প্রাপ্ত প্রতিবেদন, তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। বন্যার উৎস, বর্তমান নিষ্কাশন ধরণ, বন্যা প্রবাহের ধরণ এবং মহাপরিকল্পনা এলাকায় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান চিহ্নিতকরণে গফরগাঁও পৌরসভা ও তৎসংলগ্ন এলাকা কয়েকবার পরিদর্শন করা হয়। মানচিত্র তৈরির প্রয়োজনে অবকাঠামো, নদী, খাল–বিল এবং পুকুর প্রভৃতি চিহ্নিতকরণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক সেখানে নিষ্কাশন পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা তাও অনুসন্ধান করা হয়েছে। গফরগাঁও পৌরসভার মেয়র অবহিত করেন যে গফরগাঁও পৌরসভার জন্য এধরণের কোন নিষ্কাশন পরিকল্পনা ইতোপূর্বে প্রণয়ন করা হয়নি।

১৪.২.২ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা

গফরগাঁও পৌরসভার নিষ্কাশন ব্যবস্থা জরিপের পর দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা: ১. প্রধান নর্দমা হিসেবে কাজ করে এমন সকল প্রাকৃতিক প্রবাহ (খাল, সেচ খাল প্রভৃতি), মানব সৃষ্ট নর্দমা এবং জলাধার হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এমন বিল এবং ২. ইট দিয়ে তৈরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা এবং মাটির তৈরি অগভীর মাধ্যমিক নর্দমা। গফরগাঁও পৌরসভার প্রাকৃতিক প্রবাহসমূহ ভূমির ঢাল অনুসরণ করে প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে উঠেছে ও মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করছে। জরিপ অনুযায়ী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী পৌরসভার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবে এখানে কোন খাল নেই যা মানচিত্র ১৪.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১৪.১: মহাপরিকল্পনা এলাকার নদী ও খালের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	দৈর্ঘ্য (মি)
১	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	৪৯৬১.৩০৮

সূত্র: ভৌত উপাদান জরিপ, ২০০৮-২০১০

গফরগাঁও পৌরসভায় এপর্যন্ত নির্মীত মাধ্যমিক ও ৩য় পর্যায়ের নর্দমার তালিকা সারণি ১৪.২ এ দেয়া হয়েছে। এসকল নর্দমা পৌরসভা তার বাৎসরিক উন্নয়ন তহবিল থেকে নির্মাণ করেছে। পৌরসভায় মোট ৮.৬২ কি.মি. পাকা নর্দমা নির্মিত হয়েছে।

সারণি ১৪.২: গফরগাঁও পৌরসভার বর্তমান নর্দমার তালিকা

নর্দমা সনাক্তকারী নম্বর	নর্দমার ধরন	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
7	পাকা	০.৪০	০.২৩৬
12	পাকা	০.৪০	০.২৪৯
17	পাকা	০.৪০	০.৩৯৯
19	পাকা	০.৪০	০.২৫২
23	পাকা	০.৪০	০.২৯৭
25	পাকা	০.৪০	০.৩২১
26	পাকা	০.৪০	০.৪৩২
34	পাকা	০.৪০	০.২৬০
69	পাকা	০.৪০	০.৩১১
70	পাকা	০.৯৩	০.৩২৮
মোট			৩.০৮৫

সূত্র: ভৌত উপাদান জরিপ,২০০৮-২০০১০

১৪.২.৩ ভূমির বন্ধুরতা (টপোগ্রাফি) বিশ্লেষণ

ভূমি স্তর/ ভূতল বিন্দু

পরিকল্পনা এলাকার ভূমি স্তর/ ভূতল বিন্দু (স্পট লেভেল) পরিমাপের (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা বা আরএল) জন্য টোটাল স্টেশন পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করে জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরে এসব ভূতল বিন্দু মহাপরিকল্পনা এলাকার ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিরতিতে ভূতল বিন্দুর পরিমাপ নেয়া হয়।

গফরগাঁও পৌরসভায় সংগৃহীত ভূতল বিন্দুর সংখ্যা ৮৭। গফরগাঁও পৌরসভার সর্বোচ্চ উচ্চতা ১২.১৩১ মিটার যার অবস্থান ০২ নম্বর ওয়ার্ডে এবং সালতিয়া মৌজার ৪৭১ নম্বর দাগে আর সর্বনিম্ন উচ্চতা ৭.৫৫৯ মিটার যার অবস্থান ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এবং শিলাশি মৌজার ৯৭৭ নম্বর দাগে। প্রায় ৮৫.০৫% ভূতল বিন্দুর উচ্চতা ৯ থেকে ১২ মিটারের মধ্যে। গফরগাঁও পৌর এলাকায় গড় উচ্চতা ১০.১২২ মিটার। ভূতল বিন্দুর বিস্তারিত পরিসংখ্যান সারণি ১৪.৩ ও ১৪.৪ এ উপস্থাপন করা হল।

উল্লেখ্য যে কিছু সংখ্যক ভূতল বিন্দু পৌরসভার সীমানা বাইরের সংলগ্ন এলাকায় নেয়া হয়েছে।

সারণি ১৪.৩: ভূতল বিন্দু সংক্রান্ত উপাত্তের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	ভূতল বিন্দুর একক (ইউনিট)	মান
১.	মোট ভূতল বিন্দুর সংখ্যা	৮৭
২.	গড় উচ্চতা (মিটার)	১০.১২২
৩.	সবোর্চ্চ উচ্চতা (মিটার)	১২.১৩১
৪.	নূন্যতম উচ্চতা (মিটার)	৭.৫৫৯
৫.	বিস্তার	৪.৫৭২
৬.	উচ্চতার পার্থক্য	১.০১০
৭.	আদর্শ বিচুতি	১.০০৫

সূত্র: ভূমি বন্ধুরতা জরিপ, ২০০৮-২০১০

সারণি ১৪.৪: ভূতল বিন্দুসমূহের (স্পট) উচ্চতার পার্থক্য, সংখ্যা ও অনুপাত (ইন্টারভাল, ফ্রিকোয়েন্সি ও পার্সেন্টেজ)

ক্রমিক নং	ভূতল বিন্দুসমূহের উচ্চতার পার্থক্য	ভূতল বিন্দুসমূহের সংখ্যা	%
১	৭.৫৫-৮.৫৪	৫	৫.৭৫
২	৮.৫৫-৯.৫৪	২০	২২.৯৯
৩	৯.৫৫-১০.৫৪	৩২	৩৬.৭৮
৪	১০.৫৫-১১.৫৪	২১	২৪.১৪
৫	১১.৫৪-১২.৫৫	৯	১০.৩৪
মোট		৮৭	১০০.০০

সূত্র: ভূমি বন্ধুরতা জরিপ, ২০০৮-২০১০

ভূমি বন্ধুরতার সাধারণ চিত্র

গফরগাঁও পৌরসভার ভূমি বন্ধুরতার দিক থেকে মিশ্র প্রকৃতির। পরিকল্পনা এলাকার ভূমি স্তর/ ভূতল বিন্দু পরিমাপের (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা বা আরএল) পর তা বিশ্লেষণ করে ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (মানচিত্র ৩.১ দ্রষ্টব্য)। পৌরসভার কেন্দ্রস্থল বরাবর ময়মনসিংহ সড়ক অবস্থিত। এখানে নগরায়ন পৌরসভা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে। বর্তমান ভৌত বিকাশের ধারা মূলত পৌরসভার দক্ষিণ অংশে পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদীর পশ্চিম তীরে। বর্তমান নগরায়িত এলাকা অপেক্ষাকৃত উচু যার ন্যূনতম উচ্চতা ৭.৬৮ মিটার, সর্বোচ্চ উচ্চতা ১১.৭৯ মিটার এবং গড় উচ্চতা ১০.৫৭ মিটার (পিডব্লিউডি এর মান অনুযায়ী)। ময়মনসিংহ সড়ক বরাবর ভূমি উচ্চতার পার্থক্য দেখা যায় ৯.৫৪ মিটার থেকে ১১.৯২ মিটারের মধ্যে। ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র তৈরীতে উচ্চতার পার্থক্য ০.৩ মিটার বিরতিতে সমুন্নতি রেখা সৃজন করা হয়। বিস্তৃত সমতল ভূমি সাথে নদী, খাল-বিল, সড়ক, আবাসস্থল মিলিয়ে গফরগাঁও পৌরসভার ভূপ্রকৃতি। ভূমি উচ্চতার পার্থক্য সারণি ১৪.৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১৪.৫: ওয়ার্ড ভিত্তিক ভূতল বিন্দুসমূহের (স্পট) উচ্চতার পার্থক্য

ওয়ার্ড	ভূতল বিন্দুসমূহের উচ্চতা (মিটার)		
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	গড়
১	১১.৮৫৭	১০.৮৮১	১১.৪৩০
২	১২.১৩১	৮.৮৭০	১০.০০৯
৩	১১.৫৮৩	৯.৬৩২	১০.৭০২
৪	১০.৬৯৯	৭.৬৮১	৮.৯৮০
৫	১১.৭৯৬	১১.৪৩০	১১.৫৭৫
৬	১০.৮২১	৯.৩২৭	১০.০৩৫
৭	১০.৮৫১	৯.২৩৬	৯.৯৫৮
৮	১১.৪৩০	৭.৫৫৯	৯.১০৩
৯	১১.২৭৮	৯.৬৩২	১০.৪৪০

সূত্র: ভূমি বন্ধুরতা জরিপ, ২০০৮-২০১০

১৪.২.৪ ব্যস্ততম সময়ে (পিক আওয়ার) প্রবাহের হার এবং নির্গমস্থল চিহ্নিতকরণ

প্রত্যেক নর্দমার নির্গমস্থলের আকার ও গঠন ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র ও মাঠ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত। কোন একটি জল সঞ্চালন প্রভাব বলয়ের সামগ্রিক প্রবাহ নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে:

- যে কোন স্থানে সর্বোচ্চ প্রবাহের হার ঐ স্থানে সঞ্চালন সময়ের জন্য গড় বৃষ্টিপাতের তীব্রতার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত
- সর্বোচ্চ নির্গমনের পৌন:পুণিক বিরতি গড় বৃষ্টিপাতের তীব্রতার পৌন:পুনিক বিরতির গড়ের সমপরিমাণ।
- পানি দূরতম স্থান থেকে সঞ্চালিত/বাহিত হয়ে নির্গমদ্বার অতিক্রম করতে বা কোন নির্গমস্থানে পতিত হতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ঐ সময়কালকে সঞ্চালন সময় বা টাইম অব কনসেনট্রেশন বলা হয়।

প্রবাহপথ নির্গমন বিবেচনায় দেখা যায় গফরগাঁও পৌরসভার মধ্যে দিয়ে ০১টি নদী অতিক্রম করছে তবে এখানে কোন খাল নেই। এগুলো পৌরসভার প্রাকৃতিক নিষ্কাশন প্রবাহ পথ যেখানে শহরের আংশিক এলাকার প্রবাহ নিষ্কাশিত হয়।

ভূমি বন্ধুরতা, ঢাল, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সঞ্চালণ অংশ এবং প্রবাহপথ/জলাধার প্রভৃতি বিবেচনায় গফরগাঁও পৌর এলাকার নিষ্কাশনের জন্য ০৬টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এসকল নিষ্কাশন অঞ্চলের প্রভাব বলয় এর তথ্য সারণি ১৪.৬ এ এবং অবয়ব মানচিত্র ১৪.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১৪.৬: নির্গমস্থলসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার নিষ্কাশন অঞ্চল

অঞ্চল সনাক্তকারী নম্বর	নির্গমনস্থল	প্রভাব এলাকা (একর)
অঞ্চল -১	পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদী	৬১৫.৮৭৫
অঞ্চল -২	নিচু ভূমি	১২৩.৭৪১
অঞ্চল -৩	নিচু ভূমি	৮৭.৮২৭
অঞ্চল -৪	পুকুর ও খাল	১০০.৪৫৩
অঞ্চল -৫	নিচু ভূমি	৩২৬.২৭৯
অঞ্চল -৬	নিচু ভূমি	১৬৮.৫৮
মোট		১৪২২.৭৫৫

১৪.৩ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

১৪.৩.১ নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহরের ব্যবহৃত পানি যথাযথ নিষ্কাশনের লক্ষ্যে প্রথাগত নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনুসরণে টেকসই নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। বর্তমান খাল বিলের প্রাকৃতিক ধরণ অবিকৃত রেখে একটি সমন্বিত নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ভূমি বন্ধুরতা, ঢাল, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সঞ্চালণ অংশ এবং প্রবাহপথ/জলাধার প্রভৃতি বিবেচনায় গফরগাঁও পৌর এলাকার নিষ্কাশনের জন্য কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এই অঞ্চলের ঢাল বিবেচনায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী, বাকসত্র খাল, বেলতিয়া সঙ্গন খাল ও কলঙ্গা খাল সমগ্র পৌর এলাকার পানি নিষ্কাশনে প্রধান নিষ্কাশন প্রবাহ পথ হিসাবে গণ হবে। গফরগাঁও পৌরসভার প্রধান নর্দমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৌর এলাকার অন্যান্য প্রধান, মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা থেকে পানি এসকল মুখ্য নর্দমায় নিষ্কাশিত হবে।

১৪.৩.১.১ নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) পরিকল্পনা

সাধারণতঃ নর্দমা সংযোগ পরিকল্পনা নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা ও ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এটা নতুন প্রস্তাবিত নর্দমাসহ বর্তমান নিষ্কাশন স্থাপনা, বাঁধ এবং পার্শ্বদেয়াল নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক বর্তমান ও প্রস্তাবিত নর্দমার নির্গমস্থল বর্তমান প্রাকৃতিক প্রবাহের সংযোগ ব্যবস্থা ও ও ভূমির ঢাল নির্ণয় করার পরে নির্ধারণ করতে হবে।

১৪.৩.১.২ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ উন্নয়ন প্রস্তাবনা

শহরের ভবিষ্যৎ বিকাশের ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের ফলে পানি শোষণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে এবং বর্ষা জনিত বন্যার ঝুঁকি মোকাবেলায় কিছু মাধ্যমিক নর্দমা উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সারণি ১৪.৭ এ বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৪.৭: মানোন্নয়ন প্রস্তাব সম্বলিত নর্দমার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর	বর্তমান শ্রেণি	প্রস্তাবিত শ্রেণি	অবস্থান	বর্তমান প্রস্থ (মিমি)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (মিমি)
৭	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	মাধ্যমিক নর্দমা	রেললাইন এর পাশে	৪০০	৮০০
১২	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	মাধ্যমিক নর্দমা	উপজেলা কমপ্লেক্সের পাশে	৪০০	৮০০
১৭	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	মাধ্যমিক নর্দমা	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	৪০০	৮০০
১৯	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	মাধ্যমিক নর্দমা	স্টেশন সড়কের পাশে	৪০০	৮০০
২৩	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	মাধ্যমিক নর্দমা	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	৪০০	৮০০
২৫	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	৪০০	৫০০
২৬	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	স্টেশন সড়কের পাশে	৪০০	৫০০
৩৪	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	মাধ্যমিক নর্দমা	পশু হাসপাতালের	৪০০	৮০০
৬৯	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	মাধ্যমিক নর্দমা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশে	৪০০	৮০০
৭০	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (পাকা)	প্রধান নর্দমা	ভালুকা সড়কের নিকটে	৯৩০	১৫২৪

১৪.৩.১.৩ প্রস্তাবিত নতুন নর্দমার তালিকা

বর্তমান জলাবদ্ধতা নিরসণসহ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে গড়ে তুলতে কয়েকটি নতুন নর্দমার প্রস্তাব করা হয়েছে যা সারণি ১৪.৮ এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র বিশ্লেষণ, বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন, পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণপূর্বক পর্যায়ক্রমে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিষ্কাশন মহাপরিকল্পনাকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। বর্তমান নর্দমাসহ প্রস্তাবিত নতুন নর্দমা ও অন্যান্য নিষ্কাশন অবকাঠামো মানচিত্র ১৪.৩ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১৪.৮: নতুন নর্দমার প্রস্তাবনা

প্রস্তাবিত নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	অভিমুখ	নির্গমনস্থল	দৈর্ঘ্য (কিমি)
প্রধান নর্দমা	PD-01	ওয়ার্ড ০১	১.৫২৪	উত্তর-দক্ষিণ	PD-02	০.৬২৫
	PD-02	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২৪	পশ্চিম- পূর্ব	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	০.৮২৬
	PD-04	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২৪	পশ্চিম- পূর্ব	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	১.২৩৪
	PD-05	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২৪	উত্তরপশ্চিম-দক্ষিণপূর্ব	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	১.০৬৯
	PD-06	ওয়ার্ড ০৬	১.৫২৪	পশ্চিম- পূর্ব	PD-06	০.৯১৩
	PD-07	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২৪	পূর্ব-পশ্চিম	PD-04	০.৭১৮
	PD-08	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২৪	পশ্চিম- পূর্ব	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	০.৮০৮
	PD-09	ওয়ার্ড ০৯	১.৫২৪	পশ্চিম- পূর্ব	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	১.০৬১
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-01	ওয়ার্ড ০৫	০.৭৬২	দক্ষিণপশ্চিম-উত্তরপূর্ব	PD-01	০.৮৯৩
	SD-02	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৬২	দক্ষিন-উত্তর	PD-02	০.২০৯
	SD-03	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৬২	উত্তও-দডক্ষণ	PD-03	০.৬৪৫
	SD-04	ওয়ার্ড ০৫	০.৭৬২	দক্ষিণপশ্চিম-উত্তরপূর্ব	SD-03	০.৪২০
	SD-05	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৬২	পশ্চিম- পূর্ব	PD-03	০.৪৩৪
	SD-06	ওয়ার্ড ০৫	০.৭৬২	পশ্চিম- পূর্ব	PD-08	০.২৯৯
	SD-07	ওয়ার্ড ০৫	০.৭৬২	দক্ষিণপশ্চিম-উত্তরপূর্ব	SD-03	০.৭০৭
	SD-08	ওয়ার্ড ০৬	০.৭৬২	পশ্চিম- পূর্ব	SD-07	০.৬৭৫
	SD-09	ওয়ার্ড ০৬	০.৭৬২	দক্ষিন-উত্তর	SD-08	০.৩৬২
	SD-10	ওয়ার্ড ০৭	০.৭৬২	পশ্চিম- পূর্ব	PD-08	০.৮৮৫
	SD-11	ওয়ার্ড ০৭	০.৭৬২	উত্তর-দক্ষিণ	SD-10	০.৩৬০
	SD-12	ওয়ার্ড ০৭	০.৭৬২	পশ্চিম- পূর্ব	PD-09	০.৪৪০
	SD-13	ওয়ার্ড ০৯	০.৭৬২	দক্ষিন-উত্তর	PD-08	০.৩৩১
৩য় পর্যায়ের নর্দমা	TD-01	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	পশ্চিম- পূর্ব	SD-02	০.২২২
	TD-02	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	দক্ষিন-উত্তর	SD-07	০.১৫২
	TD-03	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	পশ্চিম- পূর্ব	PD-04	০.১৮৬
	TD-04	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	পশ্চিম- পূর্ব	PD-04	০.৪০২
	TD-05	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	পশ্চিম- পূর্ব	PD-04	০.২৩১
	TD-06	ওয়ার্ড ০৬	০.৪৫৭	পশ্চিম- পূর্ব	SD-07	০.৪১৭
	TD-07	ওয়ার্ড ০৬	০.৪৫৭	উত্তর-দক্ষিণ	SD-08	০.২৫০
	TD-08	ওয়ার্ড ০৭	০.৪৫৭	উত্তর-দক্ষিণ	SD-10	০.৩১৩
	TD-09	ওয়ার্ড ০৭	০.৪৫৭	উত্তর-দক্ষিণ	SD-12	০.২৭৬
	TD-10	ওয়ার্ড ০৭	০.৪৫৭	পশ্চিম- পূর্ব	SD-13	০.২৯৮
	TD-11	ওয়ার্ড ০৮	০.৪৫৭	উত্তর-দক্ষিণ	PD-07	০.৩১৫
	TD-12	ওয়ার্ড ০৮	০.৪৫৭	উত্তরপশ্চিম-দক্ষিণপূর্ব	PD-04	০.৩০৩
	TD-13	ওয়ার্ড ০৮	০.৪৫৭	উত্তর-দক্ষিণ	PD-07	০.২৩৬
	TD-14	ওয়ার্ড ০৯	০.৪৫৭	দক্ষিন-উত্তর	PD-07	০.১৬২
	TD-15	ওয়ার্ড ০৯	০.৪৫৭	দক্ষিন-উত্তর	PD-07	০.২০১
	TD-16	ওয়ার্ড ০৯	০.৪৫৭	দক্ষিন-উত্তর	PD-08	০.৩২৯
	TD-17	ওয়ার্ড ০৯	০.৪৫৭	দক্ষিন-উত্তর	PD-08	০.২১৪
	TD-18	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	পশ্চিম- পূর্ব	SD-02	০.২২২
					মোট দৈর্ঘ্য	১৮.৬৪৩

১৪.৩.১.৪ নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্যান্য অবকাঠামোর তালিকা

গফরগাঁও পৌরসভায় বাঁধাহীন বৃষ্টির পানির প্রবাহ এবং যানবাহন চলাচলের জন্য পরামর্শকদল কিছু নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাবনা দিয়েছেন যা সারণি ১৪.৯ এ দেয়া হল:

সারণি ১৪.৯: প্রস্তাবিত নিষ্কাশন অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	ধরন	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান		ক্রমিক নং	ধরন	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান
১	কালভার্ট	Cv-01	ওয়ার্ড ০১		৩০	কালভার্ট	Cv-30	ওয়ার্ড ০৬
২	কালভার্ট	Cv-02	ওয়ার্ড ০১		৩১	কালভার্ট	Cv-31	ওয়ার্ড ০৬
৩	কালভার্ট	Cv-03	ওয়ার্ড ০১		৩২	কালভার্ট	Cv-32	ওয়ার্ড ০৬
৪	কালভার্ট	Cv-04	ওয়ার্ড ০৪		৩৩	কালভার্ট	Cv-33	ওয়ার্ড ০৭
৫	কালভার্ট	Cv-05	ওয়ার্ড ০৪		৩৪	কালভার্ট	Cv-34	ওয়ার্ড ০৭
৬	কালভার্ট	Cv-06	ওয়ার্ড ০৪		৩৫	কালভার্ট	Cv-35	ওয়ার্ড ০৭
৭	কালভার্ট	Cv-07	ওয়ার্ড ০৪		৩৬	কালভার্ট	Cv-36	ওয়ার্ড ০৭
৮	কালভার্ট	Cv-08	ওয়ার্ড ০৪		৩৭	কালভার্ট	Cv-37	ওয়ার্ড ০৯
৯	কালভার্ট	Cv-09	ওয়ার্ড ০৪		৩৮	কালভার্ট	Cv-38	ওয়ার্ড ০৮
১০	কালভার্ট	Cv-10	ওয়ার্ড ০৪		৩৯	কালভার্ট	Cv-39	ওয়ার্ড ০৮
১১	কালভার্ট	Cv-11	ওয়ার্ড ০৪		৪০	কালভার্ট	Cv-40	ওয়ার্ড ০৮
১২	কালভার্ট	Cv-12	ওয়ার্ড ০৮		৪১	কালভার্ট	Cv-41	ওয়ার্ড ০৮
১৩	কালভার্ট	Cv-13	ওয়ার্ড ০৪		৪২	কালভার্ট	Cv-42	ওয়ার্ড ০৮
১৪	কালভার্ট	Cv-14	ওয়ার্ড ০৪		৪৩	কালভার্ট	Cv-43	ওয়ার্ড ০৮
১৫	কালভার্ট	Cv-15	ওয়ার্ড ০৫		৪৪	কালভার্ট	Cv-44	ওয়ার্ড ০৮
১৬	কালভার্ট	Cv-16	ওয়ার্ড ০৪		৪৫	কালভার্ট	Cv-45	ওয়ার্ড ০৮
১৭	কালভার্ট	Cv-17	ওয়ার্ড ০৫		৪৬	কালভার্ট	Cv-46	ওয়ার্ড ০৮
১৮	কালভার্ট	Cv-18	ওয়ার্ড ০৫		৪৭	কালভার্ট	Cv-47	ওয়ার্ড ০৮
১৯	কালভার্ট	Cv-19	ওয়ার্ড ০৫		৪৮	কালভার্ট	Cv-48	ওয়ার্ড ০৯
২০	কালভার্ট	Cv-20	ওয়ার্ড ০৫		৪৯	কালভার্ট	Cv-49	ওয়ার্ড ০৯
২১	কালভার্ট	Cv-21	ওয়ার্ড ০৫		৫০	কালভার্ট	Cv-50	ওয়ার্ড ০৯
২২	কালভার্ট	Cv-22	ওয়ার্ড ০৮		৫১	কালভার্ট	Cv-51	ওয়ার্ড ০৯
২৩	কালভার্ট	Cv-23	ওয়ার্ড ০৬		৫২	কালভার্ট	Cv-52	ওয়ার্ড ০৯
২৪	কালভার্ট	Cv-24	ওয়ার্ড ০৬		৫৩	কালভার্ট	Cv-53	ওয়ার্ড ০৯
২৫	কালভার্ট	Cv-25	ওয়ার্ড ০৬		৫৪	কালভার্ট	Cv-54	ওয়ার্ড ০৯
২৬	কালভার্ট	Cv-26	ওয়ার্ড ০৬		৫৫	কালভার্ট	Cv-55	ওয়ার্ড ০৯
২৭	কালভার্ট	Cv-27	ওয়ার্ড ০৬		৫৬	কালভার্ট	Cv-56	ওয়ার্ড ০৯
২৮	কালভার্ট	Cv-28	ওয়ার্ড ০৬		৫৭	কালভার্ট	Cv-57	ওয়ার্ড ০৯
২৯	কালভার্ট	Cv-29	ওয়ার্ড ০৬					

১৪.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

১৪.৪.১ নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান

অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের সাধারন চিত্র হল মানুষ মানুষ নির্বিচারে বিশেষত: বন্যার জল ধারণের নিচু এলাকায়ও অল্প পরিমান বন্যা প্রতিরোধ সক্ষতমাসহ বসতি ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে তোলে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে যখন বড় বন্যা দেখা দেয় তখন এসকল বসতি, অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়, জন প্রশাসন ত্রাণের জন্য বিনিযোগ বা অর্থ ব্যয় করে। কাঠামোগত সমাধান অনেক ব্যয়বহুল কিন্তু যদি অবকাঠামো বা উন্নয়নের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কাঠামোগত সমাধান ব্যয়ের কয়েকগুন বেশী হয় বা সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশী হয় সেক্ষেত্রে এধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ যৌক্তিক হতে পারে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউবিডি) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (এফসিডি), বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ (এফসিডিআই) এবং অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে্ এই সংস্থা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ, বদ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরূদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। একই সাথে বিভিন্ন বাঁধ, সেচ খাল , জলকপাট, ব্যারেজ, স্লইচ, আড়াআড়ি বাঁধ, ডাইক প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে সেচ, নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রক্ষা, ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি সেবা প্রদান করছে।

নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এ প্রস্তবিত বিধানসমূহ হবে অন্যতম আইনগত ভিত্তি। জাতীয় পানি নীতিতে পানি খাত সম্পর্কে জাতীয় নীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পানি নীতির আওতায় জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিল এর সাচিবিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় যার অন্যতম দায়িত্ব জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (এনডব্লিউএমপি), পরবর্তী অবস্থার হালনাগাদ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা। জাতীয় পানি ব্যবস্থপনা মহাপরিকল্পনায় স্থাপিত কাঠামোর আওতায় সংস্তাসমূহ তাদের নিজেদের উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন কার্যক্রমে দীর্ঘ মেয়াদী ও সমন্বিত ব্যবস্থা উন্নয়নে ১৯৯৮ সালে ২৬টি উপাদান সম্বলিত বন্যা কর্মপরিকল্পনা বা ফ্লাড একশন প্লান প্রনীত হয়। কর্মপরিকল্পনায় দেশের সকল প্রধান অঞ্চলের উপর প্রকল্প নির্ভর সমীক্ষাসহ উন্নত প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী ও বাস্তবায়ন প্রবর্ধনমূলক সহায়ক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত ছিল। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উক্ত বন্যা কর্মপরিকল্পনাকেও কার্যকর ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান। যৌথ নদী কমিশন ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিনিময় করে থাকে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সকল সরকারি দপ্তর, প্রতিষ্ঠানকে বন্যা সম্পর্কিত সকল ধরণের তথ্য সরবরাহ করে। বন্যা ব্যবস্থাপনার যে অংশ পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত তা জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় পানি কাউন্সিল ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সমন্বয় করে থাকে। একইভাবে বন্যা ব্যবস্থাপনার যে অংশ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত তা জতীয় পর্যায়ে সমন্বয় করে জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বা আরও নির্দিষ্ট করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। বন্যার মতো দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সমন্বয় করে দূর্যোগ মন্ত্রণালয় এবং আন্ত:মন্ত্রণালয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

১৪.৪.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়

কাঠামো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্ব-ক এর অধ্যায়-৯ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। নিষ্কাশন পরিকল্পনাও একই কৌশলে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে এবং একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (এমইসি) গঠন করা হবে। নিষ্কাশন পরিকল্পনা দশবছর মেয়াদী (২০১১-২০২১) একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হওয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট খুব সীমিত হওয়ায় জনগনের অতি জরুরী প্রয়োজনের বিষয়কে প্রস্তাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ নিজে এই বিশাল ব্যয়ের অর্থ সংকুলান করতে সক্ষম নয়।

নিষ্কাশন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রস্তাবনাসমূহ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্তমান নর্দমার মানোন্নয়ন, নতুন নর্দমা নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। শহর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্কাশন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়-১ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে একীভূত করা হবে যা মহাপরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে (২০১১-২০১৬) বাস্তবায়িত হবে। পরামর্শকবৃন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনার ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হবে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে, পূর্ববর্তী ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদের পর। পর্যায়ক্রমিক কাজের বিস্তারিত বিবরণ সারণি ১৪.১০ -এ দেখানো হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পর নিষ্কাশন পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হবে। হালনাগাদ ও নতুন ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রনয়ন করা হবে।

সারণি ১৪.১০: প্রস্তাবিত নর্দমার বাস্তবায়ন পর্যায়

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)						বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)				
শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (কিমি)		শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (কিমি)
প্রধান নর্দমা	PD-01	ওয়ার্ড ০১	১.৫২৪	০.৬২৫		৩য় পর্যায়ের নর্দমা	TD-01	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	০.২২২
	PD-02	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২৪	০.৮২৬			TD-02	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	০.১৫২
	PD-04	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২৪	১.২৩৪			TD-03	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	০.১৮৬
	PD-05	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২৪	১.০৬৯			TD-04	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	০.৪০২
	PD-06	ওয়ার্ড ০৬	১.৫২৪	০.৯১৩			TD-05	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	০.২৩১
	PD-07	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২৪	০.৭১৮			TD-06	ওয়ার্ড ০৬	০.৪৫৭	০.৪১৭
	PD-08	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২৪	০.৮০৮			TD-07	ওয়ার্ড ০৬	০.৪৫৭	০.২৫০
	PD-09	ওয়ার্ড ০৯	১.৫২৪	১.০৬১			TD-08	ওয়ার্ড ০৭	০.৪৫৭	০.৩১৩
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-01	ওয়ার্ড ০৫	০.৭৬২	০.৮৯৩			TD-09	ওয়ার্ড ০৭	০.৪৫৭	০.২৭৬
	SD-02	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৬২	০.২০৯			TD-10	ওয়ার্ড ০৭	০.৪৫৭	০.২৯৮
	SD-03	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৬২	০.৬৪৫			TD-11	ওয়ার্ড ০৮	০.৪৫৭	০.৩১৫
	SD-04	ওয়ার্ড ০৫	০.৭৬২	০.৪২০			TD-12	ওয়ার্ড ০৮	০.৪৫৭	০.৩০৩
	SD-05	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৬২	০.৪৩৮			TD-13	ওয়ার্ড ০৮	০.৪৫৭	০.২৩৬
	SD-06	ওয়ার্ড ০৫	০.৭৬২	০.২৯৯			TD-14	ওয়ার্ড ০৯	০.৪৫৭	০.১৬২
	SD-07	ওয়ার্ড ০৫	০.৭৬২	০.৭০৭			TD-15	ওয়ার্ড ০৯	০.৪৫৭	০.২০১
	SD-08	ওয়ার্ড ০৬	০.৭৬২	০.৬৭৫			TD-16	ওয়ার্ড ০৯	০.৪৫৭	০.৩২৯
	SD-09	ওয়ার্ড ০৬	০.৭৬২	০.৩৬২			TD-17	ওয়ার্ড ০৯	০.৪৫৭	০.২১৪
	SD-10	ওয়ার্ড ০৭	০.৭৬২	০.৮৮৫			TD-18	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	০.২২২
	SD-11	ওয়ার্ড ০৭	০.৭৬২	০.৩৬০			TD-01	ওয়ার্ড ০৫	০.৪৫৭	০.২২২
	SD-12	ওয়ার্ড ০৭	০.৭৬২	০.৪৪০						
	SD-13	ওয়ার্ড ০৯	০.৭৬২	০.৩৩১						

কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের গুরুত্ব অত্যধিক। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেয়াদ সম্পন্নের পর এর সফলতা, ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মূল্যায়ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। এধরনের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পৌরসভা কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানে ভালুকো পৌরসভা এধরনের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার মতো দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ নয়। একটি পরিকল্পনার তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িত্ব মূলত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদগণের। গফরগাঁও পৌরসভায় যদি কোন পরিকল্পনাবিদ না থাকে তবে নিষ্কাশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় করা মারাত্বকভাবে ব্যহত হবে। তথাপি পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে পৌরসভার নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে, এক্ষেত্রে দক্ষ জনবল সাময়িক ভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

অংশ: খ

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

১৪.৫ ভূমিকা

১৪.৫.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ নিম্নে বিধৃত হল:

- একটি টেকসই বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি
- বাসযোগ্য পরিবেশ সম্পর্কে নাগরিকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি

১৪.৫.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি ও কৌশল

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বসবাসের সম্পূরক পরিবেশ জরিপ, সমন্বিত বাস্তুতান্ত্রিক জরিপ এবং পানির মান নির্ধারণ জরিপ। সম্পূরক বসবাসের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পানি সরবরাহ, ভূমি দূষণ, পয়ো:নিষ্কাশন ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাল ও প্রধান নর্দমা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জনসংখ্যার পুন:বসতিকরণ (রিসেটেলমেন্ট)। সমন্বিত বাস্তুতান্ত্রিক সমীক্ষার লক্ষ্য গাছপালা, জলজ সম্পদ, কৃষি ও সাংস্কৃতিক উপাদানের মত বাস্তুতান্ত্রিক উপকরণের উপর নগরায়ণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের ফলাফল নিরূপণে সমন্বিত পরিবেশগত মূল্যায়ন কার্যক্রমে সহায়তা করা। পানির মান নির্ধারণ জরিপ হল নদী, প্রাকৃতিক খাল কিংবা পুকুরের পানির নমুনা এবং এর বিশ্লেষণ। শহরের প্রয়োজনীয় পরিবেশ বর্ধনের পদক্ষেপ নিশ্চিতে এসব প্রয়োজন। অধিকন্তু, নিষ্কাশন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনে নগরায়ণের সাথে সাথে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশগত অবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় কীট পতঙ্গের প্রজনন স্থান সীমিতকরণ এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন এলাকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

১৪.৬ বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা

১৪.৬.১ ভূমিকা

গফরগাঁও পৌরসভার পরিবেশ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় প্রকার পরিবেশ নিয়ে গঠিত। মানুষ নির্মিত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি ও বাতাসের মান, জ্বালানি ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন এবং দুর্যোগ প্রশমন। মাত্রাতিরিক্ত নগরায়ণ বা যেখানে নগরায়ন প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেখানে মানুষনির্মিত পরিবেশ টেকসই হয়না। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নগরায়ণ গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো, সেবা, জ্ঞান, উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নগরে কেন্দ্রীভুত হয় আবার যুগপৎভাবে নগরকে বিকশিতও করে।

সুতরাং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে এসব পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে এবং পানি ও বায়ুর মান, জীব-বৈচিত্র্য, সম্পদ ও জ্বালানি, সামুদ্রিক সম্পদ, পরিবহন ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রশমনে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৪.৬.২ ভূ-রূপতত্ত্ব (জিও-মরফোলজি)

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে গফরগাঁও পৌর এলাকা সমতল। এই সমতল মূলত: গঙ্গা বা পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী ব্যবস্থার স্তরীভূত পলি দ্বারা গঠিত। ভূ-রূপতাত্ত্বিকভাবে গফরগাঁও এলাকা পুরাতন বক্ষপুত্র ও যমুনা নদীর বন্যা অববাহিকার অন্তর্গত।

১২.৬.৩ বর্জ্য অপসারণ

গফরগাঁও পৌরসভার বর্জ্য ও ময়লা আবর্জনার মধ্যে রয়েছে, গৃহস্থালী বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, কাঁচা বাজার এর বর্জ্য, হাসপাতাল বর্জ্য/ চিকিৎসা বর্জ্য, শৌচাগারের বর্জ্য, ইটভাটার বর্জ্য এবং সার /রাসায়নিক সংক্রান্ত বর্জ্য।

গফরগাঁও পৌরসভায় প্রতিদিন বর্জ্যর উৎপাদনের পরিমান জনপ্রতি গড়ে ২৬০ গ্রাম এবং পৌরসভার মোট উৎপাদন ৭.৬২ টন/দিন। গৃহস্থালি বর্জ্য সাধারনত নগরবাসী নিজেদের বাড়ি সংলগ্ন সড়কের নর্দমা এবং উন্মুক্ত জায়গায় ফেলে রাখে। হাসপাতাল

ও কাঁচাবাজারের বর্জ্য আশেপাশে নর্দমায়, উন্মুক্ত জায়গায় কিংবা এবং ডোবায় ফেলে, যা পরিবেশ দূষণ করে মানব স্বাস্থ্যের বিরাট ক্ষতি সাধন করে।

পৌরসভায় বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ১৬ জন অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে। এছাড়াও বর্জ্য সংগ্রহের জন্য রয়েছে ০১টি বর্জ্য অপসারণ ট্রাক এবং ০৩টি ভ্যান এবং ১২টি ডাস্টবিন।

পৌরসভায় ০৩টি কাঁচা বাজার, ০১টি পশুর হাট, ০৩টি কাঁচা বাজার, ০১টি ৫০শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০১টি অস্থায়ী বাস টার্মিনাল, স্কুল, কলেজ, সরকারি কার্যালয় এবং কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে। হাসাপাতালের বর্জ্য অপসারণ বা পুড়িয়ে ফেলার জন্য নিজস্ব কোন স্থান বা ব্যবস্থা নেই। বসতবাড়ী ও কাঁচাবাজারের বর্জ্য আশেপাশে নর্দমায়, উন্মুক্ত জায়গায় কিংবা এবং ধানক্ষেতের পাশের ডোবায় ফেলে, যা পরিবেশ দূষণ করে মানব স্বাস্থ্যের বিরাট ক্ষতি সাধন করে।

১২.৬.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গফরগাঁও পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যথাযথ নয়। পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৯৩২৫ জন এবং বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯৪। পৌরসভায় ০২টি কাঁচা বাজার, ০১টি পশুর হাট, ০১টি ৫০শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০১টি ০৩টি সিনেমা হল, ০৬টি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে। পৌরসভার মোট আয়তনের ২০% এলাকা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে যদিও তা পরিবেশবান্ধব নয়। পৌরসভায় বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ২০ জন অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে। পৌরসভায় কোন নির্দিষ্ট ডাস্টবিন এবং বর্জ্য অপসারণ ট্রাক নেই তবে ০৩টি ঠেলা গাড়ি রয়েছে।

১২.৬.৫ দূষণ

১২.৬.৫.১ পানি

প্রকৃতিতে পানি ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় উৎসে বিদ্যমান। গফরগাঁও পৌর এলাকার ভূউপরিস্থ পানির উৎস যেমন; পুকুর, ডোবা, খাল দূষিত হচ্ছে অনুপযুক্ত সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্যের অপর্যাপ্ত পরিশোধন ও অপসারণ, রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে। পৌরসভার প্রকৌশলী মহোদয়ের দাবী মতে পৌরসভায় প্রায় ৪০ শতাংশ শৌচাগার স্বাস্থ্যসম্মত। পানি দূষণের আরেকটি উৎস হল হাসপাতাল বর্জ্য। পৌর এলাকায় একটি হাসপাতাল ও ৬টি প্যাথলজিকাল পরীক্ষাগার রয়েছে যেখানে বিভিন্ন জীবানুসমৃদ্ধ বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এসকল বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার নিজস্ব কোন ব্যবস্থা হাসপাতালের নেই। এছাড়াও বসতবাড়ী ও অন্যান্য উৎসের বর্জ্য প্রায়শ:ই উন্মুক্ত স্থান, কোথাও কোথাও সড়কের পাশে, সেতু/কালভার্টের নিচে, অন্যান্য নিচু জায়গায় অপসারণ করা হয়। বর্ষা মৌসুমে এসকল বর্জ্য পানির সংস্পর্শে আসে যা পানি দূষণের অন্যতম কারণ। পানি দূষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও পোকামাকড় দমনের ঔষধের ব্যবহার। ফসলের ক্ষেত থেকে এসকল পদার্থ খাল ও নদীর পানিতে মিশ্রণের মাধ্যমে পানি দূষিত হয় যা বর্তমানে উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এধরণের দূষণ জলজ জীববৈচিত্রের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার উৎপাদিত খাদ্য পণ্যে রাসায়নিক পদার্থের পরিমান এই পরিমান বাড়য়ে দেয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

পৌরবাসীর পানীয় জলের একমাত্র উৎস নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ পানি। নগরবাসী হস্তচালিত নলকূপের মাধ্যমে খাবার পানি সংগ্রহ করে। পৌর এলাকায় ৩৯৮২টি পরিবার বসবাস করে। পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা শীত মৌসুমে ১০ ফুট পর্যন্ত থাকে যা গ্রীষ্ম মৌসুমে ২৫-৩০ ফুট পর্যন্ত নিচে নেমে যায়।

পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রচুর পরিমানে আয়রন রয়েছে। হস্তচালিত নলকূপগুলোতে মিশ্রিত আয়রন এবং ক্ষতিকারক খনিজ মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের কারন। শীতকালে হস্তচালিত নলকূপগুলো প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। পানির স্তর অতিরিক্ত নিচে নেমে যাওয়ায় (৭০-৮০ ফুট) এসময় নলকূপে পানি পাওয়া যায় না, পানিতে লোহার পরিমান অত্যধিক বেড়ে যায় যা পৌরবাসীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে।

ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের একটি সম্ভাব্য উৎস হলো পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি। ভূগর্ভস্থ উপরের এবং মধ্যবর্তী স্তর থেকে উত্তোলিত পানিতেই বেশিরভাগ সময় আর্সেনিক থাকে। ভূস্তর থেকে প্রাকৃতিকভাবে উৎসন্ন বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে আর্সেনিক সম্ভাব্য দ্রবিভূত আকারে থাকে। ধারণা করা হয় যে, পানির স্তর কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম আর্সেনিক চিহ্নিত হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভায় কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সনাক্ত করেছে। সেসব স্থানে দূষিত নলকূপের পরিবর্তে নতুন নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১৪.৬.৫.২ বায়ু

গফরগাঁও পৌরসভায় বায়ু দুষণের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, যানবাহন, বর্জ্য ফেলার স্থানসমূহ, কিছু শিল্প কারখানা, নির্মাণ কর্মকান্ড যেসকল স্থান থেকে ক্ষতিকর কণা নির্গত হয়। দ্রুত নগরায়নের ফলে গফরগাঁও পৌরসভায় যান্ত্রিক যানবাহনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু,ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক গফরগাঁও পৌরসভা ভিতর দিয়ে যাওয়ায় এখানে যানবাহন চলাচলের পরিমান অত্যন্ত বেশী। গফরগাঁও পৌরসভায় চলাচলকারী স্থানীয় বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যান্তিক যানবাহন দীর্ঘদিনের পুরানো, রক্ষণাক্ষেণ পর্যাপ্ত ও যথাযথ না হওয়ায় এসকল যানবাহন থেকে নির্ধারিত মাত্রার থেকে বেশী বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হয় যা বায়ু দূষণের একটি কারণ। উন্মুক্ত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয় যা দূর্গন্ধ সৃষ্টি করে। করাত কল ও ধান কল থেকে ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। ইটভাটা, ধানকল প্রভৃতি থেকে চিমনীর মাধ্যমে কালো ধোঁয়া তথা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় যা বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি নির্ভরশীল কী ধরণের ক্ষতিকর কণা/পদার্থ, বায়ুতে তাদের পরিমান ও মাত্রা, মানুষের বয়স স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রভৃতি সূচকের উপর। মানুষের ক্ষতি ছাড়াও বায়ু দূষণ পশুপাখি, গাছপালা ও বস্তুসংস্থানের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বায়ু দূষণের ঝুঁকি মোকাবেলায় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়মিত বাতাসের মান পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পৌর এলাকায় অবস্থিত শিল্প কারখানার ধরণ ও সংখ্যা সারণি ১৪.১১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১৪.১১: গফরগাঁও পৌরসভায় অবস্থিত শিল্প কারখানার তালিকা

ক্রমিক	শিল্প কারখানার ধরন	সংখ্যা	দূষণকারী উপাদান	শোধনাগার
১	চাল কল	১৮	ক্ষতিকর গ্যাস	প্রয়োজন নেই
২	করাতকল	৮	ধূলা,শব্দ	প্রয়োজন নেই
৩	মসলার কারখানা	১	শব্দ	প্রয়োজন
	মোট	২৭		

১৪.৬.৫.৩ শব্দ

গফরগাঁও পৌরসভায় শব্দ দূষণের পরিমান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। পৌরসভার অভ্যন্তরে রেলস্টেশন থাকায় তা শহরে উচ্চমাত্রার শব্দদূষণ সৃষ্টি করে। সবমিলিয়ে পৌর এলাকায় ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যার মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, তেলের মিল, করাত কল, ছাপাখানা, বরফ কারখানা, বেকারী এবং হালকা প্রকৌশল ওয়ার্কশপ। এদের মধ্যে করাত কল ও প্রকৌশল ওয়ার্কশপ যথেষ্ট শব্দ সৃষ্টি করে। চলন্ত যানবাহনের সৃষ্ট শব্দেও কিছু মাত্রায় শব্দ দূষণ ঘটে। এছাড়াও হাটের দিনে পণ্য বেচা কেনার জন্য প্রচুর গাড়ী ঘোড়া ও লোকসমাগম হয় যার ফলে কিছু পরিমান শব্দ দূষণ ঘটে। বাজার এলাকায় কাঠের দোকান, দর্জির দোকান ও কামারের দোকন থাকায় এগুলো যথেষ্ট পরিমান শব্দ সৃষ্টি করে।

১৪.৬.৫.৪ আর্সেনিক

পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রচুর পরিমানে আয়রন রয়েছে। হস্তচালিত নলকূপগুলোতে মিস্রিত আয়রন এবং ক্ষতিকারক খনিজ মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের কারন। শীতকালে হস্তচালিত নলকূপগুলো প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। পানির স্তর অতিরিক্ত নিচে নেমে যাওয়ায় এসময় নলকূপে পানি পাওয়া যায় না, পানিতে লোহার পরিমান অত্যধিক বেড়ে যায় যা পৌরবাসীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে।

ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের একটি সম্ভাব্য উৎস হলো পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি। ভূগর্ভস্থ উপরের এবং মধ্যবর্তী স্তর থেকে উত্তোলিত পানিতেই বেশিরভাগ সময় আর্সেনিক থাকে। ভূস্তর থেকে প্রাকৃতিকভাবে উৎসন্ন বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে আর্সেনিক

সম্ভাব্য দ্রবিভূত আকারে থাকে। ধারণা করা হয় যে, পানির স্তর কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম আর্সেনিক চিহ্নিত হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভায় কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সনাক্ত করেছে। সেসব স্থানে দূষিত নলকূপের পরিবর্তে নতুন নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১৪.৬.৬ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও স্থানীয় আপদ (হ্যাজার্ড)

১৪.৬.৬.১ ঘূর্ণিঝড়

বাংলাদেশ ঘূর্ণীঝড় প্রবণ অঞ্চল হলেও গফরগাঁও পৌরসভা ঘূর্ণীঝড়ের প্রবণতা এলাকা থেকে মোটামুটি মুক্ত। ঘূর্ণীঝড় সাধারণত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় নিয়মিত হয়ে থাকে। গফরগাঁও পৌরসভা তথা মংমনসিংহ জেলা কালবৈশাখী ও টর্নেডোর প্রকোপ থেকে মুক্ত। দেশে বর্ষ-পূর্ব মৌসুম তথা মার্চ-মে মাসে কালবৈশাখি এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর এ টর্নেডোর প্রকোপ সবথেকে বেশী হয়। টর্নেডো হটাৎ করেই স্থানীয়ভাবে সৃষ্টি হয়। কালবৈশাখীতে তীব্রবেগে ঝড়ো হাওয়া ও বজ্রপাত হয়। টর্ণেডো প্রচন্ড গতি সম্পন্ন ঘূর্নন বাতাস ও সেই সাথে বজ্রপাত সৃষ্টি করে থাকে যা মানুষের জীবন, ঘড়বাড়ী, অবকাঠামোসহ ফসলের ব্যপক ক্ষতি করে যা স্থানীয়ভাবে সহ জাতীয় অর্থনীতিতেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

১৪.৬.৬.২ নদী ভাঙ্গন

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীতে নিম্ন জোয়ারের কারনে এখানে নদী ভাঙ্গন তেমন বড় সমস্যা না। তবে গ্রীষ্মকালে অধিক পরিমান বৃষ্টিপাত, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং গ্যাস কর্তনের কারনে পৌরসভায় ভূমিক্ষয় হয়ে থাকে।

১৪.৬.৬.৩ বন্যা

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যা পৌরসভার দক্ষিণ পশ্চিম পাশে প্রবাহিত হয়েছে। পৌরসভায় বন্যার প্রকোপ নেই তবে বর্ষা মৌসুমে পৌরসভার কিছু কিছু স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। গফরগাঁও পৌরসভা দেশের স্বাভাবিক বন্যা অঞ্চলের আওতায় পড়েছে। একটি বন্যার প্রকোপ এলাকা মানচিত্র ও সেখানে গফরগাঁও পৌরসভার অবস্থান মানচিত্র ১৪.৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪.৬.৬.৪ ভূমিকম্প

ভূমিকম্প হল ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলাস্তরের মধ্য হতে নির্গত অত্যধিক পরিমান শক্তির হটাৎ নির্গমন যা তরঙ্গ আকারে চারিদিকে প্রবাহিত হয়। কোন অঞ্চলের ভূকম্পন ঘটিত কর্মকান্ড বা সিসমিসিটি ঐ এলাকায় ইতোপূর্বে নির্দিষ্ট মেয়াদে সংঘটিত ভূমিকম্পের সংখ্যা, হার, মাত্রা সম্পর্কিত বিষয় বুঝায়। বাংলাতেশের উত্তর ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল সবথেকে বেশী ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা যেখানে মাঝারী থেকে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছে।

ঝুঁকির মাত্রার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে সাধারণভাবে তিনটি ভূমিকল্প প্রবণ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে যথা; অঞ্চল-১, অঞ্চল-২ এবং অঞ্চল-৩। গফরগাঁও পৌরসভা অঞ্চল-২ এর মধ্যে অবস্থিত যা মাঝারী থেকে বড় ঝুকির নির্দেকশ। ভূমিকম্প ঝুঁকি অঞ্চল ও গফরগাঁও পৌরসভার অবস্থান মানচিত্র ১৪.৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪.৬.৬.৫ জলাবদ্ধতা

গফরগাঁও পৌর এলাকার কয়েকটি স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ পানি নিষ্কাশনে সড়কে নির্মিত সেতু, কালভার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া ও যত্রতত্র বাড়ীঘর নির্মাণ করা। জলাবদ্ধতার সমস্য মূল শহর এলাকায় বেশী হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জলাবদ্ধতা সেই সব এলাকায় ঘটছে যেখানে বাড়ীঘর সড়কের উচ্চতা থেকে কম উচ্চতায় ও পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা নর্দমা ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অত্যধিক বৃষ্টির পানির ক্ষুদ্র একটি অংশ বাষ্পীভবন ও মাটিতে শুষে নেয়র পর বৃহৎ অংশ নিষ্কাশনের অভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। কিছু কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সপ্তাহব্যপী স্থায়ী হয়। জলাবদ্ধতার সমস্যা সাধারণত জুনের শেষ দিকে আরম্ভ হয় অক্টোবর পর্যন্ত এর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

১৪.৬.৬.৬ অগ্নিকান্ড

অগ্নিকান্ড দূর্যোগ সেই অবস্থা যেখানে অগ্নিকান্ডে মানুষ, সম্পদ ও স্থাপনার স্বাভাবিকের থেকে বহুগুণ বেশী ঝুকি থাকে ও এর ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়। গফরগাঁও পৌরসভা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের দূর্যোগের কবলে পড়ে যেমন; বন্য, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড বা অন্যান্য মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ। অগ্নিকান্ড যেখানে হয়, সেখানে শুধু ভৌত ক্ষতি হয়না, মারাত্মকভাবে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণভাবে অগ্নিকান্ড ঘটে ঘনবিন্যস্ত নগর এলাকায়, যেখানে বাড়ীঘর একটির সঙ্গে অপরটি অত্যন্ত লাগোয়া, অপ্রশস্ত সড়ক, বাড়ী নির্মাণে দাহ্য উপকরণ, ভবনে দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও তারেরস গুনগত অবস্থা প্রভৃতি। এছাড়াও পানির স্বল্পতা, দক্ষতা ও সচেতনতার অভাব, এসকর সমস্যা উত্তরণে অর্থের অভাব প্রভৃতি ধীরে ধীরে অগ্নিকান্ডকে দুর্যোগে পরিনত করছে। সাধারণত: বিপনীবিতান, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা বা জনসমাগম স্থানে অগ্নিকান্ড ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়। অসচেতনতা, ইমারত নির্মাণে যথাযথ বিধি পালন না করা, নিম্নমানের বৈদ্যুতিক উপকরণ ব্যবহার, অপরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনা করা, অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে দিন দিন অগ্নিকান্ডের সংখ্যা ও এর থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়েই চলেছে।

অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্রের তথ্য মতে গফরগাঁও পৌর এলাকায় এখনো পর্যন্ত অগ্নিকান্ডের ঘটনা ও হার অত্যন্ত কম। গৃহ নির্মাণে দাহ্য উপকরণ, জ্বালানী হিসাবে কাঠ ও কেরোসিনের ব্যবহার মাঝে মাঝে এখানে বিপদের কারণ হয়।

১৪.৬.৬.৬ অন্যান্য দূর্যোগ

ঘূর্ণীঝড়, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি আপদ (হ্যাজার্ড) মাঝে মাঝে গফরগাঁও পৌরসভায় স্বল্প মাত্রায় দূর্যোগ সৃষ্টি করে। উল্লিখিত আপদ ব্যতীত গফরগাঁও পৌর এলাকায় দূর্যোগ সৃষ্টিকারী অন্য কোন আপদ এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি।

১৪.৭ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

১৪.৭.১ পরিবেশগত বিষয়সমূহের জন্য প্রস্তাবনা

১৪.৭.১.১ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

জনসংখ্যার কম ঘনত্ব ও সম্পদ ব্যবহারের নিম্ন হারের কারণে এই শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনো পরিবেশগত সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ঘনত্ব বাড়বে। সুতরাং বর্জ্য ভবিষ্যতে প্রধান পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যৎ সমস্যা বা বিপর্যয় এড়াতে আগে থেকেই সতকর্তামূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত এবং শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে চুড়ান্ত পর্যায়ে বর্জ্য অপসারণের জন্য পৌরসভার একদম পূর্ব প্রান্তে একটি বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যার সমাধানে বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম প্রর্বতন করা উচিত। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনসহ (সিবিও) পৌর কর্তৃপক্ষ বসতবাড়ি ও অন্যান্য বর্জ্য সৃষ্টিকারী স্থান থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডেই ভ্যান যাবে এবং হুইসেল দিয়ে আগমন ঘোষণা করবে। একই যান অন্য প্রতিষ্ঠান, সোসাইটি এবং কমপ্লেক্সগুলোর বর্জ্য অপসারণ করবে। এভাবে এই ব্যবস্থা পুরো শহরের বর্জ্য সংগ্রহ করবে এবং শহরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বর্জ্য স্থানান্তর স্থানে জমা করবে। পরিশেষে সকল বর্জ্য প্রস্তাবিত বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রে ফেলা হবে। পৌর কর্তৃপক্ষ বর্জ্য সংগ্রহ কাজে বাসিন্দাদের উপর ন্যূনতম ফি ধার্য করবে। দৈনন্দিন বর্জ্য সংগ্রহরে সমগ্র প্রক্রিয়াটি প্রবাহ চিত্র ১৪.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্জ্য স্থানান্তর স্থান ও বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রের তালিকা সারণি ১৪.১২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

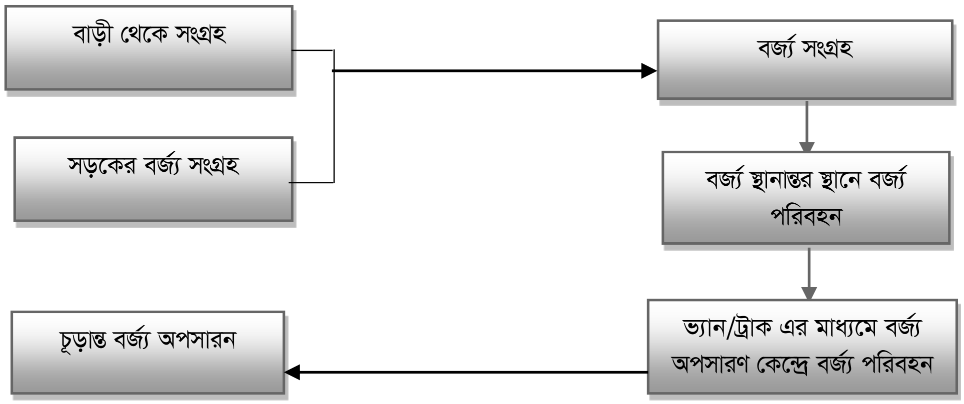

চিত্র ১৪.১২: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সার্বিক চিত্র

সারণি ১৪.১২: বর্জ্য অপসারণ সুবিধার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
WDG	বর্জ্য অপসারন কেন্দ্র	পৌরসভার উত্তর পাশে	১০.৪৮	০৪	জানমেজয়	২৭২০ ,২৭২১ ,২৭২২ ,২৭২৩ ,২৭২৪ ,২৭৬১
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	পৌরসভার মধ্য অংশ	০.১৩	০৪	জানমেজয়	২৩৮৫ ,২৩৮৬ ,২৩৮৩ ,২৩৯০
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	স্টেশন সড়কের নিকটে	০.২৬	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২৩০ , ৪২৩১ , ৪২২২

নিরসণমূলক পদক্ষেপ

১. প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করা;
২. গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বর্জ্য স্থানান্তর স্থান স্থাপন;
৩. বর্জ্য অপসারণের জন্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপন;
৪. স্বাস্থ্যকর মাটি ভরাট পদ্ধতিতে অপসারণ কেন্দ্রে বর্জ্য পরিশোধন;

১৪.৭.১.২ উন্মুক্ত স্থান, জলাশয় ও সংশ্লিষ্ট উপাদান সুরক্ষা পরিকল্পনা

উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ

বর্তমানে এখানে প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য উন্মুক্ত স্থানের হার অতি নগণ্য। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০৩১ সালে এই হার হবে ০.৫৭ একর। তবে এখানে অতিরিক্ত উন্মুক্ত স্থান স্থাপন করার তেমন কোন সুযোগ থাকবে না। এজন্য মহাপরিকল্পনা এলাকায় ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ

১. শহরের ভবিষ্যৎ পরিবেশ রক্ষায় উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
২. উন্মুক্ত স্থানের উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থায়ন করতে হবে;
৩. মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত উন্মুক্ত স্থানে কোন ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া যাবে না;
৪. উন্মুক্ত স্থান স্থাপনের জন্য জমির মালিকদের জমি দান করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

জলাশয়/নিম্নভূমি সংরক্ষণ: ভূমিগ্রাসীরা পৌরসভার মধ্যকার প্রায় সবগুলো খালই অবৈধভাবে দখল করে ফেলেছে। অনেক স্থানে খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে। এর ফলে খালগুলো সরু হয়ে বর্ষাকালে তাদের জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পৌরসভায় বন্যা ও নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়বে।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ

১. দখলারদের হাত থেকে খালসহ যে কোন জলাশয় উদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে;
২. যেখানেই খাল ভরাট করা হয়েছে সেখানে তা পুন:খনন করে দখলমুক্ত করতে হবে;
৩. সীমানা স্তম্ভ স্থাপন করে খালের এলাকা চিহ্নিত করতে হবে;
৪. খাল এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির মাঝখানে বৃক্ষরোপন করে বাফার অঞ্চল তৈরি করতে হবে।

১৪.৭.১.৩ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা

১৪.৭.১.৩.১ শিল্প

আজকের দিনে শিল্প দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এজন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্দি করা জরুরী। পরিবেশগত পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হল এমন একটি ভৌত পরিবেশ গড়ে তোলা যা এখানকার প্রতিটি পরিবার ও সমাজের জন্য সহনীয ও আরমদায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য হল এই পর্যায়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটির মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

পৌর এলাকার আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা শিল্প দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে সালতিয়া সড়কের পাশে ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে একটি শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এই শিল্প এলাকা স্থাপনে প্রস্তাবিত ভূমির পরিমান ৪৮.৬৪ একর। বর্তমানে যে সকল শিল্প আবাসিক বা অন্যাস্য পরিবেশের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো প্রস্তাবিত শিল্প এলাকায় পুনর্বাসন/স্থানান্তর করবে। সাধারণ শিল্প (সবুজ ও কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত) এবং ভারী শিল্প (কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত) স্থাপনে নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে।

যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে তা নিম্নরূপ:

- যথাযথ অঞ্চলীকরণ
- শিল্প স্থাপনা যথাযথ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে বসবাসের পরিবেশের মানোন্নয়ন করা
- প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার চারপাশে বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে বসবাসের এলাকা নিরাপদ করা,
- শিল্পাঞ্চলের জন্য গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা,
- দূষণ বিষয়ক বিভিন্ন কমিউনিটি কার্যক্রম গ্রহণ করা।

শিল্প দূষণ নিয়ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ কার্যকর ফল দিতে পারে। নগর সমস্যা সমাধানে সবথেকে ভালো উপায় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ। নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

- পৌর এলাকার ভিতরে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা,
- চলমান সকল শিল্পকে প্রস্তাবিত শিল্প অঞ্চলে স্থানান্তর,
- নতুন শিল্প স্থাপনের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যেন শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়কারী বিষয়গুলো নিরসণে যথাসাধ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে,
- যেসকল শিল্পের কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটবে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা,
- নিয়মিত শিল্প স্থাপনা পরিদর্শন করা যেন দূষিত পদার্থের নির্গমণ নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

শিল্প স্থাপনে স্থান নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হল:

- শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা,
- বিশেষ সুবিধা বা ছাড়ের প্রবর্তন
- নিয়ন্ত্রণ আরোপ

শিল্প বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়া নির্ভরশীল বর্জ্যের ধরণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সাধারনত: এমন পরিশোধন প্রস্তাব করা হয় তা যেন কিছু ব্যবহার উপযোগী উপাদান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এটা শিল্প মালিকাদের পরিশোধনাগার স্থাপনে উৎসাহিত করবে এবং পরিশোধন ব্যয় সাশ্রয়ী হবে।

১৪.৭.১.৩.২ বায়ু/পানি/মাটি/শব্দ

বায়ু

প্রতিদিন একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ গড়ে ২০০০০ লিটার বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে। প্রতিবার নিশ্বাস গ্রহণের সময় দূষিত পদার্থ গ্রহণের ঝুঁকি রয়েছে। যেহেতু গফরগাঁও পৌরসভায় দূষিত বায়ু কণা যেমন সিএফসি, ভারী ধাতব কণা, এসপিএম প্রভৃতি নি:সরণের মতো ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই এবং যানবাহনের সংখ্যাও সীমিত ফলে পরিকল্পনায় বায়ু দূষণ নিরসণে আলাদা করে কোন প্রস্তাবনা দেয়া হয়নি।

পানি

প্রকৃতিতে পানি ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় উৎসে বিদ্যমান। গফরগাঁও পৌর এলাকার ভূউপরিস্থ পানির উৎস যেমন; পুকুর, ডোবা, খাল অনুপযুক্ত সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্যের অপর্যাপ্ত পরিশোধন ও অপসারণ, রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে দূষিত হচ্ছে। পানি দূষণ বহুমাত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এটা করার সবথেকে ভালো উপায় হলো দূষিত পানিকে বিভিন্ন রাসায়নিক সহযোহে পরিশোধন করা এবং একে বিষমুক্ত পানিতে রুপান্তর করা। পানিতে অক্সিডেশন পানির স্বল্প মাত্রার রেডিওএকটি দূষণ মুক্ত করে। বেশ কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক রয়েছে যারা পানিতে জৈব ব্যকটেরিয়ার কাজ করে এবং এগুলো কীটপতঙ্গ নিধনে পেষ্টিসাইড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পানি দূষণের অন্যান্য কারণ ময়লা আবর্জনা, হাসপাতাল বর্জ্য, রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে সারের পরিমিত ব্যবহার, জৈব সারের ব্যবহার উৎসাহিতকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভূমি

ভূমি দূষণ হল মানুষের কর্মকান্ড ও অপব্যবহারের কারণে কোন এলাকার ভূস্তর বা মাটি দূষণ। এটা সাধারণত: ঘটে যখন ময়লা আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে অপসারণ করা না হয়। নগরায়ন ও শিল্পায়ন ভূমি দূষণের অন্যতম কারণ। মাটি দূষণ হল মাটিতে কঠিন বা তরল দূষিত পদার্থের মিশ্রণ যা মাটির স্বাভাবিক গুনাগুন নষ্ট কওে এবং এর ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

ভূমি দূষিত করে এমন বিভিন্ন শ্রেণির পদার্থের ধরণের মধ্যে রয়েছে পৌর বর্জ্য, নির্মাণ ও ভেঙ্গে ফেলা বর্জ্য, বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর বর্জ্য প্রভৃতি। পৌর বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে অক্ষতিকর ময়লা আবর্জনা, বসতবাড়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা, খাবারের বর্জ্য, বাজারের বর্জ্য প্রভৃতি।

শব্দ

শব্দ দূষণ মূলত মানুষ, প্রাণি বা যন্ত্র থেকে সৃষ্টি হয় যা মানুষ ও প্রাণি জগতের কাজকর্ম ও ভারসাম্যের বিপত্তি ঘটায়। জল ও বায়ু দূষণের ক্রমবর্ধমান মাত্রার সঙ্গে শব্দ দূষণ ও পৌর নাগরিকদের কাছে নতুন হুমকি হিসেবে আর্বিভূত হচ্ছে। শব্দ দূষণের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব রয়েছে যেমন: উচ্চরক্ত চাপ, মানসিক চাপ, তন্দ্রাহীনতা। উচ্চমাত্রার শব্দ নগরবাসী বিশেষ ক'রে শিশুদের শ্রবণে ও স্নায়ূতন্ত্রে মারাত্মক চাপ তৈরি করতে পারে। কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্যদেও তুলনায় প্রচুর উচ্চ মাত্রার শব্দ সৃষ্টি করে। শহর এলাকায় মোটরচালিত যান অন্যতম প্রধান শব্দ দূষণের উৎস। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে উচ্চ মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হয় সেখানে শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রহণীয় মাত্রার চেয়ে বেশী মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হলে সেখানে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিনের জন্য শব্দ নিরোধ ঘর নির্মাণ,
- কর্কশ ও তীক্ষ্ন শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ,

- শব্দ সৃষ্টিকারী শিল্প ও রেলস্টেশন আবাসিক এলাকা থেকে দুরে স্থানান্তর,
- জনসাধারনের মধ্যে প্রচারের সাধারণ যন্ত্র যেমন: মাইক প্রভৃতির অপব্যবহার রোধে যথাযথ আইনের প্রয়োগ,
- স্কুল, কলেজ, হাসপাতার প্রভৃতি স্থানে 'নি:শব্দ এলাকা' ঘোষণা ও মানতে বাধ্য করা,
- সড়কের পাশে বৃক্ষ রোপণ
- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাউড স্পকার নিষিদ্ধ করা।

১৪.৭.১.৩.৩ অন্যান্য দূষণ

উল্লিখিত দূষণ ব্যতীত গফরগাঁও পৌর এলাকায় অন্য কোন দূষণ এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি।

১৪.৭.২ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও আপদ (হ্যাজার্ড) মোকাবেলা প্রস্তাবনা

গফরগাঁও পৌরসভায় সংগঠিত হয় বা হতে পারে এমন আপদের মধ্যে বন্যা, টর্নেডো ও ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্য। বন্যা মোকাবেলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সতর্কতার সাথে বিবেচনা ও সুরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- বৃষ্টিপাতের তীব্রতা (রেইনফল ইনটেনসিটি)
- প্রবাহ গুণাঙ্ক (রান অফ কোএফিসিয়েন্ট)
- মজুত গুণাঙ্ক স্টোরেজ কোএফিসিয়েন্ট),
- প্রভাব বলয় (ক্যাচমেন্ট এরিয়া)।

যেহেতু পৌরসভায় প্রমত্তা কোন নদী নেই এবং এখানে হটাৎ বন্যা বা ফ্লাশ ফ্লাডের সম্ভাবনা নেই ফলে এখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো যেমন; বাঁধ, জলের গতিরোধক বাঁধ, জলকপাট (স্লুইস গেট), প্রবাহ নিয়ন্ত্রক (রেগুলেটর) প্রভৃতি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে মৌসুমী বন্যা মোকাবেলায় জনসচেতনতা তৈরীতে কিছু কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহন করা দরকার। বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য সরকারি স্থাপনা বন্যার সময় আক্রান্ত জনগনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়াও ভবন নির্মাণের সময় ভবনের ভিত বা প্লিন্থ লেভেল এই এলাকার বন্যা সমতলের এমন উচ্চতায় নির্মাণ করা প্রয়োজন যেন সাধারণত ১০ বছরের ফিরতি মেয়াদের বড় বন্যায়ও ভবনের ভিত তলিয়ে না যায়। টর্নেডোর ক্ষেত্রে আবহাওয়ার আগাম সংবাদ সহায়তা করতে পারে।

১৪.৭.২.১ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা পরিকল্পনা (কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ)

প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন; বন্যা, টর্নেডো, ভূমিকম্প প্রভৃতি জীবনহানিসহ পরিবেশ, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ভরশীল আক্রান্ত এলাকার মানুষ ও ব্যবস্থার প্রতিরোধ সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা। মূলত: দূর্যোগ তখন হয় যখন আপদ (হ্যাজার্ড) ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতিক্রম করে যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। প্রাকৃতিক আপদ যদি কোন ক্ষয়ক্ষতি না করে তবে তাকে দূর্যোগ বলা হয় না।

১৪.৭.২.২ আপদ মোকাবেলা পরিকল্পনা (কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ)

সকল জনপদের বিশেষত: দরিদ্র মানুষের প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দূর্যোগে আক্রান্ত ঝুঁকি (ভালনারেবিলিটি) মোকাবেলা ও গ্রহণীয় মাত্রায় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১০ সালে জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সংযোগ রেখে পৌরসভা দূর্যোগ মোকাবেলা কমিটি ' পৌরসভা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়ন করবে।

১৪.৭.২.৩ আপদসৃষ্টিকারী দখল মোকাবেলা পরিকল্পনা

দখল শব্দটি বন্যা আপদ ও নিষ্কাশন প্রবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। কতিপয় মানুষ তাদের বাড়ীঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প বা অন্য প্রতিষ্ঠান অনোনুমোদিত স্থান বা নদী, খাল, জলাশয়, নর্দমা প্রভৃতির আংশিক দখলপূর্বক নির্মাণ করেছেন যার ফলে পানি প্রবাহ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এধরণের বাঁধার ফলে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না ও তাৎক্ষনিকভাবে জলাবদ্ধতার ও দীর্ঘমেয়াদে বন্যার সৃষ্টি করে। সকল ধরণের অবৈধ দখল অপসারণ করতে হবে।

১৪.৮ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

১৪.৮.১ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান

পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রকৃতি সংরক্ষণে প্রয়োগযোগ্য প্রথম ও মুখ্য আইন হল "পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫" এবং পরবর্তী আইন হল "পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৬ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরকে আইনের বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বিভিন্ন দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ প্রয়োগসহ কার্যকার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বিভিন্ন ধরণের দূষণ প্রতিরোধে এসকল আইন কার্যকরী হাতিয়ার।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর আওতায় সকল শিল্প ও প্রকল্পকে তাদের কার্যক্রম বিবেচনায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল। ফলে পৌর কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপন অনুমোদনে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ আবশ্যিক করণ ও এই শ্রেণি অনুযায়ী শিল্প স্থাপনায় নির্দেশনা প্রণয়ন করতে পারে।

গফরগাঁও পৌর এলাকায় দূষিত গ্যাষ ও বিষাক্ত গ্যাসীয় কণা নি:সরণ নিয়ন্ত্রণে পৌরসভা মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও মোটরযান বিধিমালা ১৯৯৭ প্রয়োগ করতে পারে। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা বিভাগ পৌর এলাকার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় সরকার পৌরসভা) আইন, ২০০৯ প্রয়োগ করতে পারে।

বাংলাদেশে নীতিমালা প্রণীত হলেও এসকল নীতিমালা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনামূলক বিধি বা নির্দেশনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থা নিজেদের মত করে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে যা সবসময় কার্যকর হয়না। বাংলাদেশ মাত্রাতিরিক্তভাবে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ ও এর সঙ্গে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা মিলে এই সম্পদ দ্রুত নি:শেষ করে ফেলছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করে। ব্যপক মাত্রায় তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ, সংলাপ, সভা, আঞ্চলিক কর্মশালা, পেশাজীবি ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সংলাপের মাধ্যমে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনায় পরিবেশ বিষয়ে বেশ কিছু কার্যক্রমকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং সরকার জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করছে।

১৪.৮.২ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়

এটি উল্লেখ করা দরকার যে, বাস্তবায়ন হল কোন পরিকল্পনার প্রয়োগ। কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের গুরুত্ব অত্যধিক। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা বা'স্তবায়ন মেয়াদ সম্পন্নের পর এর সফলতা, ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মূল্যায়ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী। পৌরসভার মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনার কার্যকর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা উচিত।

অধ্যায় ১৫
নগর সেবা পরিকল্পনা

১৫.১ ভূমিকা

১৫.১.১ ভূমিকা

নগরসমূহের কাঙ্খিত বাসযোগ্য বিকাশের জন্য সংবেদনশীল নগর পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরিকল্পিত উন্নয়ন একাধিক সমস্যার সৃষ্টি করে, যা দিনে দিনে নগরবাসীর সীমাহীন দুর্ভোগের কারণ ঘটায় এবং এগুলোর প্রতিকার কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। নগর সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে পৌরসভার অবস্থা তথ্যন্ত নাজুক। পৌরসভার ভৌত অবস্থার উন্নয়নের পাশপাশি নগর সেবার পর্যাপ্ত উন্নয়ন আবশ্যক।

এই অধ্যায়ে পৌরসভার ভবিষৎ উন্নয়নে মৌলিক নগর সেবা উন্নয়ন প্রস্তাব বর্ণনা করা হয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনার আওতাভুক্ত এলাকার জন্য প্রস্তাবনাসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাব উষ্থাপন করা হবে। নগর সেবা উন্নয়ন প্রস্তাবে পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন, স্যানিটেশন, বর্জ্য অপসারণ, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, কমিউনিটি সুবিধা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মত মৌলিক নগর সেবায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গঠন অনুসন্ধান ও গুরুত্ব দিয়েছে যার মাধ্যমে নগরবাসীর প্রয়োজন পূরণে নগর সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সেবা প্রদান ও পরিবেশগত বিষয়ে উচ্চ মান বজায় রাখা সম্ভব হয়।

১৫.১.২ নগর সেবার বিষয় ও পরিধি

নগর সেবার আওতায় বিভিন্ন সেবা রয়েছে যা অনেক সময় পরিসেবা ও সামাজিক সেবার সাথে দ্বৈততা সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান পরিকল্পনায় নগর সেবা বলতে নিম্নলিখিত সেবাসমূহের উপর আলোচনা ও প্রস্তাবনা প্রদান করা হয়েছে:

- পানি সরবরাহ
- সেনিটেশন
- টেলিকমিউনিকেশন
- বিদ্যুৎ
- গ্যাস সরবরাহ

১৫.২ বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সেবাসমূহের চাহিদা নিরূপণ

১৫.২.১ ভূমিকা

আয়তন ছোট বড় যাই হোক না কেন প্রতিটি শহর/নগরকে পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা হলো নগর খাতের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য প্রতিটি শহরে পরিকল্পনা চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। পৌরসভার ভৌত অবস্থার উন্নয়নের পাশপাশি নগর সেবার পর্যাপ্ত উন্নয়ন আবশ্যক। ভৌত বিকাশ ও উন্নয়ন এমনভাবে হওয়া দরকার যেন প্রতিটি শহরের কার্যকারীতা, উৎপাদনক্ষতা, সৌন্দর্য এবং পরিবেশগত স্থায়ীত্ব বাস্তবে রূপ পায়। শহরের আয়তন, জনসংখ্যা এবং চাহিদা বিবেচনায় নগর সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে গফরগাঁও পৌরসভার অবস্থা ভালো নয়। বর্তমানে পৌরসভার পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৫.২.২ সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ

ক) সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ

পানি সরবরাহ

পৌরসভার নিজস্ব পাইপলাইন সংযোগভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই। গফরগাঁও পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর শীতকালে ৬ ফুট থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত নেমে যায়। পৌরসভার অভ্যন্তরে উত্তর দক্ষিণ অভিমুখে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহিত হওয়ায় এখানে ভূগর্ভস্থ পানির কোন সমস্যা নেই। এছাড়া শীতকালেও এসকল নলকূপে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায়। পৌরসভার শতভাগ মানুষ

নলকূপের পানি পান করে থাকে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা যেমন; কেয়ার প্রভৃতি এর সহযোগিতায় গফরগাঁও পৌরসভার পানির মান পরীক্ষা করছে। তারা আর্সেনিক ও বিভিন্ন উপাদানের অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য নতুন স্থাপিত এবং পুরাতন উভয় ধরণের বিভিন্ন নলকূপ থেকে পানির নমূনা সংগ্রহ করছে। এখনো পর্যন্ত পৌর এলাকার ভিতরে কোন নলকূপে আর্সেনিক দূষণ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে পৌরসভার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা গ্রহণযোগ্য মানের চেয়েও কম রয়েছে (০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার)। এছাড়া কোথাও কোথাও খুব অল্প পরিমানে আয়রন রয়েছে পানিতে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, গফরগাঁও পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ২৯৩২৫ জন। মোট পরিবারের সংখ্যা ৬৫১৩। পৌরসভায় মোট নলকূপের সংখ্যা ৩৯৮২ তবে সীমান্তবর্তী এলাকার গরীব মানুষদের অনেকেরই নিজস্ব নলকূপ নেই। তারা গৃহস্থালি কাজের জন্য পুকুরের পানি এবং খাওয়ার জন্য প্রতিবেশীর নলকূপের পানি সংগ্রহ করে।

পয়ো:নিষ্কাশন ও সেনিটেশন

গফরগাঁও পৌরসভায় কোন পয়:নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ শৌচাগার সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটসমৃদ্ধ। এই পৌরসভা তার জনসংখ্যার ১০০% শতাংশকে স্যানিটেশনের আওতায় এনেছে। মোট জনসংখ্যার ৮৮% সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটসমৃদ্ধ শৌচাগার ব্যবহার করে। এই ধরনের শৌচাগার ব্যবহার করে সরকারী-আধা সরকারী কার্যালয়, বিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নত বাসা বাড়ীতে। মোট জনগনের ১৫% সোকপিটসমৃদ্ধ শৌচাগার ব্যবহার করে যা সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষরা ব্যবহার করে। ১২ শতাংশ মানুষ আধা পাকা শৌচাগার ব্যবহার করে। এসকল কম খরচের শৌচাগার পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গরিব মানুষদের সরবরাহ করে থাকে। পৌরসভায় বাজার এলাকায় ০১টি পাবলিক টয়লেট রয়েছে। স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান সংস্থা জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভা। অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী সংস্থা যেমন; ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, এবং অন্যান্য এনজিও সহযোগী ও অংশীদার সংস্থা হিসাবে কাজ করে।

বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) গফরগাঁও পৌরসভায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় এলাকায় অবস্থিত সাব-স্টেশন থেকে গফরগাঁও পৌরসভায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। পৌর এলাকায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মোট ৬১১টি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে বিভিন্ন দোকান, অফিস প্রভৃতি স্থানে, ২২টি সংযোগ দিয়েছে হাসপাতালে এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, ০৯টি সংযোগ দিয়েছে কৃষিজ উপকরনে এবং আবাসিক সংযোগ দিয়েছে মোট ২৪৫৬টি।

শীত মৌসুমে যখন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং কৃষি যন্ত্রপাতির কার্যক্রম চালু থাকে তখন বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ থাকে। নতুন সংযোগ প্রধানের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা পর্যাপ্ত সরবরাহ ও সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের অভাব।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মনোন্নয়ন

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে মহাপরিকল্পনায় দুটি বিকল্প পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে;

১) বিদ্যুৎ সরবরাহ: গফরগাঁও পৌরসার নগরবাসী অত্যধিক পরিমান বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও কম ভোল্টেজ সংক্রান্ত বিদ্যুৎ সমস্যায় আক্রান্ত, যার ফলে বাড়ীঘরের কাজ, শিল্প উৎপাদন ও সেচ কাজের জন্য পানি সরবরাহে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ভোল্টেজ প্রয়োজনীয় মাত্রায় স্থির রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমান বাড়ানো ও নতুন সংযোগ দেয়ার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে।

২) সৌর বিদ্যুৎ: বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে ও সরবরাহ ব্যবস্থাকেন্দ্রিক বিদ্যুতের একটি ভাল ও পরিবেশ বান্ধব বিকল্প হতে পারে সৌর বিদ্যুত। সৌর বিদ্যুৎ দুই ধরণের হয়; একটি তাপ শক্তি বিভিন্ন কাজে যেমন; তাপ দেয়া, ঠান্ডা করা, শুকানো এবং শীতল করা বা জমানোর কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অপর ধরণ হলো ফটোভোল্টাটিক শক্তি। এই শক্তি বাংলাদেশে কাজে লাগানো যেতে পারে। সৌর বিদ্যুতের উৎপাদনের পরিমান সূর্য রশ্মি কী পারিমান পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে। সৌর শক্তি থেকে কয়েক ভোল্ট থেকে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় যা প্রথাগত বিদ্যুতের পাশাপাশি সংযুক্ত করা যাবে। এটা যে

কোন স্থানে যেমন; বাজার, পৌরসভা কার্যালয় বা এমন কোন ভবন বা বাড়ী যা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আওতার বাইরে স্থাপন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। এই প্রসঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।

সড়ক বাতির মানোন্নয়ন

সড়ক আলোকিত করা বা সড়ক বাতি স্থাপনের দায়িত্ব পৌরসভার। পৌর কর্তৃপক্ষের পৌরসভার মূল এলাকা ও বসতি অঞ্চলে প্রধান সড়কসমূহে সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। সড়ক আলোকিত করা প্রধান সুবিধাগুলো হল; সড়ককে নিরাপদ করে তোলা ও দূর্ঘটনা প্রতিরোধ করা। এছাড়াও আলোকিত সড়ক সংযোগস্থল বা মোড় অন্ধকারাচ্ছন্ন মোড় অপেক্ষা অনেক কম দূর্ঘটনা ঘটে।

প্রতি সড়ক আলোকিত করার প্রধান প্রধান সমালোচনা হল; এটির অপব্যবহার হলে তা দূর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ও আলো দূষণেরও কারণ। রাতের বেলায় প্রচুর আলোর বা সরাসরি চোখে আলো পড়ার কারণে গাড়ী চালকের হটাৎ করে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত বিপদজনক। এটাও দেখা যায় যে, সড়ক বাতী এমন সব খুঁটিতে ঝোলানো হয়েছে যেখানে তার পেচানো থাকে যা বিপদজনক, যেমন; টেলিফোন বা অন্য পরিসেবার খুঁটি।

গ্যাস সরবরাহ

গফরগাঁও পৌরসভায় এখনো গ্যাস সংযোগ পৌঁছায়নি। ব্যয় সাশ্রয়ী ও বাজারে সহজলভ্য হওয়ায় এখানকার অধিকাংশ মানুষ জ্বালানী হিসাবে কাঠ ব্যবহার করে। কিছু মানুষ জ্বালানী হিসাবে তুষকাঠ ব্যবহার করে যা ইদানীং বিকল্প জ্বালানী হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অল্প কিছু পরিবার যারা মূলত উচ্চবিত্ত ও বনেদী ঘরের তারা জ্বালানী হিসাবে তরল গ্যাস (এলপিজি) ব্যবহার করে। এছাড়াও মোটরগাড়ীতে জ্বালানী হিসাবে গ্যাসের সাথে সাথে ডিজেল ও পেট্রোল ব্যবহার করা হয়। পৌর এলাকায় কোন গ্যাস স্টেশন নেই।

টেলিফোন: পৌর এলাকায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লি: (বিটিসিএল) একমাত্র ল্যান্ড ফোন বা স্থায়ী ফোন সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। মোবাইল ফোন সংযোগ প্রদানকারী সকল কোম্পানী যেমন; গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি, এয়ারটেল, সিটিসেল এখানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গফরগাঁওয়ে বিটিসিএল এর ৫১২ সংযোগ লাইন ক্ষমতার একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রয়েছে যার অবস্থান চর লেঙ্গুয়াতে। বিটিসিএল পৌরএলাকায় মোট ৩১৭টি সংযোগ প্রদান করেছে পৌরবাসীর মধ্যে যার শতকরা অনুপাত ৭%।

খ) নগর সেবার ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ

নগর সেবা বিশেষত: পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সাবস্টেশন, গ্যাস, বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র, বর্জ্য স্থানান্তর স্থান এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর ভবিষ্যৎ চাহিদা পরবর্তী অনুচ্ছেদ এ উল্লেখ করা হলো:

বিভিন্ন পরিসেবা প্রক্ষেপণ বা ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পদ্ধতি রয়েছে যেসকল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে স্ব স্ব পদ্ধতির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য উপাত্ত থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিশেষত: পৌরসভা পর্যায়ে তথ্য উপাত্তের অভাবে এসকল পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে পরিকল্পনা দল পরিকল্পনা মান অনুসরণপূর্বক ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। পৌরসভার বর্তমান পরিসেবা যথেষ্ট নয় এবং কোন মান অনুসরণ ব্যতিরেকে পরিসেবা স্থাপন করা হয়েছিল। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর (পিএমও) থেকে নগর পরিকল্পনাবিদগণ এবং সকল প্যাকেজের দলনেতাগণ উদ্যোগী হয়ে কাজ করেন এবং পৌরসভার অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন পরিসেবার ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপনের /প্রক্ষেপণের জন্য পরিকল্পনা মান নির্ধারণ করেন। ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণে নিম্নে উল্লেখিত এসব পরিকল্পনা মান বিবেচনা করা হয়েছে এবং গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পরিসেবার মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করার উপর।

পরিকল্পনা মান অনুযায়ী পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতি ২০০০০ মানুষের জন্য ১ একর ভূমি প্রয়োজন। অন্যদিকে, এই পৌরসভায় ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা হবে ৩৯২০১ জন। পরিকল্পনা মান অনুসরণে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ে উক্ত জনসংখ্যার পানি সরবরাহ অবকাঠামো ব্যবস্থার জন্য ১.৯৬ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। নিচের সারণিতে (সারণি ১৫.১) প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসেবার ভবিষ্যৎ চাহিদা উল্লেখ করা হলো:

সারণি ১৫.১: প্রক্ষেপিত নগর সেবা

নগর সেবাসমূহ (পরিসেবা)	প্রক্ষেপিত ভূমি (২০৩১ সাল পর্যন্ত)
পানি সরবরাহ	০.৯৮
বিদ্যুৎ সাব স্টেশন	১.৯৬
বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	১০
বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	০.৭৫
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	১.৯৬
মোট	**৭.৬১**

১৫.৩ নগর সেবা প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

১৫.৩.১ ভূমিকা

নগর সেবা পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান এবং প্রক্ষেপিত নগর সেবার অবস্থা তুলে ধরে ভবিষ্যতের উপযোগী নগর সেবা নিশ্চিত করা। পরিকল্পনার এই অংশে বিভিন্ন নগর সেবার প্রস্তাবনা এবং তাদের বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫.৩.২ নগর সেবা প্রস্তাবনা

পানি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা মানচিত্র অনুসারে গ্রীষ্মকালে গফরগাঁও পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা থাকে ৫.৩ মিটার থেকে ৭.৬ মিটারের মধ্যে (বিএডিসি, ২০১০)। পৌরসভায় কোন পানি সরবরাহ সংযোগ ব্যবস্থা না থাকায় ভূপৃষ্ঠের পানি শোধণের সাথে সাথে একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। গভীর নলকূপের পানি উত্তোলন সক্ষমতা হবে প্রতি সেকেন্ডে ৫০ লিটার এবং গড়ে প্রতিদিন ১২ ঘন্টা চলবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পানি ব্যবহারের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে উপজেলা শহর পর্যায়ে জন প্রতি পানির ব্যবহার দৈনিক ১২০ লিটার (ডিপিএইচই, ২০১২)। পৌরসভার প্রতিদিনের জলের চাহিদা নির্ণয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়:

গণনা:

জন প্রতি জলের ব্যবহার	: ১২০ লিটার/প্রতিজন/প্রতিদিন
গভীর নলকূপের উত্তোলন ক্ষমতা	: ৫০ লিটার/ সেকেন্ড
২০২১ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা	: ৩৯২০১ জন
প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার পানির চাহিদা	: (১২০ x ৩৯২০১) লিটার/দিন = ৪৭০৪১২০ লিটার/দিন

প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার পানির চাহিদা পূরণে গভীর নলকূপ প্রয়োজন হবে

= ৪৭০৪১২০/ (৫০ x ৩৬০০ x ১২) = ২.১৭৭ বা ২টি।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষের মতে গ্রীষ্মকালে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২৫-৩০ ফুট থাকে। তবে পানির স্তর ৬০-২০০ পর্যন্ত থাকা অবস্থায় পানিতে প্রচুর পরিমানে আয়রন মিশ্রিত থাকে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২০০ ফুটের বেশি থাকলে সেক্ষেত্রে পানির মান এবং চাহিদা অনুযায়ী পানির পরিমান ঠিক থাকে।

পরিকল্পনা মান অনুযায়ী পৌরসভার প্রক্ষেপিত জনগনের জন্য ০২টি গভীর নলকূপ প্রয়োজন। তাই পরিকল্পনায় ০২টি গভীর নলকূপ স্টেশন এবং পাশাপাশি ওভারহেড ট্যাঙ্ক স্থাপনের জায়গা প্রস্তাব করা হয়েছে। পানি সরবরাহের জন্য আনুমানিক ৪৮.০৫ কিমি পাইপলাইন প্রস্তাব করা হয়েছে যা মানচিত্র ১৫.১ এ উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ১৫.১: প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ সুবিধার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
OT-01	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে	০.২২	০৫	জানমেজয়	৮১২,৮৬২,৮৭৩,৮৭৪,৮৭৫,৯৯৯৯৯

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
OT-02	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে	০.২০	০৮	শিলাশি	২১৬২,২১৬৩,২১৬৪,২১৬৭,২১৬৮

পয়ো:নিষ্কাশন সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

পয়ো:নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনায় অত্যধিক ব্যয় ও কারিগরী দক্ষতা প্রয়োজন হয় যা বর্তমানে পৌরসভায় অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় পয়ো:নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের সুপারিশ বাস্তবসম্মত বিবেচিত না হওয়ায় পরামর্শক দল কর্তৃক এধরণের প্রস্তাব বর্তমান পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সেনিটেশন সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

বাসিন্দাদের উন্নত জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে সেনিটেশন ব্যবস্থা। পরিবেশগত সেনিটেশন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষার পাশাপাশি মানুষের উন্নত জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। পৌরসভার তহবিল বাড়ানো প্রয়োজন সেনিটেশন ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নের জন্য।

সেনিটেশন সুবিধা প্রদানে দুটি গড় পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে। একটি পদ্ধতি হলো উপযুক্ত সংস্থা কর্তৃক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সরবরাহ যেন ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার তৈরী করা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো জনগণের চাহিদা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ। নগরবাসীর চাহিদা, সরবরাহ ও সরবরাহ পদ্ধতি চিত্র ১৫.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

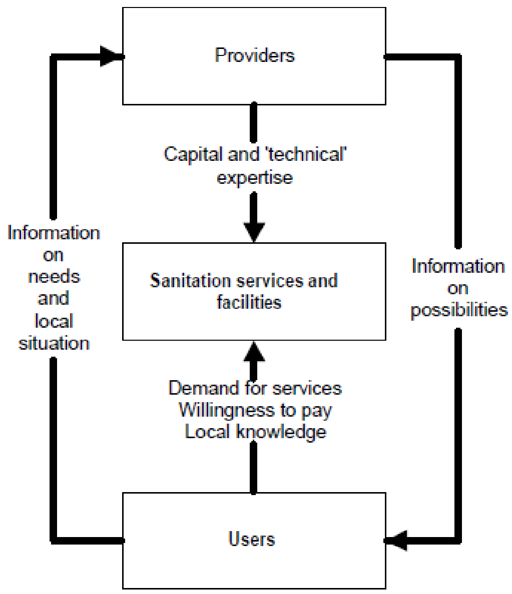

Figure-15.1 Strateges for sanitation Improvement

চিত্র ১৫.১: সেনিটেশন মানোন্নয়ন কৌশল

পৌর এলাকায় মাত্র ৩০% শৌচাগার পাকা এবং ১৯.৭০% শৌচাগার আধাপাকা। ফলে পৌর কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহরে সহায়তায় সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাসাবাড়ীর বাইরে কর্মরত মানুষের প্রয়োজনীয় সেনিটেশন সুবিধা প্রদানে গণশৌচাগার স্থাপন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। পৌর এলাকায় মোট ৭টি গণশৌচাগার স্থাপনের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। গণশৌচাগারসমূহ সকলের সহজে বোঝা ও লিঙ্গ-বান্ধব করার

জন্য লিখিত নির্দেশনার পাশাপাশি ছবিসহকারে নির্দেশনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সারণি ১৫.৩ এ প্রস্তাবিত গণশৌচাগারের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১৫.২: প্রস্তাবিত গণশৌচাগারের তালিকা

সনাক্তকারী	ধরন	অবস্থান		ওয়ার্ড
PT-1	গণ শৌচাগার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	০.০৭২	ওয়ার্ড ০২
PT-2	গণ শৌচাগার	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.১০০	ওয়ার্ড ০৩
PT-3	গণ শৌচাগার	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	০.১৭৬	ওয়ার্ড ০৪
PT-4	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১২৩	ওয়ার্ড ০৪
PT-5	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.০৯৯	ওয়ার্ড ০৫
PT-6	গণ শৌচাগার	মহিলা কলেজ সড়কের	০.১০২	ওয়ার্ড ০৯

বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

পৌর এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের যোগান এবং সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের অভাব। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এর মতে গফরগাঁও পৌরসভায় প্রতি মাসে ৬০টি সংযোগের চাহিদা রয়েছে। সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ সাধারনত ২.০ - ২.৫ ওয়াটের হয়। শীত মৌসুমে যখন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং কৃষি যন্ত্রপাতির কার্যক্রম চালু থাকে তখন বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ থাকে। এই সমস্যা সমাধানে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করতে পারে যা একই সাথে পরিবেশবান্ধব এবং যা প্রথাগত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সহযোগী। সৌর বিদ্যুৎ দুই ধরনের হয় যথা- থার্মাল এবং ফটোভোল্টাইক। সৌর বিদ্যুৎ দেশের যে কন স্থানে ব্যবহার করা যায় যা মূলত সূর্যের আলোকরশ্মির উপর নির্ভরশীল।

সৌর বিদ্যুৎ একটি ভালো বিকল্প বিদ্যুৎ উৎস হতে পারে যা বর্তমান প্রথাগত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সহযোগী হিসাবে ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি যেকোন স্থানে স্থাপন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে, বিশেষতঃ যেসব স্থানে অধিক রাত পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদা থাকবে না যেমন; বাজার, দোকান, পৌরসভা কার্যালয় প্রভৃতি। পৌর এলাকায় অধিকাংশ সময় লোডশেডিং ও অপর্যাপ্ত ভোল্টেজের কারণে সেচ কাজে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ভোল্টেজের ওঠানামা বন্ধ করাসহ একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ বজায় রাখা এবং উন্নয়নশীল এলাকায় নতুন নতুন সংযোগসহ বিদ্যুৎ প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মনোন্নয়ন

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে **মহাপরিকল্পনায়** দুটি বিকল্প পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে;

১) বিদ্যুৎ সরবরাহঃ গফরগাঁও পৌরসার নগরবাসী অত্যধিক পরিমান বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও কম ভোল্টেজ সংক্রান্ত বিদ্যুৎ সমস্যায় আক্রান্ত, যার ফলে বাড়ীঘরের কাজ, শিল্প উৎপাদন ও সেচ কাজের জন্য পানি সরবরাহে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ভোল্টেজ প্রয়োজনীয় মাত্রায় স্থির রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমান বাড়ানো ও নতুন সংযোগ দেয়ার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে।

২) সৌর বিদ্যুৎ: বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে ও সরবরাহ ব্যবস্থাকেন্দ্রিক বিদ্যুতের একটি ভাল ও পরিবেশ বান্ধব বিকল্প হতে পারে সৌর বিদ্যুত। সৌর বিদ্যুৎ দুই ধরণের হয়; একটি তাপ শক্তি বিভিন্ন কাজে যেমন; তাপ দেয়া, ঠান্ডা করা, শুকানো এবং শীতল করা বা জমানোর কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অপর ধরণ হলো ফটোভোল্টাটিক শক্তি। এই শক্তি বাংলাদেশে কাজে লাগানো যেতে পারে। সৌর বিদ্যুতের উৎপাদনের পরিমান সূর্য রশ্মি কী পারিমান পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে। সৌর শক্তি থেকে কয়েক ভেল্ট থেকে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় যা প্রথাগত বিদ্যুতের পাশাপাশি সংযুক্ত করা যাবে। এটা যে কোন স্থানে যেমন; বাজার, পৌরসভা কার্যালয় বা এমন কোন ভবন বা বাড়ী যা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আওতার বাইরে স্থাপন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। এই প্রসঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।

সড়ক বাতির মানোন্নয়ন

সড়ক আলোকিত করা বা সড়ক বাতি স্থাপনের দায়িত্ব পৌরসভার। পৌর কর্তৃপক্ষের পৌরসভার মূল এলাকা ও বসতি অঞ্চলে প্রধান সড়কসমূহে সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। সড়ক আলোকিত করা প্রধান সুবিধাগুলো হল; সড়ককে নিরাপদ করে তোলা ও দূর্ঘটনা প্রতিরোধ করা। এছাড়াও আলোকিত সড়ক সংযোগস্থল বা মোড় অন্ধকারাচ্ছন্ন মোড় অপেক্ষা অনেক কম দূর্ঘটনা ঘটে।

প্রতি সড়ক আলোকিত করার প্রধান প্রধান সমালোচনা হল; এটির অপব্যবহার হলে তা দূর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ও আলো দূষণেরও কারণ। রাতের বেলায় প্রচুর আলোর বা সরাসরি চোখে আলো পড়ার কারণে গাড়ী চালকের হটাৎ করে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত বিপদজনক। এটাও দেখা যায় যে, সড়ক বাতী এমন সব খুঁটিতে ঝোলানো হয়েছে যেখানে তার পেচানো থাকে যা বিপদজনক, যেমন; টেলিফোন বা অন্য পরিসেবার খুঁটি।

গ্যাস সরবরাহ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

গফরগাঁও পৌরসভায় এখনো গ্যাস সংযোগ পৌঁছায়নি। এমতাবস্থায় বর্তমান ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

টেলিফোন সেবা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

গফরগাঁও পৌরসভায় মোবাইল ফোন সংযোগ সহজলভ্য হওয়ায় ল্যান্ড/স্থায়ী টেলিফোনের চাহিদা ক্রমশ: নিম্নমুখী। এমতাবস্থায় বর্তমান ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

১৫.৩.৩ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে প্রবিধান

পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন

পৌরবাসীর চাহিদা পূরণে পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন গভীর নলকূপ স্থাপন ও পরিচালনা, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি শোধণ এবং পানি সরবরাহ সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে পৌর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন, প্রয়োগের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদান কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ‘পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন বিধিমাল, ২০০৯’ অনুসরণ ও প্রয়োগ করতে পারে । উক্ত বিধিমালা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ভোক্তা পর্যায়ে বিতরণ পদ্ধতি উভয় সম্পর্কেই প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রদান করেছে। এছাড়াও নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের জন্য পৌরসভার স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ প্রয়োগ করা উচিত।

সেনিটেশন সেবা প্রদানে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে:

- বিভিন্ন সংস্থায় সেনিটেশন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি/ দলকে একজায়গায় আনা এবং তাদের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজন ও প্রয়োজন পূরণে সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে ধারনা লাভ করা,
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উপকারিতা সম্পর্কে বেশী বলার থেকে জনগণ তাদের প্রয়োজন পূরণে যা করে তা অনেক বেশী কার্যকরী হবে,
- যেসকল পদ্ধতি ও মান সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব হবে না সেগুলোর বিষয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ/বর্জন করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ

পৌরসভা গফরগাঁও অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় নিয়োজিত সংস্থাগুলির সহযোগিতায় পৌর এলাকার মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন ও গ্রহণযোগ্য ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির স্ব স্ব বিধি-বিধানের সাধে বিদ্যুৎ আইন ২০১০ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সড়ক বাতি

পৌর কর্তৃপক্ষ পৌর এলাকার সড়কসমূহে সড়ক বাতির সংযাজনে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ প্রয়োগ করতে পারে।

১৫.৩.৪ নগর সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সঠিক পথে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পের মূল্যায়ন করা জরুরী। একটি চলমান প্রকল্প নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সঠিক সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুবিদার্থে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে হবে। বিগত সময়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত সংগঠিত সকল ভূলের পুনরাবৃত্তি রোধে যথযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প সমাপ্তির পর মূল্যায়ন করা জরুরী। পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পৌরসভা কর্তৃক হতে হবে, যদিও বর্তমানে গফরগাঁও পৌরসভায় নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সম্পন্ন করার মতো দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পর্ব - গ

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

অধ্যায় ১৬
ভূমিকা

গফরগাঁও পৌরসভা মহাপরিকল্পনার তৃতীয় স্তর বা পর্ব হলো ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় প্রতিটি ওয়ার্ডের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহের বর্ণনার পাশাপাশি বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাবনা রয়েছে। উচ্চ স্তরের পরিকল্পনার (মূলত নগর এলাকা পরিকল্পনা) ভিত্তিতে গৃহীত ওয়ার্ড ভিত্তিক সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনার বিস্তারিত ও অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তবনা ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৬.১ প্রেক্ষাপট

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা বর্তমান পরিরকল্পনা প্যাকেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা স্থানিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার অনুপস্থিতি কেবল কর্তৃপক্ষের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতি করে না; উপরন্তু বেসরকারি খাতের অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রত্যাশিত স্থানিক নির্মাণকেও উৎসাহিত করে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণের বিষয় রয়েছে যেন প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়নের বিশদ দৃশ্য সম্পন্ন করা যায়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে গফরগাঁও শহরের জন্য ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা যায় এমন অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়েছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের প্রবিধান বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাঠামো পরিকল্পনায় নিহিত। উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

ক) কাঠামো পরিকল্পনা এবং নগর এলাকা পরিকল্পনায় গৃহীত প্রস্তাবের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ওয়ার্ড পর্যায়ে তথা ক্ষুদ্র পরিসরে মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদান।

খ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

গ) নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অবৈধ দখল থেকে প্রাকৃতিক জলাশয় সুরক্ষা।

ঘ) নগর প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সেবা কেন্দ্র তৈরি।

১৬.২ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও বিন্যাস

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হবে কাঠামো পরিকল্পনা থেকে ক্ষদ্র আয়তনের যেখানে ঐ সকল ক্ষুদ্র এলাকার সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা এবং এলাকার উন্নয়য়ে উন্নয়ন প্রস্তাবনা থাকবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ওয়ার্ড পর্যায়ে অধিকতর ভালো ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা নিশ্চিত করে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে নিচের সূচকসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে যথা:

ক) ওয়ার্ডের আয়তন, খ) ভৌত সীমানা, গ) সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা, ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও ঘনত্ব, ঙ) ভূমি ব্যবহারের ধরণ এবং চ) ভৌত সম্ভাবনা ও উন্নয়নের সুযোগ।

প্রতিটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের জন্য সড়ক, নর্দমা, যাতায়াত ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য নগর সেবা সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের অগ্রাধিকার তালিকা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও পরিকল্পনায় ওয়ার্ডের সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনা, বাস্তবায়নের মেয়াদ এবং বাস্তবায়ন কৌশল রয়েছে। প্রস্তাবনা মানচিত্রে নীতি কৌশল ও প্রয়োগকৃত প্রস্তাবনা প্রদর্শিত হয়েছে।

উন্নয়ন প্রস্তাবনার অগ্রাধিকার নির্ধারণ ছাড়াও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় পরিকল্পনা মেয়াদে অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে এমন সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনাও নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাবনার বিপরীতে বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময় ও ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে যা সম্পদ প্রাপ্যতা ও সময় পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বছরান্তে পর্যালোচনার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

১৬.৩ কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার সাথে সংযোগ

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হল মহাপরিকল্পনা প্যাকেজের তৃতীয় অংশ বা স্তর। উপরের স্তরের অন্য দুই অংশ হল-কাঠামো পরিকল্পনা এবং নগর এলাকা পরিকল্পনা।

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে পরিকল্পনা প্যাকেজের উচ্চ স্তরক্রম কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে। মহাপরিকল্পনার প্রথম স্তর তথা কাঠামো পরিকল্পনা ভৌত বিকাশের নীতি কৌশল প্রণয়নসহ সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তি প্রদান করে। দ্বিতীয় স্তর তথা নগর এলাকা পরিকল্পনায় কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশলের ভৌত ও বিস্তারিত রূপায়ন করা হয়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় নগর এলাকা পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারসহ সকল অবকাঠামো ও সেবা প্রস্তাবের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। কাঠামো পরিকল্পনার ধারণাগত কাঠামো, নির্দেশনা ও নীতি কৌশল এবং নগর এলাকা পরিকল্পনার বিস্তারিত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা অধীনে থেকে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার উৎপত্তি হয়। কাঠামো পরিকল্পনার দর্শন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি কৌশল এর ভৌত রূপায়ন ঘটে নগর এলাকা পরিকল্পনায়। এছাড়াও এটি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হলো পরিকল্পনা প্যাকেজের সর্বশেষ বা তৃতীয় স্তর যেখানে নগর এলাকা পরিকল্পনার ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৬.৪ কৌশল ও পদ্ধতি

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়নের জন্য তিন স্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পদ্ধতি বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথম ধাপে বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনার পটভূমি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। পরবর্তী ধাপে কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার মধ্যকার সংযোগ চিহ্নিত করা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে বিস্তারিতভাবে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার একটি সচিত্র ধারণা পেতে পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

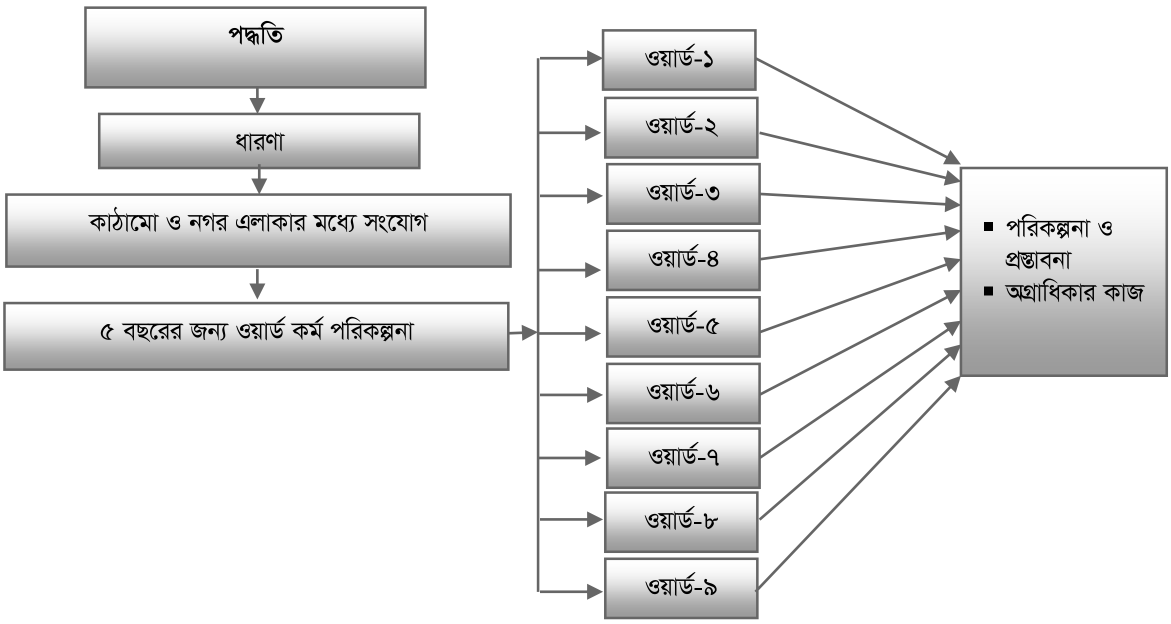

চিত্র ১৬.১: ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

অধ্যায় ১৭
ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার উৎপত্তি

১৭.১ কাঠামো পরিকল্পনা পুন:পর্যালোচনা

কাঠামো পরিকল্পনা হচ্ছে একটি নির্দেশক পরিকল্পনা, যা একটি এলাকার ভবিষ্যত উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত ধারণাসহ দীর্ঘমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে যার ভিত্তিতে পরবর্তী পরিকল্পনা স্তরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাভিত্তিক এক বা একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গফরগাঁও পৌরসভার জন্য প্রণীত কাঠামো পরিকল্পনায় আগামী ২০ বছরের অর্থাৎ ২০৩১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ৫.৭৫৮ বর্গ কি.মি. বিশিষ্ট পৌর এলাকায় ৫২৪০৩ জন মানুষের জন্য উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র কাঠামো পরিকল্পনা এলাকা বা পৌর এলাকা ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত বিধায় পরবর্তীতে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একটি করে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মানচিত্র ১.১ এ বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সীমানা ও প্রধান যাতায়াত সংযোগ ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনা:

- ভবিষ্যতে শহর বৃদ্ধি পাবে এমন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও প্রধান প্রধান উন্নয়নস্থলের সম্ভাব্য অবস্থানসহ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের পথনির্দেশ করা, মহাপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োজনীয় নীতি কৌশল নির্ধারণ করা,
- উন্নয়নের ধরণ ও প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ নগর বিকাশ এলাকা নির্ধারণ এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা,
- শহরের বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল প্রদান করা।
- উন্নয়নের খাতভিত্তিক; আর্থ-সামাজিক, অবকাঠামোগত এবং পরিবেশগত কৌশল ও নীতিমালা প্রদান করা।

কাঠামো পরিকল্পনা নিম্নলিখিত বিষয়ে নীতি কৌশল প্রণয়ন করেছে:

- নগর এলাকা উন্নয়ন
- পরিবহন ও যোগাযোগ
- সেনিটেশন ও নিষ্কাশন
- পানি সরবরাহ
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন
- আবাসন
- অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান
- পর্যটন ও বিনোদন
- পরিবেশ
- ঐতিহ্য সংরক্ষণ

কাঠামো পরিকল্পনায় উপরে উল্লেখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, নীতি কৌশল নির্ধারণ, যৌক্তিকতা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনার মেয়াদ ২০৩১ সাল পর্যন্ত। কাঠামো পরিকল্পনার মূল্যায়ন ও নতুন কাঠামো পরিকল্পন প্রণয়নে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়, ফলে মেয়াদ শেষ হওয়ার ২/১ বছর পূর্বে পরবর্তী নতুন কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

১৭.২ নগর এলাকা পরিকল্পনা পুন:পর্যালোচনা

কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশলের আলোকে এবং মহাপরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ, উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই দুই পরিকল্পনার মধ্যে উচ্চক্রম (হায়ারার্কিক্যাল) সম্পর্ক রয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনায় সমগ্র

গফরগাঁও পৌরসভা এলাকা অন্তর্ভূক্ত এবং এর মেয়াদকাল ১০ বছর বা ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত যে কারণে একে মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা বলা হয়। দীর্ঘ-মেয়াদী কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত দিক নির্দেশনা অনুসারে মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা জোরদারের লক্ষ্যে নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মধ্য মেয়াদে বিভিন্ন নগর উপ-কাঠামোর স্থানিক বিন্যাস উপস্থাপন করা হয়েছে এবং খাতভিত্তিক বড় ধরণের বাস্তবায়ন কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন; অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়, আর্থিক কৌশল প্রভৃতি। মধ্য-মেয়াদে উন্নয়ন পরিচালিত করার জন্য এই পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন নীতিমালার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ ও ভৌত উন্নয়ন প্রস্তাবনা,
- ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত লিখিত বর্ণনা,
- আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি কৌশলের বর্ণনা,
- খাতভিত্তিক পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা মান।

১৭.৩ অগ্রাধিকার

পৌরসভার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাবনার লক্ষ্য নগরের অবকাঠামো ও সেবা পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা।
ক) অবকাঠামো সেবার মানোন্নয়ন, সরকারি অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব বাড়াতে বা টেকসই করতে সহায়তা এবং পৌরসভায় মানসম্মত সেবা প্রদান,
খ) অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারী- বেসরকারী অংশীদারিত্বের সূচনা ও বৃদ্ধি করা,
গ) পৌরসভার পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নে সহায়তা করা।

সকল খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত হবে। খাতসমূহরে মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- সড়ক/মহাসড়ক/দ্রুতগামী সড়ক প্রভৃতির নির্মাণ/মানোন্নয়ন
- পানি সরবরাহ
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- নর্দমা নির্মাণ/মানোন্নয়ন
- সরকারী- বেসরকারী অংশীদারিত্বেও মাধ্যমে পার্কিং ব্যবস্থা প্রবর্তন,
- ঐতিহ্যপূর্ণ এলাকার উন্নয়ন,
- জলাশয় সংরক্ষণ
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পাঁচ বছরের মেয়াদে এসকল প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আশা করা যায় পৌরসভা নিম্নলিখিত ফলাফলসমূহ অর্জন করবে:

(ক) সকল নগর সেবা ও পরিচালন ব্যবস্থায় আধুনিক ও স্বচ্ছ হিসাব ব্যবস্থা, বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা।
(খ) শহরব্যাপী পরিকল্পনা ও পরিচালনার (গভর্নেন্স) পরিকাঠামো স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু করা।
(গ) শহরের সকল নাগরিক আবশ্যিক নাগরিক সেবা পাবেন,
(ঘ) নগর পরিচালন সংস্থা আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং অব্যাহতভাবে নগর সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠিত হবে,
(ঙ) স্থানীয় নগর সরকার ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও জনগণের নিকট জবাবদীহিমূলক হবে।
(চ) পৌরসভার মূল কার্যক্রম সম্পন্নে ইন্টারনেটভিত্তিক পরিচালন ব্যবস্থা ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে যার ফলে সেবা প্রদানে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হবে।

১৭.৪ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

কাঠামো পরিকল্পনার ধারণাগত কাঠামো, নির্দেশনা ও নীতি কৌশল এবং নগর এলাকা পরিকল্পনার বিস্তারিত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা অনুযায়ী পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- নতুনভাবে শুরু করা উন্নয়ন কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট স্থানের জন্য সঠিক এটা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর দিকনির্দেশনা মূলক সিদ্ধান্ত প্রদান।
- একটি এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন চাহিদা যেমন নতুন বাড়িঘর, কলকারখান, দোকানপাট, স্কুলসমূহের জন্য সহায়তা পরিকল্পনা।
- ভৌত কাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিকতা প্রদান যার মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়,
- প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগনকে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় (প্রণয়ন, বাস্তবায়ন প্রভৃতি) সম্পৃক্ত করা।

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে স্থানীয় উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে একে সঠিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য হলো:

- স্থানীয় এলাকার জন্য একটি অংশীদারিত্বপূর্ণ রূপকল্প নির্ধারণ,
- স্থানীয় সমস্যা, সম্ভাবনা ও পরিকল্পনার সঙ্কটকালীন বিষয়কে যথাযথভাবে নির্দেশ করা,
- স্থানীয় পরিকল্পনায় সমন্বিত পদক্ষেপ স্থাপন/ গ্রহণ,
- সংবেদনশীলভাবে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সুফল ব্যবস্থাপনা করা,

একটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা পরিকল্পনা কার্যক্রমের অন্যান্য অংশের যেখানে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায় এরকম স্থানে অগ্রাহ্য করতে পারে। অনেক ধরণের অংশীজনের মতামত, পরামর্শ নিয়ে একটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। এদের মধ্যে আছেন;

- স্থানীয় ও বড় পরিসরের নগরবাসী
- বিশিষ্ট ভূমি মালিক, ব্যবসায়ী, নগরবাসী, সংগঠন, কমিউনিটি দল এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ,
- পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (কাইন্সিলর) ও অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি

স্থানীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে পৌরসভা, "বাস্তব পরিকল্পনা" পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে যার মাধ্যমে কোন স্থানীয় এলাকার সকল মানুষের অংশ্রগ্রহণ সম্ভব করা যায়। তারা স্থানীয় বিষয় ও সমস্যা চিহ্নিত করার মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারে যেগুলো পরিকল্পনায় সমাধান করা হবে, উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি কৌশল, পৌরসভার পরিচালন প্রভৃতি বিষয় ও সেগুলোর উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করতে পারেন। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হবে অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক। মানচিত্র ১৭.১ ও ১৭.২৫ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্র এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা মানচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় ১৮
১ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

১৮.১ ১ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

১ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ১০৯.৮৩৩ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০১ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ১৮.১ ও মানচিত্র ১৮.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৮.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)
NM-01	মহল্লার বাজার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	১.০৪৫
WC-01	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০১	০.৯৮১

সারণি ১৮.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়কের শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-02	৯.১৫	৬৯০.২৩৬
	LR-03	৯.১৫	৬৬৯.৭৬৬
	LR-04	৬.১০	৩৬৩.২৮৮
	LR-05	১২.২০	৬৮৬.১৮০

সারণি ১৮.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমার শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল	দৈর্ঘ্য (মি.)
প্রধান নর্দমা	PD-01	১.৫২৪	PD-02	৬২৫.৩৫০

১৮.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১৮.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	NM-01	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	WC-01	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-
সড়ক	LR-02, 04	সড়ক	LR-03	সড়ক	LR-05
নর্দমা	PD-01	নর্দমা	-	নর্দমা	-

১৮.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

এ অংশে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য প্রতিটি প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের একটি প্রাক্কলিত হিসাব সূত্র হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

ব্যয়ের এই হিসাবে নির্মাণ কাজের জন্য একটি সাধারন মূল্য হার (রেট) অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এলাকাভেদে ও ভূমির ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভূমির মূল্য হার ধরা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের জন্যে ভূমির উচ্চতা বিবেচনায় ৫ ফুট থেকে ১৫ ফুট পর্যন্ত মাটি ভরাটের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। মাটি ভরাটের জন্যে প্রতি বর্গমিটার এর ব্যয় ৩.৮০ টাকা এবং সড়ক এবং ফুটপাথ নির্মাণে প্রতি বর্গমিটারের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩১.০০ টাকা ও ৯.০০ টাকা। ইটের তৈরী

নর্দমা ও আরসিসি নর্দমা নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রতি আরএম যথাক্রমে ৪৭০০.০০/- টাকা এবং ৬ ,৬০০.০০/- টাকা। ভেঙ্গে ফেলার (ডেমুলিশন) ব্যয় প্রতি বর্গমিটার ধরা হয়েছে ১৫.০০/- এবং কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরন বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রতি বর্গমিটার ৮.০০/- টাকা।

যে কোন প্রকল্প যেমন; বর্তমান সড়ক প্রশস্তকরণ, বা কোন নর্দমা নির্মাণ; বাজার, উদ্যান, খেলার মাঠ, অন্যান্য সেবা কাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি বাস্তবায়নে যে সকল পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেগুলো নিম্নরূপ:

- ভূমির উপরে সীমানা চিহ্নিতকরণ
- ভূমি অধিগ্রহণ
- ইমারত অথবা কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা (যদি থাকে)
- কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান (যদি থাকে)
- ভূমি উন্নয়ন (যদি থাকে)
- ভৌত নির্মান

প্রকল্পের ধরণ অনুসারে উপরের সকল অথবা কয়েকটি কার্যক্রম প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও এগুলো বাস্তবায়নের ব্যয় নির্ভর করবে বাস্তবায়ন নীতি কৌশলের উপর।

সারণি ১৮.৫: প্রকল্প ব্যয়ের নির্দেশনা

ক্রমিক	পদ	ব্যয়ের হার
১.	ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয়	ভূমি নিবন্ধন অফিসের (সাব রেজিস্ট্রি অফিস) নথি অনুযায়ী দলিলে উল্লেখিত ভূমি ক্রয় বিক্রয় মূল্য
২.	ইমারত/কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার ব্যয়	প্রতি ঘনমিটার ১৫০০.০০ টাকা
৩.	ইমারতের ক্ষতিপূরণ	প্রতি ঘনমিটার ৮০০.০০ টাকা
৪.	ভূমি উন্নয়ন ব্যয়	প্রতি ঘনমিটার ৩৮০.০০ টাকা
৫.	সড়ক নির্মাণ	প্রতি বর্গমিটার ৩১০০.০০ টাকা
৬.	ফুটপাথ নির্মাণ ব্যয়	প্রতি বর্গমিটার ৯০০.০০ টাকা
৭.	ইট দ্বারা নর্দমা নির্মাণের ব্যয়	প্রতি আর. মিটার ৪৭০০.০০ টাকা
৮	আরসিসি নর্দমা নির্মাণের ব্যয়	প্রতি আর. মিটার ৬৬০০.০০ টাকা

অধ্যায় ১৯
২ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

১৯.১ ২ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

২ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ১৬৯.৩৯ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০২ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ১৯.১ ও মানচিত্র ১৯.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৯.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমান (একর)
PT-01	গণ শৌচাগার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	০.০৭২
TS-01	টেম্পো স্ট্যান্ড	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	০.৩৪০
WC-02	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০২	০.৯১৮
SC	সুইপার কলোনি	ওয়ার্ড ২ এবং ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর পূর্ব	৫.০৯৯

সারণি ১৯.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়কের শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-06	৯.১৫	১৫১৪.০৯৩

নর্দমা প্রস্তাবনা: নেই।

১৯.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১৯.৩: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-01	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	WC-02	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	TS-01, SC
সড়ক	LR-06	সড়ক	-	সড়ক	-
নর্দমা	-	নর্দমা	-	নর্দমা	-

১৯.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব ১৮ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ২০
৩ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

২০.১ ৩ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৩ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার উত্তর- পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ৯০.১৬ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৩ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ২০.১ ও মানচিত্র ২০.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২০.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমান (একর)
WC-03	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৩	১.৩১
PT-02	গণ শৌচাগার	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.১০০
TS-02	টেম্পো স্ট্যান্ড	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.৪২৯
WC-03	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৩	১.৩১

সারণি ২০.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-11	৬.১০	৭৯৫.৩৬৩
	LR-13	১২.২০	১৩৯৪.৭৭৬
	LR-15	১২.২০	৮০৫.০৪০

নর্দমা প্রস্তাবনা: নেই।

২০.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২০.৩: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-02	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	TS-02	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	WC-03
সড়ক	LR-11, 15	সড়ক	LR-15	সড়ক	-
নর্দমা	-	নর্দমা	-	নর্দমা	-

২০.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব ১৮ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ২১
৪ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

২১.১ ৪ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৪ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ২৭৫.৩৬০ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৪ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ২১.১ ও মানচিত্র ২১.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২১.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমান (একর)
ED	ঈদগাহ	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৭৭৬
PA-01	পার্কিং এলাকা	বাজার এলাকার নিকটে	০.৪২৬
PT-04	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১২৩
SM	বিপণিবিতান	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.৬১৪
WTS-01	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	পৌরসভার মধ্য অংশ	০.১২৬
WC-04	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৪	১.০৩
HIZ	ভারী শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে	১৮.৬১

সারণি ২১.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-16	১২.২০	৫৭২.২৪৫
	LR-17	১২.২০	৬২১.৮৭৫
	LR-20	১২.২০	৮৭২.৮৪৭
	LR-21	৯.১৫	২১৮.৭৬৫
	LR-22	১২.২০	৪০৮.৮৯৫
	LR-23	১২.২০	২৮২.৩১৭
	LR-24	৯.১৫	৬৯৮.৪৭০
	LR-26	১২.২০	১৯৯৫.০৪৯
	LR-27	১২.২০	৩০১.৮৫৯

সারণি ২১.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল	দৈর্ঘ্য (মি.)
মাধ্যমিক নর্দমা	PD-02	১.৫২৪	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	৮২৬.০২৮
	PD-04	১.৫২৪	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	১২৩৪.১৬৩
	PD-05	১.৫২৪	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	১০৬৯.৩৭২
তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা	SD-02	০.৭৬২	PD-02	২০৮.৬৭৬
	SD-03	০.৭৬২	PD-03	৬৪৪.৭৩৩
	SD-05	০.৭৬২	PD-03	৪৩৩.৬৭৮

২১.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২১.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PA-01, PT-04,	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	SM, WTS-01	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ED, WC-04
সড়ক	LR-17, 20, 21,	সড়ক	LR-16, 23, 24	সড়ক	LR-27
নর্দমা	PD-02, 04, 05	নর্দমা	SD-02	নর্দমা	SD-03, 05

২১.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব ১৮ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ২২
৫ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

২২.১ ৫ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৫ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার মধ্য প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ১০৫.০৮৫ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৫ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ২২.১ ও মানচিত্র ২২.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২২.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমান (একর)
PT-05	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.০৯৯
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	স্টেশন সড়কের নিকটে	০.২৫৫
WC-05	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৫	১.১৫৬
SH	কসাইখানা	ওয়ার্ড ০৫ টেকনিক্যাল বিএম কলেজের পশ্চিম পাশে	০.২২২

সারণি ২২.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-28	৬.১০	২৮৪.২৮৮
	LR-29	১২.২০	৫৭২.৩৫৭
	LR-31	১২.২০	১৮০২.৩২৬
	LR-32	৬.১০	২৪৭.৪৭৪
	LR-33	৬.১০	২৬৭.৫৬৯
	LR-34	৬.১০	২৯৫.২৭৭

সারণি ২২.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল	দৈর্ঘ্য (মি.)
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-01	০.৭৬২	PD-01	৮৯২.৯৭৯
তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা	SD-04	০.৭৬২	SD-03	৪১৯.৭৪৫
তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা	SD-06	০.৭৬২	PD-08	২৯৯.২৬৩
তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা	SD-07	০.৭৬২	SD-03	৭০৬.৮২১

২২.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২২.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-05, SH	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	WTS-2	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	WC-05
সড়ক	LR-28, 31, 33, 34	সড়ক	LR-29	সড়ক	LR-32
নর্দমা	SD-01, 06	নর্দমা	SD-04	নর্দমা	SD-07

২২.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব ১৮ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ২৩
৬ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

২৩.১ ৬ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৬ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ১৪১.৫৫২ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৬ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ২৩.১ ও মানচিত্র ২৩.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২৩.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমান (একর)
BT	বাস টার্মিনাল (বর্তমান)	ভালুকা সড়কের পাশে বর্তমান বাস টার্মিনালের সম্প্রসারন	০.৬০৫
WC-06	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড নং ০৬	১.১১

সারণি ২৩.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-35	৯.১৫	৭৮৮.৯৫১
	LR-36	৬.১০	২৬৪.৩০৩
	LR-39	৯.১৫	৪৮১.৫২৮
	LR-40	৯.১৫	২৯১.৪৮৭
	LR-41	৯.১৫	৩২৯.৮৪২
	LR-43	৯.১৫	১০৩২.৭৫৯
	LR-44	৬.১০	৮১৩.৯৮২
	LR-45	৯.১৫	৯০৫.৭২৪
	LR-46	৯.১৫	৪৭১.৭২৭
	LR-47	১২.২০	৯২৩.৭৭৮

সারণি ২৩.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল	দৈর্ঘ্য (মি.)
প্রধান নর্দমা	PD-06	১.৫২৪	PD-06	৯১২.৬০৩
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-04	০.৭৬২	SD-07	৬৭৫.১৬৬
	SD-06	০.৭৬২	SD-08	৩৬২.২৭২

২৩.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২৩.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	BT	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	WC-06	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-
সড়ক	LR-35, 39, 40,	সড়ক	LR-36, 44	সড়ক	LR-47
নর্দমা	-	নর্দমা	-	নর্দমা	-

২৩.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব ১৮ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ২৪
৭ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

২৪.১ ৭ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৭ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার দক্ষিণ - পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ১৮৪.৩১৮ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৭ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ২৪.১ ও মানচিত্র ২৪.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২৪.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমান (একর)
WC-07	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড নং ০৭	১.১২৩

সারণি ২৪.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-48	১২.২০	২৩৪৩.৭০৪
	LR-49	৯.১৫	৬২০.৩৫৩
	LR-50	১২.২০	১৪৫১.০৩৬

সারণি ২৪.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল	দৈর্ঘ্য (মি.)
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-10	০.৭৬২	PD-08	৮৮৫.১৭০
	SD-11	০.৭৬২	SD-10	৩৬০.০২২
	SD-12	০.৭৬২	PD-09	৪৪০.০৮৩
	SD-10	০.৭৬২	PD-08	৮৮৫.১৭০

২৪.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২৪.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	WC-07	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-
সড়ক	LR-48, 50	সড়ক	LR-49	সড়ক	-
নর্দমা	SD-10, 12	নর্দমা	SD-11	নর্দমা	-

২৪.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব ১৮ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ২৫
৮ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

২৫.১ ৮ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৮ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ১১৮.০৬৫ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৮ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ২৫.১ ও মানচিত্র ২৫.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২৫.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমান (একর)
WC-08	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড নং ০৮	০.৯৩

সারণি ২৫.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (ফুট)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-52	৬.১০	৩০০.৩৮৬
	LR-53	৯.১৫	৫৭১.৬৫৬
	LR-57	৯.১৫	৩৬৮.৯৩৪

সারণি ২৫.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল	দৈর্ঘ্য (মি.)
প্রধান নর্দমা	PD-07	১.৫২৪	PD-04	৭১৮.০৮১
	PD-08	১.৫২৪	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	৮০৭.৮৮০

২৫.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২৫.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	WC-08	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-
সড়ক	LR-53, 57	সড়ক	LR-52	সড়ক	-
নর্দমা	PD-08	নর্দমা	PD-07	নর্দমা	-

২৫.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব ১৮ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ২৬
৯ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

২৬.১ ৯ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৯ নং ওয়ার্ড গফরগাঁও পৌরসভার দক্ষিণ- পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ২২৯.১২ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৯ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ২৬.১ ও মানচিত্র ২৬.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২৬.১: উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমান (একর)
HoS-02	কমিউনিটি হাসপাতাল	ওয়ার্ড ০৯ এবং গফরগাঁও মহিলা ডিগ্রী কলেজের পশ্চিম পাশে	২.১২৩
NP-2	মহল্লার উদ্যান	মহিলা কলেজ সড়কের নিকটে	১.২৬৮
PT-06	গণ শৌচাগার	মহিলা কলেজ সড়কের	০.১০২
TS-03	টেম্পো স্ট্যান্ড	মহিলা কলেজ সড়কের	০.২৬৪
WC-09	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড নং ০৯	১.০৪

সারণি ২৬.২: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (মি.)
স্থানীয় সড়ক	LR-59	৬.১০	৬৭৪.৬১০
	LR-61	১২.২০	৯১১.২০৩
	LR-64	৯.১৫	১৬৬.৪২৭
	LR-65	৯.১৫	৪৯৫.৯৪৮

সারণি ২৬.৩: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল	দৈর্ঘ্য (মি.)
প্রধান নর্দমা	PD-09	১.৫২৪	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী	১০৬১.৩৩০
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-13	০.৭৬২	PD-08	৩৩১.৪১৮

২৬.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

গফরগাঁও পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২৬.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-06, TS-03	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	NP-02	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	HoS-02
সড়ক	LR-59, 64	সড়ক	LR-61	সড়ক	LR-65
নর্দমা	PD-09	নর্দমা	SD-13	নর্দমা	-

২৬.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব ১৮ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ২৭
বাস্তবায়ন নির্দেশনা

বাস্তবায়ন কৌশল

প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যা যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশে বিশেষত: শহরাঞ্চলে ভূমি স্বল্পতা ও ভূমির উচ্চ মূল্যের কারণে জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততা থাকা আবশ্যক। জনসম্পৃক্ততা ব্যতীত ভূমি অধিগ্রহণের মতো বিষয় সম্পন্ন করা অত্যন্ত দূরহ। এজন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ছাড়াও বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে একাধিক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ করা হয় যার কার্যবিবরণী পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা

শহরাঞ্চলে ভূমির উচ্চ মূল্য ও নগরবাসীর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নতুন সড়ক নির্মাণ, বর্তমান সড়ক প্রশস্তকরণ বা পরিসেবা নগর সেবার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান অত্যন্ত কঠিন। ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্যতম কৌশল হল মহাপরিকল্পনার নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র পৌর এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা। ভূমি অধিগ্রহনের পূর্বে নির্ধারিত ভূমি চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা, এবং চূড়ান্ত অধিগ্রহণের আগ পর্যন্ত নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে যে কোন অনাকাঙ্খিত নির্মাণ থেকে মুক্ত রাখা।

এলাকা ভিত্তিক যথাযথ ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল

এই কৌশলের আওতায়, গফরগাঁও পৌর কর্তৃপক্ষ নগর এলাকাসমূহকে আরও উপাংশে ভাগ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, ভূমি ব্যবস্থাপনার কোন নির্দিষ্ট কৌশল হয়তো সমগ্র পৌর এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে না।

কর্ম পরিকল্পনার জন্য এলাকা নির্ধারণ

কর্মপরিকল্পনার জন্য সাধারণত বর্তমান নগরায়িত এলাকা প্রযোজ্য হবে। বর্তমানে পৌরসভা ০৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। কোন নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বা কোন অবকাঠামো, সামাজিক, বিনোদনমূলক, শিক্ষামূলক বা বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নগরায়িত এলাকা নির্বাচন করা সুবিধাজনক হবে।

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ গফরগাঁও পৌরসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। পৌরসভার উন্নয়ন কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা নির্দেশিত পথে হওয়া আবশ্যক।

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন ব্যবস্থা

যে কোন ভূমি খন্ডে (প্লট) ভূমি ব্যবহারের অনুমোদনের সম্ভাব্য পরিনতি তিনটি; আবেদনকৃত ব্যবহার অনুমোদিত, শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত এবং আবেদনকৃত ব্যবহার সংরক্ষিত থাকায় আবেদন প্রত্যাখ্যাত।

ক. ভূমি ব্যবহার অনুমোদিত

প্রত্যেক ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণের আওতায় কোন কোন ব্যবহার শর্তহীনভাবে অনুমোদিত হবে তার তালিকা রয়েছে এবং এই মহাপরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট ভূমি খন্ডে নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য আবেদন করা হলে তা উক্ত তালিকোর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে এবং তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলে আবেদনের অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে আবদেনটি শর্তহীন ভাবে অনুমোদিত হবে।

খ. ভূমি ব্যবহার শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন

প্রত্যেক ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণের আওতায় শর্তহীন অনুমোদন ছাড়াও আরও কিছু ব্যবহার রয়েছে যেগুলোর মাত্রাহীন বিকাশ হয়তো ঐ নির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহারের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু স্বল্প মাত্রায় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এমন ধরনের নির্ধারিত কিছু ব্যবহারকে ঐ নির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার অঞ্চরের জন্য শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। ভূমি ব্যবহার অঞ্চল অনুযায়ী কোন

কোন ব্যবহার শর্তযুক্তভাবে অনুমোদিত হবে তার তালিকাও প্রণীত হয়েছে এবং এই মহাপরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; আবাসকি এলাকায় জীবনযাত্রার প্রয়োজনে স্বল্প পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রমের যে অংশটি আবাসিকের জন্য ক্ষতিকর, তা পরিহারের এবং কোন মাত্রায় কত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে এধরণের কয়েকটি শর্তপূরণ সাপেক্ষে আবাসিক এলাকায় নিদিষ্ট কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রমের আবেদন অনুমোদন করা যেতে পারে। বা আবাসিক-সাধারণ শিল্পের মিশ্র এলাকায় একটি সংযুক্ত পোষাক কারখানা সাথে একটি ডায়িং ইউনিট স্থাপনের জন্য অনুমোদন চাওয়া হল। পোষাক কারখানা এই বিভাজন এলাকার সাথে সংগতিপূর্ণ হলেও বিষাক্ত তরল বর্জ্য নিষ:রণের কারণে ডাইং ইউনিট এধরণের মিশ্র এলাকায় অনুমোদন যোগ্য নয়। ফলে ডাইং ইউনিট বাদ দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে আবেদনকারীকে পোষাক কারখানার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। এখন আবেদনকারী আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে উক্ত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহার অনুমোদন পেতে পারেন।

কোন নির্দিষ্ট ভূমি খন্ডে নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য আবেদন করা হলে তা উক্ত তালিকোর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে এবং তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলে নির্ধারিত শর্তপূরণসহ আবেদনের অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে আবদেনটি শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হবে।

ক. ভূমি ব্যবহার সংরক্ষিত বিধায় আবেদন প্রত্যাখ্যাত

যে সকল ব্যবহার কোন নির্ধারিত ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের সাথে সাংঘর্ষিক বা সংগতিপূর্ণ নয় ও ভবিষ্যতে সাংঘর্ষিক হতে পারে, এধরণের সকল ব্যবহারকে ঐ নির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের জন্য পৃথক কোন সংরক্ষিত তালকি প্রণয়ন করা হয়নি। সাধারণভাবে অনুমোদিত ও শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত তালিকার বাইরের সকল ব্যবহার ঐ নির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের জন্য সংরক্ষিত হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়া

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকান্ডের ফল। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিম্নে বর্ণনা করা হল:

আবেদনকারীর পৌরসভার মেয়র বরাবর আনুষ্ঠানিক আবেদনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি শুরু হবে। আবেদনকারী অন্যান্য তথ্যাদির সাথে অবশ্যই মৌজার মানচিত্র যেখানে মৌজার নাম ও প্লটের দাগ নম্বর প্রভৃতি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যেমন অনুমোদনকারী পরিকল্পনাবিদ (এলপিপি), আবেদনকৃত ভূমি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমির জন্য নির্ধারিত ভূমি ব্যবহারসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা মিলিয়ে দেখবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যার পদবী হবে নগর পরিকল্পনাবিদ, তিনি সংযুক্ত নথিসহ আবেদনটি যাচাই করবেন। আবেদনকৃত ভূমি খন্ডের অবস্থান ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার কোন ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে এবং আবেদনকৃত ব্যবহার উক্ত ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের অনুমোদিত বা শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত তালিকায় রয়েছে কী না, নগর পরিকল্পনাবিদ তা যাচাই করে দেখবেন। যদি আবেদনকৃত ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত বা শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত তালিকায় না তাকে তবে আবেদনটি কারণ উল্লেখপূর্বক প্রত্যাখ্যাত হবে। যদি আবেদনকারী সন্তুষ্ট না হন বা সংক্ষুব্ধ হন তবে তিনি আবেদন প্রত্যাখানের প্রতিকারে মেয়র বরাবন পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। মেয়র নগর পরিকল্পনাবিদরে উক্ত আবেদন সংক্রান্ত বিষয় অবগত হয়ে একই কারণে আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন।

যদি আবেদনে উল্লিখিত ব্যবহার অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আবেদনকারী বিনা শর্তে অনুমোদন তথা ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র পাবেন। এবং যদি উক্ত ব্যবহার শর্তযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে নগর পরিকল্পনাবিদ কারণ উল্লেখপূর্বক প্রত্যাখ্যান করতে পারেন অথবা শর্ত নির্ধারণপূর্বক উক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারেন।

অধ্যায় ২৮
সমাপনি মন্তব্য

জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে পরিকল্পনাকে টেকসই করার লক্ষ্যে এখন পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভূক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই ধরনের অংশগ্রহন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পরিকল্পনার মালিকানার ধারনা সৃষ্টি করছে। যা পরিকল্পনার জন্য সমর্থন বয়ে আনছে এবং পরিকল্পনার বিধানগুলো বাস্তবায়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হচ্ছে। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে গফরগাঁও পৌরসভার জন্য বর্তমান কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা এবং ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। যা সামাজিক সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, বিনোদনমূলক এবং নগরবাসীর অন্যান্য বহু প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে নগরীর উন্নয়ন এর দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

গফরগাঁও পৌরসভা মহাপরিকল্পনার শুধুমাত্র রক্ষকই হবে না, বরং অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বও পৌর কর্তৃপক্ষের। পাশাপাশি অন্যান্য নগর উন্নয়ন ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের কাজ পরিবীক্ষণ করাও পৌরসভার দায়িত্ব। এই পরিস্থিতি পৌরসভার ভবিষ্যৎ বাড়তি দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমান সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

বর্তমানের এই পরিকল্পনা ব্যপক অর্থে নীতিগত দিকনির্দেশনা এবং বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহকে ক্ষুদ্র পরিসরে নিয়ে আসার মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন সুবিধার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিযেছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় মৌজা এবং দাগ নম্বর চিহ্নিত করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এর জন্য আরও প্রয়োজন ক্ষমতার যথাযথ ও আন্তরিক ব্যবহার।

সরকারের একার পক্ষে সীমিত সম্পদ নিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি ভূমি খন্ডের (প্লট) উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে ভূমির মালিক ও সকল অংশীজনদেরকে (স্টেকহোল্ডার) অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এই ধরনের উদ্যোগ সম্ভব যেখানে ভূমি মালিক সরাসরি উপকৃত হবে। ব্যাপক পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভূমি মালিকদের কাছ থেকে অবকাঠামো ব্যয়ের আংশিক আদায়ের জন্য উদ্যোগ নিতে পারে।

অবশ্যই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগনের মধ্যে অবশ্যই আইন মেনে চলার সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে হবে। এ ধরনের চর্চা সরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রথমে আসতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কর্তৃপক্ষ নিজেই ইমারত নির্মাণ বিধিমালার বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরন করে না। জনগণ নিজেরা সচেতন ও সহযোগী না হলে সরকারের পক্ষে সকল অনিয়ম দূর করা কঠিন। জনগণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজনে আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

নতুন নতুন এলাকায় নগর উন্নয়নের ধারা পরিবীক্ষণের পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। পরিবীক্ষণ বা তদারকি অনেক সমস্যা আগেই নির্ণয় করতে পারে এবং তা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সমস্যা নিসনে আগাম পদক্ষেপ শুধুমাত্র সরকারের বিপুল অর্থেরই সাশ্রয় করবেনা বরং নগরবাসীর দুর্ভোগও লাঘব করবে। আশা করা যায় নিবীড় পরিবীক্ষণসহ পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এই নগরীকে বসবাসযোগ্য, স্বাস্থ্যসম্মত ও সমৃদ্ধ করবে এবং ভবিষ্যতে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ক

অতএব, যেহেতু উক্ত Rules এর rule 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা নিম্ন তফসিলভুক্ত শহর এলাকাসমূহ সমন্বয়ে আগামী ৫ই শ্রাবণ, ১৪০৬ বাং মোতাবেক ২০শে জুলাই, ১৯৯৯ ইং তারিখ হইতে গফরগাঁও মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের ঘোষণা করিল:

তফসিল

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জে, এল, নং	দাগ নং
১	২	৩	৪	৫
(১)	সালটিয়া	সালটিয়া	১০৫	১২৪—১২৬, ১৬৪—১৬৫, ১৭২—১৭৩, ১৭৫—৫৩৮, ৫৪০—৫৭১।
(২)	সালটিয়া	জয়েশ্বর	১০৬	৩২৭—৩৩৪, ৩৩৬—৩৪০, ৩৪৩—৬০৪, ৬১১—৬২২, ৬৩৯—৬৫৯, ৬৬২—৭১৩, ৭১৬—৭২১, ৭২৩—৭২৬, ৭৮৭, ৭৯১, ৮১১—৮২৬, ৮৩০—৮৩২, ৮৩৭।
(৩)	সালটিয়া	ষোলহাসিয়া	১০৭	৩০০—৩২২, ৩২৬—৩২৮, ৪০৬—৪২৫, ৪৪৩—৪৪৪, ৪৪৬—৪৫২, ৪৮০—৪৮১, ৪৮৩—৬০৯, ৬১০—৮৩২, ৮৩৪—৮৩৬, ৮৪৯, ৮৫১, ৮৬৭।
(৪)	সালটিয়া	বাবাইচাটি	১০৮	২৬১—২৭৫, ৩১৫—৪৯৩।
(৫)	সালটিয়া	শিলাসী	১৪০	(১ম সিট) ২৮৬—২৮৭, ২৮৯—২৯৭, ২৯৮, ৪৯৭—৪৯৮, ৫০০—৫০২, ৫০৪—৮০০, ৮১০, ৮৩৪—৮৮৫, ১৬৮১, ১৭০০। (২য় সিট) ৮৮৭—১২০৭, ১২৬২—১২৬৭, ১২৬৯—১৩২৩, ১৩৯২—১৬৬০, ১৭১৩—১৭২৫, ১৭৩৪, ১৭৪৬—১৭৫৪, ১৭৬৩, ১৭৬৭, ১৭৬৮, ১৭৭৩।
(৬)	সালটিয়া	নগর হোসেনাবাদ	১৪১	০১—২৩।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুস সাত্তার মিঞা

উপ-সচিব (পৌর)।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট - খ

কাঠামো পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার কৌশল অঞ্চল

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	বিস্তারিত বিবরণ	আয়তন (একর)	শতকরা হার
কৃষি (এগ্রিকালচার)	কৃষিভূমি (কৃষি অঞ্চল ও বলা হয়) বলতে বোঝানো হয় কৃষি উৎপাদনের জন্য শস্য ও প্রাণীসম্পদ উভয়ই, উপযুক্ত ভূমি। এ হচ্ছে কৃষির অন্যতম প্রধান সূত্র। কৃষিভূমিতে খাদ্যশস্য, আলু, শাক-সব্জি, তরমুজ ইত্যাদির বাৎসরিক চাষ হয়। কিছু ভূমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে, কিছু ভূমিতে স্থায়ী আবাদ করা হয় (যেমন ফলের চাষ); এছাড়া, প্রাকৃতিক ঘাস ও গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র হিসেবে কিছু ভূমি থাকে।	৩০৮.৬৩	২১.৬৯
প্রধান চলাচল (মেজর সার্কুলেশন)	প্রধান চলাচলের অন্তর্ভুক্ত মহাপরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়ক, রেলপথসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার প্রধান সংযোগ ব্যবস্থা তথা সকল প্রধান ও মাধ্যমিক সড়ক।	৩৮৬.১১	২৭.১৪
মূল এলাকা (কোর এরিয়া)	মুল এলাকা মুল শহর এলাকা হিসাবেও পরিচিত। এটি এমন এলাকা যেখানে জনসংখ্যা ও সেবার ঘনত্ব ঐ শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মেয়াদকালে (২০১১-২০৩১) জনসংখ্যার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটবে এই এলাকায়।	১৭৯.৩৭	১২.৬১
নতুন শহর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া)	জনসংখ্যার প্রক্ষেপন অনুসারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে যে বর্ধিত এলাকার প্রয়োজন হবে তা পূরণের জন্য নির্ধারিত এলাকা নতুন শহর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নতুন শহর এলাকার পরিকল্পিত বিকাশ তরান্বিত করতে অবকাঠামো ও পরিসেবা যেমন; সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, বর্জ্য অপসারণ, পানি সরবরাহসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান করা হবে।	১০০.৪৪	৭.০৬
প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া)	মুল এলাকা বা তার প্রভাবের বাইরের এলাকাসমূহ বিশেষত যেখানে নগরায়ন বা মানব বসতি স্থাপন গ্রামীণ বৈশিষ্টের এবং ধীর গতিতে চলমান। কাঠামো পরিকল্পনায় এলাকাটিকে মুল এলাকা ও সম্ভাব্য নতুন নগর উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত এলাকার বাইরের এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আদর্শিকভাবে এখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ের যোগাযোগ ও সেবা সুবিধার প্রবর্তন করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।	৩৫০.০৪	২৪.৬০
জলাশয় (ওয়াটারবডি)	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৯৮.১৪	৬.৯০
সর্বমোট		**১৪২২.৭৪**	**১০০.০০**

পরিশিষ্ট - গ

উন্নয়ন প্রস্তাবনার মৌজা তফসীল

উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
BT	বাস টার্মিনাল (বর্তমান)	ভালুকা সড়কের পাশে বর্তমান বাস টার্মিনালের সম্প্রসারন	০.৬১	০৬	শোলা হাসিয়া	৮৭৪, ১০৬২
CP	কেন্দ্রীয় উদ্যান	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	১০.২১	০৪	বাঘাইছাতি	২০০৩-২০০৭, ২০২৩
			১০.২১	০৪	শিলাশি	২৩০১
			১০.২১	০৪	শোলা হাসিয়া	৪২৭৭-৪২৯৬ ,৫০৪৯-৫০৫৭,৫১১৩-৫১২৪
ED	ঈদগাহ	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৭৮	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৮৭,৫০৮৯,৫১১২,৫১১৩
GIZ	সাধারন শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে	২৯.৬২	০৪	জানমেজয়	২৫৮৮- ২৫৯১, ২৫৯৩-২৬১৫, ২৬১৭, ২৬১৮, ২৬২০, ২৬২১, ২৬৩১, ২৬৩৩- ২৬৪১,২৬৪৬-২৬৫০, ২৬৫৩, ২৬৯৭-২৭২০, ২৭২৩-২৭৩৪, ২৭৩৯, ২৭৬১
GY	কবরস্থান	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৭৭	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৮৭,৫০৮৮,৫০৮৯,৫১১২
HIZ	ভারী শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে	১৮.৬১	০৪	জানমেজয়	২৫৪৮-২৫৫১, ২৫৫৫-২৫৭০, ২৫৭৪-২৫৭৬, ২৫৭৮-২৫৯১,২৬০৫,২৬১৫,২৬১৬,২৬১৭,২৬২১-২৬৩১
HoS-01	হাসপাতাল	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	৩.০৭	০৬	বাঘাইছাতি শোলা হাসিয়া	৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৯৪১, ৯৪৫-৯৬২, ৯৬৪, ১০৪০, ১০৪১
HoS-02	হাসপাতাল	ওয়ার্ড ০৯ এবং গফরগাঁও মহিলা ডিগ্রী কলেজের পশ্চিম পাশে	২.১২	০৯	শিলাশি	৩৩২১,৩৩২২,৩৩২৩,৩৩২৪,৩৩৩০,৩৩৩১,৩৩৩৩,৩৩৪১,৩৪৯৩
HS-01	উচ্চ বিদ্যালয়	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	১.৭০	০২	সালতিয়া	৮৭৭-৮৮৮, ৯৭৭-৯৭৯,৯৮২-৯৮৫,৯৯৯৯৯
HS-02	উচ্চ বিদ্যালয়	মুখী সড়কের নিকটে	৪.৫৫	০৬	বাঘাইছাতি	৬৭৮,৬৮২-৬৮৬,৬৯৪,৭১৫-৭১৮,৭২২-৭৩৩
LPP	গ্রামীণ বসতি	দেওয়ানগঞ্জ সড়কের নিকটে	১১.২১	০৪	জানমেজয়	২৩১৪-২৩১৭, ২৩২১-২৩৩৫, ২৩৪৭,২৩৫০-২৩৫৪, ২৩৮১-২৪১৮, ২৪২৬, ২৪২৭, ২৪২৯,২৪৩০, ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৮
NM-01	মহল্লার বাজার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	১.০৪	০১	জানমেজয়	৭৪৬,৭৪৭,৭৪৮,৭৪৯,৭৫০,৭৫১,৭৫২
NM-02	মহল্লার বাজার	মশাখালি সড়কের নিকটে	১.০২	০৯	শিলাশি	৩৪৪১,৩৪৪২,৩৪৪৩,৩৪৪৪
NM-03	মহল্লার বাজার	৫ নং ওয়ার্ডে বাতেনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে	১.৮৭	০৬	শোলা হাসিয়া	৩০০১,৩০৪৭-৩০৮২
NP-01	মহল্লার উদ্যান	সালতিয়া সড়কের পাশে	৩.৪০	০২	সালতিয়া	৯০১-৯০৭, ৯১৩,৯১৪,৯২০,৯৫০,৯৫১,৯৫৩-৯৫৭,৯৬০
NP-02	মহল্লার উদ্যান	মহিলা কলেজ সড়কের নিকটে	১.২৪	০৯	শিলাশি	২৮৪৩-২৮৫০,২৮৫২,২৮৬৭,২৮

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
						৬৮,২৮৬৯
OH	বৃদ্ধাশ্রম	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.৫৮	০৮	শিলাশি	২১২৫,২৫০৩,২৫০৪,২৫০৫,২৫০৬
OT-01	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে	০.২২	০৫	জানমেজয়	৮১২,৮৬২,৮৭৩,৮৭৪,৮৭৫,৯৯৯৯৯
OT-02	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে	০.২০	০৮	শিলাশি	২১৬২,২১৬৩,২১৬৪,২১৬৭,২১৬৮
PA-01	পার্কিং এলাকা	বাজার এলাকার নিকটে	০.৪৩	০৪	জানমেজয়	২৪৬৭, ২৪৬৮
PA-02	পার্কিং এলাকা	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৩৫	০৪	শোলা হাসিয়া	৫১০২,৫১১৩,৫১১৬,৫১১৭,৫১২৪,৫১২৫,৫১২৬
PG-01	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০১	০.৭২	০১	জানমেজয়	৭৭০,৭৭১,৭৭২,৭৭৩,৭৭৬,৭৭৭,৭৭৮,৭৮২
PG-02	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০২	০.৮২	০২	সালতিয়া	৯৪০,৯৪৭,৯৪৮,৯৪৯,৯৫০
PG-03	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৩	০.৯৫	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৩,৩৫৪,৩৫৫,৩৫৬,৩৭৮,৩৮২,৩৮৩
PG-04	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৯	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৫৮,৫০৫৯,৫০৬০,৫০৬২,৫০৬৩
PG-05	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৫	০.৮১	০৫	শোলা হাসিয়া	২০৩৩,২০৭৬,২০৯০,২০৯১,২০৯২,২০৯৩,২০৯৪
PG-06	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৬	০.৯৯	০৬	বাঘাইছাতি শোলা হাসিয়া	৬২৯,৬৩৯,৬৩৮,৬৩০,৬৩১,৬৩২,৬৩৭,৬৩৩,৬৩৪,৬৩৫, ৫৫০, ৯৫৮
PG-07	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৭	১.৩৫	০৭	শিলাশি	১২১৪,১২১৫,১২৩৭,১২৩৮,১২৪৭-১২৫৩
PG-08	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৮	০.৬২	০৮	শিলাশি	২১২৭,২১২৮,২১২৯,২১৬৬,২১৬৭,২১৬৮
PG-09	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৯	০.৭৩	০৯	শিলাশি	৩৩৭৭,৩৩৭৮,৩৩৭৬,৩৩৭৫
PH-01	খেলার মাঠ	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে	০.২৫	০২	জানমেজয়	৮৭৪, ৮৭৫
PH-02	খেলার মাঠ	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে	০.১৯	০৮	শিলাশি	২১৬৭, ২১৬৮
PS	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মশাখালি সড়কের নিকটে	০.৮১	০৯	শিলাশি	৩৪৮৩,৩৪৮৪,৩৪৯১,৩৬৯৭-৩৭০২
PT-01	গণ শৌচাগার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	০.০৭	০২	সালতিয়া	৮৯৮, ৮৯৯
PT-02	গণ শৌচাগার	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.১০	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৮৮,৩৯১,৩৯২,৩৯৪
PT-03	গণ শৌচাগার	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	০.১৮	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৫৭, ৫০৫৮, ৫০৫৯
PT-04	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১২	০৪	জানমেজয়	২৪৬৭
PT-05	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১০	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২২২
PT-06	গণ শৌচাগার	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.১০	০৯	শিলাশি	৩৩২৯, ৩৩৩০
RZ	পুনর্বাসন এলাকা	উপজেলা কমপ্লেক্সের পাশে	৬.১৫	০৯	শিলাশি	২৮৪১-২৮৪৪, ২৮৫০, ২৮৫১, ২৮৫৯-২৮৮২, ২৮৮৭, ২৮৮৮, ২৮৮৯, ২৮৯১, ২৮৯২, ২৯৫৩, ২৯৬০
SC	সুইপার কলোনি	দেওয়ানগঞ্জ সড়কের উত্তর পাশে	৫.১০	০২	জানমেজয়	২১৭৫,২১৮২,২১৮৩,২১৮৬-২১৮৮,২২৪৭-২২৫০, ২২৫৬,২২৫৭,২২৭৯,২২৮০,২২৯০-২৩০২,২৩০৪
SH	কসাইখানা	টেকনিক্যাল বিএম কলেজের পশ্চিম পাশে	০.২২	০৫	শোলা হাসিয়া বাঘাইছাতি	৪২৩০, ৪২৩১ ১০০৯
SM	বিপণিবিতান	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.৬১	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০২৬-৫০৩৬

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
ST	স্টেডিয়াম	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	৭.৫৮	০৪	জানমেজয়	২৬৭৭,২৬৭৮,২৬৭৯,২৬৮০,২৬৮১,২৬৮২,২৬৮৩,২৬৮৪
					শোলা হাসিয়া	৫০১৮,৫০৬৪-৫০৭৩, ৫০৭৭,৫০৭৯,৫০৮০-৫০৮৫,৫০৮৭,৫০৮৮
TS-01	টেম্পো স্ট্যান্ড	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	০.৩৪	০২	সালতিয়া	৮৯৩,৮৯৪,৮৯২,৮৯১
TS-02	টেম্পো স্ট্যান্ড	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.৪৩	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৩,৩৮২,৩৮৩,৩৮৪,৩৮৫,৩৮৭
TS-03	টেম্পো স্ট্যান্ড	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.২৬	০৯	শিলাশি	৩২৬৩,৩৩২৮,৩৩২৯,৩৩২৭
TT	ট্রাক টার্মিনাল	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.৬৯	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৮৮,৩৯২,৩৯৩,৩৯৪,৪০০,৪০১
WC-01	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০১	০.৯৮	০১	জানমেজয়	৭৭২-৭৭৬,৭৮২-৭৮৭
WC-02	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০২	০.৯২	০২	সালতিয়া	৯৪১,৯৪৫,৯৪০,৯৪৮,৯৪৭
WC-03	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৩	১.৩২	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৬,৩৫৩,৩৫৪,৩৫০,৩৪৯,৩৪৮
WC-04	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৪	১.০৪	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৪৫,৫০৪২,৫০৬১,৫০৩৬,৫০৫৭,৫০৬০,৫০৬২,৫০৬৩,৫০২১,৫০৫৮,৫০৫৯
WC-05	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৫	১.১৬	০৫	শোলা হাসিয়া	২০৩২,২০৩৩,২০৭৬,২০৮৫-২০৯০
WC-06	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৬	১.১১	০৬	বাঘাইছাতি	৬৩৫,৬৩৬,৬৩৭,৬৩৮, ৬৩৯,৬৪২,৬৪৩,৬৪৪,৬৪৫,৬৪৬,৬৫৩,৬৫৪
WC-07	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৭	১.২৪	০৭	শিলাশি	১১৯৬,১১৯৭,১১৯৮,১১৯৯,১২১৩,১২১৪,১২৪৯,১২৫০
WC-08	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৮	০.৯৩	০৮	শিলাশি	২১২৫-২১২৭, ২১৬৯-২১৭১,২৫০১-২৫০৩,২৫০৫,২৫০৮,২৫০৯
WC-09	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৯	১.০৫	০৯	শিলাশি	৩৩৭০,৩৩৭১,৩৩৭২,৩৩৭৩,৩৩৭৪,৩৩৭৫,৩৩৭৬
WDG	বর্জ্য অপসারন কেন্দ্র	পৌরসভার উত্তর পাশে	১০.৪৮	০৪	জানমেজয়	২৭২০,২৭২১,২৭২২,২৭২৩,২৭২৪,২৭৬১
WM	পাইকারি বাজার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	৩.৮২	০৪	জানমেজয় শোলা হাসিয়া	২৪৮৩,২৪৮৪,২৪৯০,২৪৮৯,২৪৮২,২৪৮৮,২৪৮৬,২৪৮৫,২৪৯৪,২৪৮৭,২৪৭৫,২৪৮১,২৪৭৬,২৪৭৪,২৫২৪,২৪৭৮,২৪৭৭,২৪৮০,২৪৬৭,২৪৬৮, ৩৩৯০, ৩৩৯৫
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	পৌরসভার মধ্য অংশ	০.১৩	০৪	জানমেজয়	২৩৮৫,২৩৮৬,২৩৮৩,২৩৯০
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	স্টেশন সড়কের নিকটে	০.২৬	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২৩০, ৪২৩১, ৪২২২
					বাঘাইছাতি	১০০৯, ৯৯৯৯৯
YDC	যুব উন্নয়ন কেন্দ্র	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	১.৮০	০৪	শোলা হাসিয়া	৫১০২,৫১০৭-৫১১৩,৫১১৬,৫১২৫

প্রস্তাবিত পরিবহন সুবিধা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা
BT	বাস টার্মিনাল	বর্তমান বাস টার্মিনালের সম্প্রসারন	ওয়ার্ড ০৬	০.৬০৫	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৮৭৪, ১০৬২
PA-01	পার্কিং এলাকা	বাজার এলাকার নিকটে	ওয়ার্ড ০৪	০.৪২৬	মৌজা- জানমেজয় প্লট ২৪৬৭, ২৪৬৮
PA-02	পার্কিং এলাকা	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	ওয়ার্ড ০৪	০.৩৪৮	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৫১০২, ৫১১৩, ৫১১৬, ৫১১৭, ৫১২৪-৫১২৬
TS-1	টেম্পো স্ট্যান্ড	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.৩৪০	মৌজা- সালতিয়া প্লট ৮৯১-৮৯৪
TS-2	টেম্পো স্ট্যান্ড	ভালুকা সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৩	০.৪২৯	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৩৫১-৩৫৩, ৩৮২-৩৮৫, ৩৮৭
TS-3	টেম্পো স্ট্যান্ড	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৯	০.২৬৪	মৌজা- শিলাশি প্লট ৩২৬৩, ৩৩২৭-৩৩২৯
TT	ট্রাক টার্মিনাল	ভালুকা সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৩	০.৬৮৯	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৩৮৮, ৩৯২-৩৯৪, ৪০০, ৪০১

বর্জ্য অপসারণ সুবিধার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
WDG	বর্জ্য অপসারন কেন্দ্র	পৌরসভার উত্তর পাশে	১০.৪৮	০৪	জানমেজয়	২৭২০,২৭২১,২৭২২,২৭২৩,২৭২৪,২৭৬১
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	পৌরসভার মধ্য অংশ	০.১৩	০৪	জানমেজয়	২৩৮৫,২৩৮৬,২৩৮৩,২৩৯০
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	স্টেশন সড়কের নিকটে	০.২৬	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২৩০, ৪২৩১, ৪২২২

গণ শৌচাগার সুবিধার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড নম্বর	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
PT-01	গণ শৌচাগার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	০.০৭	০২	সালতিয়া	৮৯৮, ৮৯৯
PT-02	গণ শৌচাগার	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.১০	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৮৮,৩৯১,৩৯২,৩৯৪
PT-03	গণ শৌচাগার	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	০.১৮	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৫৭, ৫০৫৮, ৫০৫৯
PT-04	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১২	০৪	জানমেজয়	২৪৬৭
PT-05	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১০	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২২২
PT-06	গণ শৌচাগার	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.১০	০৯	শিলাশি	৩৩২৯, ৩৩৩০

পরিশিষ্ট - ঘ

অনুমোদনযোগ্য ভূমি ব্যবহার তালিকা

ক) নগর আবাসিক ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
চিত্রাঙ্কন
বৃদ্ধাশ্রম
বেকারী ও কনফেকশনারী
চুল কাটার দোকান
শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র
ধোপাখানা
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
বহুতল এ্যাপার্টমেন্ট
কুটির/বাড়ি
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ঔষধের দোকান বা ফার্মেসি
কর্মচারির বাসস্থান (গার্ড/ড্রাইভার) আনুসঙ্গিক ব্যবহার
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা
মৌসুমী শ্রমিকের জন্য আবাস
উদ্যান সেবা
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
এতিমখানা/ অনাথাশ্রম
ঈদগাহ্
ফটোকপির দোকান
পাইপ লাইন এবং পরিসেবা লাইন
খেলার মাঠ
প্রাথমিক বিদ্যালয়
ব্যক্তিগত গ্যারেজ (আনুসঙ্গিক ব্যবহার)
নির্ধারিত এলাকা সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিদর্শন/ চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
পথচারী ছাউনি
মুচির দোকান
সামাজিক সংস্থার অফিস
বিশেষ আবাসন
অস্থায়ী নিবাস
অনুমোদিত কাজে অস্থায়ী নিবাস
পত্রিকার দোকান
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
সরবরাহ লাইন
নগরের প্রকৃতি সংরক্ষণ
পরিসেবা লাইন
কাঠের গুদাম

অনুমোদিত
শিশুপার্ক (পার্কিংসহ)
এটিএম বুথ
পানির পাম্প / জলাধার
স্মৃতিস্তম্ভ (মহল্লা কেন্দ্রিক)
বিল প্রদানের বুথ
বোর্ডিং
ছাত্রাবাস
ভাস্কর্য (আনুসঙ্গিক)
মহল্লা (আবাসিক এলাকা/ পাড়া/ মহল্লা) কেন্দ্র
অনুমোদিত
কমিউনিটি সেন্টার
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
চিত্র প্রদর্শনীর স্থান ও গ্রন্থাগার
ফাস্টফুড / অস্থায়ী দোকান
ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রেতা
শরীরচর্চা ক্লাব
গেমিং ক্লাব
সাধারণ দোকান
খুচরা দোকান /সুবিধা
এ্যাপার্টমেন্ট আবাসন
আবাসন প্রকল্প
স্মৃতিস্তম্ভ (মহল্লা পর্যায়)
বইয়ের দোকান
স্টেশনারী দোকান
বসতবাড়ি
অনুমোদিত অনুষ্ঠানের অস্থায়ী ছাউনি
ঈদগাহ
পানির পাম্প/জলাধার

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

নিয়মিত মহল্লা কেন্দ্র না থাকলে এটি স্থাপনের জন্য ভূমি ব্যবহার কমিটির অনুমতি লাগবে।

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ২: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
মাদকাশক্তি নিরাময় কেন্দ্র
ভবনস্থ বিনোদন
অন্তেষ্টিক্রিয়া সেবা(ব্যবস্থা)
আর্ট গ্যালারী, আর্ট স্টুডিও / কর্মশালা
অটোমোবাইল ড্রাইভিং একাডেমি
শরীর ও সৌন্দর্য সেবা
বিলিয়ার্ড/পুল হল
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিছন্নতা সেবা
যাত্রী ছাউনি
গোরস্থান/সমাধি
কফি সপ/ চায়ের দোকান
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
কুরিয়ার সার্ভিস
শ্মশান
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
আসবাবপত্রের দোকান

শর্তসাপেক্ষ
জরুরী আশ্রয়
জ্বালানি স্থাপনা
গ্যারেজ
বাগান ও খুচরা নার্সারী সেন্টার
অগ্নি নির্বাপন কার্যালয়
থানা
অস্থায়ী উদ্ধার কেন্দ্র
অতিথিশালা
কসাইখানা
অবিচল সঞ্চালন কেন্দ্র
পর্যটন হোম বা রিসোর্ট
বাজার
চশমার দোকান
উন্মুক্ত ক্যাফে
ফল ও শাকসবজির বাজার
কমিউনিটি হল
মহল্লাভিত্তিক সমবায় সমিতি অফিস
পানি রাখার ট্যাঙ্ক
সারিবদ্ধ বসতি
রং ও বার্ণিসের দোকান
পার্কিং লট
বেত ও পাটি
ছবির দোকান
ডাকঘর
ডাক সুবিধাসমূহ
ক্রীড়া ও বিনোদন ক্লাব
টেনিস ক্লাব
বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো
টেলিফোন উপকেন্দ্র
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র
খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান
ফলের বাজার
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

এই অঞ্চলে অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া সকল ব্যবহার সংরক্ষিত

খ. সাধারণ শিল্প

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিতে উল্লেখিত সবুজ ও কমলা-এ শ্রেণির সাধারণ শিল্পভূমি ব্যবহার অনুমোদিত। নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

সারণি ৩: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
কনফেকশনারী
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বাই সাইকেল সংযোজন, যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
কামার
যাত্রী ছাউনি
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
পুলিশ বক্স/ব্যারাক
অগ্নি নির্বাপন কার্যালয়
মুদী দোকান
গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা

অনুমোদিত
মেশিন ঘর
মাংস ও মুরগী (প্যাকিং ও প্রক্রিয়াকরণ)
মসজিদ ও ইবাদতের স্থান
পত্রিকার অফিস
ফটোকপির দোকান
পাইপ লাইন এবং পরিসেবা লাইন
মুদ্রন, প্রকাশনা ও বিতরণ
গণ পরিবহণ সুবিধা
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
উদ্ধার প্রক্রিয়া
বিদ্যুৎ মিস্ত্রি
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
স'মিল
ছাউনি
টেলিভিশন, রেডিও বা ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য মেরামতের দোকান
সঞ্চালন লাইন
ট্রাক স্ট্যান্ড ও ধোয়া বা পণ্য খালাস টার্মিনাল
পরিসেবা লাইন
কাঠের পণ্য
কাঠের দোকান
এটিএম বুথ
পানির পাম্প / জলধার
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
বর্জ্য শোধনাগার
এ্যালুমনিয়াম পণ্য
গানের যন্ত্রপাতি
কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন
মোটরগাড়ি মেরামত কাজ
দেওয়াল ও হাত ঘড়ি সংযোজন ও প্রস্তুতকরণ
মোড়কী শিল্প
মোটরগাড়ি সংযোজন
সুগন্ধি ও প্রসাধন
টেলিফোন সংযোজন
ঔষধ প্রস্তুতকরণ শিল্প
স্বয়ংক্রিয় চাল কল
আলোকচিত্র ফিল্ম কারখানা
বেকারী
বৃক্ষরোপন (মাদক গাছ ব্যতিত)
বাঁশ ও বেতের পণ্য
বই বাঁধাই
ইলেক্ট্রিক তাঁত
মুদ্রণ ও লেখার কালি প্রস্তুতকরণ শিল্প
ছাপাখানা
কার্পেট ও মাদুর উৎপাদন
প্রক্রিয়াকরণ: মাছ, মাংস ও খাদ্য
সিনেমা হল
খাবার পানি ও কার্বোনেট পানীয় প্রক্রিয়া ও বোতলজাতকরণ
ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় ল্যাব
কৃত্রিম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
চকোলেট ও লজেঞ্জ কারখানা
চিরুণি, চুলের বেন্ড, ক্লিপ ইত্যাদি
পিন, বোর্ড পিন, ইউ পিন ইত্যাদি
হিমাগার

অনুমোদিত
গুড়া দুধ, ঘন দুধ, খামারী দুধ উৎপাদন
জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
চশমা ফ্রেম উৎপাদন
ড্রাই-ক্লিনিং
কাঁসা, পিতল ও ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র উৎপাদন
ভোজ্য তেল
গণপরিবহণ সুবিধা
বৈদ্যুতিক তার
ফ্রিজ মেরামত
প্রকৌশল কর্ম
কাপড় ধোয়া প্লান্ট
চকোলেট ও লজেঞ্জ কারখানা
রশি ও ছোবড়ার মাদুর উৎপাদন
কনফেকশনারী/খাবারের দোকান
লবণ কারখানা
লবণ উৎপাদন
ময়দা কল (বড়)
কাঠ, লোহা, এ্যালুমনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র প্রস্তুতকরণ
ঝালাই করা
গার্মেন্টস ও স্যুয়েটার কারখানা
জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
আঠা (প্রাণি আঠা ছাড়া)
সাবান
স্বর্ণের জিনিষ উপাদন
ফসফরাস পদার্থ কারখানা
সুতা কারখানা
হোটেল, বহুতল বাণিজ্যিক ভবন
ক্রীড়া সামগ্রী উৎপাদন
শ্বেতসার ও গ্লুকোজ কারখানা
আইসক্রীম
পাথর ঘষা, কাটা ও পলিশ
পাটকল
চা প্রক্রিয়াকরণ
চুন
প্রকাশনা ও মুদ্রণ দোকান
টায়ার পুনঃবিক্রয়
কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতকরণ
মেশিন ঘর
কৃষি কাজের হাতিয়ার, সরঞ্জাম ও ক্ষদ্র যন্ত্রপাতি
মাটি ও চীনা মাটির পাত্র/স্যানিটারি সামগ্রী (সিরামিক)
কাঠের নৌকা প্রস্তুতকরণ
দিয়াশলাই কারখানা
পানি শোধনাগার
চিকিৎসা ও শল্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন
বুনন ও হস্তচালিত তাঁত
মাংস ও পোল্ট্রি (মোড়ক ও প্রক্রিয়াকরণ)
ধাতব পাত্র/চামচ ইত্যাদি
কাঠ প্রক্রিয়াকরণ
কাঠ/লোহা/এ্যালুমনিয়াম দ্বারা আসবাবপত্র তৈরী
মোটর সাইকেল বিক্রয় দোকান

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ৪: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
খেলা ও বিনোদন (ভবনস্থ)
যন্ত্রপাতির দোকান
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়
কর্মচারি আবাসন
জ্বালানি স্থাপনা
ফাস্টফুড দোকান/ অস্থায়ী দোকান
শস্য ও ফিড মিলস
গ্যারেজ
শ্বশ্যান সুবিধা
সুপার স্টোর
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
জ্বালানি কেন্দ্র/গ্যাস স্টেশন
মোটর সাইকেল বিক্রয় কেন্দ্র
ফল ও শাকসবজির দোকান
পাইকারি গোডাউন
পানি রাখার ট্যাঙ্ক
চিত্রকর্ম ও দেওয়াল কাগজ বিক্রয়
রং ও বার্ণিসের দোকান
পার্কিং লট
পার্কিং লট (বাণিজ্যিক)
বেসরকারি গ্যাস
খুচরা দোকান, স্টুডিও /ওয়ার্কশপ
পাট কল
গানের যন্ত্রপাতি
কার্পেট ও মাদুর উৎপাদন
সিনেমা হল
ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় ল্যাব
কর্ক আইটেম উৎপাদন
কলম ও শিস কলম কারখানা
আলোকচিত্র ল্যাব(অতি বেগুনি ও ইনফ্রারেড ছাড়া)
প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী (পিভিসি বাদে)
কৃত্রিম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
ঝালাই করা
গুড়া দুধ পুনঃমোড়ক (উৎপাদন ব্যতিত)
কাঁচ কারখানা
আঠা (প্রাণি আঠা ছাড়া)
রশি ও ছোবড়ার মাদুর উৎপাদন
গম, চাল, হলুদ, মরিচ, ডাল ভাঙ্গাকল শূন্য হর্স-এর উপরে
লবণ কারখানা
স্বর্ণের জিনিষ উপাদন
উদ্ধার প্রক্রিয়াকরণ
উপগ্রহ/ডিশ এ্যান্টেনা
করাতকল, তৃণলতা কারখানা
ধোপাখানা
ফসফরাস কারখানা
ক্রীড়া সামগ্রী (প্লাস্টিক ছাড়া)

শর্তসাপেক্ষ
কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতকরণ
দিয়াশলাই কারখানা
চা মোড়ক (প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া)
চিকিৎসা ও শল্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন
টায়ার পুনঃবিক্রয়
ধৌত কেন্দ্র

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অন্য সকল ব্যবহার;অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া।

গ. বাণিজ্যিক এলাকা অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

বাণিজ্যিক এলাকা যেখানে মুলতঃ দাপ্তরিক ও ব্যবসা কাজকর্ম হয়ে থাকে। এই এলাকায় অনেক কাজ অনুমোদিত।

সারণি ৫: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ ও নিরিক্ষা কার্যক্রম
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন
কৃষি ব্যবসা
কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও সেবা
এ্যাম্বুলেন্স সেবা
এন্টিকের দোকান
যন্ত্রপাতির দোকান
নিলাম বাজার
মিলনায়তন, সভা হল, সম্মেলন সুবিধা
মোটর গাড়ি ইজারা বা ভাড়া অফিস
মোটর গাড়ি রং করার দোকান
মোটর গাড়ি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (ঘরে)
মোটর গাড়ি মেরামতের দোকান (গ্যারেজের সঙ্গে)
মোটর গাড়ি ধোয়া
মোটর গাড়ি বিক্রয়
কনফেকশনারী
বেকারী ও খুচরা মিস্টির দোকান
ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান
মদের দোকান (লাইসেন্স)
চুল কাটার দোকান
নারী সৌন্দর্য্য সেবা
বাই সাইকেলের দোকান
বিলিয়ার্ড/পুল হল
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত সামগ্রী বিক্রয় বা সংগ্রহ
মোড়কীকরণ
যাত্রী ছাউনি
সিনেমা হল
পরিবহণ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত
কম্পিউটার বিক্রয় ও সেবা
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ কোম্পানী
কুরিয়ার সার্ভিস
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
সাধারণ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসের দোকান

অনুমোদিত
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
ঔষধের দোকান / ফার্মেসি
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়
ফাস্টফুড/ অস্থায়ী দোকান
পণ্য পরিচালা, সংরক্ষণ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
পণ্য রাখার স্থান
সাধারণ দোকান
মুদী দোকান
অতিথিশালা
হোটেল বা মোটেল
আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
সোনা ও রূপার দোকান
নৌযান মেরামত ক্ষেত্র
সুপার স্টোর
মার্কেট (বাজার)
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
মোটর সাইকেল বিক্রি দোকান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
ফল ও সবজি দোকান
বিনোদন বাণিজ্য
পার্কিং লট (বাণিজ্যিক)
পোষা প্রাণির দোকান
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
স্টুডিও
পাইপ লাইন ও পরিসেবা
ডাকঘর
সংরক্ষিত ফল ও সবজি সুবিধা (হিমাগার)
মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
ফ্রিজ বা বড় যন্ত্রপাতি মেরামত
অবকাশ কেন্দ্র
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
মেরামত প্রক্রিয়াকরণ
মেরামত ক্ষেত্র
স্যাটেলাইট ডিস অ্যান্টেনা
স'মিল
অতিথিশালা
শপিংমল বা প্লাজা
কসাইখানা
সফটওয়ার উন্নয়ন
খেলার সামগ্রী ও খেলনা বিক্রয়
ট্যাক্সি স্ট্যান্ড
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
টেলিভিশন, রেডিও এবং ইলেক্ট্রনিক্স মেরামত (ভবনস্থ)
থিয়েটার (ভবনস্থ)
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
যানবাহন বিক্রি ও পরিসেবা, ইজারা ও ভাড়া
পশু চিকিৎসা ক্লিনিক, পশু হাসপাতাল, বোর্ডিং পরিসেবা

অনুমোদিত
গুদামজাত করা
কাঠের পণ্য
কাঠের গুদাম
এটিএম বুথ
পানির পাম্প/ রিজার্ভার
কৃষি নির্ভর শিল্প (রাইস মিল, সমিল, হিমাগার)
সামাজিক বনায়ন
ফল ও শাক-সবজি বাজার
পেশাজীবি দপ্তর

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

এই এলাকায় কিছু কাজে শর্তযুক্ত অনুমোদন রয়েছে।

সারণি ৬: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
ক্রীড়া ও বিনোদন (ইনডোর)
বাই সাইকেল সংযোজন,যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
সম্প্রচার স্টুডিও/রেকর্ডিং স্টুডিও
কফি / চা দোকান
সঙ্গীত ঘর, মঞ্চ প্রদর্শনী
নির্মাণ, জরিপ, মাটি পরিক্ষার সংস্থা
বাণিজ্যিক প্রদর্শনী
হস্তশিল্প
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন
কৃয়ি পণ্য বিক্রি ও সেবা
কৃষি রাসায়নিক, সার ও কীটনাশকের দোকান
করীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
বনের পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র
জ্বালানী ও বরফ বিক্রেতা
গ্যারেজ
বাগান, নার্সারীর খুচরা বিক্রয় স্থান
পুলিশ বক্স/ব্যারাক
অগ্নিকান্ড / উদ্ধার কেন্দ্র
শস্য ও ফিড মিলস
ঘরের সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা
শ্বশ্মান সুবিধা
ভবনস্থ ক্রীড়া ও খেলাধুলা
ভবনস্থ নাট্যমঞ্চ
প্রকাশনা বা প্রিন্টের দোকান
জ্বালানী কেন্দ্র/গ্যাস স্টেশন
বাদ্যযন্ত্র উপকরণ বিক্রয় বা মেরামত
চক্ষু সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রয়
চিত্রকর্ম এবং দেওয়াল চিত্র বিক্রয়
রং এবং বার্ণিস
পার্কিং স্থান
পাটি ও মাদুর
ডাকঘর সুবিধা
পোল্ট্রি
ব্যক্তিগত গ্যারেজ
পেশাজীবি অফিস
খুচরা দোকান কাম স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
পাথর/কাটা পাথর বিক্রয়
জ্বালানি গ্রহণ কেন্দ্র

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অন্য সকল ব্যবহার; অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া।

ঘ. পল্লী বসতি

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ৭: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
কৃষিজীবি
পশু পালন
পশু আশ্রয় কেন্দ্র
গোরস্থান / সমাধি
শিশু ডে-কেয়ার/প্রি স্কুল
প্রাথমিক বিদ্যালয়
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কুটির
শ্মশান
দুগ্ধ খামার
সাধারণ দোকান
মুদী দোকান
তাঁত (কুটির শিল্প)
মৌসুমি শ্রমিকদের আবাসন
মসজিদ, মন্দিরের জায়গা
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
এতিমখানা
উন্মুক্ত ধর্মীয় উৎসব (ঈদগাহ)
খেলার মাঠ
স্যাটেলাইট ডিস অ্যান্টেনা
এনজিও/সিবিও সুবিধা
বিশেষ বাসিন্দা (যেমন শারিরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য থাকার জায়গা.)
অস্থায়ী ছাউনি/তাবু
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
অবিচল বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সামাজিক বনায়ন
ভাস্কর্য বা স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ৮: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
শিল্পীর দোকান (পটার, কামার এবং স্বর্ণকারের দোকান.)
গবেষণা প্রতিষ্ঠান (কৃষি /মৎস্য)
বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন
মাছের হ্যাচারী
বাগান/খুচরা নার্সারী
জরুরী আশ্রয়
বিনোদন ও খেলার ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ: ভবনস্থ

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঙ. মিশ্র ব্যবহার এলাকা

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ৯: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ ও নিরিক্ষা কার্যক্রম
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও সেবা
এন্টিকের দোকান
এ্যাম্বুলেন্স সেবা
যন্ত্রপাতির দোকান
চিত্র প্রদর্শনী, আর্ট স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
চিত্র শিল্পীর দোকান
বসবাসের সহযোগিতা/বৃদ্ধাশ্রম
মিলনায়তন, সভা হল, সম্মেলন সুবিধা
মোটর গাড়ি ইজারা বা ভাড়া অফিস
মোটর গাড়ি রং করার দোকান
মোটর গাড়ির যন্ত্রপাতি ও মালপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (ঘরে)
মোটর গাড়ি মেরামতের দোকান (গ্যারেজের সঙ্গে)
মোটর গাড়ি দোকান
মোটর গাড়ি ড্রাইভিং একাডেমি
কনফেকশনারী
বেকারী ও খুচরা কনফেকশনারী
ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান
মদের দোকান (লাইসেন্স)
চুল কাটার দোকান
নারী সৌন্দর্য্য ঘর
বাই সাইকেলর দোকান
বিলিয়ার্ড/পুল হল
কামার
বোর্ডিং এবং থাকার ঘর
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত সামগ্রী বিক্রয় বা সংগ্রহ (ভবনস্থ)
বাস যাত্রী ছাউনি
শিশু ডে-কেয়ার/প্রি-স্কুল
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা/লন্ড্রি দোকান
বাণিজ্যিক বিনোদন ভবন
যোগাযোগ পরিসেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কমিউনিটি সেন্টার
যৌথ আবাসন বা এ্যাপার্টমেন্ট
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
কুরিয়ার সার্ভিস
সাইবার ক্যাফে
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ কোম্পানী
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
কর্মচারি আবাসন
কাপড়ের দোকান
ফাস্টফুডের/খাবারের দোকান

অনুমোদিত
অন্তেষ্টিক্রিয়ার সেবা
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
অতিথিশালা
হাসপাতাল
সোনা ও রূপার দোকান
ভূচিত্র এবং উদ্যানতত্ত্ব সেবা
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
প্রাথমিক বিদ্যালয়
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
অবকাশ কেন্দ্র
স্যাটেলাইট ডিস এ্যান্টেনা
সরাইখানা
জুতা মেরামত ও জুতা পালিশের দোকান (ছোট)
কসাইখানা
সামাজিক সংগঠন
সফটওয়ার উন্নয়ন
বিশেষ বাসিন্দা (প্রতিবন্ধী)
খেলনা, শখের পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহ
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
গাড়ি বিক্রি এবং সেবা, ইজারা ও ভাড়া
গুদামজাত করা
কাঠ গুদাম
শিশু পার্ক
পানির পাম্প/রিজার্ভার
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
রিক্সা /অটো রিক্সা স্ট্যান্ড
এ্যাপার্টমেন্ট
আবাসন প্রকল্প
একক আবাসন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১০: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
কৃষি রাসায়নিক, সার ও কীটনাশকের দোকান
ক্রীড়া ও বিনোদন (ভবনস্থ)
শারিরীক সৌন্দর্য্য সেবা
সম্প্রচার স্টুডিও/রেকর্ডিং স্টুডিও
ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা সেবা
ইমারত সামগ্রী বিক্রি ও রক্ষণাবেক্ষণ
গোরস্থান বা সমাধি
কফি /চা দোকান/ গ্যারেজ
কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত

শর্তসাপেক্ষ
কম্পিউটার বিক্রয় ও সেবা
সঙ্গীত ঘর, মঞ্চ প্রদর্শনী
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ প্রতিষ্ঠান
নির্মাণ, জরিপ ও মাটি পরিক্ষার সংস্থা
কুটির
পরামর্শদান সেবা
হস্ত শিল্প
সমাধি ক্ষেত্র
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও পাঠাগার
পণ্য সামগ্রী দোকান, আসবাবপত্র ও রকমারি দোকান
ড্রাগ স্টোর/ঔষধের দোকান
জ্বালানি স্থাপনা
শরীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার, ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
পণ্য পরিচালন, সংগ্রহ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
খেলাধুলার ক্লাব
গ্যারেজ
বাগান বা খুচরা নার্সারি
বাণিজ্যিক দপ্তর
প্রকল্প দপ্তর
সরকারি দপ্তর
হোটেল বা মোটেল
গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র মেরামত সেবা
ভবনস্থ বিনোদন কেন্দ্র, খেলাধুলার স্থান
ভবনস্থ নাট্যমঞ্চ
প্রকাশনা বা মুদ্রণের দোকান
বাজার
স্বাস্থ্য অফিস, ডেন্টাল ল্যাব, ক্লিনিক বা ল্যাব
বাদ্যযন্ত্র বিক্রি বা মেরামত
চশমা পণ্য বিক্রি
উন্মুক্ত ক্যাফে
উন্মুক্ত ফল ও সবজির দোকান
চিত্রকর্ম ও দেওয়াল কাগজ বিক্রি
রং ও বার্ণিস
বহিরাঙ্গন বাড়ি
ফটো ল্যাব ও স্টুডিও
হাঁস মুরগীর খামার
মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ
মানসিক হাসপাতাল
খুচরা দোকান কাম স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
রেডিও/টেলিভিশন বা টি এন্ড টি স্টেশন ও সঞ্চালন টাওয়ার
ফ্রিজ বা বড় যন্ত্রপাতি মেরামত
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
খেলার সামগ্রী ও খেলনা বিক্রি
খেলা ও বিনোদন ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ (ভবনস্থ)
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
টেলিভিশন, রেডিও বা ইলেকট্রনিক্স মেরামত
প্রকল্প দপ্তর
উদ্যান ও বিশ্রাম স্থান
খেলার মাঠ

শর্তসাপেক্ষ
বাস যাত্রী ছাউনি
সামাজিক বনায়ন
প্রদর্শনী ও মেলা
বিশেষ অনুষ্ঠান শিবির
সার্কাস
টেনিস ক্লাব/বাস্কেট বল কোর্ট
সঞ্চালণ লাইন
ভূচিত্র ও উদ্যান সেবা
স্মৃতি স্তম্ভ
নগর-প্রকৃতি সংরক্ষণ
উন্মুক্ত নাট্যশালা
পরিসেবা লাইন
পার্ক ও বিনোদন (সাধারণ)
চিড়িয়াখানা
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র
সংবাদপত্রের দোকান
আর্ট গ্যালারী, স্টুডিও/ওয়ার্কসপ
নার্সারী স্কুল
এটিএম বুথ
বহিরাঙ্গণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান
মোটর ড্রাইভিং একাডেমী
ফটোকপি ও অনুলিপি
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা
ডাকঘর
বাস যাত্রী ছাউনি
প্রাথমিক বিদ্যালয়
শিশু পরিচর্যা/প্রাক-বিদ্যালয়
পেশাজীবি দপ্তর
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
যোগাযোগ সেবা
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা চিহ্ন
অনুমোদিত উচ্চতায় যোগাযোগ টাওয়ার
গণপরিবহণ সুবিধা
কনফেকশনারী দোকান
বাস্তু থেকে প্রতিষ্ঠান আবাসিক ব্যবহার
সম্মেলন কেন্দ্র
গণশিক্ষা স্কুল
সংশোধন প্রতিষ্ঠান
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও পাঠাগার
সরাইখানা
সাইবার ক্যাফে
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
বিশেষায়িত স্কুল; নৃত্য,কারু, সঙ্গীত ও অন্যান্য
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
মুদি দোকান
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
মুদি দোকান
উচ্চ বিদ্যালয়
পশু চিকিৎসাস্কুল/কলেজ ও হাসপাতাল

শর্তসাপেক্ষ
প্রকাশনা ও মুদ্রণ দোকান
পানির পাম্প/জলাধার
কাঠ গুদাম
মসজিদ, উপাসনা স্থান
বহুতল-কার পাকিং

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

চ. শিক্ষা ও গবেষণা এলাকায় অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১১: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
আর্ট গ্যালারী, আর্ট স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
মোটর গাড়ি ড্রাইভিং একাডেমি
কনফেকশনারী
বাস যাত্রী ছাউনি
চাইল্ড ডে- কেয়ার/ প্রি-স্কুল
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
সম্মেলন কেন্দ্র
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং পাঠাগার
সাইবার ক্যাফে
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
হাসপাতাল
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
উনমুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
ডাকঘর
প্রাথমিক বিদ্যালয়
পেশাজীবি দপ্তর
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যাবস্থাপনা চিহ্ন
গণ-পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিস এ্যান্টেনা
স্কুল (বয়স্ক)
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা
সরাইখানা
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
বৃত্তিমুলক, ব্যবসায়ী, দাপ্তরিক স্কুল
কাঠ গুদাম
এটিএস বুথ
পানির পাম্প/জলাধার

অনুমোদিত
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
পশু চিকিৎসা স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১২: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
মিলনায়তন, সভা কেন্দ্র, সম্মেলন সুবিধা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
চুল কাটার দোকান
বোর্ডিং ও থাকার স্থান
বই বা স্টেশনারী দোকান অথবা পত্রিকার দোকান
পরামর্শ সেবা
কুরিয়ার সার্ভিস
বনায়ন (তামাক গাছ ছাড়া)
ডে-কেয়ার সেন্টার (লাভজনক/অলাভজনক)
ডাক্তার/ডেন্টিস্ট চেম্বার
ঔষধের দোকান / ফার্মেসি
ফাস্টফুড/খাবারের দোকান
উপহার, বাহারি ফুলের দোকান /কাড সরবারহ
গ্যালারি/ জাদুঘর
গ্যারেজ
ভবনস্থ নাট্যশালা
এতিমখানা
ক্যাফে
পার্কিং স্থান
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
ডাকঘর সুবিধা
মানসিক হাসপাতাল

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ছ. সরকারি দপ্তর অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৩ : অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ, নিরিক্ষা কার্যক্রম
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
কনফেকশনারী

বাস যাত্রী ছাউনি
পৌর প্রশাসন
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
নির্মাণ, জরিপ, মাটি পরিক্ষার সংস্থা
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী
সাইবার ক্যাফে
জরুরী আশ্রয়
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
সাধারণ দোকান
প্রকল্প দপ্তর
সরকারী দপ্তর
মুদি দোকান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
উন্মুক্ত ধর্মীয় উৎসব
ফটোকপি এবং অনুলিপি সেবা
ডাকঘর
পেশাজীবি দপ্তর
গণ-পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিশ এ্যান্টেনা
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা
সরাইখানা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন্স
পরিসেবা লাইন্স
কাঠ গুদাম
এটিএম বুথ
পানির পাম্প/জলাধার
সামাজিক বনায়ন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১৪: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
ক্রীড়া ও বিনোদন (ভবনস্থ)
মিলনায়তন, সভাস্থল, সম্মেলন সুবিধা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বোর্ডিং ও থাকার স্থান
বই, স্টেশনারী দোকান বা পত্রিকার দোকান
কফি/ চা দোকান
সম্মেলন কেন্দ্র
কুরিয়ার সার্ভিস
বনায়ন (তামাক গাছ ছাড়া)
ডে-কেয়ার (লাভজনক/অলাভজনক)
ডিটেন্সন (আটক)
ডাক্তার/ডেন্টিস্ট চেম্বার
জ্বালানি স্থাপনা
ফাস্টফুড/ খাবারের দোকান
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
পণ্য পরিচালন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ
গ্যালারী/যাদুঘর

শর্তসাপেক্ষে
গ্যারেজ
পুলিশবক্স/ব্যারাক
অগ্নিকান্ড উদ্ধার কেন্দ্র
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
উন্মুক্ত ক্যাফে
পার্কিং স্থান
পার্কিং স্থান (লাভজনক)
পাইপ লাইন পরিসেবা লাইন
ডাকঘর সুবিধা

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

জ. কৃষি অঞ্চলে অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৫: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
খাদ্য শস্য চাষ
শস্য চাষ
নগদ টাকায় শস্য চাষ
উদ্যান পালন
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ
দুগ্ধ খামার
গভীর নলকুপ
সেচ সুবিধ া(সেচ খার, কালভাট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি)
অস্থায়ী কাঠামো (কৃষি)
পশু রাখার জায়গা
হাঁস পালনের জায়গা
বিনোদনের জন্য জলের সুবিধা (জলের বিনোদন)
বৃক্ষ রোপন (তামাক গাছ ছাড়া)
ভাসমান বনায়ন
অবিচল সঞ্চালন কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
সামাজিক বনায়ন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

সারণি ১৬: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
গোরস্থান / সমাধি
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
শ্মশান
মাছের হ্যাচারী
বাগান ও খুচরা বিক্রয় নার্সারি
হাঁস-মুরগী খামার

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঝ. উন্মুক্ত স্থান

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৭: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
উদ্ভিদ বাগান
বাস যত্রী ছাউনি
ক্যারাভ্যান পার্ক/ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড
উৎসব/মেলা
সার্কাস
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
ভূচিত্র এবং উদ্যান সেবা
পথ নাটক
পার্ক এবং বিনোদন সুবিধা (সাধারণ)
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
খেলার মাঠ
বিষেশ অনুষ্ঠানের তাবু
টেনিস ক্লাব
সঞ্চালন লাইন
শহরের প্রকৃতি সংরক্ষণ
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
চিড়িয়াখানা
সামাজিক বনায়ন
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

সারণি ১৮: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
বাণিজ্যিক প্রদর্শনী
শরীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
গলফ খেলার মাঠ
যন্ত্র চালিত বিনোদন
উন্মুক্ত বিনোদন সুবিধা
উন্মুক্ত খেলা ও বিনোদন সুবিধা
পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা
অবকাশ কেন্দ্র
খেলাধূলা ও বিনোদন ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ ভবনস্থ

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঞ. জলাশয়

এধরণের ভূমি ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি ধরে রাখা।

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৯: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
জল বিনোদন সুবিধা
ম্য শিকার ক্লাব

অনুমোদিত
পরিসেবা লাইন
জলজ উদ্যান
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ২০: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
নৌকা চালানোর সুবিধা
মোটর বিনোদন
পানিতে বিনোদন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

সারণি ২১ : অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
জল বিনোদন সুবিধা
মৎস্য শিকার ক্লাব
পরিসেবা সংযোগ
পানির পার্ক
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সারণি ২২: শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার

জলাশয়ের অধীন শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
নৌকা চালানোর সুবিধা
যন্ত্রচালিত বিনোদন

পরিশিষ্ট - ঙ

গফরগাঁও পৌরসভা

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ।

গফরগাঁও পৌরসভার প্রস্তুতকৃত খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অত্র এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা।

সভাপতি	ঃ এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ, মেয়র, গফরগাঁও পৌরসভা
সভার তারিখ	ঃ ১৯ শে জুন, ২০১৩ ইং ।
স্থান	ঃ পৌরসভা হলরুম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ।
সময়	ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিতির বিবরণঃ

অদ্য ১৯ শে জুন ২০১৩ ইং সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হলরুমে গফরগাঁও পৌর-শহরের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন এবং এর উপর মতবিনিময় সভা এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ, মেয়র, গফরগাঁও পৌরসভা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহঃ প্রকৌশলী ও সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন (ইউটিআইডিপি) প্রকল্পের নগর পরিকল্পনাবিদ, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শকবৃন্দ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সভার আলোচনা ঃ

মেয়র, গফরগাঁও পৌরসভাঃ গফরগাঁও পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন, পৌর এলাকার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অত্র পৌরসভার উন্নয়নের জন্য মতবিনিময় সভার উদ্বোধন করেন। মেয়র মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি সকল বিভাগের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্তপূর্বক গফরগাঁও পৌরসভার অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি প্রকল্পের আরবান প্ল্যানার জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন কে মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন এবং এরপর তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপনঃ

প্রকল্পের আরবান প্ল্যানার জনাব জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন খসড়া মাস্টার প্ল্যানের জিআইএস তথ্যভান্ডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, পরিকল্পনা প্রণয়নসহ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে মূল সড়কের রাইট অফ ওয়ে (**ROW**) এখনই নির্ধারণপূর্বক সংরক্ষণ করা জরুরী। তিনি গফরগাঁও পৌরসভার আঞ্চলিক ও স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গৃহীত প্রধান কয়েকটি সড়কের তথ্য-উপাত্ত যৌক্তিকতাসহ উপস্থাপন করেন।

মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (বেটস্ কনসাল্টিং সার্ভিসেস লিঃ) এর পক্ষে নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন খসড়া মাস্টার প্ল্যান মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি এর জিআইএস তথ্যভান্ডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি গফরগাঁও পৌরবাসীর উন্নয়নকল্পে প্রস্তাবিত ও গৃহীত একাধিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার অবস্থান উপস্থাপন করেন যার মধ্যে পৌর পার্ক, যানবাহন পার্কিং, বাস টার্মিনাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তিনি উল্লেখ করেন, গফরগাঁও পৌরসভায় ১ম মতবিনিময় সভায় ইতোপূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারন, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ এবং মেয়র মহোদয়ের সাথে যৌথভাবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাবনার আকার ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মতামত বিনিময় করা হয়। ১ম মতবিনিময় সভায় সংগৃহীত সকল মতামতের ভিত্তিতেই উন্নয়ন প্রস্তাবনা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ চূড়ান্ত মতবিনিময় সভায় পুনরায় বর্ণনা করা হয় যা নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল-

- প্রাইমারী রাস্তা, সেকেন্ডারী রাস্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ রাস্তাসহ একটি সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার প্রস্তাবনা করা হয়েছে।
- শহরের অভ্যন্তরীন জলাবদ্ধতা নিরসন ও সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেনসহ একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।
- গফরগাঁও পৌরসভার জনগনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারন ও ভারী শিল্প এলাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কেনা-কাটার জন্য নেইবারহুড মার্কেট (পৌর মার্কেট) রাখা হয়েছে।
- ওয়ার্ডভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড সেন্টার/কাউন্সিলর অফিস প্রস্তাব করা হয়েছে।
- শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে হাইস্কুল, কলেজ এবং যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য ফেলার স্থান এবং বর্জ্য স্থানান্তরের স্থান দেখানো হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি গণ-শৌচাগার এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সে সকল স্থানে বেশী লোকের সমাগম হয় সেই সকল স্থানকে অবস্থান দেখানো হয়েছে।
- ক্রীড়া ও খেলা-ধুলার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১টি ষ্টেডিয়ামের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।
- পৌরবাসীর কেনা-কাটার জন্য এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সুপার মার্কেট এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার অভ্যন্তরীন যান-চলাচল এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টেম্পোষ্ট্যান্ড এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভাকে আঞ্চলিক ও জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এবং টার্মিনাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাস টার্মিনাল এবং ট্রাক টার্মিনাল এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের লক্ষ্যে ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত ঈদগাহ মাঠকে খেলা-ধুলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্যও প্রস্তাব রাখা হয়েছে
- পৌরবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১টি কেন্দ্রীয় পাক এবং বিভিন্ন মহল্লায় নেইবারহুড পার্ক এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- আশ্রয়হীন বয়স্কদের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি পূনর্বাসন কেন্দ্রের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- পৌরসভার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পূনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন এলাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় দরিদ্রদের আবাসন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে খধহফ ভড়ৎ চড়ড়ৎ চবড়ঢ়ষব এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার রাস্তার সংকটপূর্ণ সংযোগ স্থলে পরিকল্পিত ভাবে যানবাহন চলাচলের লক্ষ্যে গোলচত্তর এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ভারী যান-বাহন দ্বিমুখী চলাচলের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংঘর্ষ নিরসনের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডিভাইডার এর প্রস্তাব আনা হয়েছে।
- পথচারীদের নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে ফুটপাথের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপনের পর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থাপিত মাস্টার প্ল্যানের উপর আলোচনা করেন।

এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ, মেয়র, গফরগাঁও পৌরসভাঃ গফরগাঁও পৌরসভার মেয়র জনাব এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ প্রস্তাবিত বাস টার্মিনাল সরিয়ে ৭ নং ওয়ার্ডে, বর্জ্য ফেলার স্থান ৪ নং ওয়ার্ডে এবং ৪ নং ওয়ার্ডে একটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, বর্তমান সুইপার কোলনী সরিয়ে ৪ নং ওয়ার্ডে, ৫ নং ওয়ার্ডে সুপার মার্কেট ও কিচেন মার্কেট দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতি মহোদয় ঃ সভাপতি ও গফরগাঁও পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ তাঁর সমাপনী বক্তব্য রাখেন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (**BETS Consulting Services Limited**) এর পক্ষে জনাব মোঃ স্বরূপ হাসনাইন, নগর পরিকল্পনাবিদ; মোঃ জামাল উদ্দিন, নগর পরিকল্পনাবিদ এবং **LGED** এর পক্ষে সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং গফরগাঁও পৌরসভার উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে কাউন্সিলর অফিস/ওয়ার্ড সেন্টার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

২. ৪ নং ওয়ার্ডে গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৩. বাস টার্মিনাল ৭ নং ওয়ার্ডে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৪. বর্জ্য ফেলার স্থান ৪ নং ওয়ার্ডে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৫. ৫ নং ওয়ার্ডে সুপার মার্কেট ও কিচেন মার্কেট দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৬. বর্তমান সুইপার কোলনী সরিয়ে ৪ নং ওয়ার্ডে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৭. ০.১৫ একরের উপর যে সকল জলাধার আছে সে গুলো সংরক্ষনেরপ্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৮. বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাদিসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনা, যেমনঃ ষ্টেডিয়াম, কেন্দ্রীয় পার্ক, নেইবারহুড পার্ক, হাইস্কুল, কলেজ, সুপার মার্কেট, নেইবারহুড মার্কেট, গণ-শৌচাগার, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, শিল্প এলাকা, পূর্নবাসন কেন্দ্র, ওয়ার্ড সেন্টার, ঈদগাহ মাঠ প্রভৃতির প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।

৯. প্রাইমারী রাস্তা, সেকেন্ডারী রাস্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ রাস্তার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

১০. বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, টেম্পোষ্ট্যান্ড ও পার্কিং এলাকার প্রস্তাবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

১১. সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেনসহ একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা গৃহীত হলো ।

১২. এছাড়াও পৌরসভার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।

১৩. মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান **(BETS Consulting Services Limited)** কে মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রস্তাবনা যাচাই বাছাই পূর্বক গফরগাঁও পৌরসভার চুড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করে চুড়ান্ত মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রকল্প অফিসে অতিসত্ত্বর দাখিল করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/০৫/২০১৩

(এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ)
মেয়র
গফরগাঁও পৌরসভা
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ময়মনসিংহ
৩. উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
৪. সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
৫. উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **BETS Consulting Services Limited**, ঢাকা
৭. জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।

(এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ)
মেয়র
গফরগাঁও পৌরসভা
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ।

Map 2.1: Location of Project Area

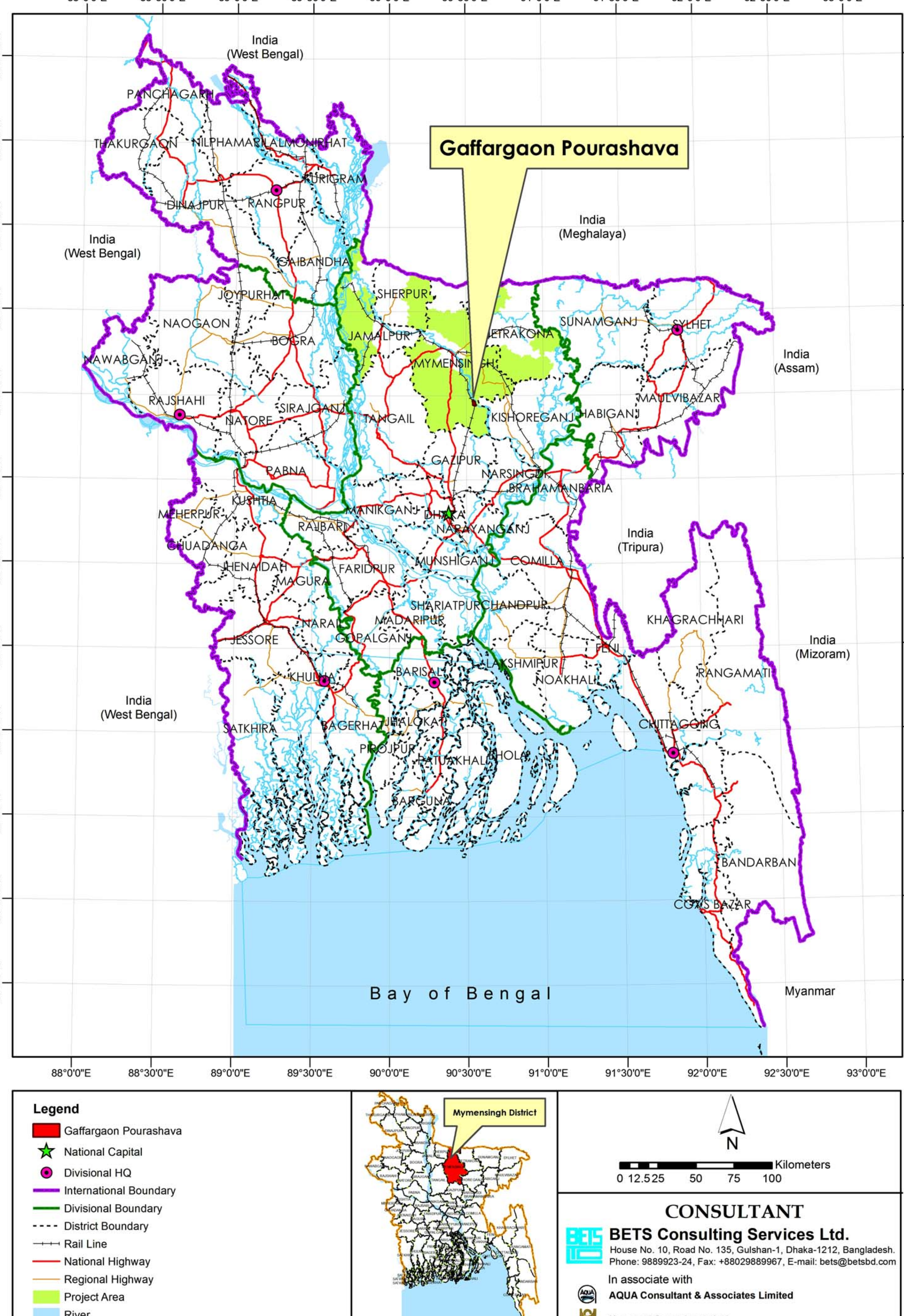

3.1 Influence Area Map of Gaffargaon Pourashava

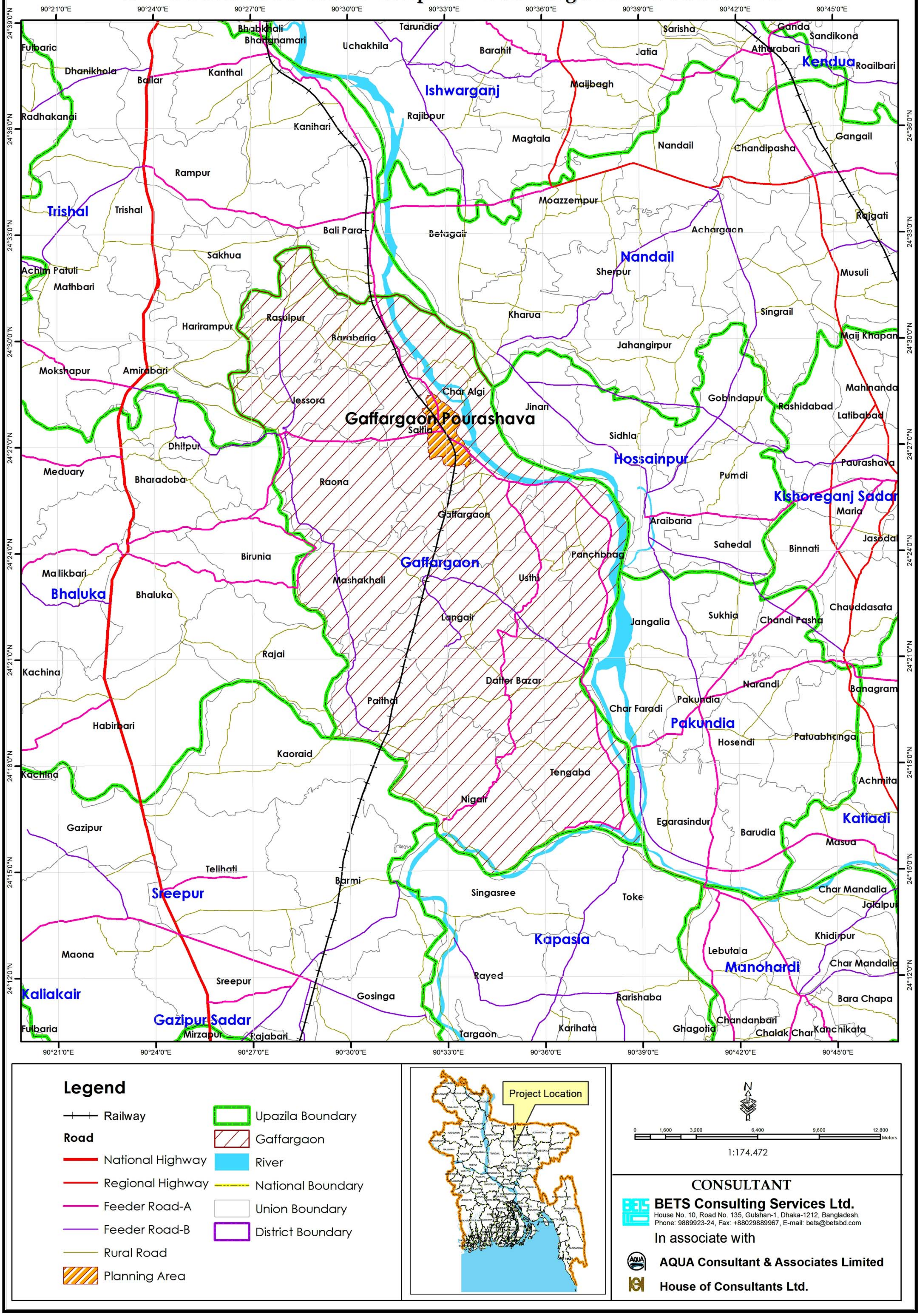

Map 3.2 Linkage of the Pourashava in the Regional and National Setup

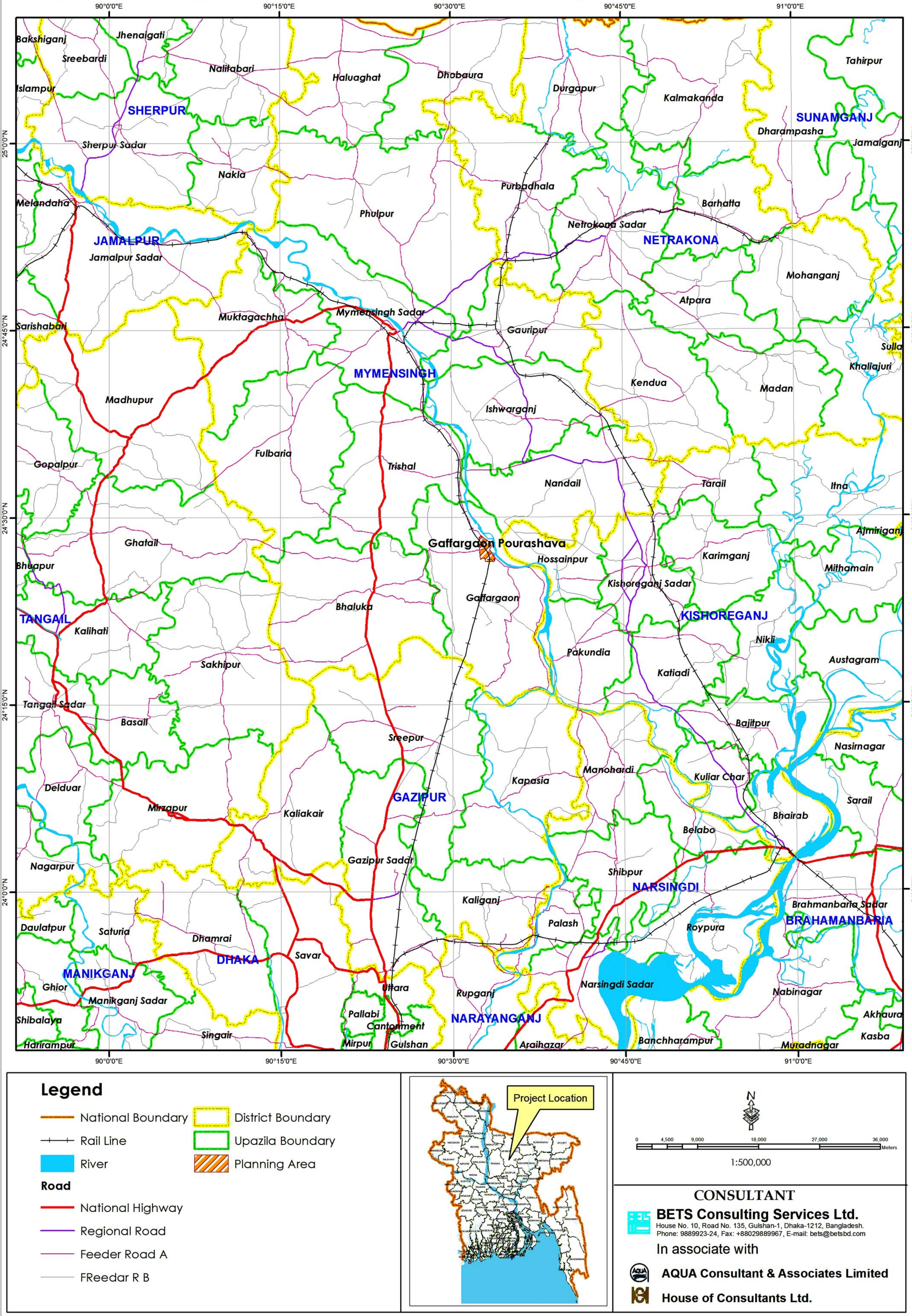

Map-8.1: Structure Plan Map

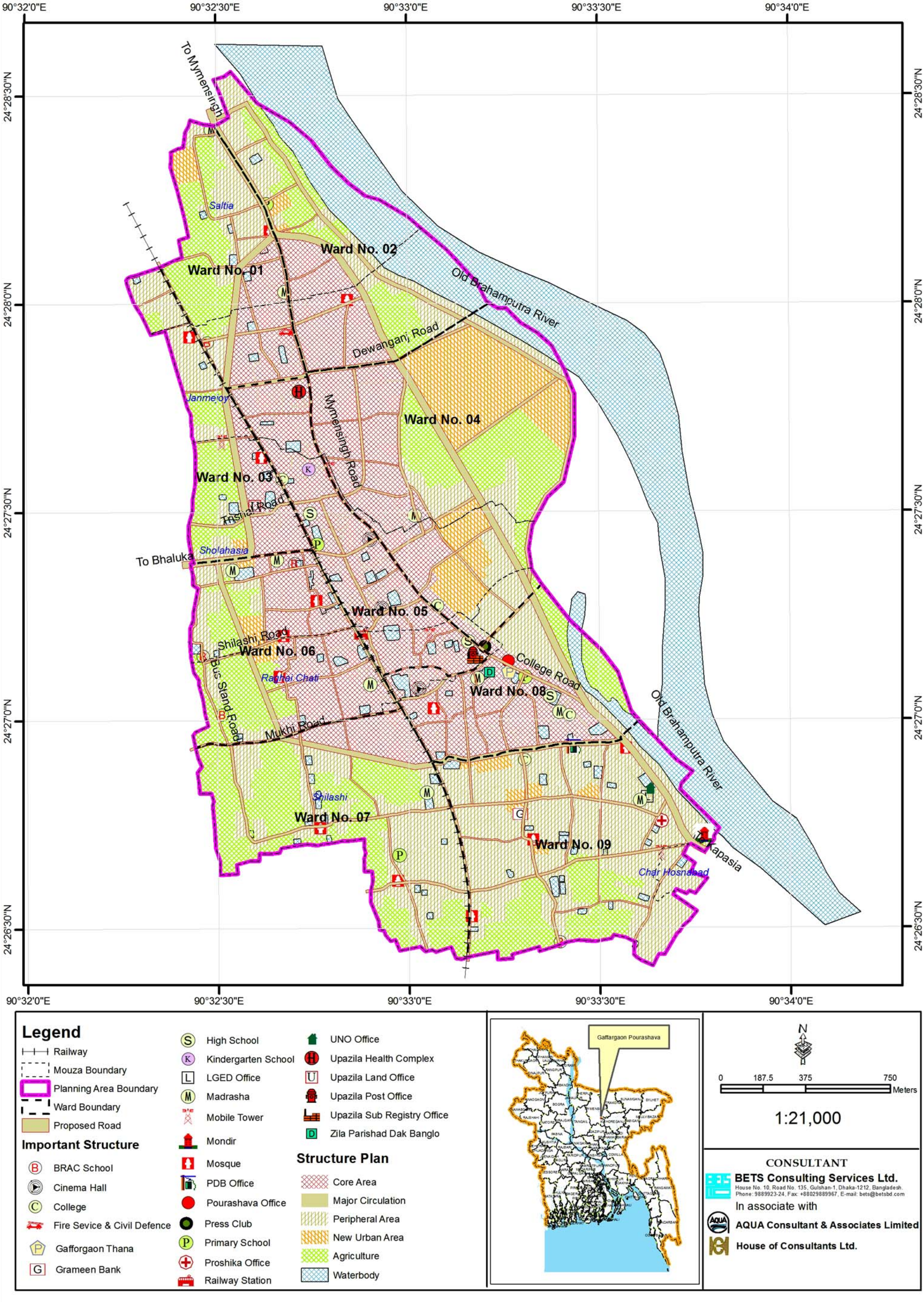

Map-15.1: Utility Services Plan Map

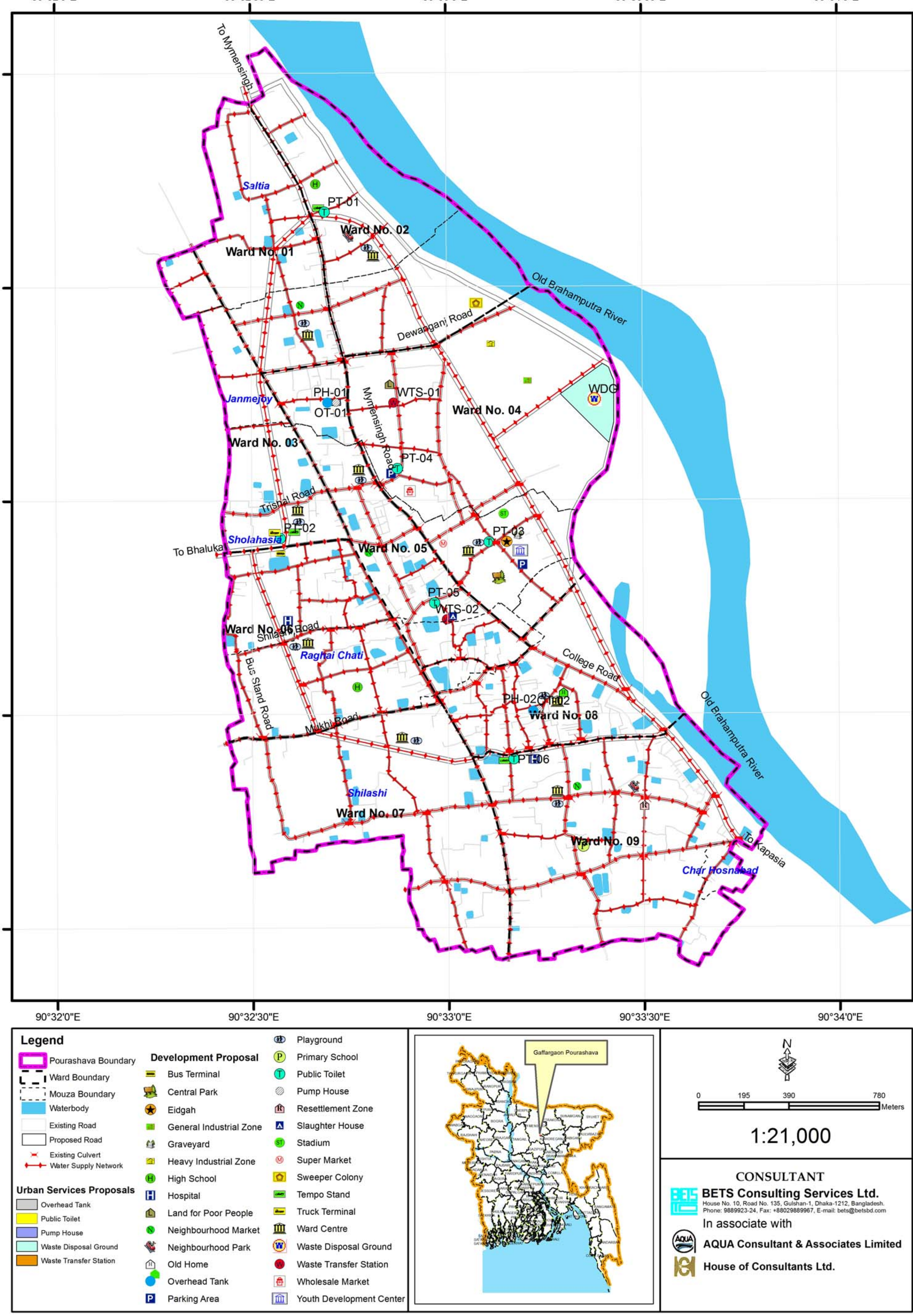

Map: 12.1 Planning Area Map of Gaffargaon Pourashava

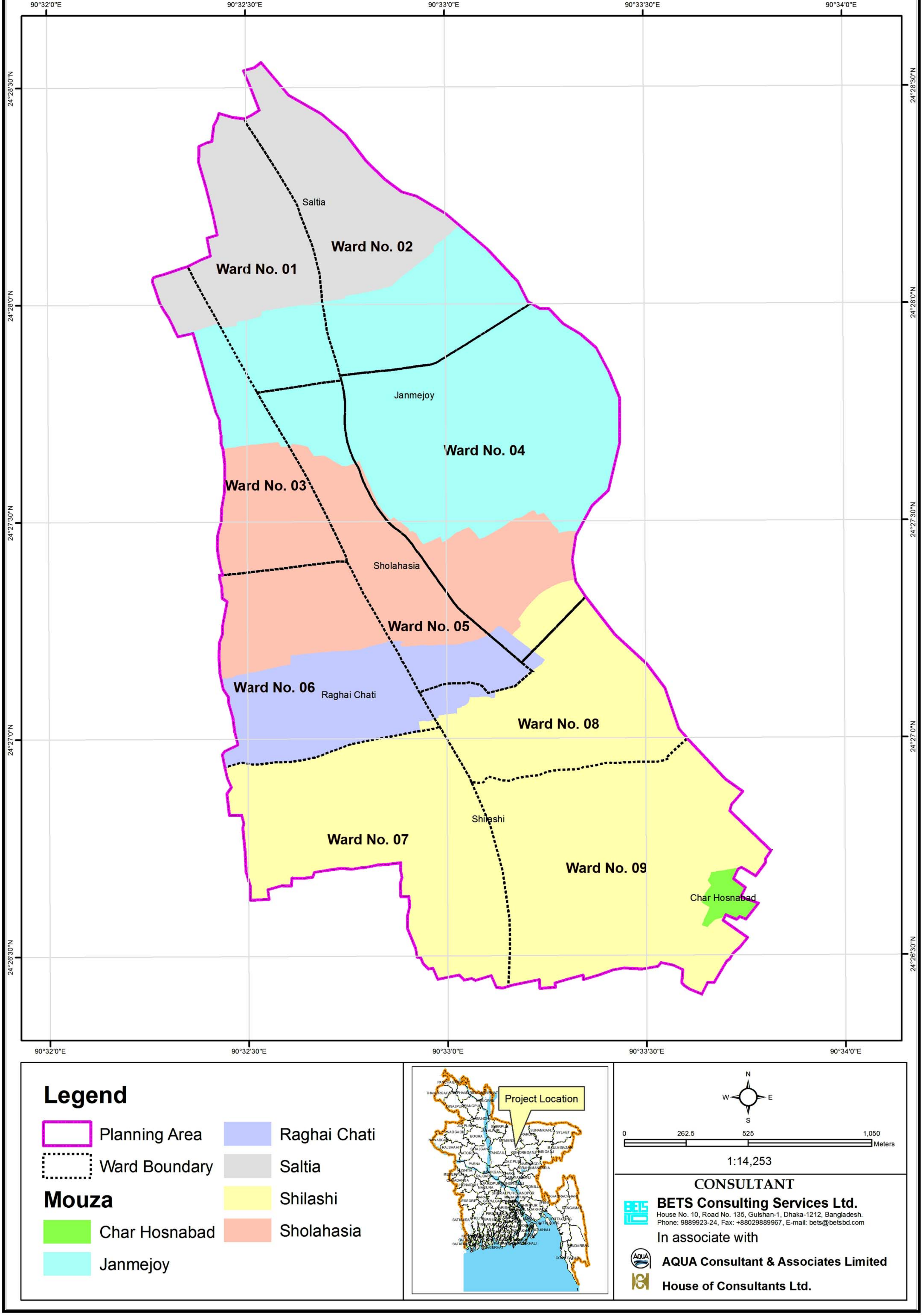

Map-12.2: Map of Existing Land Use

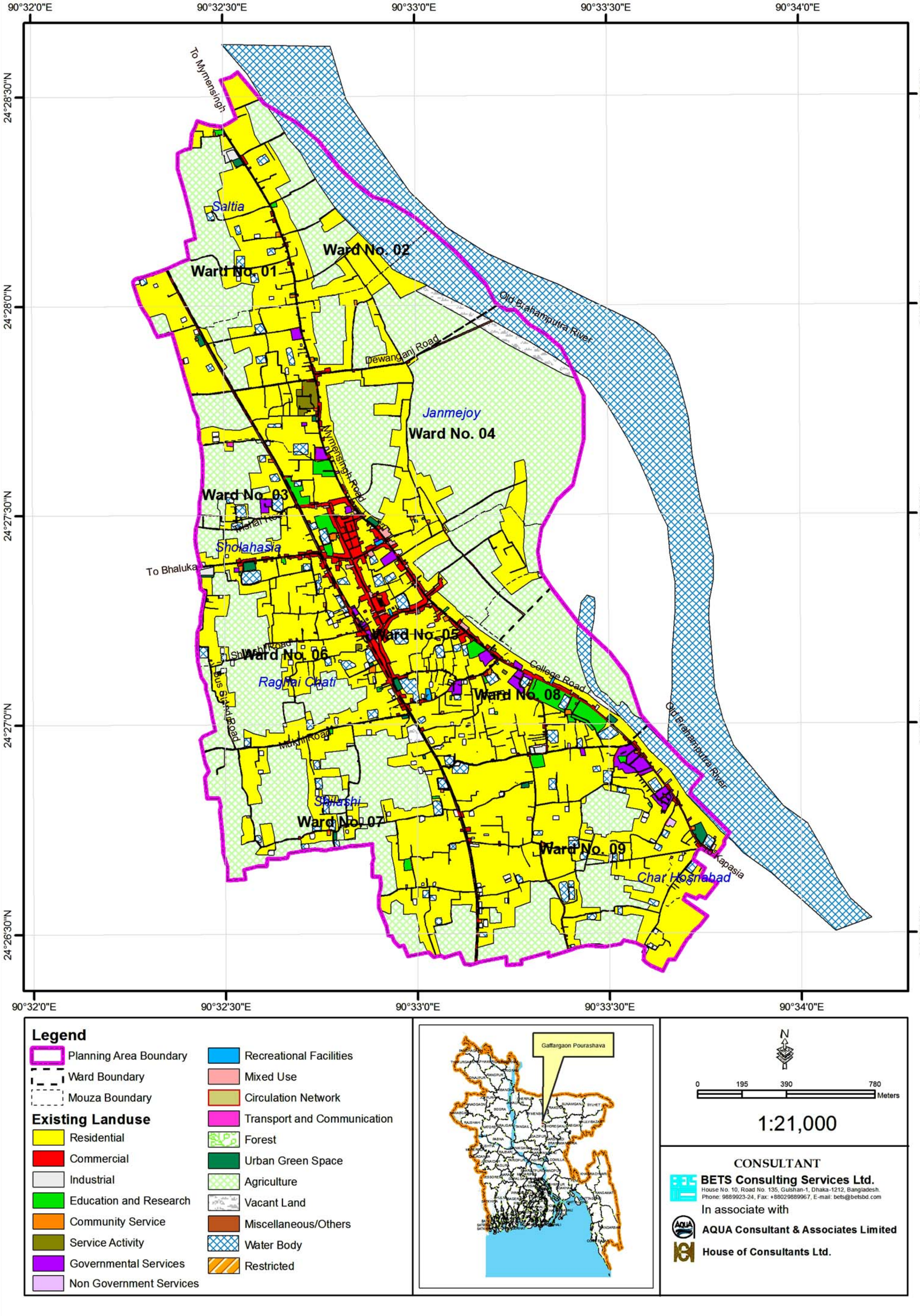

Map-12.3: Land Use Plan Map

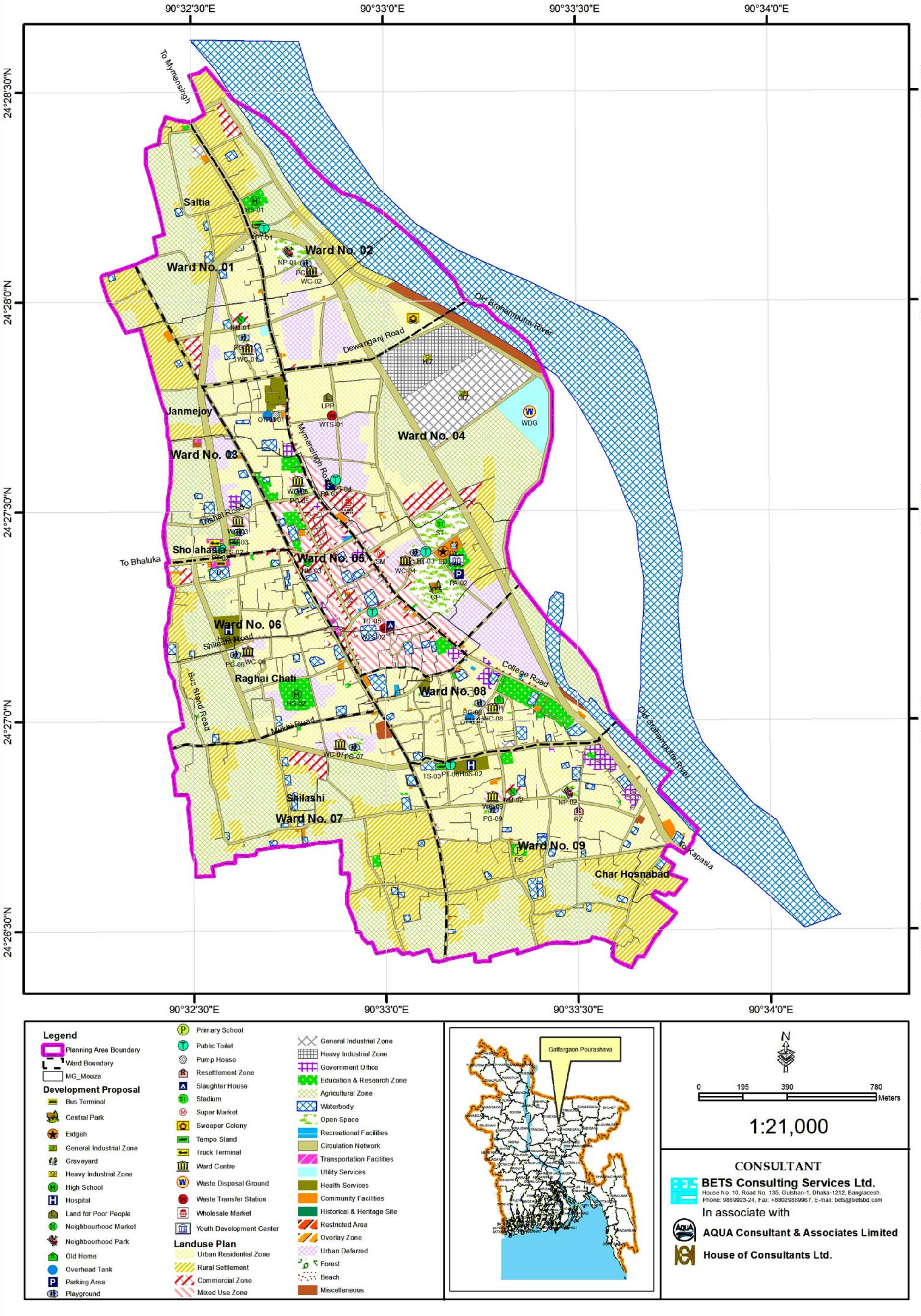

Map-131: Transportation & Traffic Management Plan Map

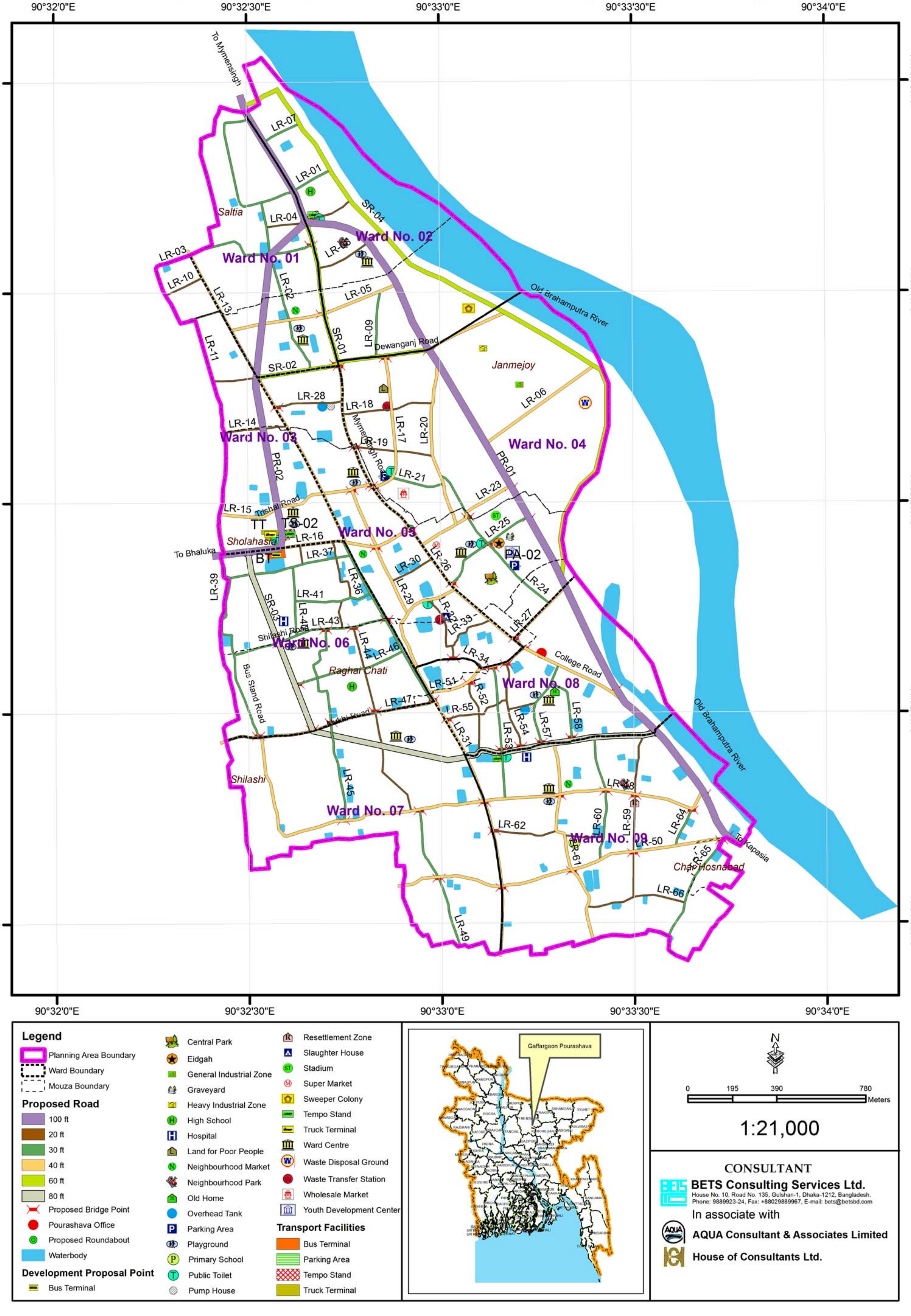

Map: 14.1 Contour Map of Gaffargaon Pourashava

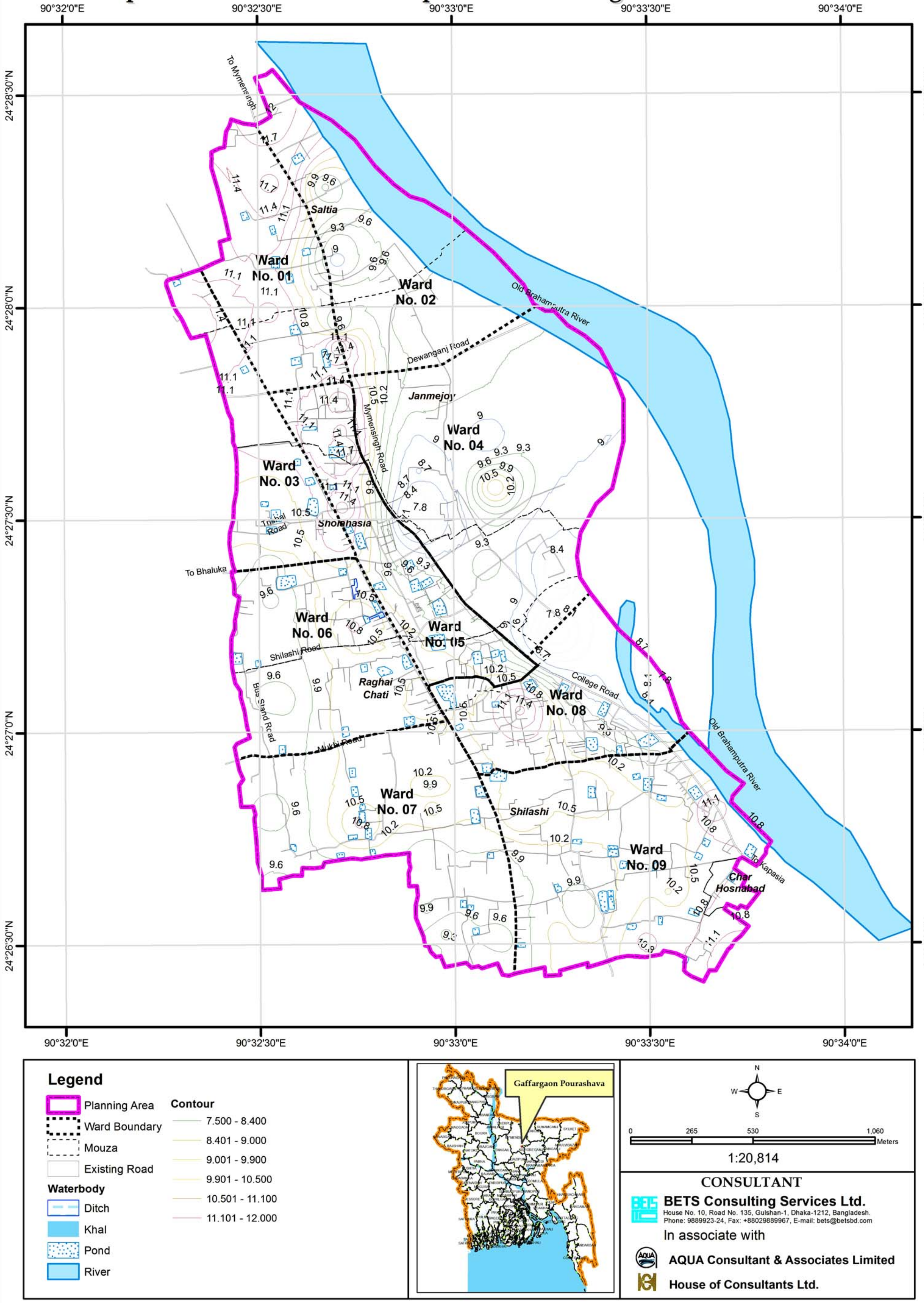

Map-14.2: Map of Drainage Zones

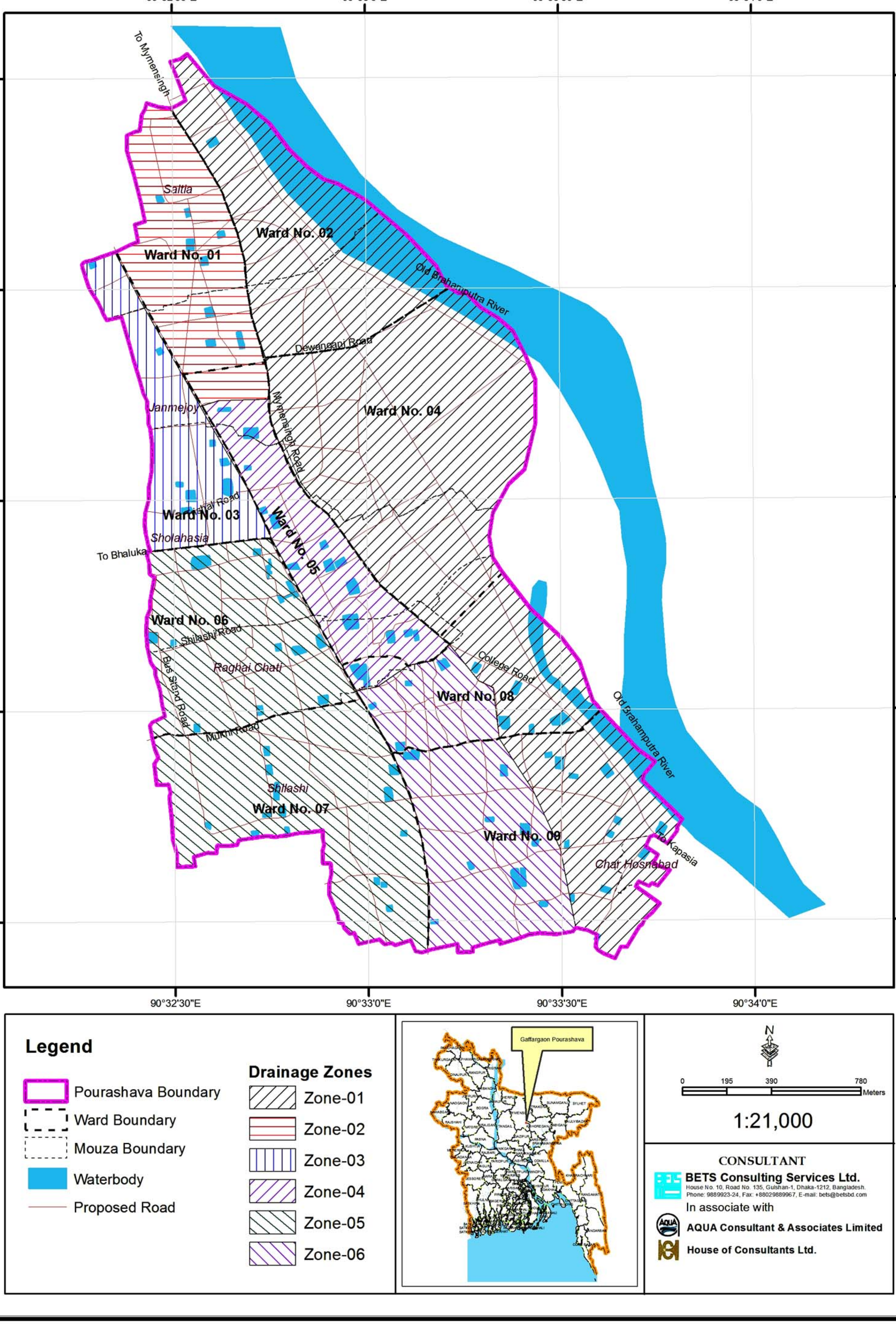

Map-14.3: Drainage & Environmental Management Plan Map

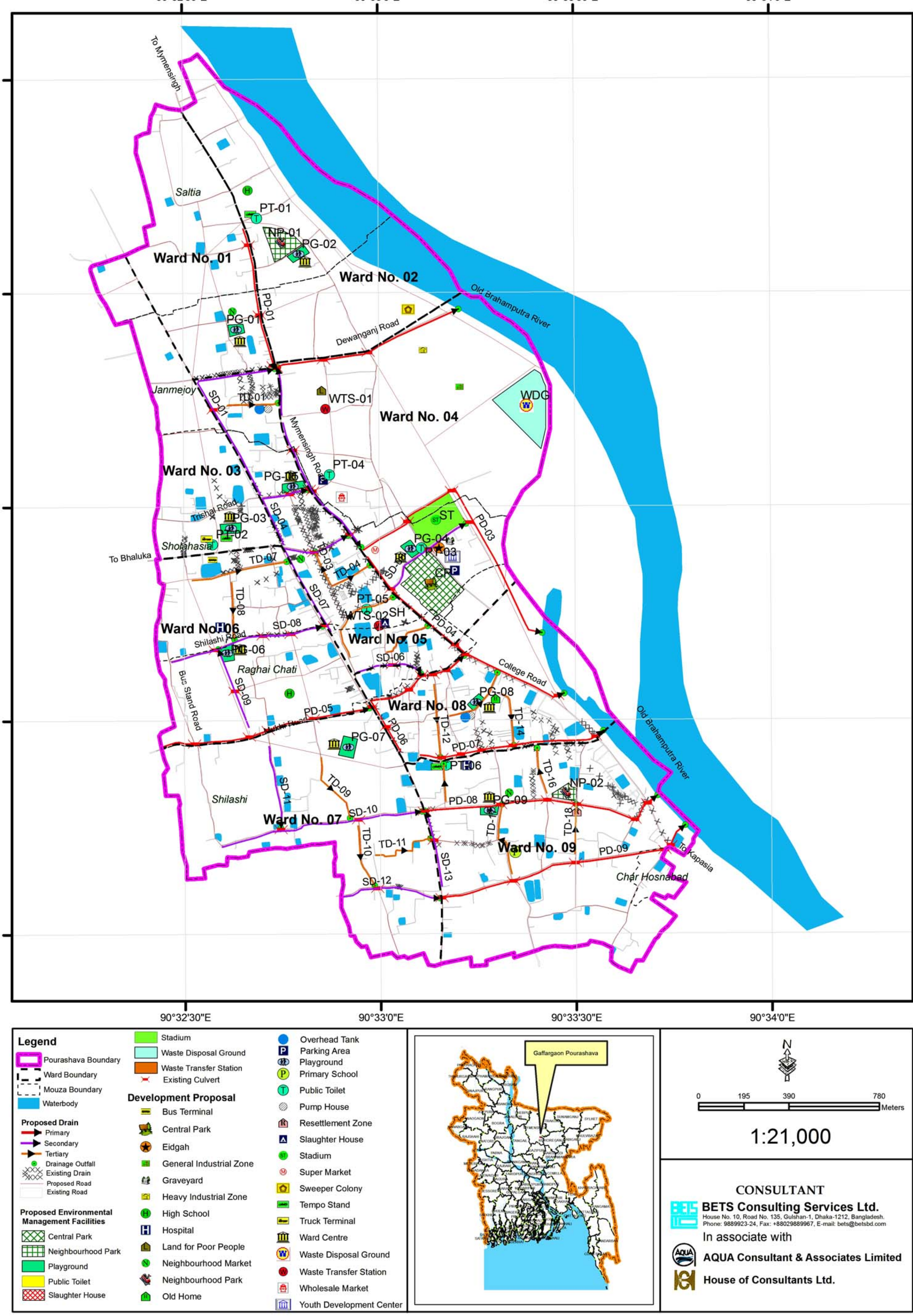

Map:14.4 Flood Affected Areas of Bangladesh

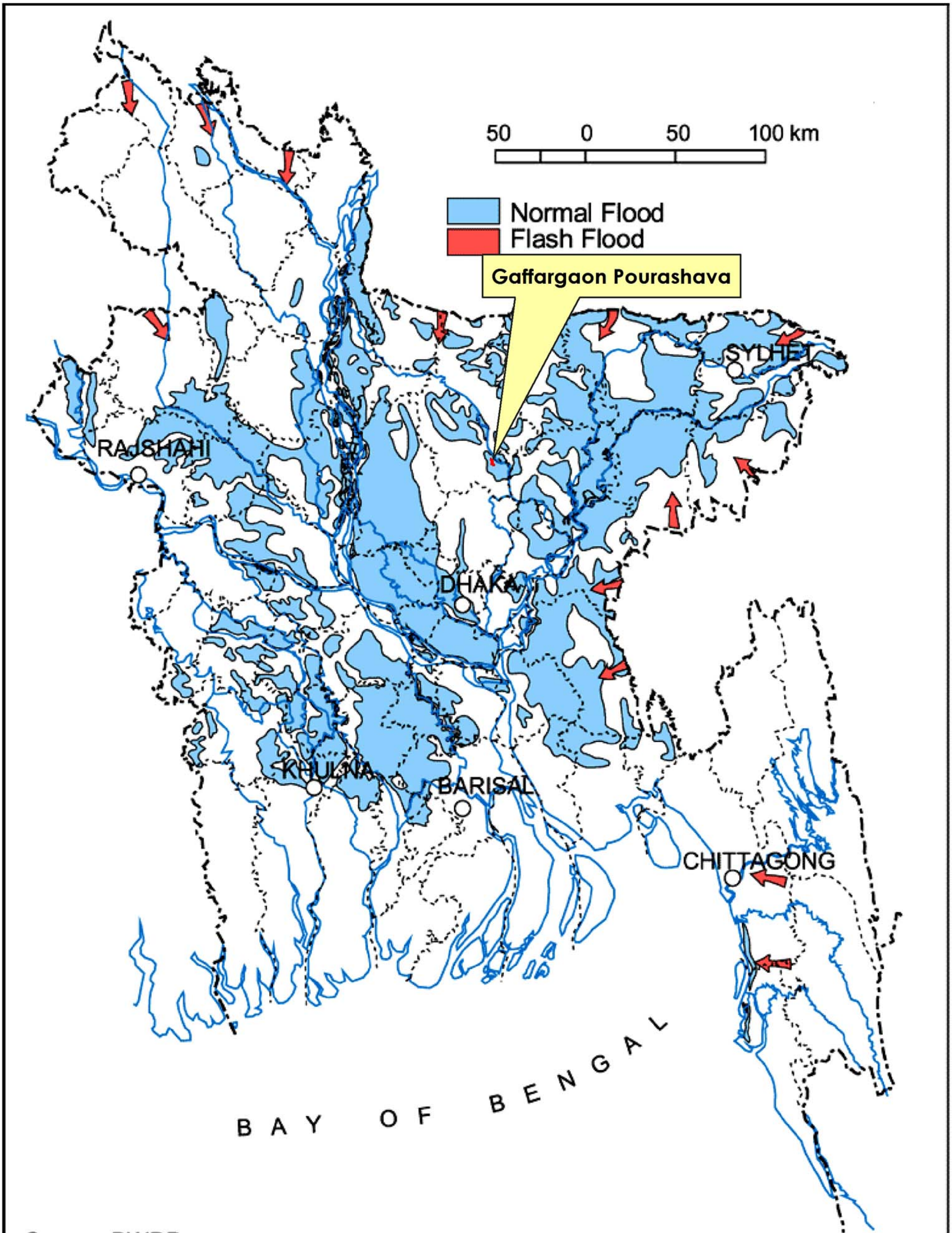

Source: BWDB

Map:14.5 Earthquake Zones of Bangladesh

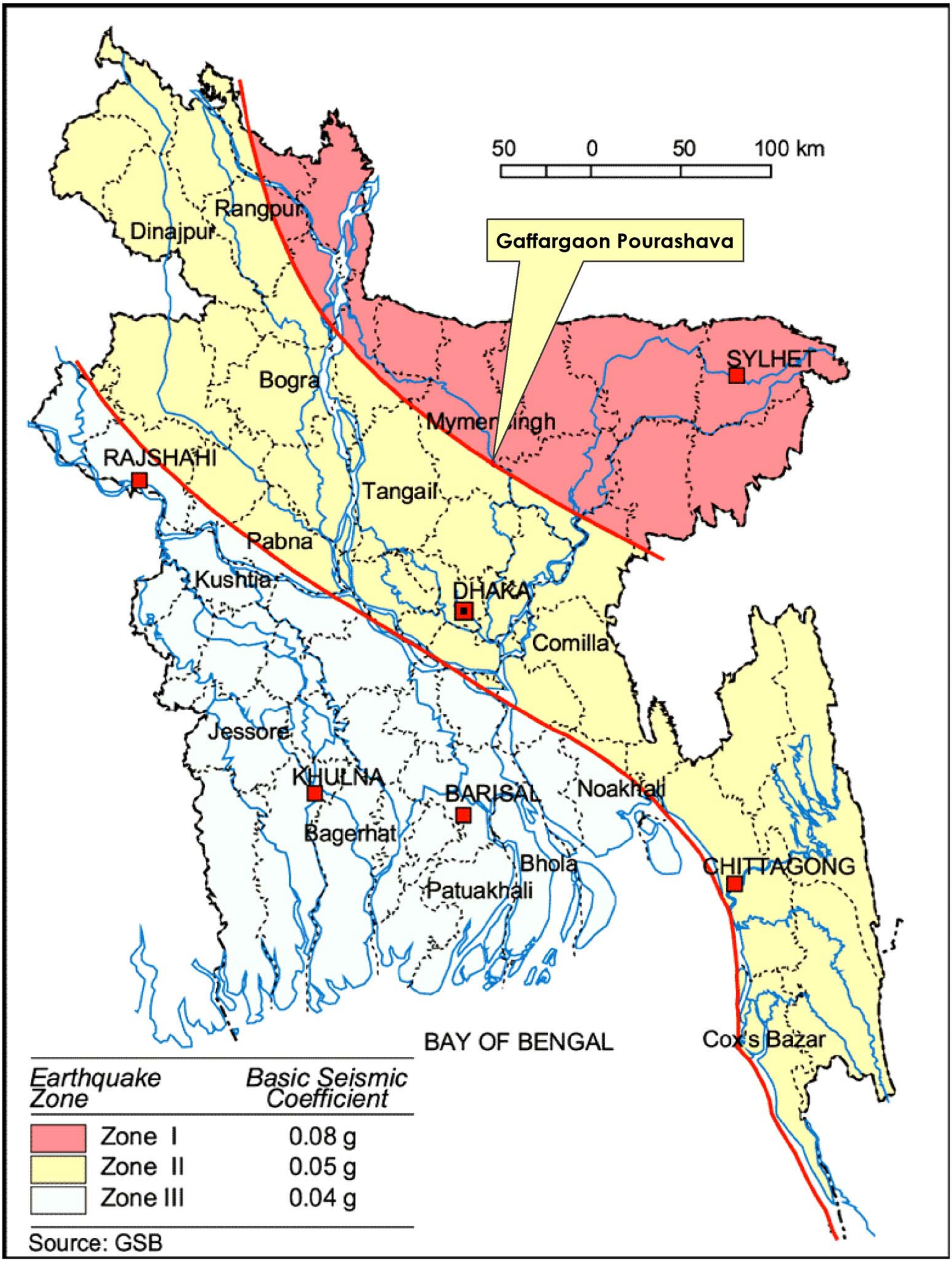

Map-15.1: Utility Services Plan Map

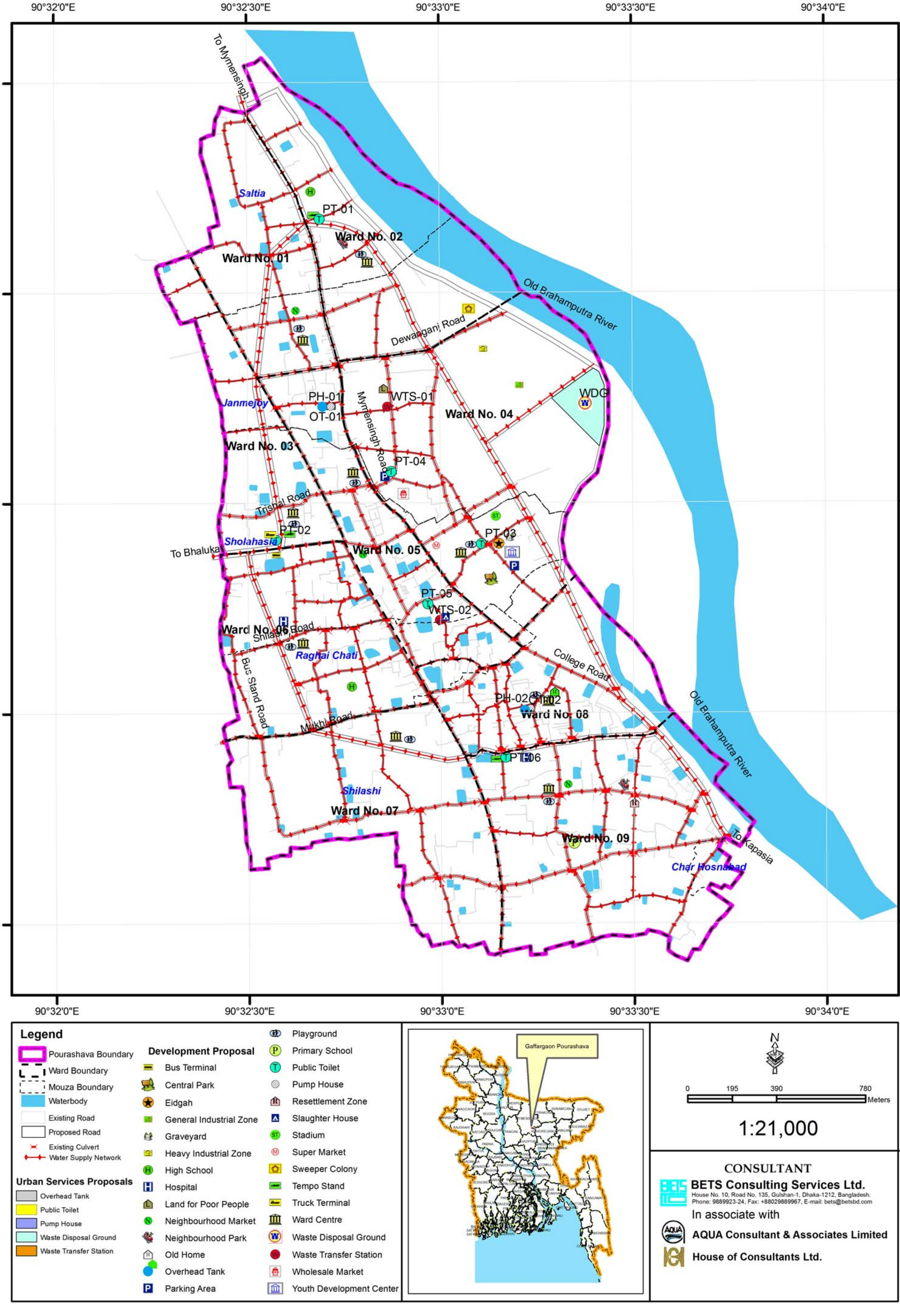

Map-17.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Gaffargaon Pourashava

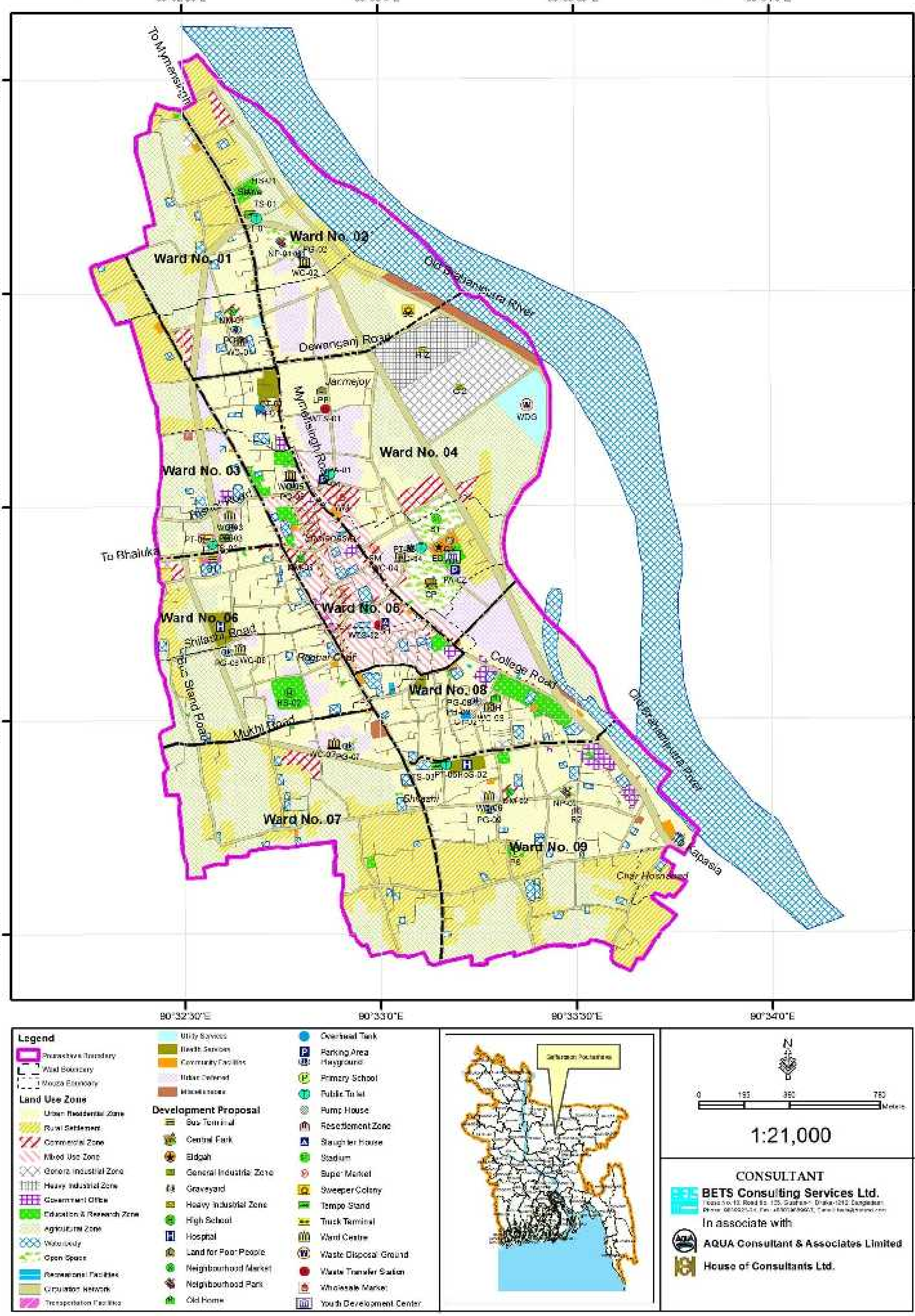

Map-17.2: Drainage & Utility Service Plan Map of Gaffargaon Pourashava

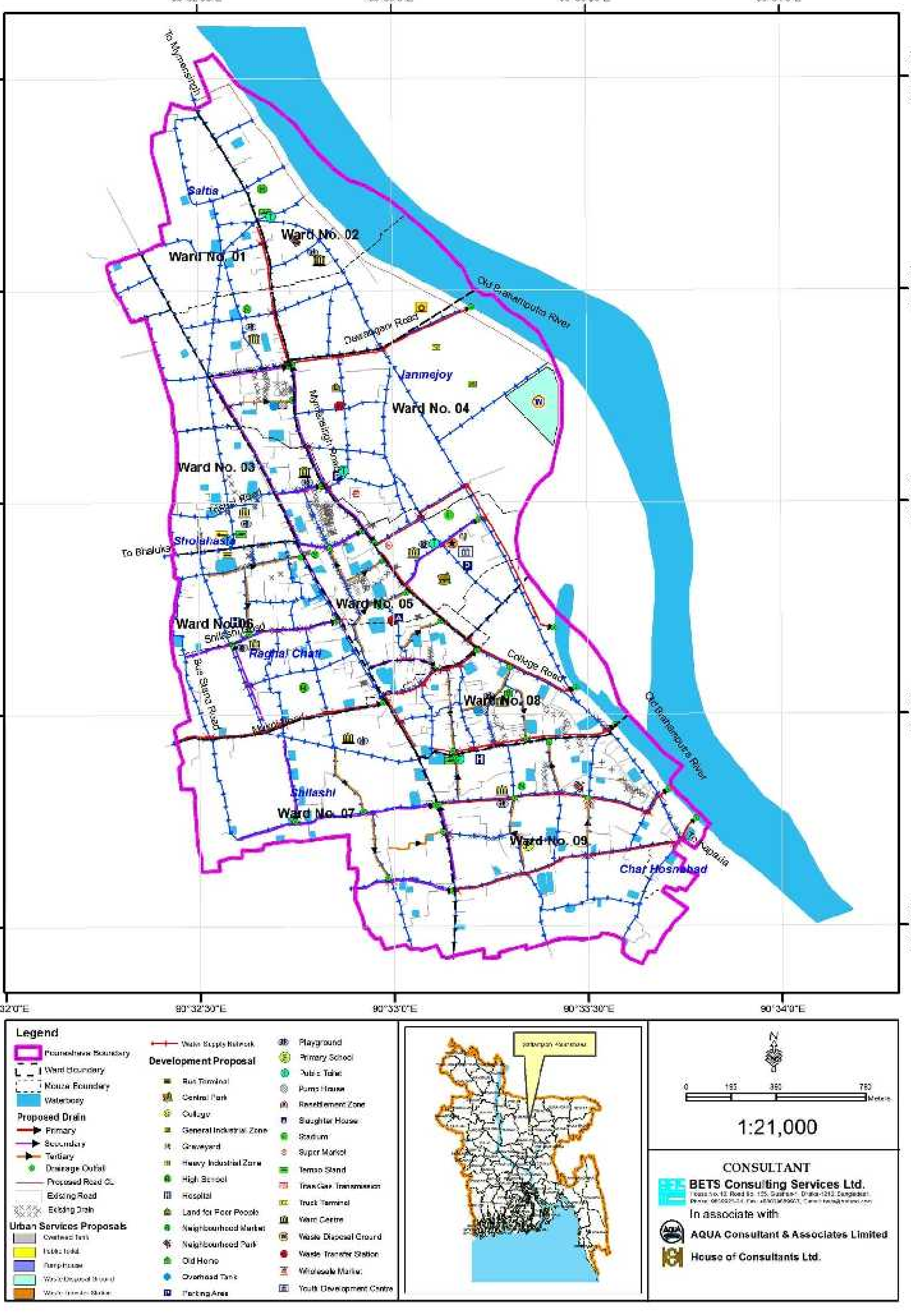

Map-18.1: Land Use Plan Map for Ward No. 01

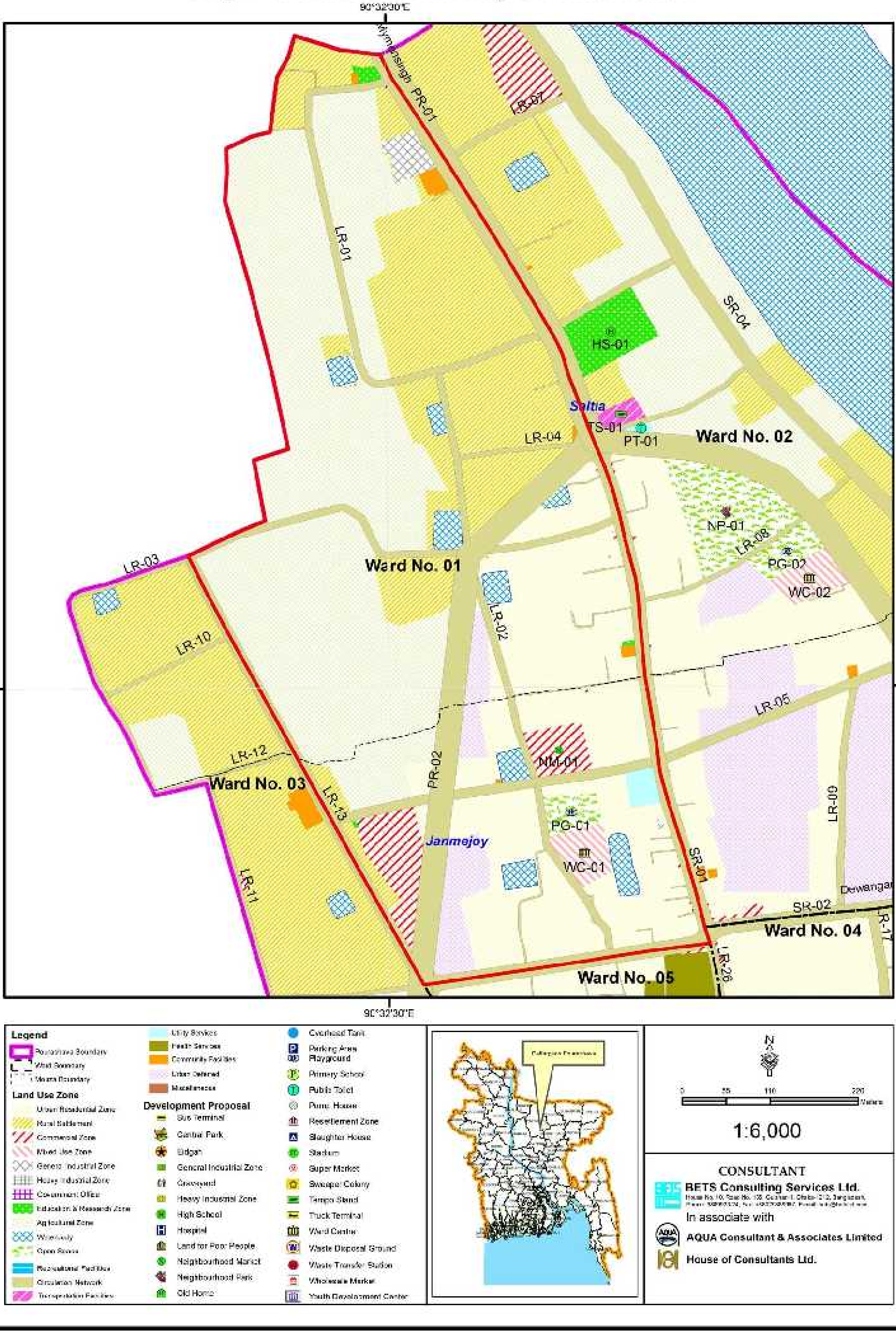

Map-182: Drainage & Utility Service Plan Map for Ward No. 01

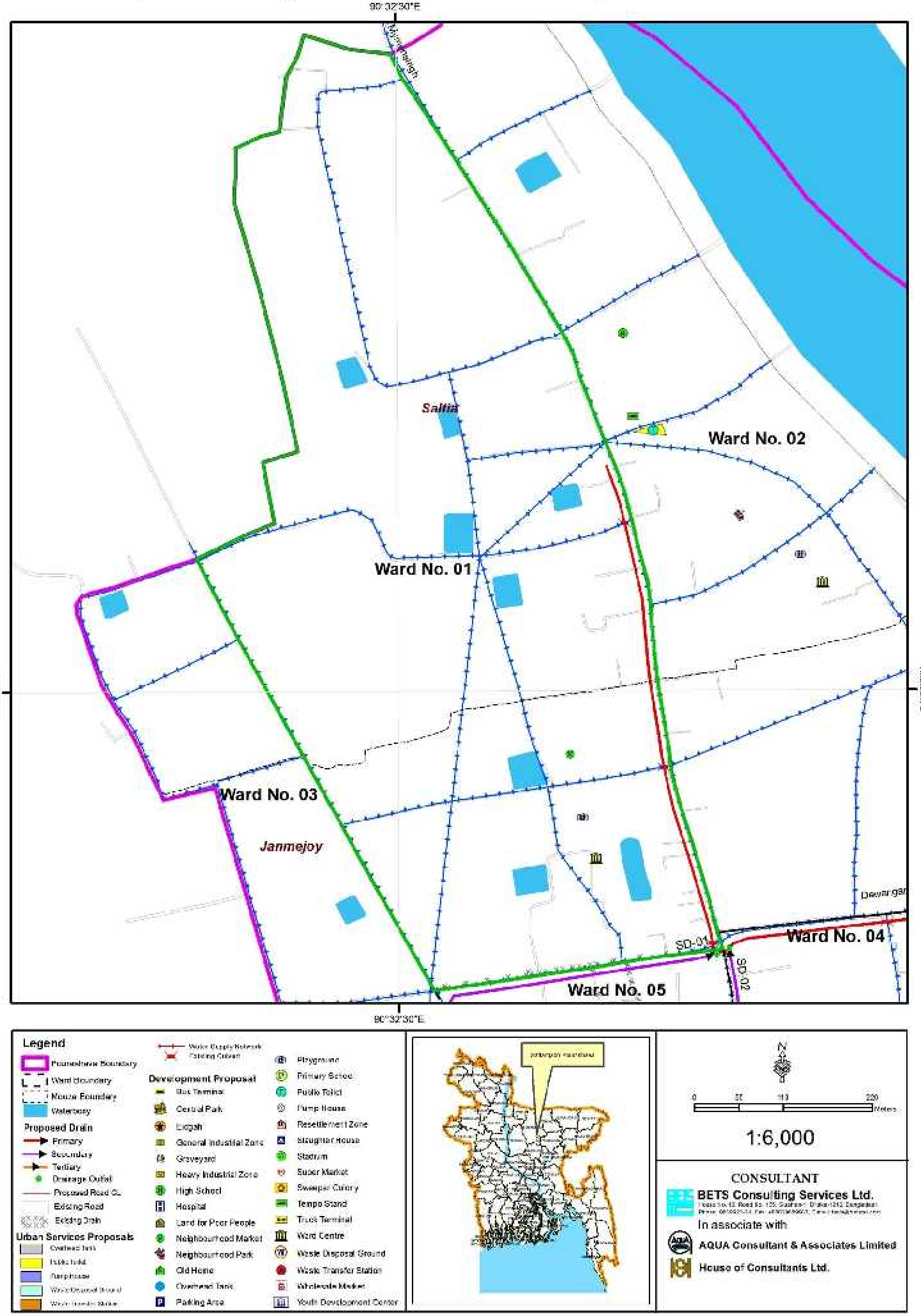

Map-19.1: Land Use Plan Map for Ward No. 02

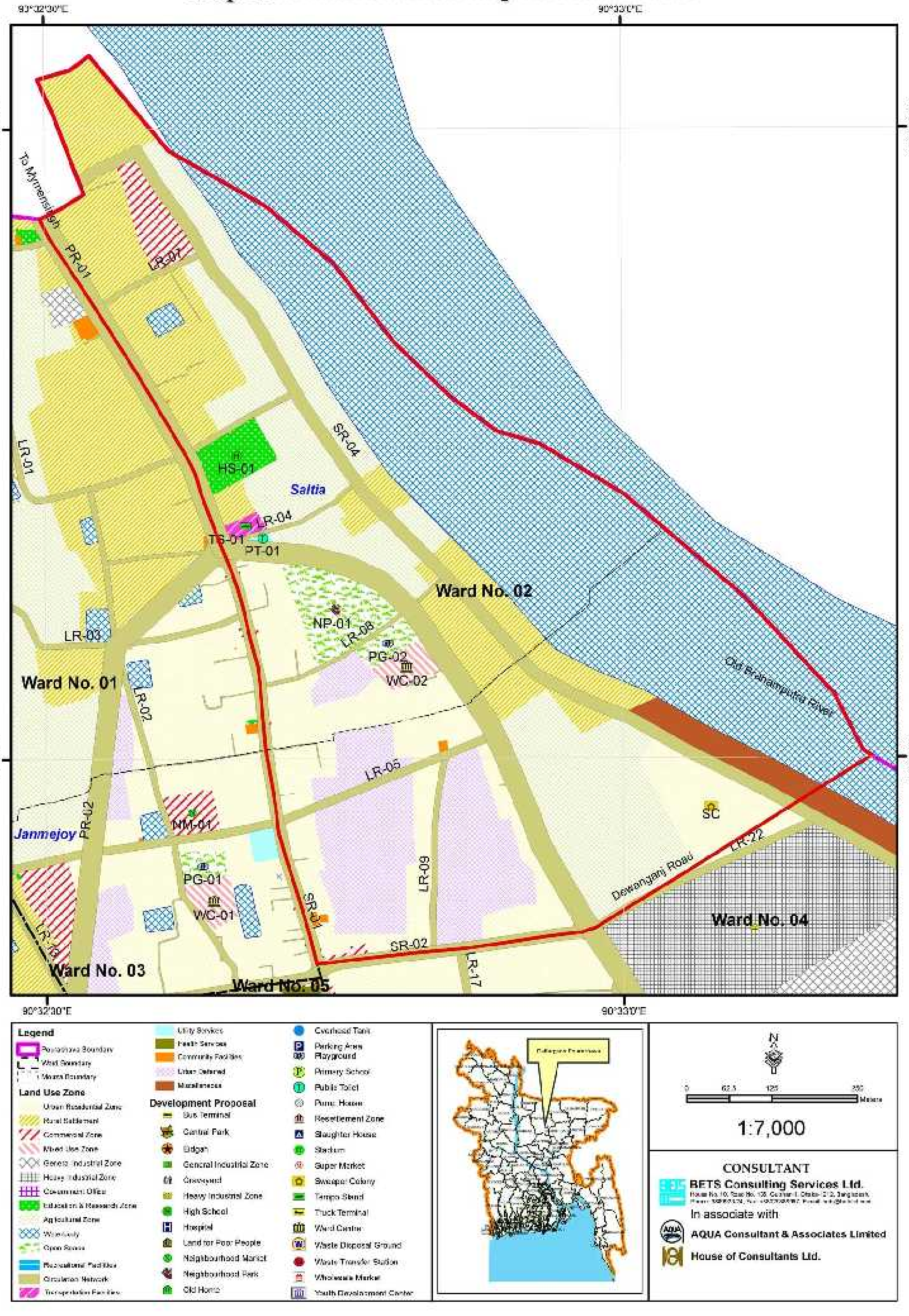

Map-19.2: Drainage & Utility Service Plan Map for Ward No. 02

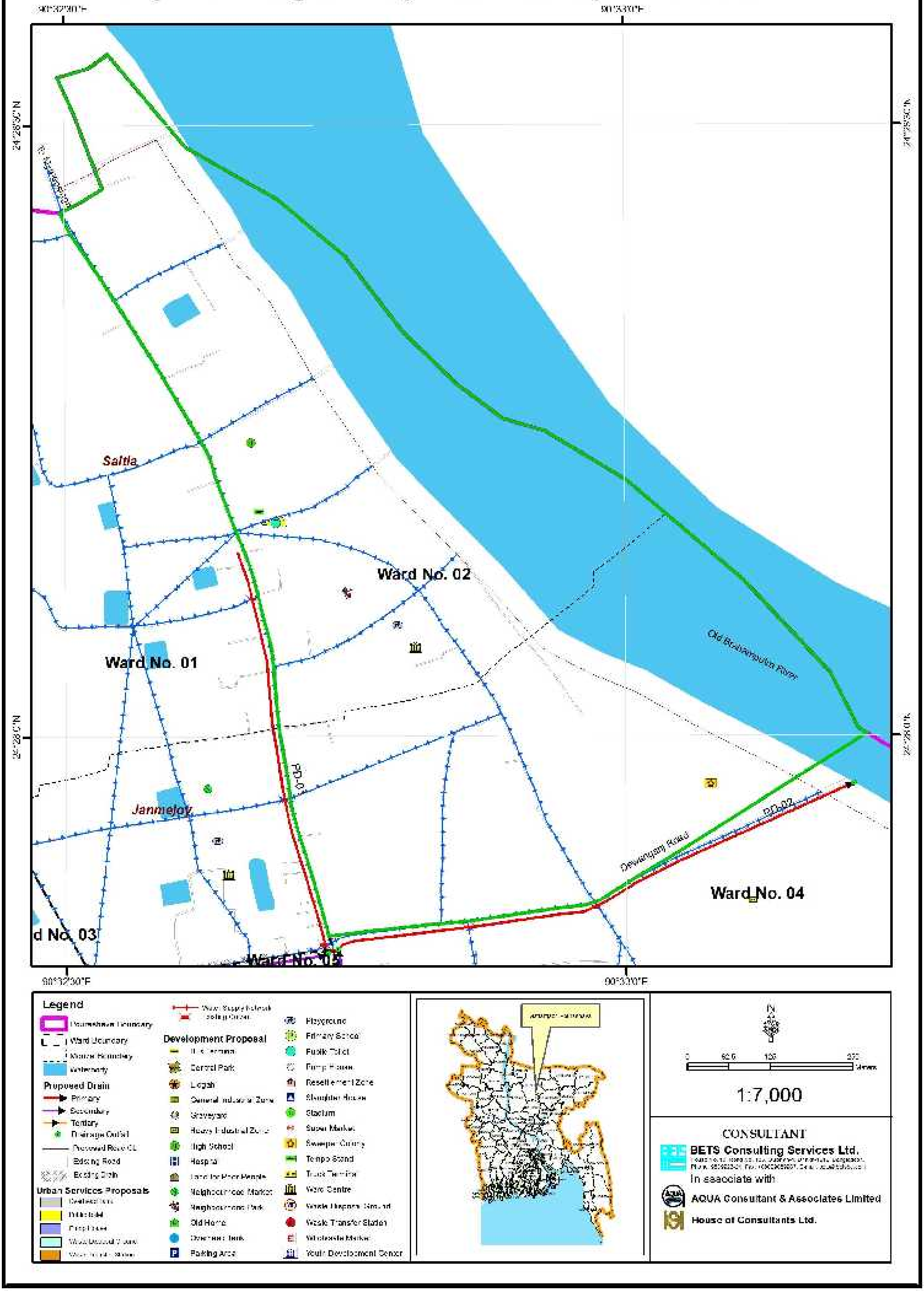

Map-20.1: Land Use Plan Map for Ward No. 03

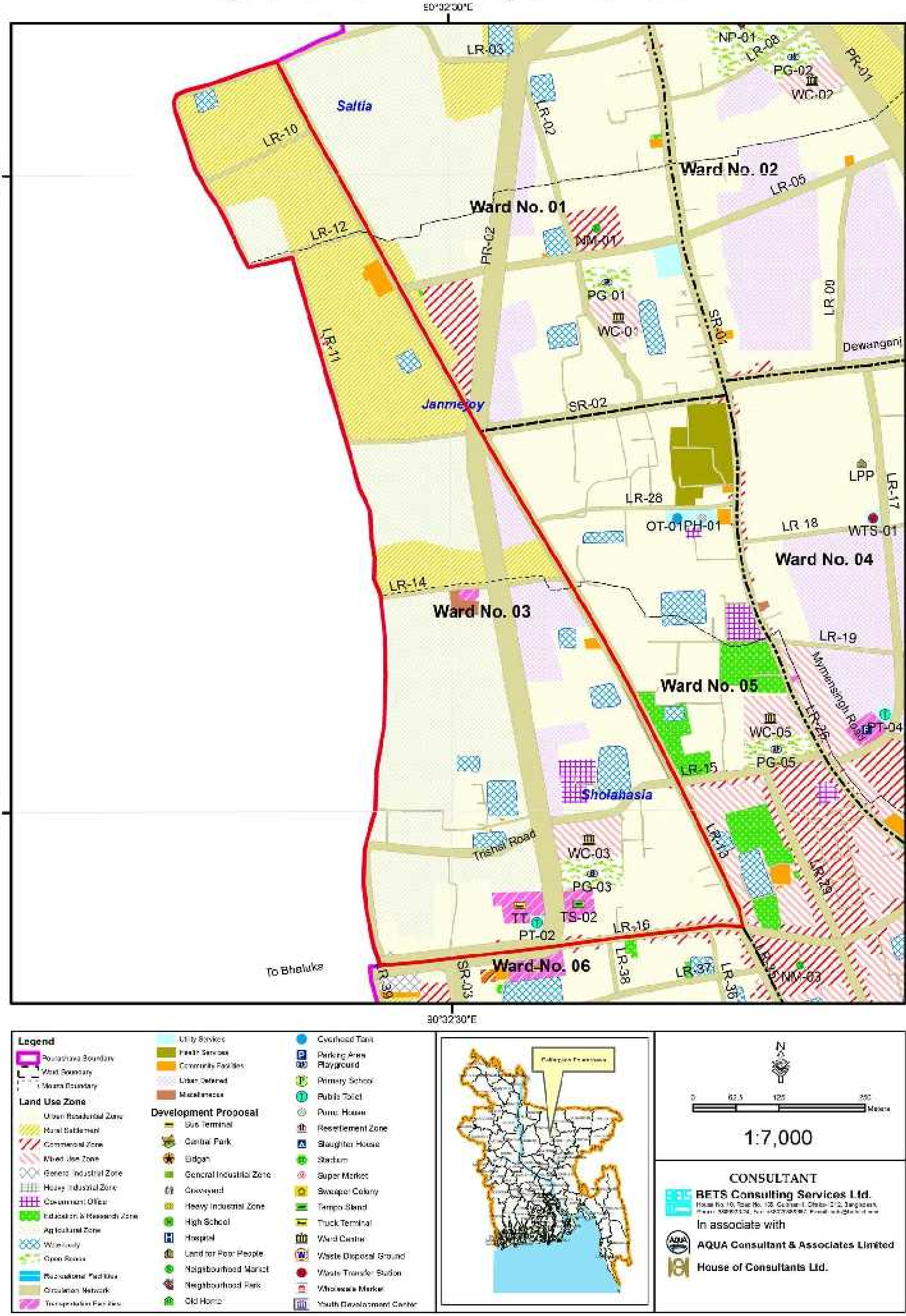

Map- 20.2: Drainage & Utility Service Plan Map for Ward No. 03

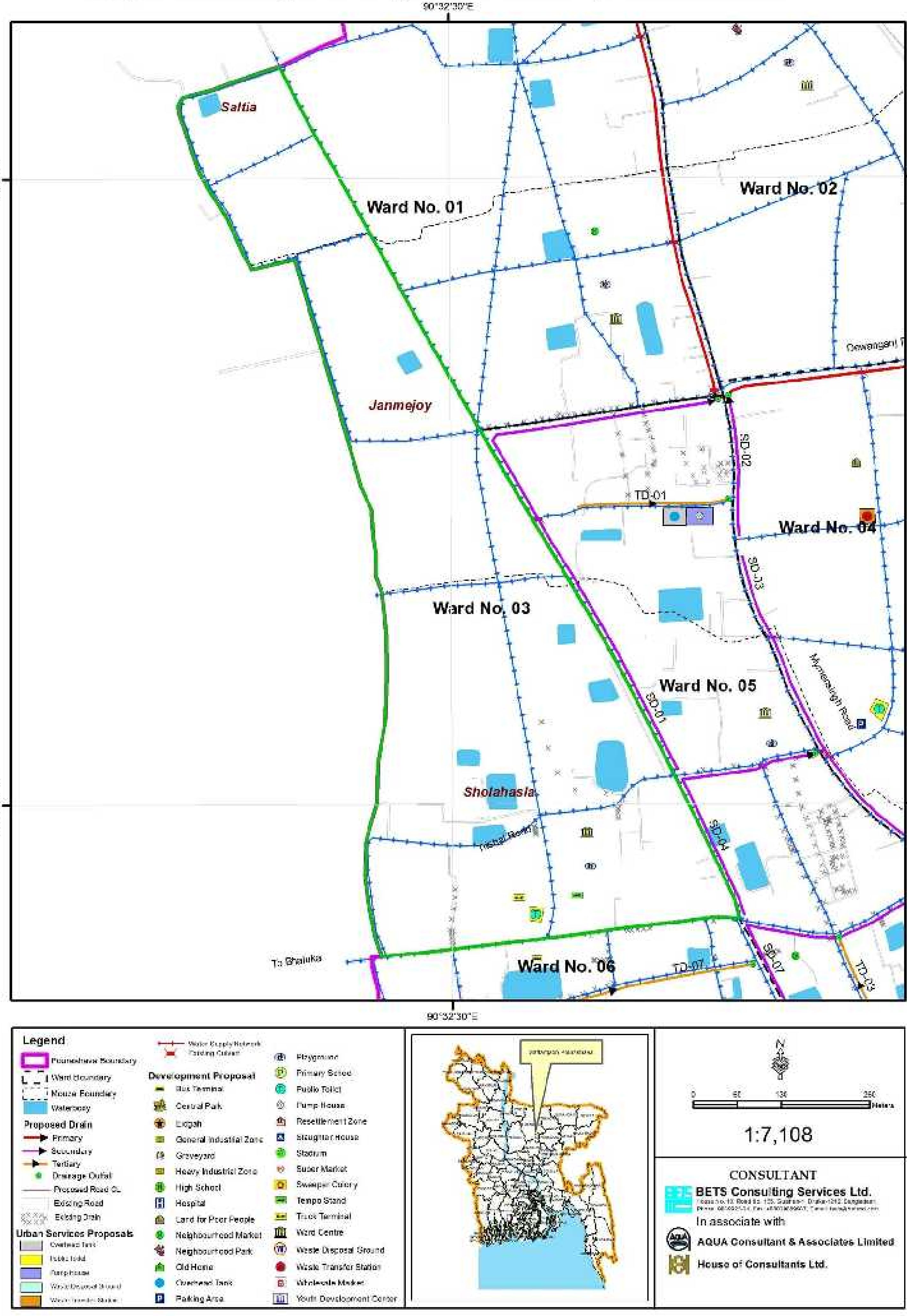

Map-21.1: Land Use Plan Map for Ward No. 04

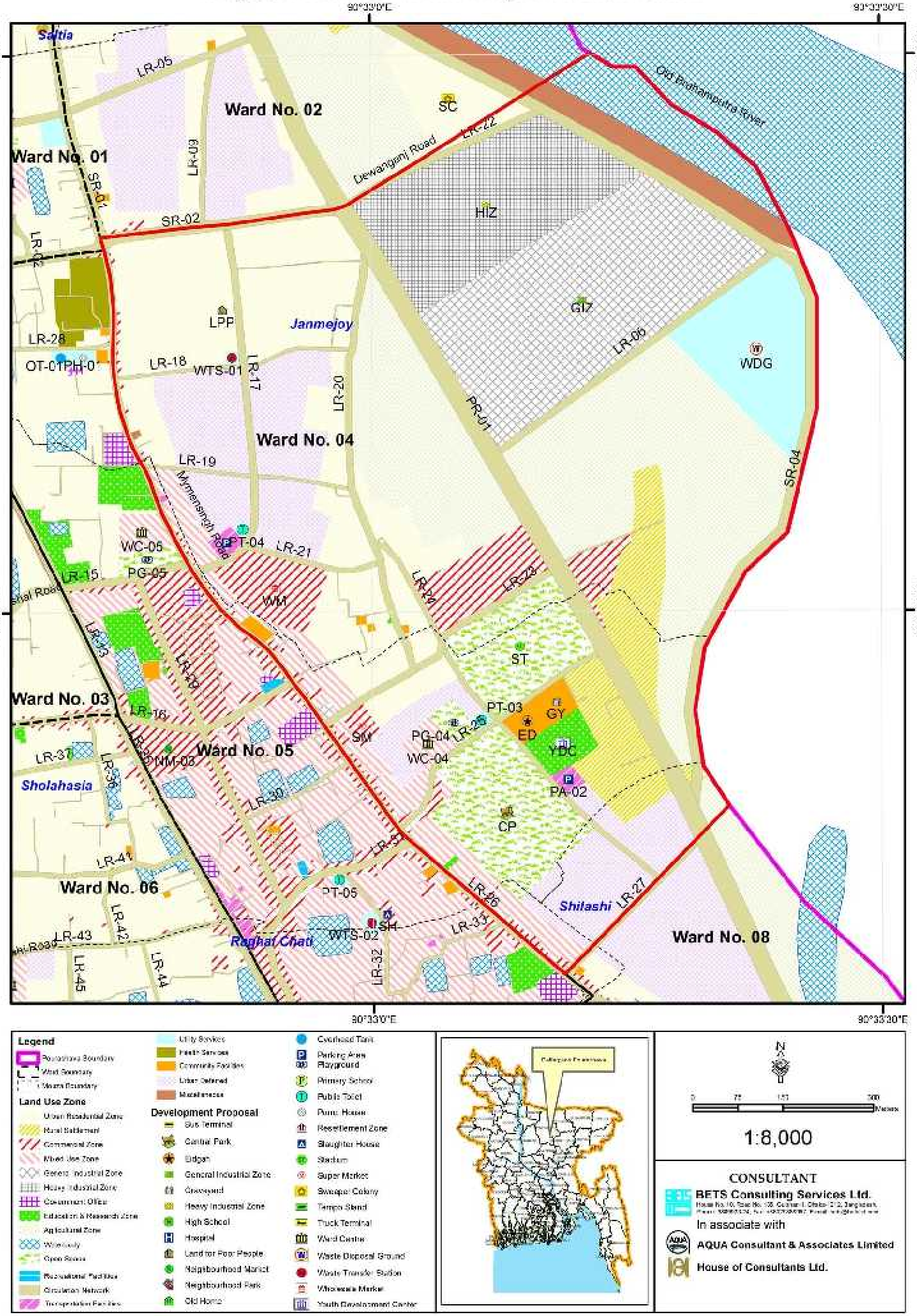

Map-21.2: Drainage & Utility Service Plan Map for Ward No. 04

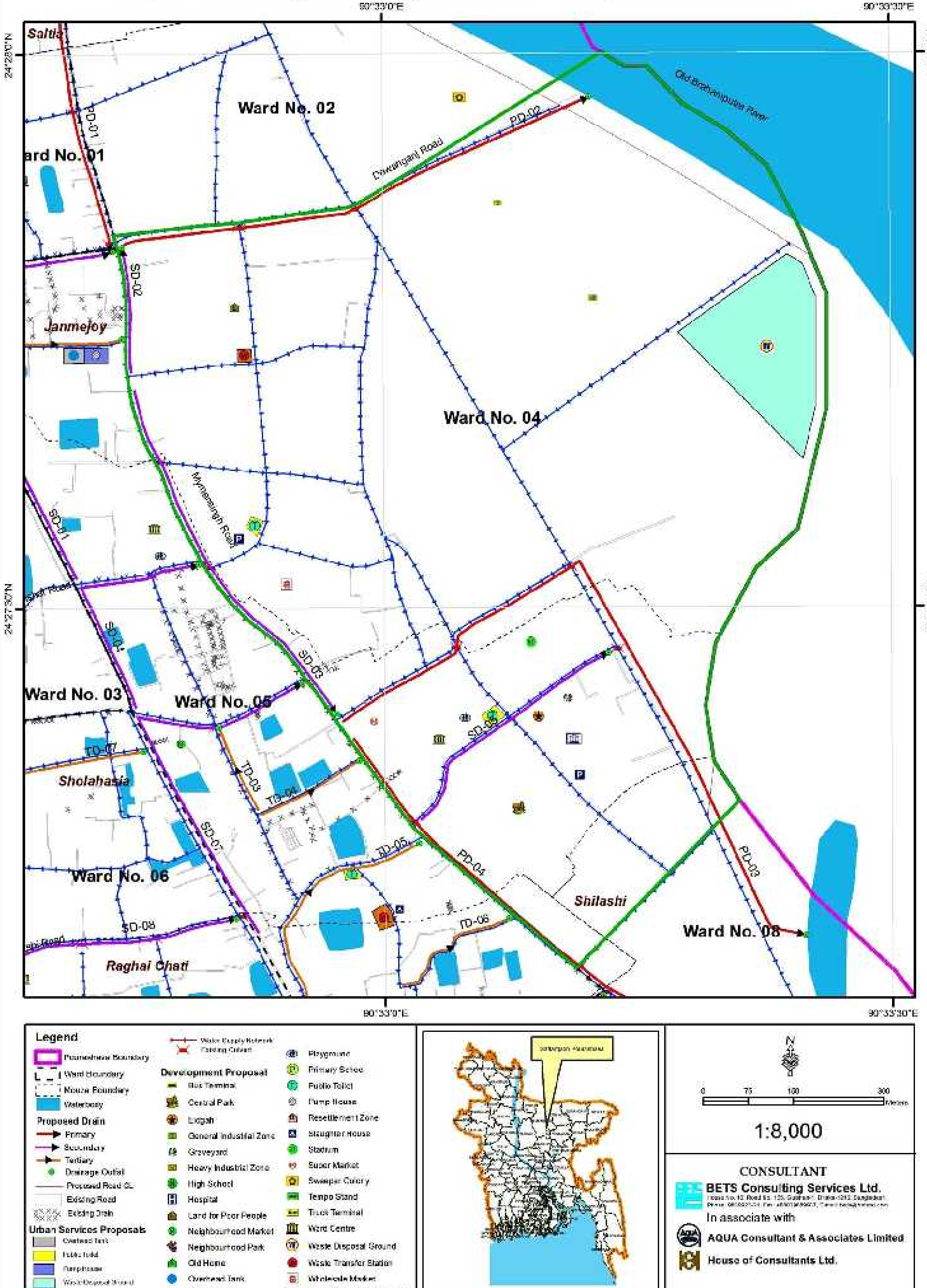

Map-231: Land Use Plan Map for Ward No. 06

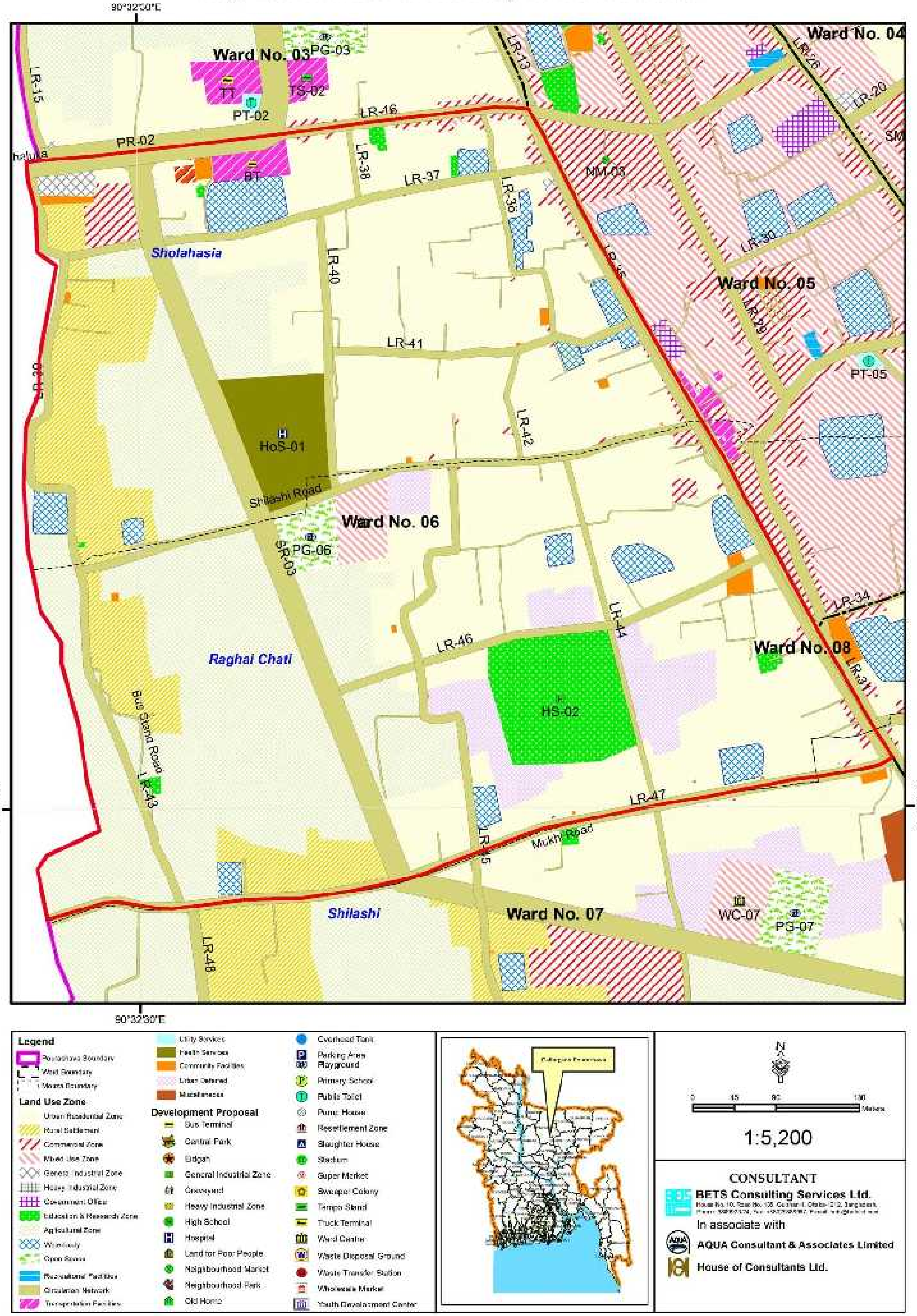

Map-232: Drainage & Utility Service Plan Map for Ward No. 06

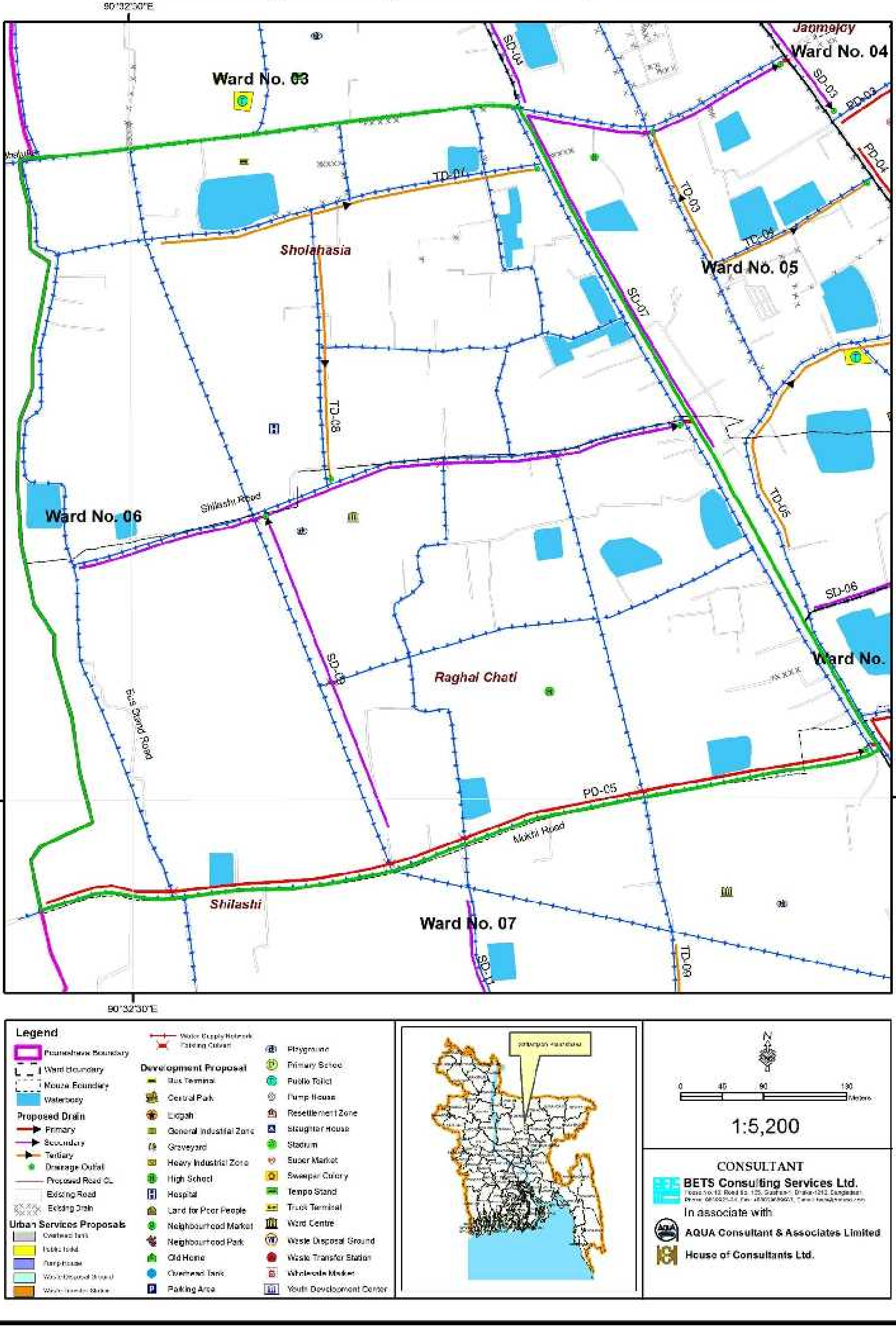

Map-24.1: Land Use Plan Map for Ward No. 07

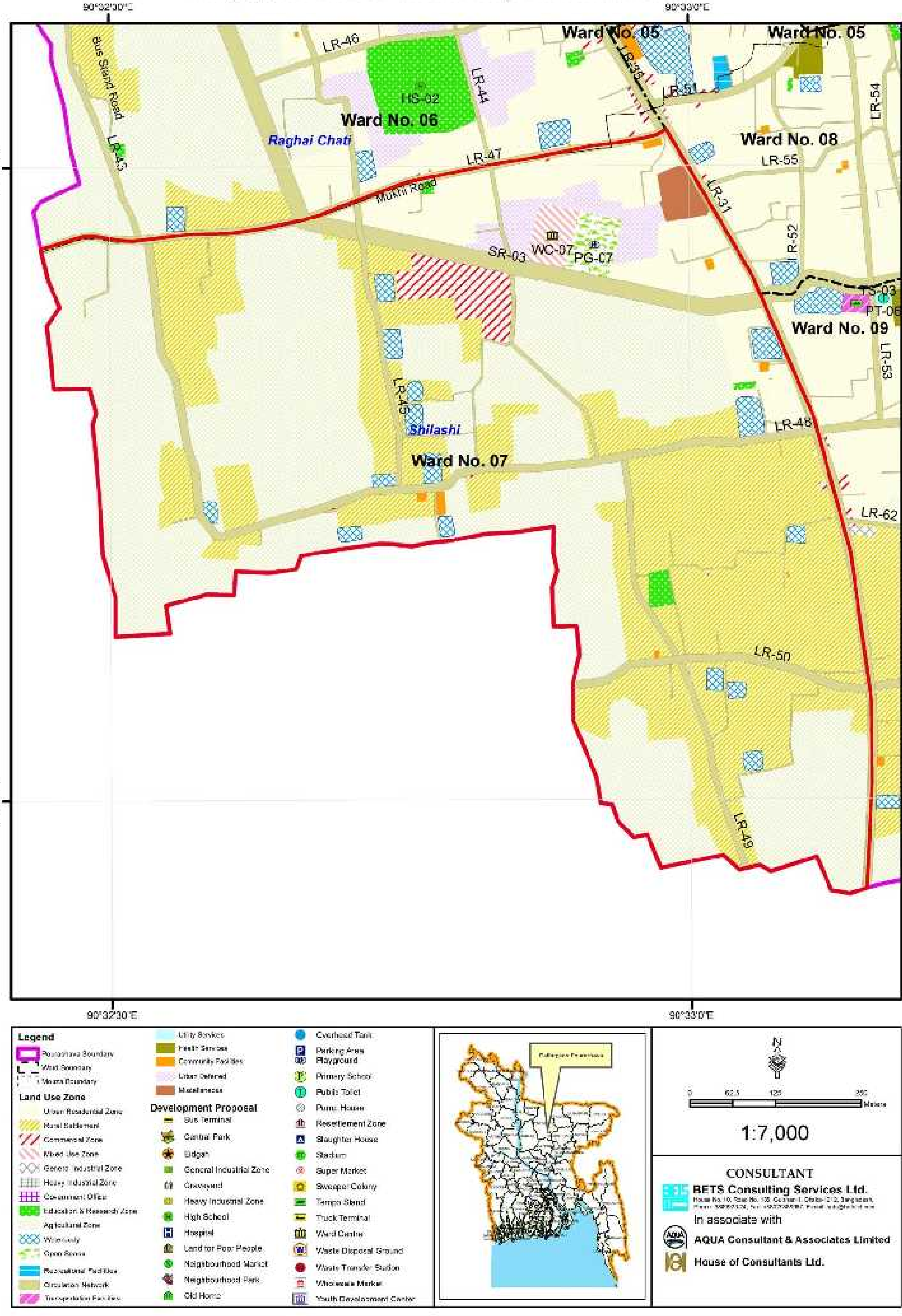

Map-242: Drainage & Utility Service Plan Map for Ward No. 07

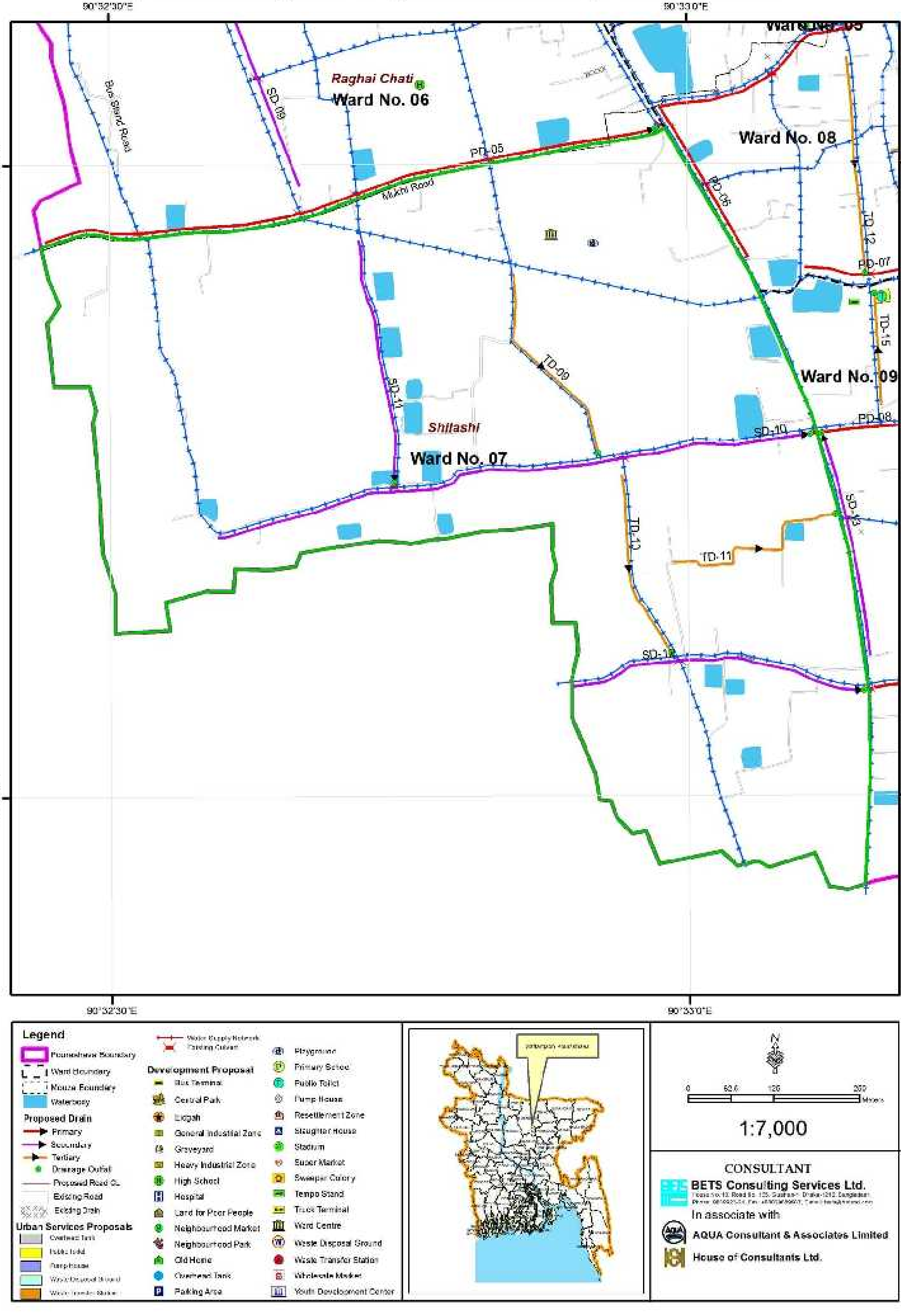

Map-25.1: Land Use Plan Map for Ward No. 08

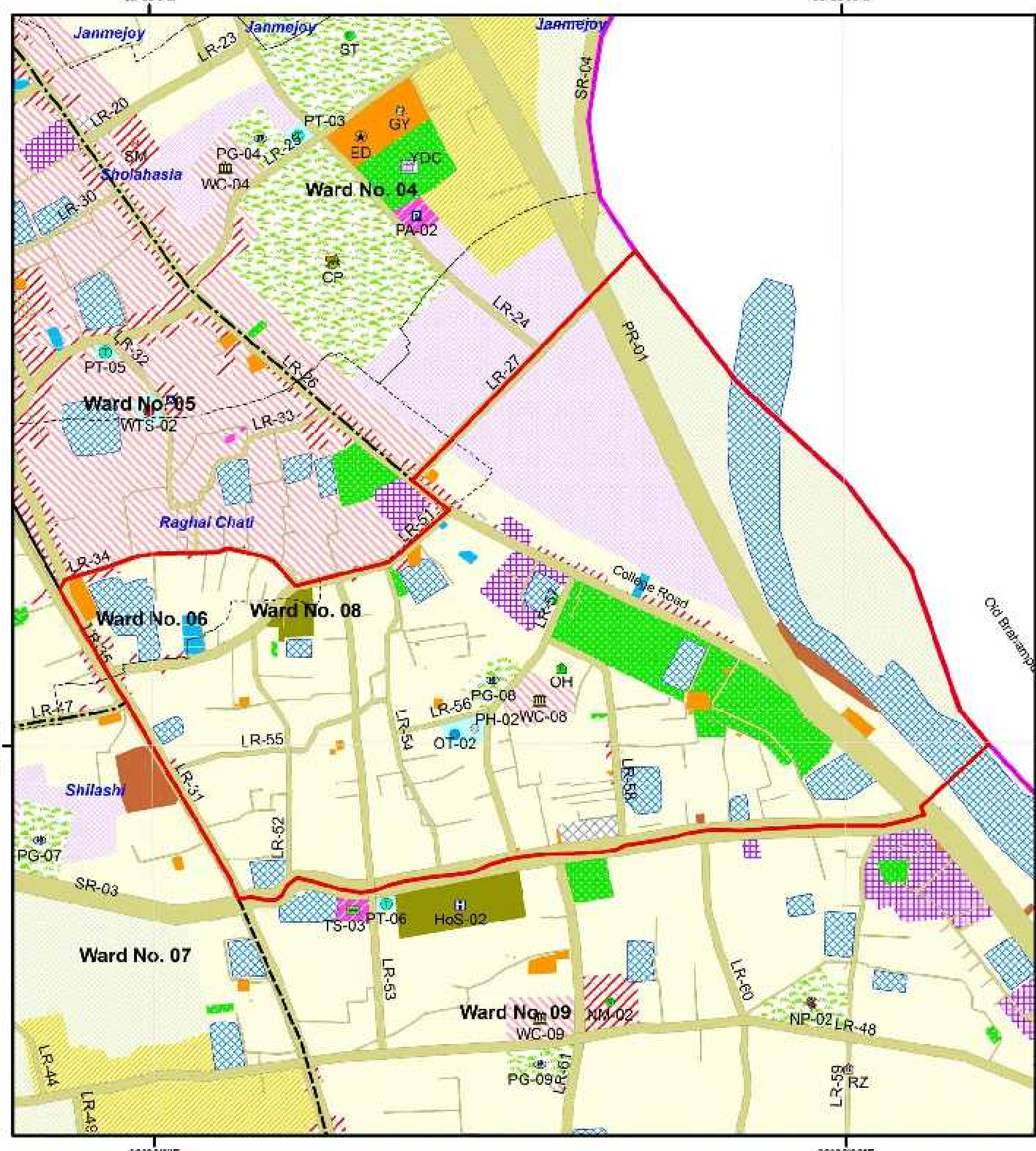

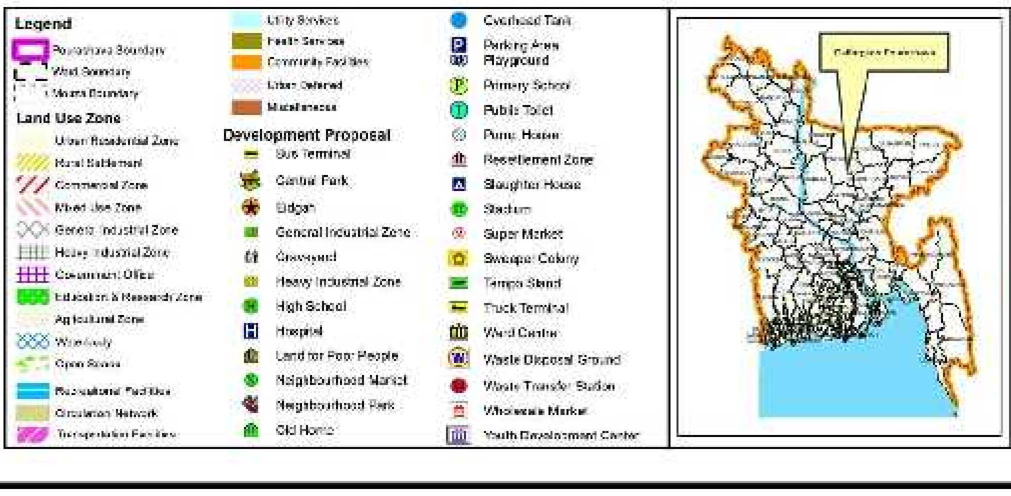

CONSULTANT

BETS Consulting Services Ltd.

In associate with

AQUA Consultant & Associates Limited

House of Consultants Ltd.

Map- 25.2: Drainage & Utility Service Plan Map for Ward No. 08

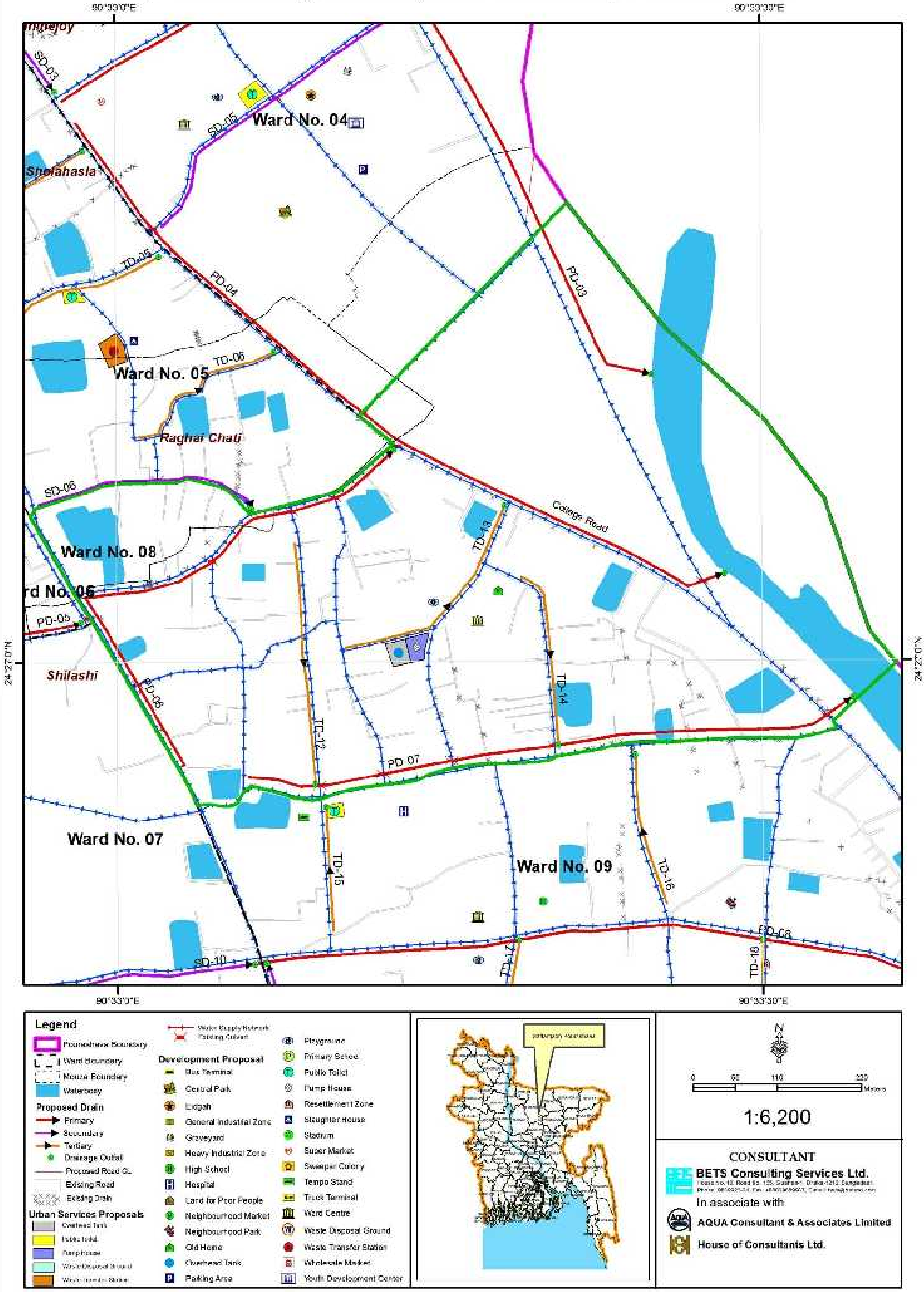

Map-26.1: Land Use Plan Map for Ward No. 09

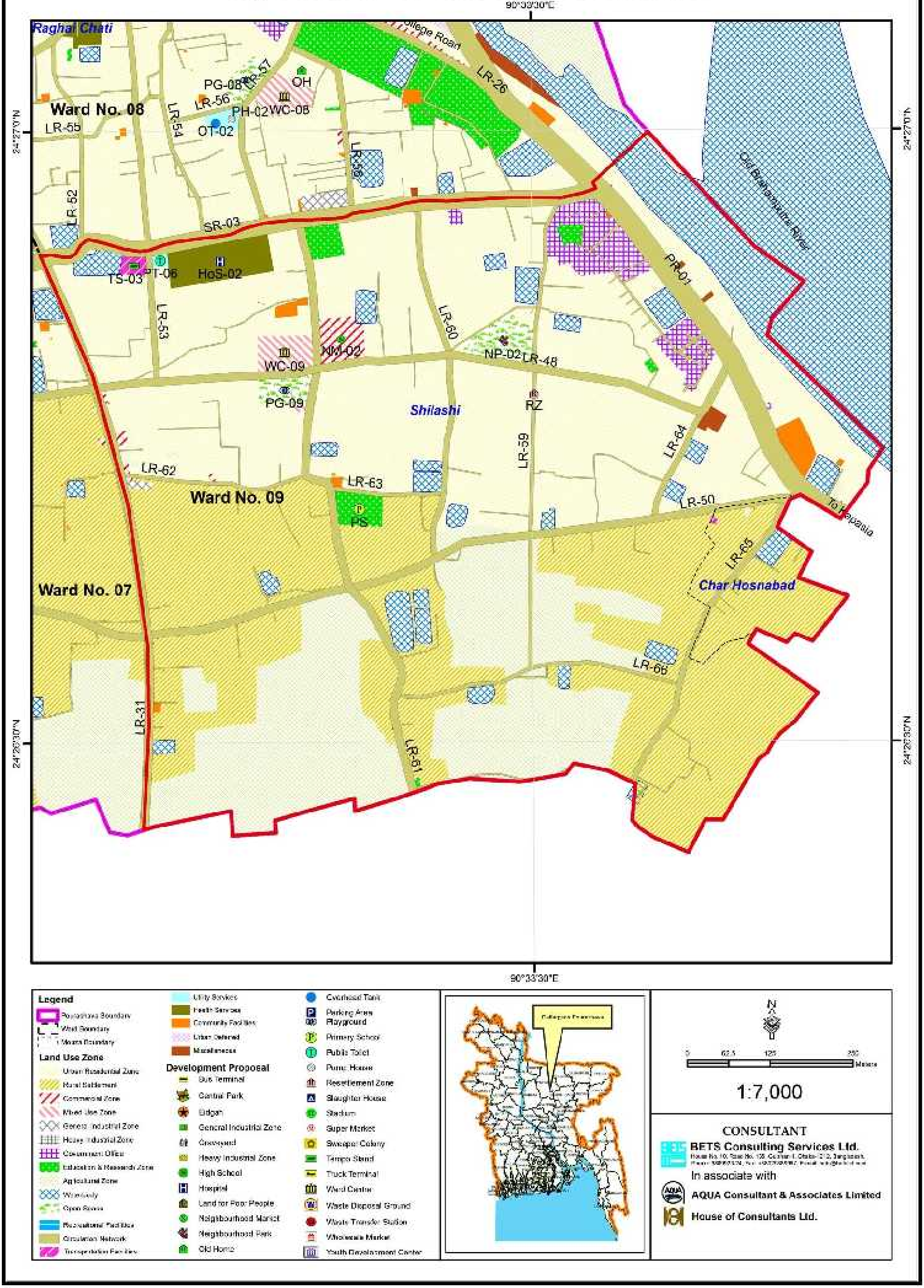

Map- 26.2: Drainage & Utility Service Plan Map for Ward No. 09

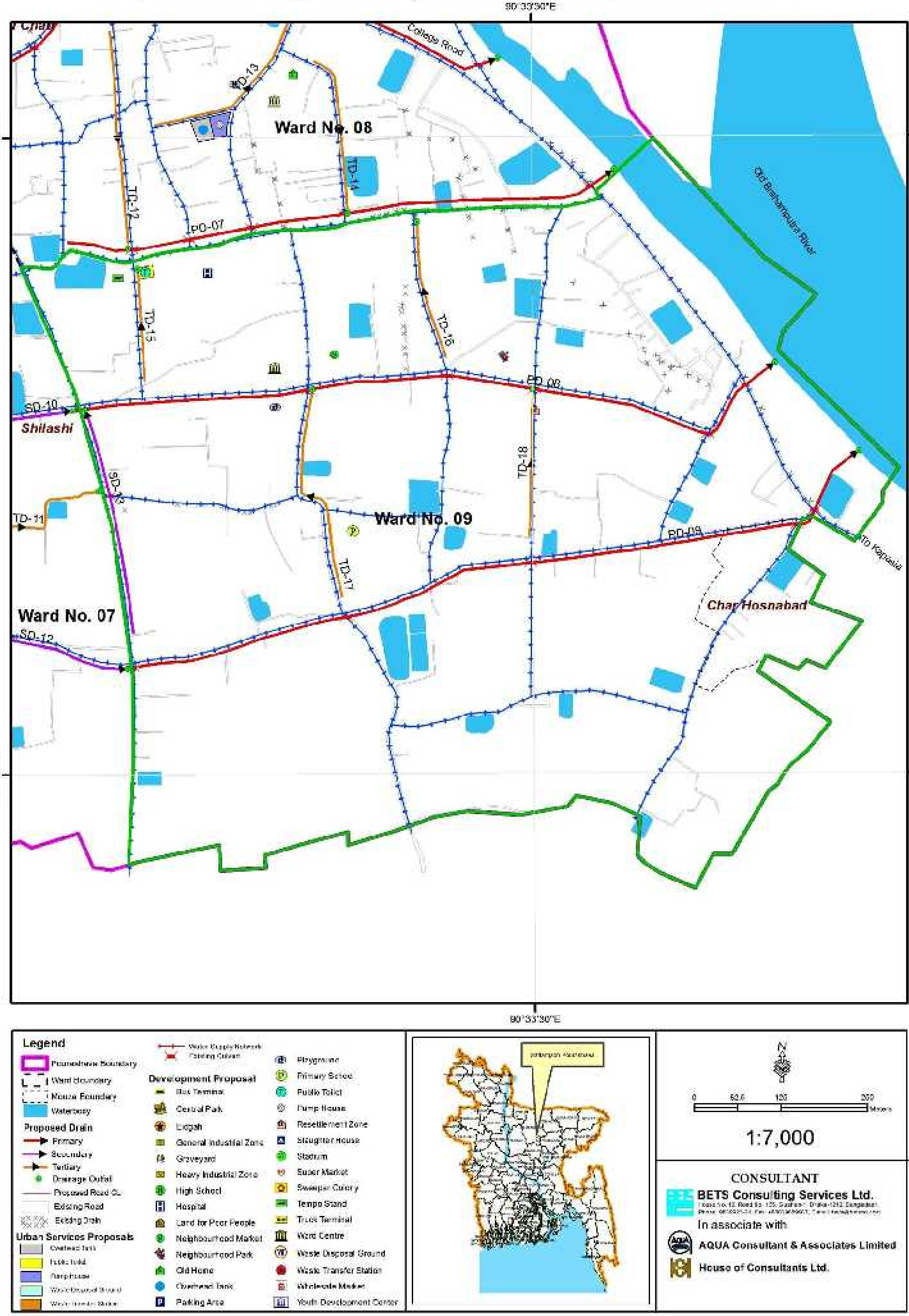

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ক

অতএব, যেহেতু উক্ত Rules এর rule 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা নিম্ন তফসিলভুক্ত শহর এলাকাসমূহ সমন্বয়ে আগামী ৫ই শ্রাবণ, ১৪০৬ বাং মোতাবেক ২০শে জুলাই, ১৯৯৯ ইং তারিখ হইতে গফরগাঁও মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের ঘোষণা করিল:

তফসিল

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার নাম	জে, এল, নং	দাগ নং
১	২	৩	৪	৫
(১)	সালটিয়া	সালটিয়া	১০৫	১২৪—১২৬, ১৬৪—১৬৫, ১৭২—১৭৩, ১৭৫—৫৩৮, ৫৪০—৫৭১।
(২)	সালটিয়া	জয়ধরখালী	১০৬	৩২৭—৩৩৪, ৩৩৬—৩৪০, ৩৪৩—৬০৪, ৬১১—৬২২, ৬৩৯—৬৫৯, ৬৬২—৭১৩, ৭১৬—৭২১, ৭২৩—৭২৬, ৭৮৭, ৭৯১, ৮১১—৮২৬, ৮৩০—৮৩২, ৮৩৭।
(৩)	সালটিয়া	যোলহাসিয়া	১০৭	৩০০—৩২২, ৩২৬—৩২৮, ৪০৬—৪২৫, ৪৪৩—৪৪৪, ৪৪৬—৪৫২, ৪৮০—৪৮১, ৪৮৩—৬০৯, ৬১০—৮৩২, ৮৩৪—৮৩৬, ৮৪৯, ৮৫১, ৮৬৭।
(৪)	সালটিয়া	বাবাইচাটি	১০৮	২৬১—২৭৫, ৩১৫—৪৯৩।
(৫)	সালটিয়া	শিলাসী	১৪০	(১ম সিট) ২৮৬—২৮৭, ২৮৯—২৯৭, ২৯৮, ৪৯৭—৪৯৮, ৫০০—৫০২, ৫০৪—৮০০, ৮১০, ৮৩৪—৮৮৫, ১৬৮১, ১৭০০। (২য় সিট) ৮৮৭—১২০৭, ১২৬২—১২৬৭, ১২৬৯—১৩২৩, ১৩৯২—১৬৬০, ১৭১৩—১৭২৫, ১৭৩৪, ১৭৪৬—১৭৫৪, ১৭৬৩, ১৭৬৭, ১৭৬৮, ১৭৭৩।
(৬)	সালটিয়া	নগর হোসেনাবাদ	১৪১	০১—২৩।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুস সাত্তার মিঞা

উপ-সচিব (পৌর)।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট - খ

কাঠামো পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার কৌশল অঞ্চল

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	বিস্তারিত বিবরণ	আয়তন (একর)	শতকরা হার
কৃষি (এগ্রিকালচার)	কৃষিভূমি (কৃষি অঞ্চল ও বলা হয়) বলতে বোঝানো হয় কৃষি উৎপাদনের জন্য শস্য ও প্রাণীসম্পদ উভয়ই, উপযুক্ত ভূমি। এ হচ্ছে কৃষির অন্যতম প্রধান সূত্র। কৃষিভূমিতে খাদ্যশস্য, আলু, শাক-সব্জি, তরমুজ ইত্যাদির বাৎসরিক চাষ হয়। কিছু ভূমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে, কিছু ভূমিতে স্থায়ী আবাদ করা হয় (যেমন ফলের চাষ); এছাড়া, প্রাকৃতিক ঘাস ও গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র হিসেবে কিছু ভূমি থাকে।	৩০৮.৬৩	২১.৬৯
প্রধান চলাচল (মেজর সার্কুলেশন)	প্রধান চলাচলের অন্তর্ভুক্ত মহাপরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়ক, রেলপথসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার প্রধান সংযোগ ব্যবস্থা তথা সকল প্রধান ও মাধ্যমিক সড়ক।	৩৮৬.১১	২৭.১৪
মূল এলাকা (কোর এরিয়া)	মুল এলাকা মুল শহর এলাকা হিসাবেও পরিচিত। এটি এমন এলাকা যেখানে জনসংখ্যা ও সেবার ঘনত্ব ঐ শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মেয়াদকালে (২০১১-২০৩১) জনসংখ্যার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটবে এই এলাকায়।	১৭৯.৩৭	১২.৬১
নতুন শহর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া)	জনসংখ্যার প্রক্ষেপন অনুসারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে যে বর্ধিত এলাকার প্রয়োজন হবে তা পূরণের জন্য নির্ধারিত এলাকা নতুন শহর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নতুন শহর এলাকার পরিকল্পিত বিকাশ তরান্বিত করতে অবকাঠামো ও পরিসেবা যেমন; সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, বর্জ্য অপসারণ, পানি সরবরাহসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান করা হবে।	১০০.৪৪	৭.০৬
প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া)	মুল এলাকা বা তার প্রভাবের বাইরের এলাকাসমূহ বিশেষত যেখানে নগরায়ন বা মানব বসতি স্থাপন গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের এবং ধীর গতিতে চলমান। কাঠামো পরিকল্পনায় এলাকাটিকে মুল এলাকা ও সম্ভাব্য নতুন নগর উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত এলাকার বাইরের এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আদর্শিকভাবে এখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ের যোগাযোগ ও সেবা সুবিধার প্রবর্তন করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।	৩৫০.০৪	২৪.৬০
জলাশয় (ওয়াটারবডি)	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৯৮.১৪	৬.৯০
সর্বমোট		**১৪২২.৭৪**	**১০০.০০**

পরিশিষ্ট - গ

উন্নয়ন প্রস্তাবনার মৌজা তফসীল

উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
BT	বাস টার্মিনাল (বর্তমান)	ভালুকা সড়কের পাশে বর্তমান বাস টার্মিনালের সম্প্রসারন	০.৬১	০৬	শোলা হাসিয়া	৮৭৪, ১০৬২
CP	কেন্দ্রীয় উদ্যান	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	১০.২১	০৪	বাঘাইছাতি	২০০৩-২০০৭, ২০২৩
			১০.২১	০৪	শিলাশি	২৩০১
			১০.২১	০৪	শোলা হাসিয়া	৪২৭৭-৪২৯৬,৫০৪৯-৫০৫৭,৫১১৩-৫১২৪
ED	ঈদগাহ	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৭৮	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৮৭,৫০৮৯,৫১১২,৫১১৩
GIZ	সাধারন শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে	২৯.৬২	০৪	জানমেজয়	২৫৮৮- ২৫৯১, ২৫৯৩-২৬১৫, ২৬১৭, ২৬১৮, ২৬২০, ২৬২১, ২৬৩১, ২৬৩৩- ২৬৪১,২৬৪৬-২৬৫০, ২৬৫৩, ২৬৯৭-২৭২০, ২৭২৩-২৭৩৪, ২৭৩৯, ২৭৬১
GY	কবরস্থান	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৭৭	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৮৭,৫০৮৮,৫০৮৯,৫১১২
HIZ	ভারী শিল্প এলাকা	সালতিয়া সড়কের নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে	১৮.৬১	০৪	জানমেজয়	২৫৪৮-২৫৫১, ২৫৫৫-২৫৭০, ২৫৭৪-২৫৭৬, ২৫৭৮-২৫৯১,২৬০৫,২৬১৫,২৬১৬,২৬১৭,২৬২১-২৬৩১
HoS-01	হাসপাতাল	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	৩.০৭	০৬	বাঘাইছাতি শোলা হাসিয়া	৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৯৪১, ৯৪৫-৯৬২, ৯৬৪, ১০৪০, ১০৪১
HoS-02	হাসপাতাল	ওয়ার্ড ০৯ এবং গফরগাঁও মহিলা ডিগ্রী কলেজের পশ্চিম পাশে	২.১২	০৯	শিলাশি	৩৩২১,৩৩২২,৩৩২৩,৩৩২৪,৩৩৩০,৩৩৩১,৩৩৩৩,৩৩৪১,৩৪৯৩
HS-01	উচ্চ বিদ্যালয়	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	১.৭০	০২	সালতিয়া	৮৭৭-৮৮৮, ৯৭৭-৯৭৯,৯৮২-৯৮৫,৯৯৯৯৯
HS-02	উচ্চ বিদ্যালয়	মুখী সড়কের নিকটে	৪.৫৫	০৬	বাঘাইছাতি	৬৭৮,৬৮২-৬৮৬,৬৯৪,৭১৫-৭১৮,৭২২-৭৩৩
LPP	গ্রামীণ বসতি	দেওয়ানগঞ্জ সড়কের নিকটে	১১.২১	০৪	জানমেজয়	২৩১৪-২৩১৭, ২৩২১-২৩৩৫, ২৩৪৭,২৩৫০-২৩৫৪, ২৩৮১-২৪১৮, ২৪২৬, ২৪২৭, ২৪২৯,২৪৩০, ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৮
NM-01	মহল্লার বাজার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	১.০৪	০১	জানমেজয়	৭৪৬,৭৪৭,৭৪৮,৭৪৯,৭৫০,৭৫১,৭৫২
NM-02	মহল্লার বাজার	মশাখালি সড়কের নিকটে	১.০২	০৯	শিলাশি	৩৪৪১,৩৪৪২,৩৪৪৩,৩৪৪৪
NM-03	মহল্লার বাজার	৫ নং ওয়ার্ডে বাতেনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে	১.৮৭	০৬	শোলা হাসিয়া	৩০০১,৩০৪৭-৩০৮২
NP-01	মহল্লার উদ্যান	সালতিয়া সড়কের পাশে	৩.৪০	০২	সালতিয়া	৯০১-৯০৭, ৯১৩,৯১৪,৯২০,৯৫০,৯৫১,৯৫৩-৯৫৭,৯৬০
NP-02	মহল্লার উদ্যান	মহিলা কলেজ সড়কের নিকটে	১.২৪	০৯	শিলাশি	২৮৪৩-২৮৫০,২৮৫২,২৮৬৭,২৮

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
						৬৮,২৮৬৯
OH	বৃদ্ধাশ্রম	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.৫৮	০৮	শিলাশি	২১২৫,২৫০৩,২৫০৪,২৫০৫,২৫০৬
OT-01	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে	০.২২	০৫	জানমেজয়	৮১২,৮৬২,৮৭৩,৮৭৪,৮৭৫,৯৯৯৯৯
OT-02	ওভারহেড ট্যাঙ্ক	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে	০.২০	০৮	শিলাশি	২১৬২,২১৬৩,২১৬৪,২১৬৭,২১৬৮
PA-01	পার্কিং এলাকা	বাজার এলাকার নিকটে	০.৪৩	০৪	জানমেজয়	২৪৬৭, ২৪৬৮
PA-02	পার্কিং এলাকা	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	০.৩৫	০৪	শোলা হাসিয়া	৫১০২,৫১১৩,৫১১৬,৫১১৭,৫১২৪,৫১২৫,৫১২৬
PG-01	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০১	০.৭২	০১	জানমেজয়	৭৭০,৭৭১,৭৭২,৭৭৩,৭৭৬,৭৭৭,৭৭৮,৭৮২
PG-02	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০২	০.৮২	০২	সালতিয়া	৯৪০,৯৪৭,৯৪৮,৯৪৯,৯৫০
PG-03	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৩	০.৯৫	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৩,৩৫৪,৩৫৫,৩৫৬,৩৭৮,৩৮২,৩৮৩
PG-04	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৪	০.৭৯	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৫৮,৫০৫৯,৫০৬০,৫০৬২,৫০৬৩
PG-05	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৫	০.৮১	০৫	শোলা হাসিয়া	২০৩৩,২০৭৬,২০৯০,২০৯১,২০৯২,২০৯৩,২০৯৪
PG-06	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৬	০.৯৯	০৬	বাঘাইছাতি শোলা হাসিয়া	৬২৯,৬৩৯,৬৩৮,৬৩০,৬৩১,৬৩২,৬৩৭,৬৩৩,৬৩৪,৬৩৫, ৫৫০, ৯৫৮
PG-07	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৭	১.৩৫	০৭	শিলাশি	১২১৪,১২১৫,১২৩৭,১২৩৮,১২৪৭-১২৫৩
PG-08	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৮	০.৬২	০৮	শিলাশি	২১২৭,২১২৮,২১২৯,২১৬৬,২১৬৭,২১৬৮
PG-09	খেলার মাঠ	ওয়ার্ড ০৯	০.৭৩	০৯	শিলাশি	৩৩৭৭,৩৩৭৮,৩৩৭৬,৩৩৭৫
PH-01	খেলার মাঠ	৫ নম্বর ওয়ার্ডে উপজেলা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশে	০.২৫	০২	জানমেজয়	৮৭৪, ৮৭৫
PH-02	খেলার মাঠ	৮ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর দক্ষিণ অংশে	০.১৯	০৮	শিলাশি	২১৬৭, ২১৬৮
PS	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মশাখালি সড়কের নিকটে	০.৮১	০৯	শিলাশি	৩৪৮৩,৩৪৮৪,৩৪৯১,৩৬৯৭-৩৭০২
PT-01	গণ শৌচাগার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	০.০৭	০২	সালতিয়া	৮৯৮, ৮৯৯
PT-02	গণ শৌচাগার	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.১০	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৮৮,৩৯১,৩৯২,৩৯৪
PT-03	গণ শৌচাগার	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	০.১৮	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৫৭, ৫০৫৮, ৫০৫৯
PT-04	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১২	০৪	জানমেজয়	২৪৬৭
PT-05	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১০	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২২২
PT-06	গণ শৌচাগার	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.১০	০৯	শিলাশি	৩৩২৯, ৩৩৩০
RZ	পুনর্বাসন এলাকা	উপজেলা কমপ্লেক্সের পাশে	৬.১৫	০৯	শিলাশি	২৮৪১-২৮৪৪, ২৮৫০, ২৮৫১, ২৮৫৯-২৮৮২, ২৮৮৭, ২৮৮৮, ২৮৮৯, ২৮৯১, ২৮৯২, ২৯৫৩, ২৯৬০
SC	সুইপার কলোনি	দেওয়ানগঞ্জ সড়কের উত্তর পাশে	৫.১০	০২	জানমেজয়	২১৭৫,২১৮২,২১৮৩,২১৮৬-২১৮৮,২২৪৭-২২৫০,২২৫৬,২২৫৭,২২৭৯,২২৮০,২২৯০-২৩০২,২৩০৪
SH	কসাইখানা	টেকনিক্যাল বিএম কলেজের পশ্চিম পাশে	০.২২	০৫	শোলা হাসিয়া বাঘাইছাতি	৪২৩০, ৪২৩১ ১০০৯
SM	বিপণিবিতান	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.৬১	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০২৬-৫০৩৬

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
ST	স্টেডিয়াম	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	৭.৫৮	০৪	জানমেজয়	২৬৭৭,২৬৭৮,২৬৭৯,২৬৮০,২৬৮১,২৬৮২,২৬৮৩,২৬৮৪
					শোলা হাসিয়া	৫০১৮,৫০৬৪-৫০৭৩, ৫০৭৭,৫০৭৯,৫০৮০-৫০৮৫,৫০৮৭,৫০৮৮
TS-01	টেম্পো স্ট্যান্ড	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	০.৩৪	০২	সালতিয়া	৮৯৩,৮৯৪,৮৯২,৮৯১
TS-02	টেম্পো স্ট্যান্ড	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.৪৩	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৩,৩৮২,৩৮৩,৩৮৪,৩৮৫,৩৮৭
TS-03	টেম্পো স্ট্যান্ড	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.২৬	০৯	শিলাশি	৩২৬৩,৩৩২৮,৩৩২৯,৩৩২৭
TT	ট্রাক টার্মিনাল	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.৬৯	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৮৮,৩৯২,৩৯৩,৩৯৪,৪০০,৪০১
WC-01	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০১	০.৯৮	০১	জানমেজয়	৭৭২-৭৭৬,৭৮২-৭৮৭
WC-02	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০২	০.৯২	০২	সালতিয়া	৯৪১,৯৪৫,৯৪০,৯৪৮,৯৪৭
WC-03	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৩	১.৩২	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৫১,৩৫২,৩৫৬,৩৫৩,৩৫৪,৩৫০,৩৪৯,৩৪৮
WC-04	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৪	১.০৪	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৪৫,৫০৪২,৫০৬১,৫০৩৬,৫০৫৭,৫০৬০,৫০৬২,৫০৬৩,৫০২১,৫০৫৮,৫০৫৯
WC-05	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৫	১.১৬	০৫	শোলা হাসিয়া	২০৩২,২০৩৩,২০৭৬,২০৮৫-২০৯০
WC-06	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৬	১.১১	০৬	বাঘাইছাতি	৬৩৫,৬৩৬,৬৩৭,৬৩৮, ৬৩৯,৬৪২,৬৪৩,৬৪৪,৬৪৫,৬৪৬,৬৫৩,৬৫৪
WC-07	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৭	১.২৪	০৭	শিলাশি	১১৯৬,১১৯৭,১১৯৮,১১৯৯,১২১৩,১২১৪,১২৪৯,১২৫০
WC-08	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৮	০.৯৩	০৮	শিলাশি	২১২৫-২১২৭, ২১৬৯-২১৭১,২৫০১-২৫০৩,২৫০৫,২৫০৮,২৫০৯
WC-09	ওয়ার্ড সেন্টার	ওয়ার্ড ০৯	১.০৫	০৯	শিলাশি	৩৩৭০,৩৩৭১,৩৩৭২,৩৩৭৩,৩৩৭৪,৩৩৭৫,৩৩৭৬
WDG	বর্জ্য অপসারন কেন্দ্র	পৌরসভার উত্তর পাশে	১০.৪৮	০৪	জানমেজয়	২৭২০,২৭২১,২৭২২,২৭২৩,২৭২৪,২৭৬১
WM	পাইকারি বাজার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	৩.৮২	০৪	জানমেজয় শোলা হাসিয়া	২৪৮৩,২৪৮৪,২৪৯০,২৪৮৯,২৪৮২,২৪৮৮,২৪৮৬,২৪৮৫,২৪৯৪,২৪৮৭,২৪৭৫,২৪৮১,২৪৭৬,২৪৭৪,২৫২৪,২৪৭৮,২৪৭৭,২৪৮০,২৪৬৭,২৪৬৮, ৩৩৯০, ৩৩৯৫
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	পৌরসভার মধ্য অংশ	০.১৩	০৪	জানমেজয়	২৩৮৫,২৩৮৬,২৩৮৩,২৩৯০
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	স্টেশন সড়কের নিকটে	০.২৬	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২৩০, ৪২৩১, ৪২২২
					বাঘাইছাতি	১০০৯, ৯৯৯৯৯
YDC	যুব উন্নয়ন কেন্দ্র	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	১.৮০	০৪	শোলা হাসিয়া	৫১০২,৫১০৭-৫১১৩,৫১১৬,৫১২৫

প্রস্তাবিত পরিবহন সুবিধা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা
BT	বাস টার্মিনাল	বর্তমান বাস টার্মিনালের সম্প্রসারন	ওয়ার্ড ০৬	০.৬০৫	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৮৭৪, ১০৬২
PA-01	পার্কিং এলাকা	বাজার এলাকার নিকটে	ওয়ার্ড ০৪	০.৪২৬	মৌজা- জানমেজয় প্লট ২৪৬৭, ২৪৬৮
PA-02	পার্কিং এলাকা	নদীর ঘাট সড়কের নিকটে	ওয়ার্ড ০৪	০.৩৪৮	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৫১০২, ৫১১৩, ৫১১৬, ৫১১৭, ৫১২৪-৫১২৬
TS-1	টেম্পো স্ট্যান্ড	ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.৩৪০	মৌজা- সালতিয়া প্লট ৮৯১-৮৯৪
TS-2	টেম্পো স্ট্যান্ড	ভালুকা সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৩	০.৪২৯	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৩৫১-৩৫৩, ৩৮২-৩৮৫, ৩৮৭
TS-3	টেম্পো স্ট্যান্ড	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৯	০.২৬৪	মৌজা- শিলাশি প্লট ৩২৬৩, ৩৩২৭-৩৩২৯
TT	ট্রাক টার্মিনাল	ভালুকা সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৩	০.৬৮৯	মৌজা- শোলাহাসিয়া প্লট ৩৮৮, ৩৯২-৩৯৪, ৪০০, ৪০১

বর্জ্য অপসারণ সুবিধার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
WDG	বর্জ্য অপসারন কেন্দ্র	পৌরসভার উত্তর পাশে	১০.৪৮	০৪	জানমেজয়	২৭২০,২৭২১,২৭২২,২৭২৩,২৭২৪,২৭৬১
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	পৌরসভার মধ্য অংশ	০.১৩	০৪	জানমেজয়	২৩৮৫,২৩৮৬,২৩৮৩,২৩৯০
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	স্টেশন সড়কের নিকটে	০.২৬	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২৩০, ৪২৩১, ৪২২২

গণ শৌচাগার সুবিধার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নম্বর	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
PT-01	গণ শৌচাগার	ময়মনসিংহ সড়কের নিকটে	০.০৭	০২	সালতিয়া	৮৯৮, ৮৯৯
PT-02	গণ শৌচাগার	ভালুকা সড়কের নিকটে	০.১০	০৩	শোলা হাসিয়া	৩৮৮,৩৯১,৩৯২,৩৯৪
PT-03	গণ শৌচাগার	নদীর ঘাট সড়কের পাশে	০.১৮	০৪	শোলা হাসিয়া	৫০৫৭, ৫০৫৮, ৫০৫৯
PT-04	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১২	০৪	জানমেজয়	২৪৬৭
PT-05	গণ শৌচাগার	বাজার এলাকা সংলগ্ন	০.১০	০৫	শোলা হাসিয়া	৪২২২
PT-06	গণ শৌচাগার	মহিলা কলেজ সড়কের পাশে	০.১০	০৯	শিলাশি	৩৩২৯, ৩৩৩০

পরিশিষ্ট - ঘ

অনুমোদনযোগ্য ভূমি ব্যবহার তালিকা

ক) নগর আবাসিক ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার
নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
চিত্রাঙ্কন
বৃদ্ধাশ্রম
বেকারী ও কনফেকশনারী
চুল কাটার দোকান
শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র
ধোপাখানা
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
বহুতল এ্যাপার্টমেন্ট
কুটির/বাড়ি
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ঔষধের দোকান বা ফার্মেসি
কর্মচারির বাসস্থান (গার্ড/ড্রাইভার) আনুসঙ্গিক ব্যবহার
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা
মৌসুমী শ্রমিকের জন্য আবাস
উদ্যান সেবা
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
এতিমখানা/ অনাথাশ্রম
ঈদগাহ্
ফটোকপির দোকান
পাইপ লাইন এবং পরিসেবা লাইন
খেলার মাঠ
প্রাথমিক বিদ্যালয়
ব্যক্তিগত গ্যারেজ (আনুসঙ্গিক ব্যবহার)
নির্ধারিত এলাকা সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিদর্শন/ চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
পথচারী ছাউনি
মুচির দোকান
সামাজিক সংস্থার অফিস
বিশেষ আবাসন
অস্থায়ী নিবাস
অনুমোদিত কাজে অস্থায়ী নিবাস
পত্রিকার দোকান
বিশেষ স্কুল: নৃত্য , চিত্রাঙ্কন , গান , শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
সরবরাহ লাইন
নগরের প্রকৃতি সংরক্ষণ
পরিসেবা লাইন
কাঠের গুদাম

অনুমোদিত
শিশুপার্ক (পার্কিংসহ)
এটিএম বুথ
পানির পাম্প / জলাধার
স্মৃতিস্তম্ভ (মহল্লা কেন্দ্রিক)
বিল প্রদানের বুথ
বোর্ডিং
ছাত্রাবাস
ভাস্কর্য (আনুসঙ্গিক)
মহল্লা (আবাসিক এলাকা/ পাড়া/ মহল্লা) কেন্দ্র
অনুমোদিত
কমিউনিটি সেন্টার
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
চিত্র প্রদর্শনীর স্থান ও গ্রন্থাগার
ফাস্টফুড / অস্থায়ী দোকান
ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রেতা
শরীরচর্চা ক্লাব
গেমিং ক্লাব
সাধারণ দোকান
খুচরা দোকান /সুবিধা
এ্যাপার্টমেন্ট আবাসন
আবাসন প্রকল্প
স্মৃতিস্তম্ভ (মহল্লা পর্যায়)
বইয়ের দোকান
স্টেশনারী দোকান
বসতবাড়ি
অনুমোদিত অনুষ্ঠানের অস্থায়ী ছাউনি
ঈদগাহ
পানির পাম্প/জলাধার

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

নিয়মিত মহল্লা কেন্দ্র না থাকলে এটি স্থাপনের জন্য ভূমি ব্যবহার কমিটির অনুমতি লাগবে।

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ২: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
মাদকাশক্তি নিরাময় কেন্দ্র
ভবনস্থ বিনোদন
অন্তেষ্টিক্রিয়া সেবা(ব্যবস্থা)
আর্ট গ্যালারী, আর্ট স্টুডিও / কর্মশালা
অটোমোবাইল ড্রাইভিং একাডেমি
শরীর ও সৌন্দর্য সেবা
বিলিয়ার্ড/পুল হল
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিছন্নতা সেবা
যাত্রী ছাউনি
গোরস্থান/সমাধি
কফি সপ/ চায়ের দোকান
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
কুরিয়ার সার্ভিস
শ্মশান
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
আসবাবপত্রের দোকান

শর্তসাপেক্ষ
জরুরী আশ্রয়
জ্বালানি স্থাপনা
গ্যারেজ
বাগান ও খুচরা নার্সারী সেন্টার
অগ্নি নির্বাপন কার্যালয়
থানা
অস্থায়ী উদ্ধার কেন্দ্র
অতিথিশালা
কসাইখানা
অবিচল সঞ্চালন কেন্দ্র
পর্যটন হোম বা রিসোর্ট
বাজার
চশমার দোকান
উন্মুক্ত ক্যাফে
ফল ও শাকসবজির বাজার
কমিউনিটি হল
মহল্লাভিত্তিক সমবায় সমিতি অফিস
পানি রাখার ট্যাঙ্ক
সারিবদ্ধ বসতি
রং ও বার্ণিসের দোকান
পার্কিং লট
বেত ও পাটি
ছবির দোকান
ডাকঘর
ডাক সুবিধাসমূহ
ক্রীড়া ও বিনোদন ক্লাব
টেনিস ক্লাব
বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো
টেলিফোন উপকেন্দ্র
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র
খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান
ফলের বাজার
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

এই অঞ্চলে অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া সকল ব্যবহার সংরক্ষিত

খ. সাধারণ শিল্প

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিতে উল্লেখিত সবুজ ও কমলা-এ শ্রেণির সাধারণ শিল্পভূমি ব্যবহার অনুমোদিত। নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

সারণি ৩: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
কনফেকশনারী
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বাই সাইকেল সংযোজন, যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
কামার
যাত্রী ছাউনি
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
পুলিশ বক্স/ব্যারাক
অগ্নি নির্বাপন কার্যালয়
মুদী দোকান
গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা

অনুমোদিত
মেশিন ঘর
মাংস ও মুরগী (প্যাকিং ও প্রক্রিয়াকরণ)
মসজিদ ও ইবাদতের স্থান
পত্রিকার অফিস
ফটোকপির দোকান
পাইপ লাইন এবং পরিসেবা লাইন
মুদ্রন, প্রকাশনা ও বিতরণ
গণ পরিবহণ সুবিধা
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
উদ্ধার প্রক্রিয়া
বিদ্যুৎ মিস্ত্রি
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
স'মিল
ছাউনি
টেলিভিশন, রেডিও বা ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য মেরামতের দোকান
সঞ্চালন লাইন
ট্রাক স্ট্যান্ড ও ধোয়া বা পণ্য খালাস টার্মিনাল
পরিসেবা লাইন
কাঠের পণ্য
কাঠের দোকান
এটিএম বুথ
পানির পাম্প / জলধার
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
বর্জ্য শোধনাগার
এ্যালুমনিয়াম পণ্য
গানের যন্ত্রপাতি
কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন
মোটরগাড়ি মেরামত কাজ
দেওয়াল ও হাত ঘড়ি সংযোজন ও প্রস্তুতকরণ
মোড়কী শিল্প
মোটরগাড়ি সংযোজন
সুগন্ধি ও প্রসাধন
টেলিফোন সংযোজন
ঔষধ প্রস্তুতকরণ শিল্প
স্বয়ংক্রিয় চাল কল
আলোকচিত্র ফিল্ম কারখানা
বেকারী
বৃক্ষরোপন (মাদক গাছ ব্যতিত)
বাঁশ ও বেতের পণ্য
বই বাঁধাই
ইলেক্ট্রিক তাঁত
মুদ্রণ ও লেখার কালি প্রস্তুতকরণ শিল্প
ছাপাখানা
কার্পেট ও মাদুর উৎপাদন
প্রক্রিয়াকরণ: মাছ, মাংস ও খাদ্য
সিনেমা হল
খাবার পানি ও কার্বোনেট পানীয় প্রক্রিয়া ও বোতলজাতকরণ
ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় ল্যাব
কৃত্রিম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
চকোলেট ও লজেঞ্চ কারখানা
চিরুণি, চুলের বেন্ড, ক্লিপ ইত্যাদি
পিন, বোর্ড পিন, ইউ পিন ইত্যাদি
হিমাগার

অনুমোদিত
গুড়া দুধ, ঘন দুধ, খামারী দুধ উৎপাদন
জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
চশমা ফ্রেম উৎপাদন
ড্রাই-ক্লিনিং
কাঁসা, পিতল ও ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র উৎপাদন
ভোজ্য তেল
গণপরিবহণ সুবিধা
বৈদ্যুতিক তার
ফ্রিজ মেরামত
প্রকৌশল কর্ম
কাপড় ধোয়া প্লান্ট
চকোলেট ও লজেঞ্জ কারখানা
রশি ও ছোবড়ার মাদুর উৎপাদন
কনফেকশনারী/খাবারের দোকান
লবণ কারখানা
লবণ উৎপাদন
ময়দা কল (বড়)
কাঠ, লোহা, এ্যালুমনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র প্রস্তুতকরণ
ঝালাই করা
গার্মেন্টস ও স্যুয়েটার কারখানা
জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
আঠা (প্রাণি আঠা ছাড়া)
সাবান
স্বর্ণের জিনিষ উপাদন
ফসফরাস পদার্থ কারখানা
সুতা কারখানা
হোটেল, বহুতল বাণিজ্যিক ভবন
ক্রীড়া সামগ্রী উৎপাদন
শ্বেতসার ও গ্লুকোজ কারখানা
আইসক্রীম
পাথর ঘষা, কাটা ও পলিশ
পাটকল
চা প্রক্রিয়াকরণ
চুন
প্রকাশনা ও মুদ্রণ দোকান
টায়ার পুনঃবিক্রয়
কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতকরণ
মেশিন ঘর
কৃষি কাজের হাতিয়ার, সরঞ্জাম ও ক্ষদ্র যন্ত্রপাতি
মাটি ও চীনা মাটির পাত্র/স্যানিটারি সামগ্রী (সিরামিক)
কাঠের নৌকা প্রস্তুতকরণ
দিয়াশলাই কারখানা
পানি শোধনাগার
চিকিৎসা ও শল্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন
বুনন ও হস্তচালিত তাঁত
মাংস ও পোল্ট্রি (মোড়ক ও প্রক্রিয়াকরণ)
ধাতব পাত্র/চামচ ইত্যাদি
কাঠ প্রক্রিয়াকরণ
কাঠ/লোহা/এ্যালুমনিয়াম দ্বারা আসবাবপত্র তৈরী
মোটর সাইকেল বিক্রয় দোকান

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ৪: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
খেলা ও বিনোদন (ভবনস্থ)
যন্ত্রপাতির দোকান
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়
কর্মচারি আবাসন
জ্বালানি স্থাপনা
ফাস্টফুড দোকান/ অস্থায়ী দোকান
শস্য ও ফিড মিলস
গ্যারেজ
শ্বশ্যান সুবিধা
সুপার স্টোর
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
জ্বালানি কেন্দ্র/গ্যাস স্টেশন
মোটর সাইকেল বিক্রয় কেন্দ্র
ফল ও শাকসবজির দোকান
পাইকারি গোডাউন
পানি রাখার ট্যাঙ্ক
চিত্রকর্ম ও দেওয়াল কাগজ বিক্রয়
রং ও বার্ণিসের দোকান
পার্কিং লট
পার্কিং লট (বাণিজ্যিক)
বেসরকারি গ্যাস
খুচরা দোকান, স্টুডিও /ওয়ার্কশপ
পাট কল
গানের যন্ত্রপাতি
কার্পেট ও মাদুর উৎপাদন
সিনেমা হল
ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় ল্যাব
কর্ক আইটেম উৎপাদন
কলম ও শিস কলম কারখানা
আলোকচিত্র ল্যাব(অতি বেগুনি ও ইনফ্রারেড ছাড়া)
প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী (পিভিসি বাদে)
কৃত্রিম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
ঝালাই করা
গুড়া দুধ পুনঃমোড়ক (উৎপাদন ব্যতিত)
কাঁচ কারখানা
আঠা (প্রাণি আঠা ছাড়া)
রশি ও ছোবড়ার মাদুর উৎপাদন
গম, চাল, হলুদ, মরিচ, ডাল ভাঙ্গাকল শূন্য হর্স-এর উপরে
লবণ কারখানা
স্বর্ণের জিনিষ উপাদন
উদ্ধার প্রক্রিয়াকরণ
উপগ্রহ/ডিশ এ্যান্টেনা
করাতকল, তৃণলতা কারখানা
ধোপাখানা
ফসফরাস কারখানা
ক্রীড়া সামগ্রী (প্লাস্টিক ছাড়া)

শর্তসাপেক্ষ
কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতকরণ
দিয়াশলাই কারখানা
চা মোড়ক (প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া)
চিকিৎসা ও শল্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন
টায়ার পুনঃবিক্রয়
ধৌত কেন্দ্র

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অন্য সকল ব্যবহার;অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া।

গ. বাণিজ্যিক এলাকা অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

বাণিজ্যিক এলাকা যেখানে মুলতঃ দাপ্তরিক ও ব্যবসা কাজকর্ম হয়ে থাকে। এই এলাকায় অনেক কাজ অনুমোদিত।

সারণি ৫: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ ও নিরিক্ষা কার্যক্রম
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন
কৃষি ব্যবসা
কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও সেবা
এ্যাম্বুলেন্স সেবা
এন্টিকের দোকান
যন্ত্রপাতির দোকান
নিলাম বাজার
মিলনায়তন, সভা হল, সম্মেলন সুবিধা
মোটর গাড়ি ইজারা বা ভাড়া অফিস
মোটর গাড়ি রং করার দোকান
মোটর গাড়ি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (ঘরে)
মোটর গাড়ি মেরামতের দোকান (গ্যারেজের সঙ্গে)
মোটর গাড়ি ধোয়া
মোটর গাড়ি বিক্রয়
কনফেকশনারী
বেকারী ও খুচরা মিস্টির দোকান
ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান
মদের দোকান (লাইসেন্স)
চুল কাটার দোকান
নারী সৌন্দর্য্য সেবা
বাই সাইকেলের দোকান
বিলিয়ার্ড/পুল হল
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত সামগ্রী বিক্রয় বা সংগ্রহ
মোড়কীকরণ
যাত্রী ছাউনি
সিনেমা হল
পরিবহণ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত
কম্পিউটার বিক্রয় ও সেবা
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ কোম্পানী
কুরিয়ার সার্ভিস
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
সাধারণ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসের দোকান

অনুমোদিত
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
ঔষধের দোকান / ফার্মেসি
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়
ফাস্টফুড/ অস্থায়ী দোকান
পণ্য পরিচালা, সংরক্ষণ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
পণ্য রাখার স্থান
সাধারণ দোকান
মুদী দোকান
অতিথিশালা
হোটেল বা মোটেল
আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
সোনা ও রূপার দোকান
নৌযান মেরামত ক্ষেত্র
সুপার স্টোর
মার্কেট (বাজার)
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
মোটর সাইকেল বিক্রি দোকান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
ফল ও সবজি দোকান
বিনোদন বাণিজ্য
পার্কিং লট (বাণিজ্যিক)
পোষা প্রাণির দোকান
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
ষ্টুডিও
পাইপ লাইন ও পরিসেবা
ডাকঘর
সংরক্ষিত ফল ও সবজি সুবিধা (হিমাগার)
মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
ফ্রিজ বা বড় যন্ত্রপাতি মেরামত
অবকাশ কেন্দ্র
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
মেরামত প্রক্রিয়াকরণ
মেরামত ক্ষেত্র
স্যাটেলাইট ডিস অ্যান্টেনা
স'মিল
অতিথিশালা
শপিংমল বা প্লাজা
কসাইখানা
সফটওয়ার উন্নয়ন
খেলার সামগ্রী ও খেলনা বিক্রয়
ট্যাক্সি স্ট্যান্ড
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
টেলিভিশন, রেডিও এবং ইলেক্ট্রনিক্স মেরামত (ভবনস্থ)
থিয়েটার (ভবনস্থ)
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
যানবাহন বিক্রি ও পরিসেবা, ইজারা ও ভাড়া
পশু চিকিৎসা ক্লিনিক, পশু হাসপাতাল, বোর্ডিং পরিসেবা

অনুমোদিত
গুদামজাত করা
কাঠের পণ্য
কাঠের গুদাম
এটিএম বুথ
পানির পাম্প/ রিজার্ভার
কৃষি নির্ভর শিল্প (রাইস মিল, সমিল, হমিগার)
সামাজিক বনায়ন
ফল ও শাক-সবজি বাজার
পেশাজীবি দপ্তর

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

এই এলাকায় কিছু কাজে শর্তযুক্ত অনুমোদন রয়েছে।

সারণি ৬: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
ক্রীড়া ও বিনোদন (ইনডোর)
বাই সাইকেল সংযোজন,যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
সম্প্রচার স্টুডিও/রেকর্ডিং স্টুডিও
কফি / চা দোকান
সঙ্গীত ঘর, মঞ্চ প্রদর্শনী
নির্মাণ, জরিপ, মাটি পরিক্ষার সংস্থা
বাণিজ্যিক প্রদর্শনী
হস্তশিল্প
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন
কৃয়ি পণ্য বিক্রি ও সেবা
কৃষি রাসায়নিক, সার ও কীটনাশকের দোকান
করীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
বনের পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র
জ্বালানী ও বরফ বিক্রেতা
গ্যারেজ
বাগান, নার্সারীর খুচরা বিক্রয় স্থান
পুলিশ বক্স/ব্যারাক
অগ্নিকান্ড / উদ্ধার কেন্দ্র
শস্য ও ফিড মিলস
ঘরের সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা
শ্বশ্মান সুবিধা
ভবনস্থ ক্রীড়া ও খেলাধুলা
ভবনস্থ নাট্যমঞ্চ
প্রকাশনা বা প্রিন্টের দোকান
জ্বালানী কেন্দ্র/গ্যাস স্টেশন
বাদ্যযন্ত্র উপকরণ বিক্রয় বা মেরামত
চক্ষু সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রয়
চিত্রকর্ম এবং দেওয়াল চিত্র বিক্রয়
রং এবং বার্ণিস
পার্কিং স্থান
পাটি ও মাদুর
ডাকঘর সুবিধা
পোল্ট্রি
ব্যক্তিগত গ্যারেজ
পেশাজীবি অফিস
খুচরা দোকান কাম স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
পাথর/কাটা পাথর বিক্রয়
জ্বালানি গ্রহণ কেন্দ্র

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অন্য সকল ব্যবহার; অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া।

ঘ. পল্লী বসতি

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ৭: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
কৃষিজীবি
পশু পালন
পশু আশ্রয় কেন্দ্র
গোরস্থান / সমাধি
শিশু ডে-কেয়ার/প্রি স্কুল
প্রাথমিক বিদ্যালয়
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কুটির
শ্মশান
দুগ্ধ খামার
সাধারণ দোকান
মুদী দোকান
তাঁত (কুটির শিল্প)
মৌসুমি শ্রমিকদের আবাসন
মসজিদ, মন্দিরের জায়গা
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
এতিমখানা
উন্মুক্ত ধর্মীয় উৎসব (ঈদগাহ)
খেলার মাঠ
স্যাটেলাইট ডিস অ্যান্টেনা
এনজিও/সিবিও সুবিধা
বিশেষ বাসিন্দা (যেমন শারিরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য থাকার জায়গা.)
অস্থায়ী ছাউনি/তাবু
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
অবিচল বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সামাজিক বনায়ন
ভাষ্কর্য বা স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ৮: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
শিল্পীর দোকান (পটার, কামার এবং স্বর্ণকারের দোকান.)
গবেষণা প্রতিষ্ঠান (কৃষি /মৎস্য)
বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন
মাছের হ্যাচারী
বাগান/খুচরা নার্সারী
জরুরী আশ্রয়
বিনোদন ও খেলার ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ: ভবনস্থ

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঙ. মিশ্র ব্যবহার এলাকা

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ৯: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ ও নিরিক্ষা কার্যক্রম
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও সেবা
এন্টিকের দোকান
এ্যাম্বুলেন্স সেবা
যন্ত্রপাতির দোকান
চিত্র প্রদর্শনী, আর্ট স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
চিত্র শিল্পীর দোকান
বসবাসের সহযোগিতা/বৃদ্ধাশ্রম
মিলনায়তন, সভা হল, সম্মেলন সুবিধা
মোটর গাড়ি ইজারা বা ভাড়া অফিস
মোটর গাড়ি রং করার দোকান
মোটর গাড়ির যন্ত্রপাতি ও মালপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (ঘরে)
মোটর গাড়ি মেরামতের দোকান (গ্যারেজের সঙ্গে)
মোটর গাড়ি দোকান
মোটর গাড়ি ড্রাইভিং একাডেমি
কনফেকশনারী
বেকারী ও খুচরা কনফেকশনারী
ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান
মদের দোকান (লাইসেন্স)
চুল কাটার দোকান
নারী সৌন্দর্য্য ঘর
বাই সাইকেলের দোকান
বিলিয়ার্ড/পুল হল
কামার
বোর্ডিং এবং থাকার ঘর
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত সামগ্রী বিক্রয় বা সংগ্রহ (ভবনস্থ)
বাস যাত্রী ছাউনি
শিশু ডে-কেয়ার/প্রি-স্কুল
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা/লন্ড্রি দোকান
বাণিজ্যিক বিনোদন ভবন
যোগাযোগ পরিসেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কমিউনিটি সেন্টার
যৌথ আবাসন বা এ্যাপার্টমেন্ট
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
কুরিয়ার সার্ভিস
সাইবার ক্যাফে
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ কোম্পানী
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
কর্মচারি আবাসন
কাপড়ের দোকান
ফাস্টফুডের/খাবারের দোকান

অনুমোদিত
অন্তেষ্টিক্রিয়ার সেবা
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
অতিথিশালা
হাসপাতাল
সোনা ও রূপার দোকান
ভূচিত্র এবং উদ্যানতত্ত্ব সেবা
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
প্রাথমিক বিদ্যালয়
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
অবকাশ কেন্দ্র
স্যাটেলাইট ডিস এ্যান্টেনা
সরাইখানা
জুতা মেরামত ও জুতা পালিশের দোকান (ছোট)
কসাইখানা
সামাজিক সংগঠন
সফটওয়ার উন্নয়ন
বিশেষ বাসিন্দা (প্রতিবন্ধী)
খেলনা, শখের পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহ
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
গাড়ি বিক্রি এবং সেবা, ইজারা ও ভাড়া
গুদামজাত করা
কাঠ গুদাম
শিশু পার্ক
পানির পাম্প/রিজার্ভার
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
রিক্সা /অটো রিক্সা স্ট্যান্ড
এ্যাপার্টমেন্ট
আবাসন প্রকল্প
একক আবাসন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১০: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
কৃষি রাসায়নিক, সার ও কীটনাশকের দোকান
ক্রীড়া ও বিনোদন (ভবনস্থ)
শারিরীক সৌন্দর্য্য সেবা
সম্প্রচার স্টুডিও/রেকর্ডিং স্টুডিও
ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা সেবা
ইমারত সামগ্রী বিক্রি ও রক্ষণাবেক্ষণ
গোরস্থান বা সমাধি
কফি /চা দোকান/ গ্যারেজ
কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত

শর্তসাপেক্ষ
কম্পিউটার বিক্রয় ও সেবা
সঙ্গীত ঘর, মঞ্চ প্রদর্শনী
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ প্রতিষ্ঠান
নির্মাণ, জরিপ ও মাটি পরিক্ষার সংস্থা
কুটির
পরামর্শদান সেবা
হস্ত শিল্প
সমাধি ক্ষেত্র
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও পাঠাগার
পণ্য সামগ্রী দোকান, আসবাবপত্র ও রকমারি দোকান
ড্রাগ স্টোর/ঔষধের দোকান
জ্বালানি স্থাপনা
শরীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার, ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
পণ্য পরিচালন, সংগ্রহ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
খেলাধুলার ক্লাব
গ্যারেজ
বাগান বা খুচরা নার্সারি
বাণিজ্যিক দপ্তর
প্রকল্প দপ্তর
সরকারি দপ্তর
হোটেল বা মোটেল
গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র মেরামত সেবা
ভবনস্থ বিনোদন কেন্দ্র, খেলাধুলার স্থান
ভবনস্থ নাট্যমঞ্চ
প্রকাশনা বা মুদ্রণের দোকান
বাজার
স্বাস্থ্য অফিস, ডেন্টাল ল্যাব, ক্লিনিক বা ল্যাব
বাদ্যযন্ত্র বিক্রি বা মেরামত
চশমা পণ্য বিক্রি
উন্মুক্ত ক্যাফে
উন্মুক্ত ফল ও সবজির দোকান
চিত্রকর্ম ও দেওয়াল কাগজ বিক্রি
রং ও বার্ণিস
বহিরাঙ্গন বাড়ি
ফটো ল্যাব ও স্টুডিও
হাঁস মুরগীর খামার
মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ
মানসিক হাসপাতাল
খুচরা দোকান কাম স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
রেডিও/টেলিভিশন বা টি এন্ড টি স্টেশন ও সঞ্চালন টাওয়ার
ফ্রিজ বা বড় যন্ত্রপাতি মেরামত
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
খেলার সামগ্রী ও খেলনা বিক্রি
খেলা ও বিনোদন ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ (ভবনস্থ)
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
টেলিভিশন, রেডিও বা ইলেকট্রনিক্স মেরামত
প্রকল্প দপ্তর
উদ্যান ও বিশ্রাম স্থান
খেলার মাঠ

শর্তসাপেক্ষ
বাস যাত্রী ছাউনি
সামাজিক বনায়ন
প্রদর্শনী ও মেলা
বিশেষ অনুষ্ঠান শিবির
সার্কাস
টেনিস ক্লাব/বাস্কেট বল কোর্ট
সঞ্চালণ লাইন
ভূচিত্র ও উদ্যান সেবা
স্মৃতি স্তম্ভ
নগর-প্রকৃতি সংরক্ষণ
উন্মুক্ত নাট্যশালা
পরিসেবা লাইন
পার্ক ও বিনোদন (সাধারণ)
চিড়িয়াখানা
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র
সংবাদপত্রের দোকান
আর্ট গ্যালারী, স্টুডিও/ওয়ার্কসপ
নার্সারী স্কুল
এটিএম বুথ
বহিরাঙ্গণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান
মোটর ড্রাইভিং একাডেমী
ফটোকপি ও অনুলিপি
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা
ডাকঘর
বাস যাত্রী ছাউনি
প্রাথমিক বিদ্যালয়
শিশু পরিচর্যা/প্রাক-বিদ্যালয়
পেশাজীবি দপ্তর
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
যোগাযোগ সেবা
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা চিহ্ন
অনুমোদিত উচ্চতায় যোগাযোগ টাওয়ার
গণপরিবহণ সুবিধা
কনফেকশনারী দোকান
বাস্তু থেকে প্রতিষ্ঠান আবাসিক ব্যবহার
সম্মেলন কেন্দ্র
গণশিক্ষা স্কুল
সংশোধন প্রতিষ্ঠান
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও পাঠাগার
সরাইখানা
সাইবার ক্যাফে
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
বিশেষায়িত স্কুল; নৃত্য,কারু, সঙ্গীত ও অন্যান্য
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
মুদি দোকান
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
মুদি দোকান
উচ্চ বিদ্যালয়
পশু চিকিৎসাস্কুল/কলেজ ও হাসপাতাল

শর্তসাপেক্ষ
প্রকাশনা ও মুদ্রণ দোকান
পানির পাম্প/জলাধার
কাঠ গুদাম
মসজিদ, উপাসনা স্থান
বহুতল-কার পাকিং

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

চ. শিক্ষা ও গবেষণা এলাকায় অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১১: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
আর্ট গ্যালারী, আর্ট স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
মোটর গাড়ি ড্রাইভিং একাডেমি
কনফেকশনারী
বাস যাত্রী ছাউনি
চাইল্ড ডে- কেয়ার/ প্রি-স্কুল
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
সম্মেলন কেন্দ্র
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং পাঠাগার
সাইবার ক্যাফে
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
হাসপাতাল
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
উনমুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
ডাকঘর
প্রাথমিক বিদ্যালয়
পেশাজীবি দপ্তর
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যাবস্থাপনা চিহ্ন
গণ-পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিস এ্যান্টেনা
স্কুল (বয়স্ক)
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা
সরাইখানা
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
বৃত্তিমুলক, ব্যবসায়ী, দাপ্তরিক স্কুল
কাঠ গুদাম
এটিএস বুথ
পানির পাম্প/জলাধার

অনুমোদিত
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
পশু চিকিৎসা স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১২: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
মিলনায়তন, সভা কেন্দ্র, সম্মেলন সুবিধা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
চুল কাটার দোকান
বোর্ডিং ও থাকার স্থান
বই বা স্টেশনারী দোকান অথবা পত্রিকার দোকান
পরামর্শ সেবা
কুরিয়ার সার্ভিস
বনায়ন (তামাক গাছ ছাড়া)
ডে-কেয়ার সেন্টার (লাভজনক/অলাভজনক)
ডাক্তার/ডেন্টিস্ট চেম্বার
ঔষধের দোকান / ফার্মেসি
ফাস্টফুড/খাবারের দোকান
উপহার, বাহারি ফুলের দোকান /কাড সরবারহ
গ্যালারি/ জাদুঘর
গ্যারেজ
ভবনস্থ নাট্যশালা
এতিমখানা
ক্যাফে
পার্কিং স্থান
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
ডাকঘর সুবিধা
মানসিক হাসপাতাল

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ছ. সরকারি দপ্তর অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৩ : অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ, নিরিক্ষা কার্যক্রম
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
কনফেকশনারী

বাস যাত্রী ছাউনি
পৌর প্রশাসন
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
নির্মাণ, জরিপ, মাটি পরিক্ষার সংস্থা
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী
সাইবার ক্যাফে
জরুরী আশ্রয়
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
সাধারণ দোকান
প্রকল্প দপ্তর
সরকারী দপ্তর
মুদি দোকান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
উন্মুক্ত ধর্মীয় উৎসব
ফটোকপি এবং অনুলিপি সেবা
ডাকঘর
পেশাজীবি দপ্তর
গণ-পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিশ এ্যান্টেনা
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা
সরাইখানা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন্স
পরিসেবা লাইন্স
কাঠ গুদাম
এটিএম বুথ
পানির পাম্প/জলাধার
সামাজিক বনায়ন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১৪: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
ক্রীড়া ও বিনোদন (ভবনস্থ)
মিলনায়তন, সভাস্থল, সম্মেলন সুবিধা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বোর্ডিং ও থাকার স্থান
বই, স্টেশনারী দোকান বা পত্রিকার দোকান
কফি/ চা দোকান
সম্মেলন কেন্দ্র
কুরিয়ার সার্ভিস
বনায়ন (তামাক গাছ ছাড়া)
ডে-কেয়ার (লাভজনক/অলাভজনক)
ডিটেন্সন (আটক)
ডাক্তার/ডেন্টিস্ট চেম্বার
জ্বালানি স্থাপনা
ফাস্টফুড/ খাবারের দোকান
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
পণ্য পরিচালন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ
গ্যালারী/যাদুঘর

শর্তসাপেক্ষে
গ্যারেজ
পুলিশবক্স/ব্যারাক
অগ্নিকান্ড উদ্ধার কেন্দ্র
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
উন্মুক্ত ক্যাফে
পার্কিং স্থান
পার্কিং স্থান (লাভজনক)
পাইপ লাইন পরিসেবা লাইন
ডাকঘর সুবিধা

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

জ. কৃষি অঞ্চলে অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৫: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
খাদ্য শস্য চাষ
শস্য চাষ
নগদ টাকায় শস্য চাষ
উদ্যান পালন
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ
দুগ্ধ খামার
গভীর নলকুপ
সেচ সুবিধ া(সেচ খার, কালভাট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি)
অস্থায়ী কাঠামো (কৃষি)
পশু রাখার জায়গা
হাঁস পালনের জায়গা
বিনোদনের জন্য জলের সুবিধা (জলের বিনোদন)
বৃক্ষ রোপন (তামাক গাছ ছাড়া)
ভাসমান বনায়ন
অবিচল সঞ্চালন কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
সামাজিক বনায়ন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

সারণি ১৬: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
গোরস্থান / সমাধি
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
শ্মশান
মাছের হ্যাচারী
বাগান ও খুচরা বিক্রয় নার্সারি
হাঁস-মুরগী খামার

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঝ. উন্মুক্ত স্থান

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৭: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
উদ্ভিদ বাগান
বাস যত্রী ছাউনি
ক্যারাভ্যান পার্ক/ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড
উৎসব/মেলা
সার্কাস
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
ভূচিত্র এবং উদ্যান সেবা
পথ নাটক
পার্ক এবং বিনোদন সুবিধা (সাধারণ)
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
খেলার মাঠ
বিষেশ অনুষ্ঠানের তাবু
টেনিস ক্লাব
সঞ্চালন লাইন
শহরের প্রকৃতি সংরক্ষণ
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
চিড়িয়াখানা
সামাজিক বনায়ন
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

সারণি ১৮: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
বাণিজ্যিক প্রদর্শনী
শরীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
গলফ খেলার মাঠ
যন্ত্র চালিত বিনোদন
উন্মুক্ত বিনোদন সুবিধা
উন্মুক্ত খেলা ও বিনোদন সুবিধা
পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা
অবকাশ কেন্দ্র
খেলাধূলা ও বিনোদন ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ ভবনস্থ

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঞ. জলাশয়

এধরণের ভূমি ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি ধরে রাখা।

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৯: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
জল বিনোদন সুবিধা
ম্য শিকার ক্লাব

অনুমোদিত
পরিসেবা লাইন
জলজ উদ্যান
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ২০: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
নৌকা চালানোর সুবিধা
মোটর বিনোদন
পানিতে বিনোদন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

সারণি ২১ : অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
জল বিনোদন সুবিধা
মৎস্য শিকার ক্লাব
পরিসেবা সংযোগ
পানির পার্ক
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সারণি ২২: শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার

জলাশয়ের অধীন শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
নৌকা চালানোর সুবিধা
যন্ত্রচালিত বিনোদন

পরিশিষ্ট - ঙ

গফরগাঁও পৌরসভা

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ।

গফরগাঁও পৌরসভার প্রস্তুতকৃত খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অত্র এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা।

সভাপতি	ঃ এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ, মেয়র, গফরগাঁও পৌরসভা
সভার তারিখ	ঃ ১৯ শে জুন, ২০১৩ ইং ।
স্থান	ঃ পৌরসভা হলরুম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ।
সময়	ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিতির বিবরণঃ

অদ্য ১৯ শে জুন ২০১৩ ইং সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হলরুমে গফরগাঁও পৌর-শহরের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন এবং এর উপর মতবিনিময় সভা এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ, মেয়র, গফরগাঁও পৌরসভা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহঃ প্রকৌশলী ও সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন (ইউটিআইডিপি) প্রকল্পের নগর পরিকল্পনাবিদ, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শকবৃন্দ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সভার আলোচনা ঃ

মেয়র, গফরগাঁও পৌরসভাঃ গফরগাঁও পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন, পৌর এলাকার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অত্র পৌরসভার উন্নয়নের জন্য মতবিনিময় সভার উদ্বোধন করেন। মেয়র মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি সকল বিভাগের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্তপূর্বক গফরগাঁও পৌরসভার অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি প্রকল্পের আরবান প্ল্যানার জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন কে মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন এবং এরপর তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপনঃ

প্রকল্পের আরবান প্ল্যানার জনাব জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন খসড়া মাস্টার প্ল্যানের জিআইএস তথ্যভান্ডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, পরিকল্পনা প্রণয়নসহ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে মূল সড়কের রাইট অফ ওয়ে (**ROW**) এখনই নির্ধারণপূর্বক সংরক্ষণ করা জরুরী। তিনি গফরগাঁও পৌরসভার আঞ্চলিক ও স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গৃহীত প্রধান কয়েকটি সড়কের তথ্য-উপাত্ত যৌক্তিকতাসহ উপস্থাপন করেন।

মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (বেটস্ কনসাল্টিং সার্ভিসেস লিঃ) এর পক্ষে নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন খসড়া মাস্টার প্ল্যান মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি এর জিআইএস তথ্যভান্ডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি গফরগাঁও পৌরবাসীর উন্নয়নকল্পে প্রস্তাবিত ও গৃহীত একাধিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার অবস্থান উপস্থাপন করেন যার মধ্যে পৌর পার্ক, যানবাহন পার্কিং, বাস টার্মিনাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তিনি উল্লেখ করেন, গফরগাঁও পৌরসভায় ১ম মতবিনিময় সভায় ইতোপূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারন, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ এবং মেয়র মহোদয়ের সাথে যৌথভাবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাবনার আকার ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মতামত বিনিময় করা হয়। ১ম মতবিনিময় সভায় সংগৃহীত সকল মতামতের ভিত্তিতেই উন্নয়ন প্রস্তাবনা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ চূড়ান্ত মতবিনিময় সভায় পুনরায় বর্ণনা করা হয় যা নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল-

- প্রাইমারী রাস্তা, সেকেন্ডারী রাস্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ রাস্তাসহ একটি সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার প্রস্তাবনা করা হয়েছে।
- শহরের অভ্যন্তরীন জলাবদ্ধতা নিরসন ও সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেনসহ একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।
- গফরগাঁও পৌরসভার জনগনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারন ও ভারী শিল্প এলাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কেনা-কাটার জন্য নেইবারহুড মার্কেট (পৌর মার্কেট) রাখা হয়েছে।
- ওয়ার্ডভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড সেন্টার/কাউন্সিলর অফিস প্রস্তাব করা হয়েছে।
- শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে হাইস্কুল, কলেজ এবং যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য ফেলার স্থান এবং বর্জ্য স্থানান্তরের স্থান দেখানো হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি গণ-শৌচাগার এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সে সকল স্থানে বেশী লোকের সমাগম হয় সেই সকল স্থানকে অবস্থান দেখানো হয়েছে।
- ক্রীড়া ও খেলা-ধুলার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১টি ষ্টেডিয়ামের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।
- পৌরবাসীর কেনা-কাটার জন্য এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সুপার মার্কেট এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার অভ্যন্তরীন যান-চলাচল এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টেম্পোষ্ট্যান্ড এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভাকে আঞ্চলিক ও জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এবং টার্মিনাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাস টার্মিনাল এবং ট্রাক টার্মিনাল এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের লক্ষ্যে ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত ঈদগাহ মাঠকে খেলা-ধুলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্যও প্রস্তাব রাখা হয়েছে
- পৌরবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১টি কেন্দ্রীয় পাক এবং বিভিন্ন মহল্লায় নেইবারহুড পার্ক এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- আশ্রয়হীন বয়স্কদের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি পূনর্বাসন কেন্দ্রের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- পৌরসভার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পূনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন এলাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় দরিদ্রদের আবাসন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে খধহফ ভড়ৎ চড়ড়ৎ চবড়ঢ়ষব এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার রাস্তার সংকটপূর্ণ সংযোগ স্থলে পরিকল্পিত ভাবে যানবাহন চলাচলের লক্ষ্যে গোলচত্তর এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ভারী যান-বাহন দ্বিমুখী চলাচলের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংঘর্ষ নিরসনের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডিভাইডার এর প্রস্তাব আনা হয়েছে।
- পথচারীদের নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে ফুটপাথের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপনের পর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থাপিত মাস্টার প্ল্যানের উপর আলোচনা করেন।

এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ, মেয়র, গফরগাঁও পৌরসভাঃ গফরগাঁও পৌরসভার মেয়র জনাব এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ প্রস্তাবিত বাস টার্মিনাল সরিয়ে ৭ নং ওয়ার্ডে, বর্জ্য ফেলার স্থান ৪ নং ওয়ার্ডে এবং ৪ নং ওয়ার্ডে একটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, বর্তমান সুইপার কোলনী সরিয়ে ৪ নং ওয়ার্ডে, ৫ নং ওয়ার্ডে সুপার মার্কেট ও কিচেন মার্কেট দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতি মহোদয় ঃ সভাপতি ও গফরগাঁও পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ তাঁর সমাপনী বক্তব্য রাখেন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (**BETS Consulting Services Limited**) এর পক্ষে জনাব মোঃ স্বরূপ হাসনাইন, নগর পরিকল্পনাবিদ; মোঃ জামাল উদ্দিন, নগর পরিকল্পনাবিদ এবং **LGED** এর পক্ষে সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং গফরগাঁও পৌরসভার উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে কাউন্সিলর অফিস/ওয়ার্ড সেন্টার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

২. ৪ নং ওয়ার্ডে গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৩. বাস টার্মিনাল ৭ নং ওয়ার্ডে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৪. বর্জ্য ফেলার স্থান ৪ নং ওয়ার্ডে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৫. ৫ নং ওয়ার্ডে সুপার মার্কেট ও কিচেন মার্কেট দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৬. বর্তমান সুইপার কোলনী সরিয়ে ৪ নং ওয়ার্ডে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৭. ০.১৫ একরের উপর যে সকল জলাধার আছে সে গুলো সংরক্ষনেরপ্রস্তাব গৃহীত হয় ।

৮. বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাদিসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনা, যেমনঃ ষ্টেডিয়াম, কেন্দ্রীয় পার্ক, নেইবারহুড পার্ক, হাইস্কুল, কলেজ, সুপার মার্কেট, নেইবারহুড মার্কেট, গণ-শৌচাগার, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, শিল্প এলাকা, পূর্নবাসন কেন্দ্র, ওয়ার্ড সেন্টার, ঈদগাহ মাঠ প্রভৃতির প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।

৯. প্রাইমারী রাস্তা, সেকেন্ডারী রাস্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ রাস্তার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

১০. বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, টেম্পোষ্ট্যান্ড ও পার্কিং এলাকার প্রস্তাবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

১১. সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেনসহ একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা গৃহীত হলো ।

১২. এছাড়াও পৌরসভার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।

১৩. মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান **(BETS Consulting Services Limited)** কে মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রস্তাবনা যাচাই বাছাই পূর্বক গফরগাঁও পৌরসভার চুড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করে চুড়ান্ত মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রকল্প অফিসে অতিসত্ত্বর দাখিল করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/০৫/২০১৩

(এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ)
মেয়র
গফরগাঁও পৌরসভা
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ময়মনসিংহ
৩. উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
৪. সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
৫. উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **BETS Consulting Services Limited**, ঢাকা
৭. জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।

(এ্যাডঃ কায়সার আহাম্মদ)
মেয়র
গফরগাঁও পৌরসভা
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ।